Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

35

9|279

PRESENTED

LIBRARY
No. 9|279
Shri Sh... ...ram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No. 9|279 ... Ashram
... BENARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 9/279
Shri Sh... ...ee Ashram
BANA...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত

শ্রীউমাপদ সরকার

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত

[বিদ্বদ্বরেণ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর
শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়
লিখিত 'প্রস্তাবনা' সহ।]

PRESENTED

LIBRARY No. ...... BENARAS

শ্রীভূপালচন্দ্র সরকার

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ লিখিত

৭।৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ

হরিদ্বার, শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম হইতে
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

আষাঢ়, ১৩৫৯ সন]

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ৩৲
কাপড়ে বাঁধাই ৩৷৹

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম
লালতারাবাগ, হরিদ্বার।

২। রামেশ্বর মঠ
৩১।৯, মদনপুরা, বেনারস (৺কাশীধাম)

৩। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন হইতে শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri

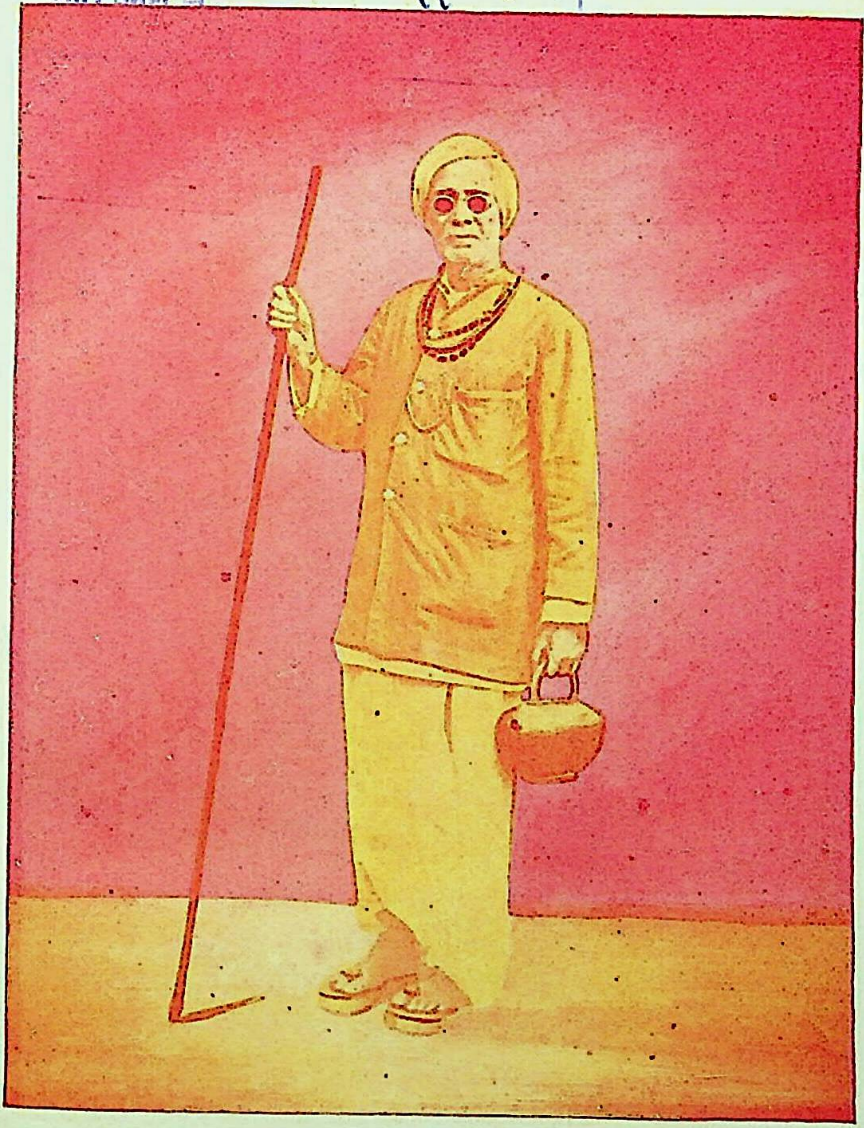

শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

সন্ন্যাসী সমাজের অন্যতম
আচার্য্য বাঙালীগৌরব অশেষ শাস্ত্র-
জ্ঞানসম্পন্ন হরিদ্বারস্থ শ্রীশ্রীভোলানন্দ
সন্ন্যাসাশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুভ্রাতা
শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি
মণ্ডলীশ্বর মহারাজের করকমলে এই
পুস্তকখানি সাদরে উৎসর্গীকৃত হইল।

বিনীত—
স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	জন্ম ও বাল্যাবস্থা	১
২।	গুরুগৃহে	১৫
৩।	সাধনা	৩২
৪।	তীর্থপর্য্যটন	৪৭
৫।	পিতৃমাতৃ সমীপে	৭৩
৬।	প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভমেলা—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ	৮৪
৭।	কলিকাতায়—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ	১০৮
৮।	বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক	১১২
৯।	ভগবান্ শিবের অযাচিত কৃপা	১২১
১০।	কতিপয় মহাত্মা সমভিব্যাহারে	১৪২
১১।	আশ্রম-জীবন ও সন্ন্যাসী শিষ্য	১৫৩
১২।	সর্ব্বভূতে প্রেম	২১৭
১৩।	জ্ঞানী-ভক্ত	২৩৬
১৪।	কতিপয় শিষ্যভক্ত সমভিব্যাহারে	২৬০
১৫।	অনুজ শঙ্করানন্দের মহাপ্রয়াণ	৩১০
১৬।	হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলা—১৯২৭ খৃষ্টাব্দ	৩৪৭
১৭।	জন্মভূমি খুরদা ও বঙ্গদেশে শেষ ভ্রমণ	৩৫৪
১৮।	মহাসমাধি	৩৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shri Shri

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri
৮।৮৭

প্রস্তাবনা

মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, তাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ভগবান্ জগদ্‌বাসী সজ্জনবৃন্দকে শুনাইয়াছেন

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

শ্রীভগবানের এই আশ্বাসবাণী যুগে যুগে সাফল্য লাভ করিয়াছে। তবে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি নানাভাবে আবির্ভূত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া বিষ্ণোরব্যক্ত-জন্মনঃ।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।"

যাঁহার মধ্যে 'বিভূতি' পরিলক্ষিত হইবে, যিনি উর্জ্জস্বী (তেজস্বী) তাঁহাকে ভগবানের অংশসম্ভূত বলিয়া স্বয়ং ভগবানই নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

তাই যে সমস্ত মহাপুরুষের পাদস্পর্শে এই ভারতবর্ষ দেবগণেরও কাম্যবস্তুরূপে শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে—তাঁহারা সেই পরমপুরুষের অংশসম্ভূত—এ কথা আস্তিক হিন্দুমাত্রই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীস্বামী ভোলানন্দ গিরি এইরূপ পরমপবিত্র মহাপুরুষগণের মধ্যে একজন অলোকসামান্য পুরুষ-প্রকাণ্ড ছিলেন। তাঁহার মধুর পরমার্থতত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশামৃত পান করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও ধন্য—তাঁহারাও মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই সকল অলৌকিক শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনে এক নূতন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ; যাঁহাদের সে সৌভাগ্য হয় নাই তাঁহারাও ঐ মহাপুরুষগণের 'জীবনচরিত্র' শ্রবণ করিলে সৎসঙ্গের ফল লাভ করিবেন। তাই এতাদৃশ মহীয়ান্ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত্র লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন এবং অশেষ কল্যাণকর বলিয়াই মনে করি। বিশেষতঃ যিনি সাক্ষাৎভাবে মহাপুরুষের সহিত পরিচিত এবং তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহার পক্ষে উক্ত মহাপুরুষের জীবনচরিত্র অঙ্কিত করা পরম আস্বাদ্য ও রমণীয় বলিয়াই মনে করি। তাই স্বামী ধ্রুবানন্দ মহারাজ সেই লীলাময়ের পরমবিভূতিস্বরূপ শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের মধুর জীবনচরিত্র প্রকাশ করিয়া সুধীভক্ত-সমাজের পরম ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বামীজির (স্বামী ধ্রুবানন্দ মহারাজ) লিখিত এই জীবনীখানি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনাবলীর সমাবেশে ও শ্রীমন্মহারাজের পীযুষকল্প উপদেশরাজির মহামহিমায় অপূর্ব্বতা লাভ করিয়াছে। দেশের এই সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের দিনে এই জীবনচরিত্রখানি সাগ্রহে পঠিত হইয়া জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করুক, ইহাই এই অকিঞ্চন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একমাত্র প্রার্থনা। ইতি—

১২।৭।৪২ } শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

(মহামহোপাধ্যায়)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

৭।৮৭

যথার্থ জীবনী বিরল

জীবনী লেখা বড়ই দুষ্কর। মানুষের দুটো দিক্ আছে, একটা বাহিরের দিক্, অপরটী ভিতরের দিক্। সুতরাং মানুষের জীবনও দুই প্রকার। একটা তাঁর বাহিরের জীবন, অন্যটী তাঁর ভিতরের। আমরা যখন কোন ব্যক্তির জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তখন সেই ব্যক্তির বাহিরের জীবনটাই আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে। তাঁর পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন লইয়াই আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। সামাজিক জীবনের ঘটনাগুলি যেরূপ স্পষ্টভাবে আমরা জানিতে পারি, সেরূপ স্পষ্টভাবে আমরা তাঁর পারিবারিক জীবনের ছোট-বড় দৈনন্দিন ঘটনাগুলি জানিতে পারি না। এক ব্যক্তি হয়ত স্বীয় গৃহে—আপন পরিবারের মধ্যে এরূপ ব্যবহার করেন যে, তাঁহার ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলেই দুঃখিতচিত্তে কালাতিপাত করেন। তিনি হয়ত পিতামাতার অবাধ্য, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি বড়ই দুর্ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনিই আবার হয়ত সভাস্থলে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাজের প্রশংসাভাজন হন। সুতরাং মানুষের শুধু সামাজিক জীবন অবলম্বন করিয়া জীবনী লিখিলে সে জীবনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে জীবনীলেখক সামাজিক জীবনের ঘটনাগুলির উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তির জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তির পারিবারিক জীবন নিজ কল্পনা-বলে রচনা করিয়া স্বীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। সুতরাং তাঁহার প্রণীত জীবনী যথার্থ জীবনী হয় না। আমরা যদি কোন ব্যক্তির পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারি এবং এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যদি তাঁহার জীবনী লিখি তাহা হইলেও আমাদের প্রণীত সেই জীবনী প্রকৃত জীবনী হয় না। কেন হয় না? যে ব্যক্তির জীবনী আমরা লিখি, সেই ব্যক্তির ভিতরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন যে কি, সে সম্বন্ধে আমরা বহুপরিমাণে অজ্ঞ থাকিয়া যাই। মানুষের মন এক অদ্ভুত জিনিষ। মানুষ তার মনের ভাব অপরের নিকট গোপন করিতে পারে। এরূপ মানুষ আছে যে তার অন্তরে বিন্দুমাত্র স্নেহ-মমতা নাই অথচ বাহিরে সে ব্যক্তি দিনের পর দিন এরূপ ব্যবহার করিয়া যায়, যাহাতে অপরে মনে করে সে তাহাকে কতই ভালবাসে, কতই স্নেহ করে। সুতরাং অন্তরের মানুষটী না জানিতে পারিলে মানুষের কেবল পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন অবলম্বন করিয়া তাঁহার জীবনী লিখিলে সে জীবনী সম্পূর্ণ হয় না। নিজ জীবনী নিজে লিখিলে সে জীবনীও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না। মানুষ স্বভাবতঃই নিজেকে অপরের চক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান করিতে চায়। ফরাসী দার্শনিক রুসোর ন্যায় লোক সমাজে কমই দেখা যায়। আর রুসোও তাঁর জীবনের কয়েকটী দোষের উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁর যে আরও দোষ বা গুণ ছিল না তাহা শপথ করিয়া কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং মানুষের যথার্থ জীবনী অতিশয় বিরল। আবার ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা লিখিত একই ব্যক্তির জীবনী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আমরা যখনই কোন ব্যক্তির জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমরা জানিতে চাই আমাদের হৃদয়ে, মনে, বুদ্ধিতে সেই ব্যক্তি কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার সহিত আমাদের হৃদয়ের, মনের, বুদ্ধির যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটা আমাদের হৃদয়ে ভাবপ্রবণতা জাগাইয়া তোলে এবং সেই ব্যক্তির জীবনী অনেক স্থলে আমাদের ভাবপ্রবণতার দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, তাঁহার জীবিতাবস্থায় যে দোষগুলি কঠোর সমালোচনার যোগ্য বলিয়া মনে হইত, মৃত্যুর পর তাঁহার চরিত্রগত সেই দোষগুলি জীবনী-লেখকের মনে পড়ে না, কিম্বা মনে পড়িলেও তিনি সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষগুলিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং সমালোচনা করিলেও তাঁহার সেই সমালোচনা অনেক স্থলে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি বশতঃ যথার্থ সমালোচনা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

জীবনী লেখার প্রয়োজন

প্রকৃত জীবনী লেখার পক্ষে বহু প্রতিবন্ধক থাকিলেও লোকে জীবনী লিখিয়া থাকেন। প্রয়োজন ব্যতীত বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তিকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং জীবনী-লেখক কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন তাহাই এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রত্যেক গ্রন্থেরই চারিটী অনুবন্ধ থাকে। প্রয়োজন, অধিকারী, বিষয় এবং সম্বন্ধ। জীবন-চরিত লেখার প্রয়োজন কি? যে সমুদয় প্রয়োজনের অনুরোধে লেখক জীবন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হন তাহার মধ্যে জগতের কল্যাণ-সাধন একটী। কোন বিখ্যাত ব্যক্তির কিংবা কোন মহাপুরুষের জীবন-চরিত জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। তাঁহাদের জীবনী পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, এই সব বিখ্যাত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বীয় চরিত্রবলে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জগতে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন; কোন বাধাই তাঁহাদিগকে মুহ্যমান করিতে পারে নাই। মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ-দুঃখ—জগতের কোন প্রলোভনই এই অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। এই স্থিরসঙ্কল্প, একনিষ্ঠ মহাপুরুষ-গণ স্বচ্ছসলিলা নদীর ন্যায় পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনন্ত জলধির ন্যায় কি এক মহান্ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের ইপ্সিত বস্তু লাভ করিয়া জগতে অমর হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন যে কি, সে সম্বন্ধে আমরা বহুপরিমাণে অজ্ঞ থাকিয়া যাই। মানুষের মন এক অদ্ভুত জিনিষ। মানুষ তার মনের ভাব অপরের নিকট গোপন করিতে পারে। এরূপ মানুষ আছে যে তার অন্তরে বিন্দুমাত্র স্নেহ-মমতা নাই অথচ বাহিরে সে ব্যক্তি দিনের পর দিন এরূপ ব্যবহার করিয়া যায়, যাহাতে অপরে মনে করে সে তাহাকে কতই ভালবাসে, কতই স্নেহ করে। সুতরাং অন্তরের মানুষটী না জানিতে পারিলে মানুষের কেবল পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন অবলম্বন করিয়া তাঁহার জীবনী লিখিলে সে জীবনী সম্পূর্ণ হয় না। নিজ জীবনী নিজে লিখিলে সে জীবনীও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না। মানুষ স্বভাবতঃই নিজেকে অপরের চক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান করিতে চায়। ফরাসী দার্শনিক রুসোর ন্যায় লোক সমাজে কমই দেখা যায়। আর রুসোও তাঁর জীবনের কয়েকটী দোষের উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁর যে আরও দোষ বা গুণ ছিল না তাহা শপথ করিয়া কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং মানুষের যথার্থ জীবনী অতিশয় বিরল। আবার ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা লিখিত একই ব্যক্তির জীবনী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আমরা যখনই কোন ব্যক্তির জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমরা জানিতে চাই আমাদের হৃদয়ে, মনে, বুদ্ধিতে সেই ব্যক্তি কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার সহিত আমাদের হৃদয়ের, মনের, বুদ্ধির যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটা আমাদের হৃদয়ে ভাবপ্রবণতা জাগাইয়া তোলে এবং সেই ব্যক্তির জীবনী অনেক স্থলে আমাদের ভাবপ্রবণতার দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, তাঁহার জীবিতাবস্থায় যে দোষগুলি কঠোর সমালোচনার যোগ্য বলিয়া মনে হইত, মৃত্যুর পর তাঁহার চরিত্রগত-সেই দোষগুলি জীবনী-লেখকের মনে পড়ে না, কিম্বা মনে পড়িলেও তিনি সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষগুলিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং সমালোচনা করিলেও তাঁহার সেই সমালোচনা অনেক স্থলে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি বশতঃ যথার্থ সমালোচনা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

জীবনী লেখার প্রয়োজন

প্রকৃত জীবনী লেখার পক্ষে বহু প্রতিবন্ধক থাকিলেও লোকে জীবনী লিখিয়া থাকেন। প্রয়োজন ব্যতীত বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তিকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং জীবনী-লেখক কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন তাহাই এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রত্যেক গ্রন্থেরই চারিটী অনুবন্ধ থাকে। প্রয়োজন, অধিকারী, বিষয় এবং সম্বন্ধ। জীবন-চরিত লেখার প্রয়োজন কি? যে সমুদয় প্রয়োজনের অনুরোধে লেখক জীবন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হন তাহার মধ্যে জগতের কল্যাণ-সাধন একটী। কোন বিখ্যাত ব্যক্তির কিংবা কোন মহাপুরুষের জীবন-চরিত জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। তাঁহাদের জীবনী পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, এই সব বিখ্যাত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বীয় চরিত্রবলে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জগতে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন; কোন বাধাই তাঁহাদিগকে মুহ্যমান করিতে পারে নাই। মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ-দুঃখ—জগতের কোন প্রলোভনই এই অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। এই স্থিরসঙ্কল্প, একনিষ্ঠ মহাপুরুষগণ স্বচ্ছসলিলা নদীর ন্যায় পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনন্ত জলধির ন্যায় কি এক মহান্ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের ইপ্সিত বস্তু লাভ করিয়া জগতে অমর হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছেন। বিখ্যাত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কিম্বা মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তি প্রদান করে, আশাহীনের নিকট আশার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে, দুর্ব্বৃত্তের হৃদয়ে অনুশোচনা জাগাইয়া তাহাকে সৎপথে পরিচালনা করে, এমন কি ভোগনিমগ্ন সংসারের কীটকেও মহাত্যাগী, উদার-হৃদয় মহাপুরুষে পরিণত করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

জগতের কল্যাণ সাধনই যে সব জীবন-চরিত লেখকের প্রয়োজন তাহা মনে হয় না। অনেক জীবন-চরিত লেখকের হৃদয়ে জগতের কল্যাণ সাধনের সহিত যশোলিপ্সা জড়িত থাকে। অনেকেই কোন প্রতিভাবান্ পুরুষের জীবনী লিখিয়া যশস্বী হইতে ইচ্ছা করেন। লেখকের যশোলিপ্সা বিবেক এবং বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সংযত হইলে তৎপ্রণীত জীবন-চরিত লোকের চিত্তাকর্ষক হয় এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করে। কিন্তু যদি কেবল যশোলিপ্সা প্রবল হয়, তাহা হইলে লেখকের বিচারশক্তি অভিভূত হইয়া পড়ে এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তৎপ্রণীত জীবন-চরিতে বহু অবিশ্বাসযোগ্য এবং অনাবশ্যক ঘটনাসমূহের সমাবেশ হওয়ায় সেই জীবন-চরিত সুধী-ব্যক্তিদিগের চিত্তাকর্ষক হয় না। কারণ, তাঁহার লেখা হইতে তিনি যে ব্যক্তির জীবন-চরিত লিখিয়াছেন সেই ব্যক্তির প্রকৃত রূপটী যে কি ছিল তাহা জানিতে পারা যায় না।

কেবল যে জগতের কল্যাণসাধন এবং যশোলিপ্সাই জীবনী-লেখার প্রয়োজন, তাহা নহে; অর্থলিপ্সাও জীবন-চরিত লেখকের মনে কম আধিপত্য বিস্তার করে না। অর্থলিপ্সাই অনেক স্থলে জীবন-চরিত লেখকের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। যখন অর্থ-লিপ্সা জীবন-চরিত লেখকের সদ্বৃত্তিগুলিকে অভিভূত করিয়া তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তে আধিপত্য বিস্তার করে তখন তাঁহার বিবেক ও বিচারশক্তি লুপ্তপ্রায় হওয়ায় তৎপ্রণীত জীবনী নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্যই হইয়া থাকে।

জীবনীর প্রকার ভেদ

যশোলিপ্সা এবং অর্থলিপ্সা এই দু'টী মনোবৃত্তি পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণার অন্তর্গত। ঐ দুই মনোবৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া যত কিছু কর্ম্ম করা যায়, সেই কর্ম্মগুলি কেবল সংসারের অন্তর্গত বলিয়া দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং যে লেখক যশোলিপ্সা এবং অর্থলিপ্সাকেই জীবনী লেখার মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া বোধ করেন, তাঁহার প্রণীত সেই জীবনী সমাজের হিতসাধনের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যে লেখক জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধনকেই জীবনী লেখার মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহার প্রণীত সেই জীবনী সমাজের অশেষবিধ কল্যাণসাধনে সমর্থ হয়।

জীবন ভেদে জীবনীরও ভেদ দৃষ্ট হয়। জগতে সাধারণতঃ দুই প্রকারের জীবন পরিলক্ষিত হয়। শ্রুতি বলেন 'অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যৎ উতৈব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি, হীয়তে অর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥" সংসারে মনুষ্য-জীবনের দুই প্রকার লক্ষ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটী শ্রেয়ঃ এবং অপরটী প্রেয়ঃ। এই দুইটী লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে মনুষ্য শ্রেয়ঃকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার পথ প্রেয়ঃকামী মনুষ্যের পথ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। এই শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আসক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রেয়ের প্রতি আসক্ত মনুষ্যকে মঙ্গলের পথে লইয়া যায়। যিনি শ্রেয়ঃকেই জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তিনি পরম মঙ্গলময় ধামে উপনীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন এবং যিনি প্রেয়ঃকে জীবনের লক্ষ্যরূপে বরণ করেন, তিনি জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন। আবহমান কাল হইতে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ভোগ ও ত্যাগ মনুষ্য-জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। জগতের একদল ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্ত। তাঁহারা "আমার স্ত্রী হোক, পুত্র হোক, বিত্ত হোক, এ জগতে আমি যশস্বী হইয়া পর জগতে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারি" এরূপ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তচিত্ত ইঁহারা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে পতিত হন। শ্রুতি ইঁহাদিগকে প্রেয়ঃকামী পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহারা বাসনা-তাড়িত হইয়া কখনই শান্তিময় মঙ্গলময় ধামে উপনীত হইয়া জীবনে কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে সমর্থ হন না। বাসনা-তাড়িত হইয়া যেসব নর-নারী জগতে যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের জীবনে আমরা বহু বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন আমাদিগকে শান্তির সন্ধান দেয় না, আমাদিগের সম্মুখে স্বাধীনতার বিমল আনন্দময়ী মূর্ত্তি উপস্থিত করে না, কি প্রকারে মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া অমৃতত্ব লাভ পূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয় হইতে হয় তাহাও বলিয়া দেয় না। ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্তচিত্ত পুরুষ, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরই হউন, বিপুল সেনার অধিনায়কই হউন, প্রতিভাবান্ সমাজ-সংস্কারকই হউন, উৎকৃষ্ট শিল্পী অথবা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হউন না কেন, তিনি মনুষ্যসমাজকে প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষদিগের লক্ষ্য প্রেয়ঃ—ভোগ। তাঁহাদের বুদ্ধিও ভোগাসক্ত হইয়া নানা পথে ধাবিত হয় এবং তাঁহারা শান্তিলাভ করিতে পারেন না।

জগতে আবার একদল লোক আছেন, যাঁহাদের চিত্ত ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইতে চায় না। তাঁহারা শ্রেয়কেই জীবনের লক্ষ্যরূপে বরণ করিয়াছেন। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য মান, প্রতিষ্ঠা, কিছুতেই তাঁহাদের মনকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। তাঁহারা আত্মকাম, অথণ্ডৈকরস চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য বিষয়। আত্মানুসন্ধানে নিরত এই সব মহাপুরুষেরা সাংসারিক সুখভোগেচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষা, শাস্ত্রপাঠ ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি তপস্যায় নিবিষ্ট থাকেন এবং তাঁহাদের সেই তপস্যাপূত হৃদয়ে বিমল আত্মজ্ঞান উদিত হয়। তখন তাঁহারা আত্মরতি, আত্মক্রীড় আত্মানন্দ হইয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করেন।

এই সব মহাপুরুষের জীবনী সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। মরণশীল মনুষ্যকে অমৃতত্বের সন্ধান দেয়।

আমরা যে জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা এইরূপ এক মহাপুরুষের জীবনী। প্রত্যেক জাতির যেমন একটা বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের নিবিড় গভীরতম ভাবের ক্রমবিকাশই যেমন সেই জাতির ইতিহাস, সেইরূপ প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েও একটী গভীর নিবিড়তম ভাব বিদ্যমান থাকে এবং এই ভাবের ক্রমবিকাশই সেই মানুষের ইতিহাস বা জীবনী। মহাপুরুষদিগের এই নিবিড় গভীরতম ভাবটির ক্রমবিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা সমীচীন।

এই ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষের নাম শ্রীশ্রীস্বামী ভোলানন্দ গিরি। হরিদ্বারস্থ 'লালতারাবাগ' আশ্রমে ইঁহার দেহের অবসান হয়। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপুরুষের তিরোভাবের পর আমি ইংরাজী ভাষায় ইহার একখানি জীবনী প্রণয়ণ করি।

বাংলা ভাষায় জীবনী লিখিবার প্রয়োজন

মংকৃত ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই জীবনী পাঠে, যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ কেবল তাঁহারাই আনন্দলাভ করিতে সমর্থ, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহারা এই মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরিজী মহারাজের করুণা বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের নর-নারীর উপরেই বর্ষিত হইয়াছিল। সেইজন্য বঙ্গভাষায় এই মহাপুরুষের একখানি বিশ্বাসযোগ্য জীবনী প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তাঁহার কতিপয় শিষ্য আমাকে তাঁহাদের এই আন্তরিক ইচ্ছা পূরণ করিতে অনুরোধ করেন। আমিও তাঁহাদের অনুরোধে শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের একখানি বিশ্বাসযোগ্য জীবনী বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করিতে ব্রতী হইয়াছি। কিন্তু এই মহাপুরুষের জীবনী লেখা বিষয়ে আমার অযোগ্যতা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াও যে আমি উহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার কারণ দুইটী। প্রথমতঃ, আমার গুরুভ্রাতৃগণের অনুরোধকে আমার প্রতি তাঁহাদের আদেশ বলিয়াই মনে করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরিজী মহারাজের "গুণকথনপুণ্যেণ মম ত্বেতাং বাণীং পুনামি ইত্যর্থেঽস্মিন্ বুদ্ধির্ব্বব্যসিতা।" সেই মহাপুরুষের গুণকথনরূপ পুণ্য দ্বারা আমার বাণীকে পবিত্র করিবার জন্যই আমার বুদ্ধি এই জীবনী-লেখনরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অলমধিকেন

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বাল্যাবস্থা

সে অনেক দিনের কথা। পাঞ্জাবের পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত পীর্‌দাকোট গ্রামে ভাইশ্বাবন নামে কোন সারস্বত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বাল্যাবধিই তাঁহার বিষয়ে বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি বিকানীর নিবাসী সাধু রামানন্দ প্রবর্ত্তিত দেওয়ানী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই দেওয়ানী সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে আমরা সঠিক কিছুই অবগত নহি। সম্ভবতঃ গুরু নানকের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীচাঁদ প্রবর্ত্তিত উদাসীন সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষার সহিত এই দেওয়ানী সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষার কিছু সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে। ভাইশ্বাবন যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিষয়ে বিতৃষ্ণা তীব্রতর হইয়া উঠিল। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। মানুষ আমরা, অল্পজ্ঞ আমরা, আমরা ভাবি—আমরা ইচ্ছানুযায়ী সকল কর্ম্মই সম্পন্ন করিতে পারি; আমরা ভাবি—অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখনীড় রচনা-পূর্ব্বক এই ক্ষণভঙ্গুর অশাশ্বত দুঃখময় পৃথিবীতে যশঃ, কীর্ত্তি ও আনন্দের মধ্যে চিরকাল অনাবিল শান্তি লাভ করিব। কিন্তু হায় মানুষের ইচ্ছা! হায় অল্পজ্ঞের অহমিকা! আমরা ক্ষুদ্র পরতন্ত্র জীব, আমাদের স্বাধীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছা কোথায়? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে ও হইবে—এই ধারণা যাঁহার অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকে, তিনি এই জাগতিক সুখ-দুঃখে, সম্পদ্-বিপদে, মানে অপমানে হৃষ্ট বা ক্ষুব্ধ হন না—তিনিই প্রকৃত সুখী, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ভাইশ্বাবনের গুরুদেব যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় ভাইশ্বাবনের বংশে বংশোজ্জ্বলকারী ভারত-বরেণ্য কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে; ইহার অন্যথা করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তাই তিনি ভাইশ্বাবনকে গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন। গুরুভক্ত ভাইশ্বাবনও গুরুদেবের আদেশানুযায়ী অচিরাৎ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। কোথায় সন্ন্যাস —মুক্তি! আর কোথায় বিবাহ-বন্ধন! মুক্ত হইতে অভিলাষী ভাইশ্বাবন কেন এই সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন? সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই যে মুক্তি বা শান্তি লাভ হইবে এ কল্পনা অজ্ঞতার লক্ষণ। মুমুক্ষু ব্যক্তি শান্তিলাভের আশায় সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থক্ষেত্রে, গভীর অরণ্যে, দুর্গম প্রদেশে বা পর্ব্বতশৃঙ্গে ভ্রমণ করেন; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তিলাভ ক্বচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ইচ্ছা তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী চলিলে আমাদের হৃদয়ে শান্তিদেবীর আসন ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। পরমকারুণিক শ্রীগুরুদেবের উপদেশ যে শিষ্য কায়মনোবাক্যে পালন না করেন, তিনি শিষ্য হইবার অযোগ্য। গুরুগতপ্রাণ ভাইশ্বাবন গুরুদেবের আদেশানুযায়ী আদর্শ গৃহীরূপে জীবন যাপন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ভক্তিমতী পতিপরায়ণা স্ত্রীর সহিত বহু তীর্থক্ষেত্র ও দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে ম্যালেরকোটলার (পাঞ্জাব) অন্তর্গত খুর্‌দা গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। খুর্‌দা গ্রামের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী এবং গ্রামবাসিগণের ভক্তিভাব দর্শনে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। গ্রামবাসিগণও তাঁহার মধুর স্বভাব, সাধু প্রকৃতি এবং অন্যান্য সদ্‌গুণরাশি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় পত্নীর সহিত উক্ত গ্রামে বাস করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ভাইশ্বাবন সাধনার উপযোগী কোন নির্জ্জন স্থানে সত্বর একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া সেই গ্রামে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের ভক্তির ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ ভাইশ্বাবনকে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একটী জমি দান করিয়া তাঁহাকে স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্ত করিলেন। ইহারই নাম ভগবৎকৃপা। যে সাধক কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের উপাসনায় তন্ময় হন বা হইতে চেষ্টা করেন, শ্রীভগবানই তাঁহার যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য অলক্ষ্যে যোগাড় করিয়া দেন। ভাইশ্বাবন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অধিকাংশ সময়ই যোগাভ্যাস, কঠোর ব্রতপালন, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থ আলোচনায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কালক্রমে রামদাস ও মানদাস নামে ভাইশ্বাবনের দুইটী পুত্রসন্তান জন্ম-গ্রহণ করিলেন। বালকদ্বয় যথাকালে যৌবনে পদার্পণ করিলে তিনি উভয় পুত্রকেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রকার জাগতিক সুখ তিনি বেশী দিন উপভোগ করিতে পারিলেন না; অচিরেই একদিন নশ্বর পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পতিগতপ্রাণা পত্নীও প্রিয়তম স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া ভাইশ্বাবনের অব্যবহিত পরে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময়ধামে চলিয়া গেলেন।

রামদাস বক্সা ও গোপাল নামে দুইটী পুত্রসন্তান লাভ করিলেন। রামদাসানুজ মানদাসও যথাসময়ে ব্রহ্মদাস ও ধর্ম্মদাস নামে দুইটী পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামের একটী বালিকার সহিত বক্সার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং তিনি অচিরেই দৌলত নামে একটী পুত্র লাভ করেন। ধর্ম্মদাস ও গোপাল বোধ হয় চিরকুমার ছিলেন, তাঁহাদের বিবাহের সম্বন্ধে কোনও সংবাদ আমরা জানিতে পারি নাই। ব্রহ্মদাস নন্দাদেবী নামে একটী পরমাসুন্দরী বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। নন্দাদেবী ও ব্রহ্মদাস বাল্যাবধিই শিবোপাসক ছিলেন; সুতরাং পতি-পত্নীরূপে উভয়ের মিলনে উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এ যেন সেই পূর্ব্বযুগের আদর্শ দম্পতী। পূর্ব্বযুগের গার্হস্থ্য-জীবনেই সাধন, যোগাভ্যাস ইত্যাদি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইত; সন্ন্যাসগ্রহণ বা সংসারত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন অনুভূত হইত না। শত শত ঋষি, মুনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত হইয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পাদন পূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে শ্রীভগবানের উপাসনায় তন্ময় থাকিতেন। স্ত্রী নিজে ধর্ম্মাচরণ করিয়া স্বামীকে ধর্ম্মলাভে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিতেন। পিতামাতাকে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে দেখিয়া এবং তাঁহাদের শিক্ষার গুণে পুত্রকন্যা প্রভৃতিও স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদের সরল অনাড়ম্বর জীবনে কখনও অভাব পরিলক্ষিত হইত না। ধ্যান-ধারণা, শাস্ত্রপাঠ, ইত্যাদিই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাই আমরা দেখ্‌তে পাই এক শত পুত্রের পিতা বশিষ্ঠমুনি 'ব্রহ্মর্ষি' বা ঋষিশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে নিজের গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা অশেষ দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। গার্হস্থ-জীবনে সুখ নাই, এ শুধু বৃথা ঝকমারি ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া জীবনকে অধিকতর দুঃখময় করিতেছি। বস্তুতঃ গার্হস্থ্যজীবনই শ্রেষ্ঠতম। আদর্শ গৃহী জানেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গার্হস্থ্য-জীবনে কত শান্তি, কত সুখ। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির সহিত আমার বস্তুতঃ কোন সম্পর্ক নাই—এ মিলন ক্ষণস্থায়ী, দুদিন পরেই সকলেই জগতের মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবে। আমার প্রকৃত সুহৃৎ, প্রকৃত আপনার জন প্রেমময় ভগবান্, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য, এই দুর্লভ মোক্ষদ্বার মানবজন্ম সফল করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের উপাসনা করাই আমার মুখ্য কর্ত্তব্য; এই প্রকার ভাব যাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে তিনিই আদর্শ গৃহী। এ জগৎ লীলাময়ের লীলাখেলা; জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক সকলই তাঁহার লীলা; ইহাতে হা-হুতাশ করিবার কিছুই নাই, এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আদর্শ গৃহী শোকে দুঃখে মুহ্যমান হন না; অধিকন্তু শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলারাশি দর্শনে তিনি হৃদয়ে অফুরন্ত আনন্দ পান। ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী আদর্শ গৃহীরূপে জীবন যাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সংসার-সমুদ্র হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা জীবনের অধিকাংশ সময়ই শ্রীভগবানের উপাসনা, সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ অনন্যভাবে নিজেদের ইষ্টদেব দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসনায় তাঁহারা তন্ময় থাকিতেন! সাধু, সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে ইষ্টদেবের সচল বিগ্রহ মনে করিয়া যথাশক্তি তাঁহাদের সেবা করিতেন। যদিও ব্রহ্মদাসের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তথাপি তাঁহাদের কুটীর সাধুসন্ন্যাসীদের নিকট একটী মনোরম স্থান বলিয়া গণ্য হইত। একান্ত ভক্তি ও সেবায় আকৃষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীবৃন্দ তাঁহাদের গৃহে অহরহঃ পদার্পণ করিতেন। ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী তাঁহাদের সহিত অধ্যাত্ম শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া হৃদয়ে অনাবিল শান্তি ও আধ্যাত্মিক জীবনে উৎকর্ষ লাভ করিতেন। কিন্তু মানব-মনের প্রধান দুর্ব্বলতার হাত হইতে তাঁহারা মুক্ত হইতে পারেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রলাভের প্রবল ইচ্ছাকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহারা ইষ্টদেব আশুতোষের নিকট ঋষিতুল্য পুত্রের জন্য কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভক্তের কাতর প্রার্থনা ভগবানের হৃদয়কে স্বভাবতঃই বিচলিত করে। অচিরেই নন্দাদেবীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং দশম মাসে যথাসময়ে তিনি একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। নবজাত শিশুর জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইল। গ্রামবাসীগণ এই আনন্দোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক প্রচুর ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া শিশুটীকে আশীর্ব্বাদ করতঃ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শিশুটীর নাম রাখা হইল "রতনদাস"।

রতনদাস অষ্টম বা নবম বর্ষে পদার্পণ করিতেই তাঁহার ব্যবহারে আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তিনি প্রায়ই নির্জ্জন স্থানে একাকী বিচরণ করিতেন। কখনও বা সুদূর আকাশে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন—মনে হইত তাঁহার মন এই কোলাহলময় জগৎ হইতে দূরে বহুদূরে কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে বিচরণ করিতেছে। রতনদাসের নির্জ্জনপ্রিয়তা ও সংসারে ঔদাসীন্য দর্শনে ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী অত্যন্ত বিচলিত ও ত্রস্ত হইলেন। এ নির্জ্জনপ্রিয়তার পরিণতি যে সংসারত্যাগ—এ ঔদাসীন্যের পরিণাম যে মাতাপিতার স্নেহনীড় হইতে দূরে সুদূর গিরিগহ্বরে, তীর্থক্ষেত্রে বা পর্ব্বতারণ্যে জীবন যাপন করা—ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া রতনদাস যাহাতে নির্জ্জনসেবী হইতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা অহরহঃ তাঁহাকে নিজেদের সমীপে অবস্থান করিতে বাধ্য করিলেন। নদ-নদীর উত্তাল জলরাশি মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়। সে বেগ কৃত্রিম উপায় দ্বারা রোধ করা যায় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। অনতিবিলম্বেই কৃত্রিম অবরোধ ভেদ করিয়া প্রবল জলরাশি দ্বিগুণতর বেগে কূল প্লাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধাবিত হয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সাধকের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন সে বৈরাগ্যের স্রোতকে প্রতিরোধ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। প্রবল বৈরাগ্যস্রোত সংসার-বন্ধনকে অতলে ডুবাইয়া দিয়া সাধককে শাশ্বত ভূমা সুখের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। রতনদাস পিতামাতার স্নেহক্রোড়ে আরও দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আর কেন এ সংসার-মায়ায় আবদ্ধ থাকি ? কে কার পিতা, কে কার মাতা ? মৃত্যু অনিবার্য্য, পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করিবার জন্য আমার উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। দুর্লভ মোক্ষের দ্বার এই মনুষ্য-জন্ম বৃথায় নষ্ট করা আমার অকর্ত্তব্য। মাতা-পিতাই আমার সাধনের প্রধান অন্তরায়।" হঠাৎ একদিন রতনদাস মাতাপিতার স্নেহকুটীর পরিত্যাগ করিয়া পরমতত্ত্ব লাভের আশায় অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্রেই বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বীয় বংশের মুখোজ্জ্বল করিলেন। রতনদাসের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ সাধুগণসেবিত হিমালয় পর্ব্বতে অথবা কোনও তীর্থক্ষেত্রে যৌবনের প্রারম্ভেই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া তিনি দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী রতনদাসের অনুসন্ধানে যথাশক্তি প্রবৃত্ত হইয়াও বিফলমনোরথ হইলেন। হায়! একমাত্র পুত্র, নয়নের মণি; তাঁহার অদর্শনে ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবীর মানসিক অবস্থা মণিহারা ফণীর ন্যায় ধারণ করিল। কিন্তু এত দুঃখে, এত শোকেও তাঁহারা নিজেদের ইষ্টদেবের পূজা হইতে কখনও বিরত হন নাই। একান্ত ভক্তির সহিত কায়মনোবাক্যে দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসনাই ছিল তাঁহাদের জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য। সহস্র বৃশ্চিকদংশনে দষ্ট হইলেও—পর্ব্বততুল্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপদের মধ্যে পতিত হইলেও—প্রকৃত সাধক ভগবানের উপাসনা হইতে ক্ষণিকের জন্যও বিচ্যুত হন না। প্রকৃত আদর্শ দম্পতী ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী শ্রীভগবানের নিকট কাতর প্রাণে নিজেদের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন—পুত্রশূন্য সংসার যে তাঁহাদের নিকট মহাশ্মশান সদৃশ; এ শ্মশানে, এ শূন্য অন্তঃকরণে অশান্তি-অগ্নি যে ধিঁকি ধিঁকি জ্বলিতেছে—কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি! সন্তাপহারী ভক্তবৎসল ভগবানের হৃদয় বিচলিত হইল। একদিন মহানিশায় নিদ্রিতা নন্দাদেবী অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রতা হইলেন। স্বপ্ন-কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন —আশুতোষ শিবজী তাঁহাকে বলিতেছেন—"আমার প্রিয় ভক্ত! আমি তোমার ও তোমার প্রিয়তম স্বামীর ভক্তিতে ও নিষ্ঠায় অতীব প্রীত হইয়াছি, সন্ন্যাসি-পুত্র লাভ করা গৌরবের বিষয়; সুতরাং রতনদাসের জন্য শোক করা তোমাদের উচিত নহে। আমি তোমাদের বর দিতেছি যে, তোমরা আরও তিনটী পুত্র লাভ করিবে; তন্মধ্যে প্রথম পুত্রটী ত্যাগী মহাপুরুষ হইবে, দ্বিতীয়টীও তাঁহার অনুসরণ করিবে এবং তৃতীয়টী সর্ব্বদা তোমাদের নিকট অবস্থান করিবে"—এই বলিয়া দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলেন। বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্টচিত্ত নন্দাদেবী স্বীয় পতিকে তৎক্ষণাৎ জাগরিত করিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। এই অলৌকিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ইষ্টদেবের অহৈতুকী করুণা স্মরণ করিয়া ব্রহ্মদাসও আনন্দে বিহ্বল হইলেন; আনন্দাতিশয্যে পরদিবস তিনি দরিদ্রগণকে উপাদেয় খাদ্য বিতরণ করিলেন। অনতিবিলম্বে নন্দাদেবীর শুভ গর্ভলক্ষণ পরিস্ফুট হইলে ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী স্বভাবতই অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। সেই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল; তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে শীঘ্রই পুত্ররূপে কোনও মহাত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাবে মহাশ্মশান আনন্দকাননে পরিণত হইবে। গর্ভাবস্থায় নন্দাদেবী অলৌকিক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় দিব্য শান্তিতে ভরপূর হইল। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে তিনি সকলকেই নিজের গর্ভজাত সন্তান মনে করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহে ও সাত্ত্বিক ভাবে তাঁহার সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি অধিকতর সুন্দর ও কমনীয় হইল। তাঁহার দিব্য কান্তি দর্শনে গ্রামবাসী বিস্ময়ে অবাক্ হইল এবং অলৌকিক স্বপ্ন-বৃত্তান্তের সত্যতা সম্বন্ধে তাহাদের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। যথাসময়ে (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে) দশম মাসে নন্দাদেবী একটী পুত্র প্রসব করিলেন—এই পুত্রটীই আমাদের শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজ।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর দেহসৌষ্ঠব ও মনোমুগ্ধকর রূপ এবং মহাপুরুষ-জনোচিত লক্ষণাবলী দর্শনে গ্রামবাসিগণ শিবের বাক্য স্মরণ করিয়া মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁহার কাছে মস্তক অবনত করিল। ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবীর রতনদাস-বিরহজনিত শোক যেন মুহূর্ত্তে শূন্য হৃদয়ে আনন্দ-স্রোতরূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইষ্টদেবের অসীম করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহারা ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে তাঁহার উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তের মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে আলোকিত হইল। যথাসময়ে শ্রীশ্রীস্বামীজীর জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে শিবজীর কৃপালব্ধ স্মরণ করিয়া ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী তাঁহার নাম রাখিলেন "ভোলাদাস"।

শৈশব এবং বাল্যাবস্থায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনে কোনও বিশেষত্ব লক্ষিত হয় নাই। তিনি গ্রাম্য বালকদের সহিত ক্রীড়াসক্ত হইয়া সাধারণ বালকের ন্যায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী তাঁহাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যর্থকাম হইলেন। ভোলাদাস শিবের বরলব্ধ, ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতম—এই দৃঢ় ধারণা ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবীর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, তাই এই চঞ্চল ক্রীড়াসক্ত বালকের বিদ্যালাভে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দর্শন করিয়াও তাঁহারা কখনও তাঁহাকে উৎপীড়ন করেন নাই। ভোলাদাসের সমুজ্জ্বল কান্তি সহাস্য সুন্দর মুখমণ্ডল ও সুমধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে স্বামীজী অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার অগ্রজ রতনদাস অতি শৈশবেই নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বজন্মের বৈরাগ্য-সংস্কার যেন এই সূত্রে জাগ্রত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, পূজনীয় অগ্রজ কিসের প্রেরণায়, কোন্ বস্তুলাভের আশায় এই শৈশব অবস্থায় মাতাপিতার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন! স্বভাবতই রতনদাসকে দেখিবার বাসনা প্রবলতর হইল। সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থে তীর্থে অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন মিলিবে এই ভ্রান্ত আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভোলাদাসও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই স্নেহময়ী মাতা ও স্নেহময় পিতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার সে ইচ্ছা মহাকাশে বিলীন হইয়া গেল। একমাত্র পুত্র রতনদাসের বিরহজনিত অসহনীয় শোক ভোলাদাসের মুখচন্দ্র দর্শনে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন; চিরসন্তপ্ত অন্তঃকরণে আজ আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, ভোলাদাসের মৃত্যুতে বা সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁহাদের হৃদয়ে দুঃখস্রোত যে প্রবলভাবে প্রবহমাণ হইবে—এই চিন্তা আসিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। একদিকে অন্তর্নিহিত বৈরাগ্যের ক্ষীণ বিকাশে, অন্যদিকে পিতামাতার স্নেহরজ্জুর প্রবল আকর্ষণে ভোলাদাসের হৃদয় দোদুল্যমান হইতে লাগিল। পরিশেষে পিতৃমাতৃসকাশে অবস্থানপূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদিগকে সুখনীড় রচনা করিবার উপাদান সংগ্রহ সাহায্য করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনায় তন্ময় থাকাই শ্রীশ্রীস্বামীজী যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিলেন। ইতিমধ্যে নন্দাদেবী আত্রিদেবী নামে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। আত্রিদেবীর জন্মের দুই বৎসর পরে ব্রহ্মদাস পুনরায় একটী পুত্রসন্তান লাভ করিলেন। এই পুত্রটীও ভগবান্ শঙ্করের কৃপালব্ধ এবং ভবিষ্যতে সাধনার উচ্চশিখরে আরোহণ করিবে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মদাস তাঁহার নাম রাখিলেন "শঙ্করদাস"। এই শঙ্করদাসই পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী শঙ্করানন্দগিরি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। পূর্ব্বের বৈরাগ্যবীজ নব-পল্লব বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় আচ্ছাদিত করিল।

তাঁহার অবর্ত্তমানেও পিতামাতার স্নেহাধার একেবারে শূন্য হইবে না; তাঁহার অনুজ শঙ্করদাসের সাহচর্য্যে ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন, এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি নিজেকে বন্ধনমুক্ত মনে করিলেন। বৈরাগ্যের তীব্র দংশনে অভিভূত হইয়া পরমার্থলাভের জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। তিনি নির্জ্জন-সেবী হইয়া ধ্যান-ধারণাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী তাঁহার এবম্প্রকার উদাসীনতা ও নির্জ্জনপ্রিয়তা দর্শনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন ভগবান্ শিবের বাক্য কার্য্যে পরিণত হইবার আর বিলম্ব নাই! তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের প্রিয়তম পুত্র ভোলাদাসের মধুর সাহচর্য্য হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু উপায় কি? স্নেহাতুর পিতৃমাতৃপ্রাণ আসন্ন পুত্রবিরহ আশঙ্কায় কাতর হইয়া পুত্রকে সংসার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধনে আবদ্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কোন সুন্দরী নারীর প্রেমে আবদ্ধ হইলে ভোলাদাস স্বভাবতই সাংসারিক কর্ত্তব্যে অবহিত হইতে বাধ্য হইবে, এ বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া অচিরাৎ তাঁহার নিকট বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিবামাত্র ভোলাদাসের হৃদয় যেন বৃশ্চিক-দংশনে দষ্ট হইতে লাগিল। পিতামাতার অহৈতুকী ভালবাসা স্মরণ করিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। হায়! পিতৃমাতৃ-অনুরোধ রক্ষা করিতে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম।

তাঁহাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবার জন্য তিনি স্বীয় পিতামাতাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। বিবাহিত জীবনে বহুবিধ সাংসারিক চিন্তায় ক্লিষ্ট মন অধ্যাত্ম চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না; অধিকন্তু ভোগ্য বস্তু উপভোগ দ্বারা বিষয়বাসনা দ্বিগুণতর বেগে জলিয়া উঠিয়া জীবকে ক্রমশঃ নিরয়গামী করে—এই ধারণা শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তিনি ভাবিলেন পূর্ব্বযুগের ঋষিমুনিদের আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন আজকাল কোথায়? এই যুগে বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু ভোগবাসনা চরিতার্থ করা। গার্হস্থ্য-জীবনে মুক্তিলাভ করার আশা সুদূরপরাহত; তাই বুদ্ধদেব রাজ্য ও একমাত্র পুত্র এবং প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া মুক্তি বা জ্ঞান লাভের আকুল আগ্রহে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজীও ভগবান্ বুদ্ধদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

বস্তুতঃ সয়তান ও ভগবানের সেবা একত্র অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। বিষয়ভোগ ও মুক্তিলাভ পরস্পর অহি-নকুলের ন্যায় সম্বন্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া পরম-পুরুষকে লাভ করিবার আশা বাতুলতা মাত্র। বিষয়-ভোগ যখন সাধকের নিকট বিষতুল্য মনে হয়, তখনই তিনি পরমার্থতত্ত্ব লাভের অধিকারী হন।

শ্রীশ্রীস্বামীজীও ইহা সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন; তাই ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি বিবাহ-প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভোলাদাসের এবম্প্রকার অসম্মতিতে ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে দুঃখাগ্নি দ্বিগুণ বেগে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। বিবাহ ব্যাপার সাধন-রাজ্যের অন্তরায় নহে বরং সাধক, ইহা বুঝাইবার জন্য তাঁহারা ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নাম উল্লেখ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার স্ত্রী সাবিত্রী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী ও শিবের পার্ব্বতী, এ দৃষ্টান্তও শ্রীশ্রীস্বামীজীর মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না; তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন। জীবের অদৃষ্ট শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, মানুষ চেষ্টা করিলেও ইহার অন্যথা করিতে পারে না, এবম্বিধ চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! পিতৃমাতৃ-হৃদয় পুত্রের বৈরাগ্য দর্শনে স্বতই দুঃখে আলোড়িত হয়, ইহাই জাগতিক নিয়ম! হায় পুত্র! পুত্রশূন্য সংসার পিতামাতার নিকট শ্মশানতুল্য গণ্য হয়, পুত্র লাভ করিয়াও পিতৃমাতৃপ্রাণ শান্তিলাভ হইতে বঞ্চিত থাকে। পুত্র লম্পট বা মূর্খ হইলে তাঁহাদের হৃদয়ে অশান্তি-অগ্নি অহরহঃ জ্বলিতে থাকে, অপরপক্ষে পুত্র বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন-রাজ্যে বিচরণ করিলেও তাঁহাদের হৃদয় সন্তপ্ত হয়। পুত্রৈষণা, লোকৈষণা ও বিত্তৈষণা—পুত্র, যশঃ ও অর্থলাভের বাসনাই দুঃখের কারণ। বাসনামুক্ত জীবই চিরসুখী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংশানুক্রম

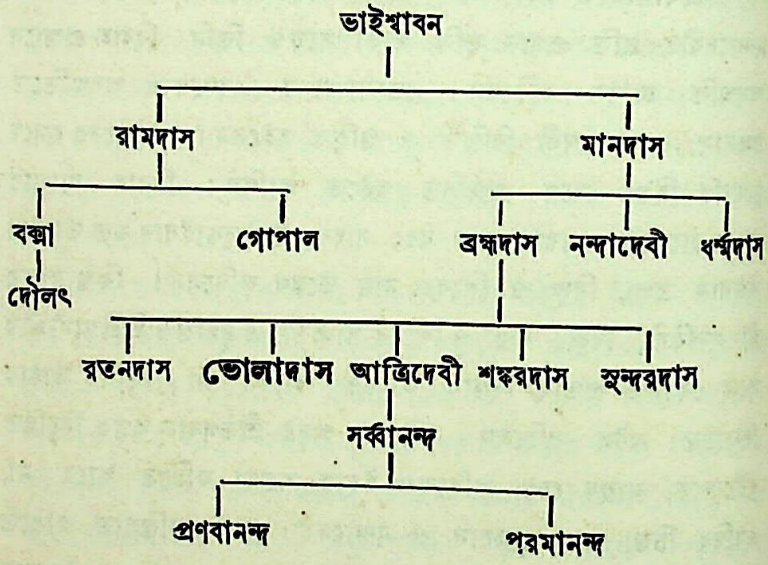

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুগৃহে

কল-কলনাদে স্রোতস্বিনী দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার প্রিয়তম সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে। সমুদ্রের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জ্জন করিয়াই সে দিব্য শান্তি ও চির বিশ্রাম লাভ করে। নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব যতদিন সে অনুভব করিবে, ততদিন অবিশ্রান্তভাবে সমুদ্রাভিমুখে ছুটিতেই থাকিবে—এ বেগ, এ গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। স্থানবিশেষে এ গতি কোথাও সরল, কোথাও বা আঁকাবাঁকা। জীবও যতদিন পরমাত্মাতে লীন হইতে না পারিতেছে, ততদিন জন্ম, মৃত্যু, শোক, দুঃখ ইত্যাদির মধ্য দিয়া অবিরাম গতিতে সেই পরমপুরুষ বা ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইতেছে। শ্রীভগবানে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে জীবের আর শান্তি বা বিশ্রাম নাই। নাস্তিক্য, আস্তিক্য, দ্বৈত, ইত্যাদি ঋজু কুটিল বিভিন্ন মার্গে এ গতি প্রবহমাণ। স্রোতস্বিনীর গতি স্থানবিশেষে মন্থর, স্থানবিশেষে পরিমিত, আবার স্থানবিশেষে প্রবল, প্রবলতর ও প্রবলতম। কর্ম্মানুযায়ী বিভিন্ন জীবের মুক্তিলাভের ইচ্ছাও কোথাও অতি মৃদু, সুতরাং উপলব্ধির অযোগ্য, কোথাও মৃদু, কোথাও পরিমিত এবং কোথাও বা প্রবল, প্রবলতর ও প্রবলতম। ভাইশ্যাবন ও তাহার সহধর্ম্মিণী মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবীও আদর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহীরূপে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের হৃদয়েই মুক্তিলাভের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা পরিমিত। তাই যোগ-ভোগের মধ্য দিয়া তাঁহাদের জীবনস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। মক্ষিকা কখনও সুমিষ্ট উপাদেয় খাদ্যের উপর বসিয়া পরমানন্দে স্বাদ গ্রহণ করে, কখনও বা দুর্গন্ধময় পুরীষের উপর পতিত হইয়া আনন্দে ভ্যান্ ভ্যান্ করিতে থাকে। মন্দবৈরাগ্যশীল ব্যক্তিও কখনও শ্রীভগবানের নাম-রসে মত্ত হইয়া বা ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকিয়া দিব্য শান্তিলাভ করেন, কখনও বা অনিত্য আপাতরম্য পরিণামে দুঃখপ্রদ বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকিয়া জাগতিক আনন্দ উপলব্ধি করেন। ভ্রমর সুগন্ধি পুষ্পরাজির উপরই পতিত হয়, দুর্গন্ধময় অপবিত্র বস্তুর প্রতি সে কখনও আকৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ প্রবল বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি শুধু পরমার্থ চিন্তায়ই মগ্ন থাকেন, অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-বিষে তাঁহার মন লিপ্ত হয় না। শ্রীশ্রীস্বামীজীও প্রবল বৈরাগ্য হেতু তাঁহার পূজনীয় পিতামাতা কর্ত্তৃক স্বীয় বিবাহ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া স্নেহময় পিতৃমাতৃহৃদয়ে আঘাত দিতে একটুও কুণ্ঠা অনুভব করিলেন না। প্রবল বৈরাগ্যের কাছে পিতৃমাতৃ-ভক্তি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইল। ইহাই নিয়ম। জীব যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে ইহজন্মে বিবেক-বৈরাগ্যের তীব্র দংশনে অভিভূত হন, যখন দুর্লভ মোক্ষের দ্বার মানব-জন্ম সফল করিবার জন্য তিনি কায়মনোবাক্যে উদ্‌গ্রীব হন, তখন জগতে এমন কোনও শক্তি থাকে না, যাহা তাঁহাকে সাধন-মার্গ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে।

সাধন-রাজ্যে উন্নতিলাভ করিবার প্রবল আগ্রহে বালক ভোলাদাস সাধুসঙ্গে, নির্জ্জনস্থানে, গভীর চিন্তায় ও সাধন-ভজনে সময় অতিবাহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভোলাদাসের ন্যায় বালকের এ প্রকার সংসার বীতস্পৃহা হইল কেন? তাঁহার মত বালক সাধারণতঃ খেলাধূলায়, হাস্য-পরিহাসে, আমোদেই মগ্ন থাকে; গাম্ভীর্য্য বা সংসারে ঔদাসীন্য তাহাদের কল্পনার অতীত। কিন্তু ভোলাদাসের জীবনে এ প্রকার বালধর্ম্মবিপরীত ভাব লক্ষিত হইল কেন? ইহা কি সাধুসঙ্গের ফল? তাহা হইতে পারে না। সহস্র সহস্র বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সাধুসঙ্গ এমন কি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও পূর্ব্ববৎ বিষয়ানন্দে মগ্ন হইতেছে। তবে ভোলাদাসের বৈরাগ্যের কারণ কি?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন—"হে কৃষ্ণ! যিনি প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে প্রবৃত্ত হন, পরে শৈথিল্যবশতঃ যোগ হইতে যাহার চিত্ত বিচলিত হয়, তিনি যোগসিদ্ধি বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া কোন্ গতি লাভ করিবেন? হে মহাবাহো! কর্ম্মফল (স্বর্গাদি) ও যোগফল (মোক্ষ) এতদুভয় হইতে ভ্রষ্ট; সুতরাং নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে বিমূঢ় হইয়া সেই ব্যক্তি কি ছিন্ন-ভিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয় না? হে কৃষ্ণ! আমার এ সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন কর, তুমি ব্যতীত এ সংশয় অন্য কেহ ছেদন করিতে পারিবে না।" গীতা ৬।৩৭, ৩৮, ৩৯।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—"হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার বিনাশ হয় না, যেহেতু হে বৎস! শুভ-কার্য্যানুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মা লোকগণের প্রাপ্য স্বর্গাদি লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষ রাজসুখ অনুভব করেন, পরে সদাচার-সম্পন্ন ধনিগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা তিনি যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, ঈদৃশ জন্ম জগতে অতি দুর্লভ। হে কুরুনন্দন! সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই প্রকারের জন্মেই তিনি পূর্ব্বদেহজাত ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধি লাভ করেন এবং মোক্ষবিষয়ে অধিকতর প্রযত্ন করিয়া থাকেন।

সেই পূর্ব্বদেহজাত অভ্যাসই তাঁহাকে বিষয় হইতে দূরে লইয়া যায়।"—গীতা ৬।৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৪।

ইহজন্মে কোনও কোনও যোগারূঢ় ব্যক্তি বিষয়বাসনার প্রাবল্য হেতু যোগভ্রষ্ট হইয়া পাপ, অতিপাপ, এমন কি মহাপাপ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ ইহজন্মেই পরস্ত্রী-বিহারজনিত পাপে লিপ্ত হইয়াও তপঃপ্রভাবে পশ্চাৎ ঋষিশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল। সাধারণতঃ যোগভ্রষ্ট হইয়া পাপানুষ্ঠানে রত সাধক ইহজন্মে পুনর্ব্বার সাধন-রাজ্যে উন্নীত হইতে পারেন না। মৃত্যুর পর তিনি কর্ম্মানুযায়ী শুভ ও অশুভ ফল ভোগ করিয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ করেন ও পূর্ব্বদেহজাত বৈরাগ্যসংস্কার পাপসংস্কারের প্রাবল্য হেতু লুপ্ত থাকায় পুনরায় পাপানুষ্ঠানে রত হন। পাপানুষ্ঠান করিতে করিতে পাপসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে হঠাৎ কোনও আকস্মিক কারণে বৈরাগসংস্কার জাগ্রত হইয়া সাধককে মুক্তিমার্গে আকর্ষণ করে, তখন তিনি ধীরে ধীরে সাধনার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া দিব্যশান্তি লাভ করেন। তাই আমরা দেখিতে পাই বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, জগাই-মাধাই প্রভৃতি প্রথম জীবনে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত থাকিয়া হঠাৎ আকস্মিক কারণে তপোমগ্ন হইয়া সাধকশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বিষয়-বাসনার প্রাবল্য বশতঃ যোগভ্রষ্ট কিন্তু পাপানুষ্ঠানে বিরত ব্যক্তি দেহত্যাগের পর পুণ্যাত্মাগণের লোক (স্বর্গলোক) প্রাপ্ত হইয়া বহু বর্ষ স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া সদাচারসম্পন্ন ধনিগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ঐশ্বর্য্য-ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া পূর্ব্বদেহজাত ভোগবাসনা কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হইবার পর পূর্ব্বদেহজাত যোগসংস্কার তাঁহাকে যোগমার্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষণ করে ও তিনি সাধন-রাজ্যে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়া ধীরে ধীরে সাধনার উন্নত শিখরে আরোহণ করিতে থাকেন। দৃষ্টান্ত —নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, মহাত্মা তুলসীদাস প্রভৃতি। অপরপক্ষে ভোগবাসনাবিরহিত কিন্তু সাধনমার্গে শৈথিল্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানলাভে বঞ্চিত; সুতরাং যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দেহত্যাগান্তে বহুবর্ষ স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া যোগিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা প্রভৃতিকে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া এবং পূর্ব্বজন্মের যোগসংস্কারহেতু তিনি বাল্যাবধিই যোগমার্গে বিচরণ করেন। এই প্রকার যোগিগৃহে জন্মলাভ করা সুদুর্লভ। শ্রীশ্রীস্বামীজীও পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন, কিন্তু কোনও প্রতিবন্ধক হেতু বা সাধনায় শৈথিল্যবশতঃ যোগমার্গে সিদ্ধি বা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তাই ইহজন্মে তিনি ঋষিকল্প ব্রহ্মদাসের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার মাতা নন্দাদেবী একনিষ্ঠ শিবভক্ত ছিলেন, অগ্রজ রতনদাস শৈশবাবস্থায়ই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনুজ শঙ্করদাসও যৌবনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া সাধনার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই প্রকার যোগী পিতা, মাতা, ভ্রাতা সমন্বিত গৃহে জন্মলাভ করা বস্তুতই মহান্ ভাগ্যের কথা। পূর্ব্বদেহজাত যোগসংস্কারই শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বাল্যকাল হইতেই বিষয় হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল।

ইতোমধ্যে নন্দাদেবী পুনর্ব্বার একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্রটির সমধিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মদাস তাঁহার নাম রাখিলেন "সুন্দরদাস"। দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীস্বামীজীর বয়ঃক্রম বিংশতিবর্ষ হইল। পূর্ব্বের প্রবল বৈরাগ্য প্রবলতর হইয়া তাঁহাকে পরমাত্মলাভে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিল, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও পরমার্থজ্ঞানলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এতদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের পুরুষকারের প্রতি অগাধ বিশ্বাসবশতঃ তিনি সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুনঃ পুনঃ সাধন-রাজ্যে বিফল-মনোরথ হইয়া এবং পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ এখন তিনি গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবি-লেন—"জাগতিক প্রত্যেক বিষয়েই গুরুর উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তিকর অশেষ কল্যাণপ্রদ সাধন-রাজ্যে গুরুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা মূর্খতার পরিচয়। কোনও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে গুরুত্বে বরণ করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ করা আকাশ-কুসুমবৎ অসম্ভব। আমার জীবনের এই সুদীর্ঘ বিংশতিবর্ষ বৃথা নষ্ট হইয়াছে—পিতৃমাতৃস্নেহে আবদ্ধ হইয়া সদ্‌গুরুলাভে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আমি মূর্খতার পরিচয় দিয়াছি। কে কার পিতা! কে কার মাতা! আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি অসংখ্য যোনিতে ভ্রমণ করিয়া ও অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া বহুপুণ্যফলে দুর্লভ মোক্ষের দ্বার এই মানবজন্ম লাভ করিয়াছি। প্রত্যেক যোনিতে আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু আজ তাহারা কোথায়? বর্ত্তমান জন্মের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতিও সময় হইলে স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইবেন। প্রিয়তমা পত্নী প্রিয়তম পতিকে পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করে। স্নেহময়ী মাতা প্রাণাধিক সন্তানদিগকে ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত দেশে চলিয়া যান। এ সংসার মায়াময়, এ জাগতিক সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী। আমার চির-আপনার জন প্রেমময় ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে না পারিলে শান্তিলাভ শুধু কল্পনায়ই পর্য্যবসিত হইবে।" প্রবলতর বৈরাগ্যস্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর পিতৃ-মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ অতলে ডুবিয়া গেল। সদ্‌গুরুর অন্বেষণে হঠাৎ একদিন তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াও কোথায়ও মনোমত গুরু লাভ করিতে না পারিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। প্রকৃত সদ্‌গুরু জগতে অত্যন্ত বিরল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তপঃপ্রভাবে বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি কঠোর সাধনা দ্বারা এই জন্মে বাসুদেবাত্মক জগৎ পরিদর্শন করিয়া জীবন্মুক্ত হন ; তাঁহার নিকট জগৎ নামে কোনও বস্তু প্রতীত হয় না। দেবতা, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই ভগবানের মূর্ত্তি, তিনিই বহুরূপী হইয়া লীলা করিতেছেন—এই সত্য জ্ঞানে আরূঢ় হইয়া জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ নিজেকেও ভগবান্ হইতে অভেদরূপে দেখিতে পান। তাঁহার জীবত্ব, মনুষত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তিনি শিবত্ব লাভ করিয়া শিবময় জগৎ পরিদর্শন করেন। এই প্রকার জ্ঞানী পুরুষই গুরুপদবাচ্য, কিন্তু এ প্রকার মহাত্মা জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীশ্রীস্বামীজী সদ্‌গুরুলাভে হতাশ হইয়া যত্র তত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; অবশেষে শুনিতে পাইলেন, কুরুক্ষেত্র হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী পস্তানাগ্রামে কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রকৃত মহাপুরুষকে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করিতে হয় না। মানুষ যখন দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, সুমধুর ব্যবহার, সর্ব্বভূতে প্রেম, অকৃত্রিম সরলতা ও জাগতিক ভোগে অনাসক্তি দর্শনে জনসাধারণ স্বভাবতই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীস্বামীজী এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার প্রবল আগ্রহে দ্রুত পদবিক্ষেপে পস্তানাশ্রমে উপনীত হইয়া উক্ত মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী গোপালগিরিজী মহারাজের সূর্য্যসম কান্তি, মধুর ব্যবহার ও মহাপুরুষোচিত অন্যান্য লক্ষণাবলী দর্শনে ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া নিজের মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিলেন! লব্ধবৈরাগ্য শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দেখিবা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রই অন্তর্দ্দর্শী বাবা গোপালগিরিজীর মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন, শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃদয় ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্বরূপ, তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক বর্ত্তমান—সামান্য একটু আবরণ থাকায় তাহা প্রকাশ পাইতেছে না ; গুরুরূপী তিনিই এই আবরণ দূর করিতে সক্ষম হইবেন। পরমকারুণিক মহাপুরুষ নিজের প্রধান শিষ্যকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং অনতিবিলম্বে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। ভোলাদাসও নিজের স্বভাবোচিত মধুর নম্র ব্যবহারে গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অশীতিবর্ষবয়স্ক অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন মহাপুরুষ বাবা গোপালগিরি মহারাজকে জনসাধারণ শিবের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মধুর সঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে দূর দূরান্তর হইতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ অহঃরহ পন্তানাশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ প্রাসাদোপম একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া বাবা গোপালগিরি মহারাজের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই অট্টালিকাতেই তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য কোনও কোনও মহারাজ তাঁহাকে উপযুক্ত ভূমি দান করিয়া নিজেদের ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সে অট্টালিকা ও ভূমি পন্তানাশ্রম-নিবাসী সাধুবৃন্দ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কালের করালগ্রাসে সে সুবৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা আজ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। বাবা গোলাপ-গিরিজীর আশ্রমে চৌদ্দ শত গৌ ও পাঁচ শত মহিষ ছিল। পূর্ব্বকালে ঋষিমুনিবৃন্দ শত শত গৌ প্রতিপালন করিতেন। শিষ্যদের গুরুভক্তি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা শিষ্যদিগকে জনশূন্য প্রান্তরে গোচারণ করিতে আজ্ঞা দিতেন। শিষ্যবৃন্দও ক্ষুৎপিপাসার প্রতি ভ্রূক্ষেপশূন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া অবহিত মনে গুরুর আজ্ঞা পালন করিতেন। গুরুদেবের প্রসন্নতা অর্জ্জন করাই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য সাধনা ছিল। সে ছিল ভক্তির যুগ। বাবা গোলাপগিরিজীও পূর্ব্বযুগের ঋষিবৃন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ত্যাগী শিষ্যবৃন্দকে তিনি গোচারণ করিতে আজ্ঞা দিতেন। গুরুদেবের আজ্ঞানুযায়ী শ্রীশ্রীস্বামীজী গোচারণ, আশ্রমকার্য্য ইত্যাদি যথাযথ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে আর গোচারণ করিতে হইল না।

গোলাপগিরি বাবার আদেশানুযায়ী রাত্রি তিনটার সময় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক অবগাহন করিয়া তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। প্রাতঃকালে আসন হইতে উঠিয়া আশ্রমস্থ শিবের পূজা শেষ করিয়া সমাগত সাধুবৃন্দ ও পরমারাধ্য গুরুমহারাজের জন্য রুটি, ডাল ইত্যাদি তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন; এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রায় এক মণ গো-দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন তুলিতেন। গুরুমহারাজ ও সাধুগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে এবং গুরুমহারাজ শয্যা গ্রহণ করিলে শ্রীশ্রীস্বামীজী অন্ন গ্রহণ করিতেন। মধ্যাহ্ন সময় বৃথা নিদ্রায় অতিবাহিত না করিয়া তিনি শাস্ত্রাধ্যয়নে রত থাকিতেন; তারপর যথাবিহিত আশ্রমের অন্যান্য কর্ত্তব্য শেষ করিয়া সায়ংকালে শিবপূজা ও আরতিতে অতিবাহিত করিতেন। আহারান্তে তিনি স্বীয় গুরুদেবের নিকট উপবেশন করিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী গ্রহণ করিতেন এবং রাত্রি দশ ঘটিকার সময় শয়ন করিতেন। পন্থানাশ্রমে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীস্বামীজী এই নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়াছিলেন। ভোলাদাসের গুরুভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য গোপালগিরিজী প্রায়ই বিনা কারণে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন; কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজী এ তিরস্কার, এ ভর্ৎসনা শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপার নিদর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে করিয়া হাসিমুখে অম্লান বদনে সহ্য করিতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামীজী শ্রীমুখে বলিতেন—"বেটা, আমি আর তোদের শাসন করি কোথায়? আমি সামান্য একটু তিরস্কার করিলেই তোদের দুঃখ হয়, কিন্তু আমার পরমারাধ্য গুরুদেব আমাকে বিনা কারণে কতই ভর্ৎসনা করিতেন। প্রথমতঃ তাহাতে আমার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হইত; কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলাম—আমার ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি উক্ত প্রকার রূঢ় আচরণ করেন, অধিকন্তু আমি মনে করিলাম শব্দ আকাশের গুণ, বেদান্তশাস্ত্রে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ইত্যাদিকে মিথ্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং মিথ্যা আকাশের গুণ—শব্দ দ্বারা আমার হৃদয়ের শান্তি নষ্ট হইতে দেই কেন! তদবধি আমার গুরুদেব তিরস্কার করিলেও আমি হাসিতাম। এইভাবে আমাকে হাসিতে দেখিয়া গুরুদেব আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগে বিরত হইলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সায়ংকালে ভয়ানক উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "ভোলা, তুই এই মুহূর্ত্তে শুধু কৌপীন পরিধান ক'রে এই আশ্রম হ'তে দূর হয়ে যা, তোর মত শিষ্যের আমার কোনও প্রয়োজন নাই। আজ হ'তে আমার বা আশ্রমের সহিত তোর কোনও সম্বন্ধ নাই।" হঠাৎ গুরুদেবের এবম্প্রকার রূঢ় আচরণে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। জ্ঞাতসারে কোনও অপরাধ করিয়াছি বলে মনে পড়িল না। ভাবিলাম আমার অজ্ঞাতসারে এমন কোন কার্য্য করিয়াছি যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া এই প্রকার কঠোর শাস্তির বিধান করিয়াছেন। গুরুবাক্য অবহেলা করিতে পারি না। গুরুদেব যাহা করেন শিষ্যের মঙ্গলের জন্যই। কিন্তু তখন শীতকাল, শুধু কৌপীন পরিধান করে এই চর্ম্মবিদারক শীতে সারারাত্রি কোথায় কি ভাবে যাপন করিব? "জয় গুরুদেব" বলে একমাত্র কৌপীনপরিহিত হয়ে আশ্রম ত্যাগ করিলাম। কিন্তু শ্রীগুরুচরণ ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে কোথায় যাব? গুরু ব্যতীত আমার আপনার জন আর কে আছে? এই শরীর রক্তমাংসের, অস্থি-মজ্জার—এর প্রতি আবার মমতা কেন? এই প্রকার ভাবে ভাবিত হয়ে আমি সমস্ত রজনী আশ্রমের বহির্দ্দেশ দণ্ডায়মান অবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে যাপন করিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে শ্রীগুরুদেব আমার নিকটে এসে আমার অবস্থা দেখে গম্ভীর ভাবে বলিলেন "যা আশ্রমে গিয়ে কাপড় পরিধান করে শিবপূজা কর্।" শ্রীগুরুদেব আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে পুনরায় তাঁহার রাতুল চরণে আশ্রয় দিলেন, এই ভেবে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে শিবপূজা ও আশ্রমের কাজ যথাযথ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম। তদবধি আমার স্নেহময় গুরুদেব আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ব্যবহার করিতেন ও অনতিবিলম্বে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। আচ্ছা, তোদের যখন বলি—সব জামাইভাই হয়ে বসে আছ, সব কনে-বৌ হয়েছ; সব বাঙ্গালীকা হুঁক্কা—তখন তোদের ত' নিশ্চয়ই খুব ক্রোধ হয়—না বেটা, গুরুবাক্যে ক্রোধ করতে নেই, গুরু যা করেন তোদের মঙ্গলের জন্য—এই দেখ্ না গুরুগৃহে আমাকেই ত' কত তিরস্কার, কত কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। এসব পরীক্ষা গুরুদেবের কৃপা বলে জানিস্।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী নারায়ণগিরি ওরফে স্বামী ভোলানন্দগিরি নামে পরিচিত হইলেন। গুরুসেবায়, শাস্ত্রাধ্যয়নে ও সাধনায় তিনি সুদীর্ঘ একাদশ বৎসর পন্তানাশ্রমে অতিবাহিত করিলে বাবা গোপালগিরিজী তাঁহাকে বলিলেন "ভোলা, একবার গ্রামে গিয়ে তোমার মাকে প্রণাম করে এস, কিন্তু মাকে আত্মপরিচয় দিও না।" শ্রীশ্রীস্বামীজীও গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সত্বর খুরদাভিমুখে রওনা হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতিকারো ভবেদ্ যদি।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ॥

অবশ্যম্ভাবী যে ভোগ তাহার প্রতিকার যদি সম্ভব হইত, তবে রাজা নল, রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কখনও দুঃখে লিপ্ত হইতেন না। তুমি ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক আখ্যা লাভ করিতে পার, তুমি কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হইতে পার, কিন্তু যে ভোগের উদ্দেশ্যে এই শরীর ধারণ করিয়াছি, সেই প্রারব্ধ ভোগ তোমার করিতেই হইবে; ইহার অন্যথা শ্রীভগবান্ও করিতে পারেন না। তাই পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, পুণ্যশ্লোক নলরাজা ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জীবন দুঃখস্রোতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত বিবেকী হাস্যমুখে দুঃখকে বরণ করিয়া লন। দুঃখ বা বিপদ কখনও একা আসে না। যখন দেখিবে তুমি কোনও বিপদে পড়িয়াছ, তখন স্থির জানিও যে বিপদের পশ্চাৎ আরও বিপদ তোমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে এবং সেজন্য সতর্ক থাকিও; ধীর স্থিরভাবে যাহাতে সে বিপদকে শ্রীভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পার, তার জন্য নিজের মনকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিও। হা-হুতাশ করিয়া কোনও লাভ নাই, বরং তাহাতে অশান্তি, দুঃখ অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যতদিন জাগতিক সুখে তোমার স্পৃহা ও যত্ন থাকিবে, যতদিন অভীষ্ট বস্তু লাভে নিজেকে সুখী মনে করিবে, ততদিন সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়াই তোমার জীবন প্রবাহ চলিতে থাকিবে। সুখ-দুঃখ ইহারা দুই ভাই, কিন্তু এই ভ্রাতৃদ্বয়ের একটি মহান্ দোষ আছে, তাহারা বড় হিংসুক। তুমি একটিকে আদর করিয়া অন্যটিকে উপেক্ষা করিলে সে উপেক্ষা সে সহ্য করিতে পারে না, সে তোমার সহিত ভাব করিতে আসিবেই। তুমি তাহাকে চাও না, তবু সে আসিবে; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় হিংসুক। কিন্তু সে (দুঃখ) আসিলে তোমার অস্বস্তি আসে কেন? আহা বেচারা দুঃখ! সে যে তোমার প্রিয় সুখের ছোট ভ্রাতা, তাহাকে একটু আদর করিলে, একটু ভালবাসিলেই ত আর কোন অশান্তি থাকে না; তাহাই চেষ্টা কর, হৃদয়ে শান্তি পাইবে। সুখ-দুঃখ উভয়ই শ্রীভগবানের দান, উভয়কেই সমানভাবে ভালবাস, সমানভাবে গ্রহণ কর, দেখিবে তোমার জীবন শান্তিময় হইয়াছে।

শিবভক্ত ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবীর জীবন দেবাদিদেবের উপাসনায় সাধুসঙ্গে, শাস্ত্রালোচনায় আনন্দেই প্রবাহিত হইতেছিল। হঠাৎ তাঁহাদের নির্ম্মল হৃদয়াকাশে পুত্রলাভের ইচ্ছারূপ ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘ আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ হৃদয়াকাশকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রতনদাস অতি শৈশবাবস্থায়ই তাঁহাদের স্নেহকুটীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ভোলাদাসও যৌবনে পদার্পণ না করিয়াই স্বীয় অগ্রজের পদানুসরণ করিলেন। এত বিপদে এত দুঃখেও তাঁহারা ধীর স্থির অচঞ্চল থাকিয়া দুঃখকে শ্রীভগবানের দান স্মরণ করিয়া যথাশক্তি শিবার্চ্চনা, ধ্যান-ধারণায় মগ্ন রহিলেন। কিন্তু বিপদ কখনও একা আসে না; রতনদাস ও ভোলাদাস বিরহজনিত শোক কথঞ্চিৎ উপশম হইতে না হইতেই শঙ্করদাসের জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। শঙ্করদাস প্রায়ই নির্জ্জন স্থানে একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু তাঁহার আচার-ব্যবহারে উন্মাদের ভাব পরিলক্ষিত হইল। বস্তুতই কি শঙ্করদাস উন্মত্ত হইয়াছিল? না, ইহা প্রকৃত উন্মত্ততা নয়, বৈরাগ্যের প্রবলতায় জীবের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। সাধারণ ব্যক্তি পাগলজ্ঞানে ইহাদিগকে উপেক্ষা বা পরিহাস করে; কিন্তু এ প্রকার বৈরাগ্যোন্মাদ হওয়া কয়জন ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? ব্রহ্মদাস ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দাদেবী তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়া বিফল-মনোরথ হইলেন। ত্রিতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার প্রবল আগ্রহে শঙ্করদাস হঠাৎ একদিন পিতামাতার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া খুরদা হইতে নয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য উদাসীন সম্প্রদায়-ভুক্ত কোনও সাধুর নিকটে অবস্থান করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন। ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী ইহা জ্ঞাত হইয়া উক্ত গ্রামে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও শঙ্করদাস খুরদা গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। তাঁহাদের সকরুণ নয়নবারিও তাঁহার কঠোর অন্তঃকরণ দ্রবীভূত করিতে পারিল না। পিতামাতার সহিত মায়িক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্ম নষ্ট করা মহাপাপ মনে করিয়া তিনি পিতামাতার প্রতি বজ্রের ন্যায় কঠোরতা ও মহাযোগীর ন্যায় উদাসীনতা প্রদর্শন করিলেন। ব্যথিত ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী হতাশ হৃদয়ে ক্ষুণ্ণচিত্তে খুরদা গ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় তপস্যায় অতি-বাহিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রথম তিন পুত্র জাগতিক ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমতত্ত্ব লাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন স্মরণ করিয়া তাঁহারাও স্বীয় পুত্রগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একাগ্রচিত্তে যোগ, ধ্যান, পূজাদিতে সময় অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী হঠাৎ একদিন খুরদা গ্রামে উপনীত হইয়া অতি ধীর পদবিক্ষেপে স্বীয় পিতৃ-মাতৃগৃহের দ্বারদেশে "নারায়ণ হরি" বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কোনও সন্ন্যাসী ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ নারায়ণ—নারায়ণ-জ্ঞানে যথাশক্তি তাঁহার সেবা করিতে পারিলে অশেষ কল্যাণ লাভ হয়—এই দৃঢ় ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জপনিরতা নন্দাদেবী জপ পরিত্যাগপূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বরিত পদবিক্ষেপে সন্ন্যাসীর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে যথাশক্তি দান করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতেই তাঁহার হৃদয় দিব্য আনন্দে ভরপূর হইল, স্নেহধারা তাঁহার হৃদয়ে দ্বিগুণতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর প্রতি এ মমতা, এ স্নেহ কেন? তিনি ভাবাবেগে, আনন্দাতিশয্যে অনিমেষ নয়নে সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কালের কি বিচিত্র শক্তি! সুদীর্ঘ একাদশ বৎসরান্তে গর্ভধারিণী মাতা নিজ গর্ভজাত সন্তানকে চিনিতে পারিলেন না! শ্রীশ্রীস্বামীজী হঠাৎ নন্দাদেবীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। চকিত, ভীত নন্দাদেবী তাড়াতাড়ি স্বীয় পদ-যুগল অপসারণ করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"আপনি সন্ন্যাসী, আপনি আমাকে প্রণাম করিয়া আমার পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেন কেন?" শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"আমি মাতৃবুদ্ধিতে আপনাকে প্রণাম করিয়াছি, ইহাতে আপনার পাপ হয় নাই।" এই বলিয়াই তিনি পরিচিত হইবার ভয়ে দ্রুত পাদবিক্ষেপে খুরদা গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপস্থিতিতে নন্দাদেবী দিব্য স্বর্গীয় সুখ উপলব্ধি করিতেছিলেন। কালের বিচিত্র শক্তিতে পুত্রকে চিনিতে না পারিলেও সুদীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের দর্শনে মাতৃহৃদয় স্বভাবতই আনন্দে উদ্বেলিত হয়, দিব্য শান্তিতে আবিষ্ট হয়। শ্রীশ্রীস্বামীজী দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত হইতেই নন্দাদেবীর হৃদয়ের শান্তি নিমেষে বিলীন হইয়া গেল। ভোলাদাসের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে দ্বিগুণতর বেগে জাগ্রত হইল। এ সন্ন্যাসীর ও তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ভোলাদাসের শরীরে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দর্শনে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই শ্রীশ্রীস্বামীজীকে তাড়াতাড়ি কোনও প্রশ্ন করিতে পারেন নাই। কিন্তু হঠাৎ অতি দ্রুতপদে শ্রীশ্রীস্বামীজী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই নন্দাদেবীর হৃদয়ে ভোলাদাস বিরহজনিত শোক নবীভূত হইয়া উঠিল। সমাগত সন্ন্যাসীই যে তাঁহার প্রিয় পত্র ভোলাদাস—এ বিষয়ে তাঁহার সংশয়ের লেশমাত্র রহিল না। ভোলাদাসের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া তিনি অতীব শোকাকুল হইলেন,—নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। এতদিনের ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি আজ পুনরায় ভস্ম ভেদ করিয়া দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। বিরহকাতরা, পুত্রশোকাতুরা নন্দাদেবী হারাধন পুত্রকে লাভ করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে ও চিনিতে পারিলেন না; নিজের মূর্খতার কথা স্মরণ করিয়া শোকাতিশয্যে তিনি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। যথোচিত সেবাদ্বারা সুন্দরদাস নন্দাদেবীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। এ ঘটনা সম্বন্ধে ব্রহ্মদাসের কোনও উল্লেখ নাই, সম্ভবতঃ তিনি কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র ছিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী খুরদা গ্রাম হইতে পন্তানাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলেন। গুরুর আদেশ কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিয়াছেন শুনিয়া গোলাপগিরিজী মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিলেন।

পাঠক! আপনারা শ্রীশ্রীগোলাপগিরিজী মহারাজের আদেশের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত করিতে পারেন। সুদীর্ঘ একাদশ বৎসরান্তে পুত্রশোকাতুরা স্নেহময়ী মাতাকে দর্শন দিয়াও তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ না করিবার কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে? হতভাগ্য নন্দাদেবীর নিকট আত্মপরিচয় দান করিলে শ্রীশ্রীস্বামীজীর তপস্যারাজ্যে এমন কি ক্ষতি হইত? বস্তুতঃ লেখকও বাবা গোলাপগিরিজী মহারাজের এ প্রকার আদেশের কারণ উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মহাপুরুষের—জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কার্য্যাবলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতই রহস্যময়, তবে এই ঘটনায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর অগাধ গুরুনিষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে। কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালন করাই ছিল তাঁহার জীবনের মুখ্য সাধনা। সুদীর্ঘ একাদশ বৎসরান্তে মাতৃচরণে প্রণাম করিবার সময় স্বভাবতই আত্মপরিচয় দিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল, কিন্তু গুরুদেবের আদেশ পালন করিতে দৃঢ়পরিকর হইয়া তিনি নিজের অদ্ভুত সংযম-শক্তি দ্বারা সে ইচ্ছা দমন করিলেন। ইহারই নাম গুরুভক্তি।

শ্রীশ্রীস্বামীজী বাবা গোলাপগিরিজীর মধুর সাহচর্য্যে এই ভাবে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলে, বাবা গোলাপগিরিজী তাঁহাকে বলিলেন—"ভোলা, এখন অন্যত্র গমনপূর্ব্বক কঠোর সাধনায় মগ্ন হও। তোমার গুরুভক্তি ও সেবায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমাকে বর দিতেছি যে, তুমি অচিরেই যোগ (তত্ত্বজ্ঞান) ও ভোগ (পার্থিব ঐশ্বর্য্য) উভয়ই লাভ করিবে।" স্নেহময় গুরু হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইবে ইহা ভাবিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী বিষাদগ্রস্ত হইলেন, কিন্তু গুরুদেবের আদেশের মধ্যে অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে, গুরুর আজ্ঞাপালনকারী শিষ্যের জীবন পরিণামে শান্তিময় হইবেই—ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী গুরুদেবের আদেশানুযায়ী কঠোর সাধনায় মগ্ন হইবার জন্য বিশ্বনাথগিরি প্রমুখ অপর চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত তপস্যার অনুকূল, সাধু-মুনি-ঋষিসেবিত হিমালয় পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনা

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্ দেবানুগ্রহস্থচকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥

এই জগতে মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের সংশ্রয় অত্যন্ত দুর্লভ, দেবতার অনুগ্রহ না হইলে ইহা লাভ করা যায় না।

বৃক্ষ, গুল্মাদি বিংশতি লক্ষ স্থাবর যোনি; মাকড়সা, পিপীলিকা ইত্যাদি একাদশ লক্ষ কীটযোনি; দশ লক্ষ পক্ষিযোনি: কুম্ভীর, মৎস্য ইত্যাদি নয় লক্ষ জলচর-যোনি ও ত্রিশলক্ষ পশু যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব নরযোনি বা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য যোনির তুলনায় এই মনুষ্যযোনি অতি অল্প—মাত্র চারি লক্ষ। বহু পুণ্যফলে এই মোক্ষের দ্বার মানবজন্ম লাভ করিয়াও যে মনুষ্য মুক্তিমার্গে বিচরণ করে না, তাহার ন্যায় হতভাগ্য জীব আর কে আছে? উপনিষদ্ তাহাদিগকে আত্মহা বা আত্মহত্যাকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই জগতে একমাত্র তাহারাই কৃপার পাত্র। কিন্তু যিনি বিবেকী ও ধীর তিনি এই শরীরের অসারতা, এই জগতের মিথ্যাত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া নিজের স্বরূপ জ্ঞাত হইবার প্রবল আগ্রহে সাধনপথে বিচরণ করিতে থাকেন। "আমি কে, জগৎ কি?" ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নাবলী আসিয়া তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। নিজের স্বরূপ বা আত্মাকে জ্ঞাত হইবার আগ্রহে তিনি জাগতিক ভোগকে অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া সেই পরমপুরুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানে মগ্ন হইবার জন্য কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হন। এই প্রকার পুরুষই শাস্ত্রে 'মুমুক্ষু' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই মুমুক্ষুত্ব লাভ করা বস্তুতঃই মহান্ ভাগ্যের কথা। চক্ষু আলো ব্যতীত দেখিতে পায় না, অন্ধব্যক্তি আলো বর্ত্তমানেও কিছুই দেখিতে পায় না; চক্ষু ও আলোর সংযোগই দৃষ্টিশক্তি, তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াও অমুমুক্ষু ব্যক্তি অধ্যাত্মবিদ্যালাভে বঞ্চিত থাকে। প্রকৃত মুমুক্ষু শিষ্য এবং সদ্‌গুরুর সমন্বয়েই ঠিক ঠিক অধ্যাত্মভাবের স্ফুরণ হয়।

মহাপুরুষ বাবা গোলাপগিরিজী মহারাজের ত্যাগী শিষ্যবৃন্দের মধ্যে শ্রীশ্রীস্বামীজীই প্রকৃত মুমুক্ষু শিষ্য ছিলেন। অন্তর্দর্শী গোলাপগিরি মহারাজ ইহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীও নিজের অদ্ভুত সংযম-শক্তি, প্রগাঢ় গুরুভক্তি ও কঠোর সাধনা দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে এই গুরুকৃপাই তাঁহার সাধন-রাজ্যের বিঘ্নসমূহ নষ্ট করিয়া তাঁহাকে সাধনার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। একমাত্র গুরুকৃপায়ই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে এ কল্পনা অযৌক্তিক। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

"আপনি আপনার উদ্ধার করিবে, আপনাকে অবসন্ন করিবে না, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু হয়।" অপিচ শ্রুতি বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।
প্রাপ্য বরান্নিবোধত ॥
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

"হে জীব! মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও, জাগরিত হও এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সমীপস্থ হইয়া সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর। বিবেকী পুরুষগণ বলেন, সেই আত্মজ্ঞানের পথ কঠোর সাধন সহ সাবধানে অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া উহা ক্ষুরের তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগের ন্যায় অতীব দুর্গম।" পুরুষকার অবলম্বন-পূর্ব্বক কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত না হইলে সদ্‌গুরু বা ভগবান্ আমাদিগকে কখনও মুক্তি দিতে পারেন না। প্রবল বৈরাগ্য সহ কঠোর তপস্যাই মুক্তিলাভের প্রধান সোপান। ভোগবাসনা দ্বারা আবিষ্ট মন মুক্তিমার্গের রসাস্বাদে চিরবঞ্চিত থাকে। তাই রাজা সুরথ, রাবণ প্রভৃতি ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াও বিষয়প্রার্থী হইয়া পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রবল বৈরাগ্য হেতু মুক্তিলাভের আকুল আগ্রহে হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত উত্তুঙ্গ চূড়ায় কৌপীন মাত্র পরিহিত হইয়া কঠোর সাধনায় মগ্ন হইলেন। কিন্তু অত্যধিক কঠোরতায় তিনি শীঘ্রই নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই জনশূন্য পর্ব্বতশৃঙ্গে অবর্ণনীয় যন্ত্রনা ভোগ করিতে করিতে পরিশেষে যন্ত্রণার আতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুই ঘণ্টা অতীত হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজীর মূর্চ্ছা স্বতঃই ভঙ্গ হইল, কিন্তু পিপাসায় তাঁহার প্রাণ তখন কণ্ঠাগত। অদূরে নিক্ষিপ্ত কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক তিনি জলপান করিতে উদ্যত হইয়া দেখিলেন কমণ্ডলু জলশূন্য। অনন্যোপায় হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী সেই দুর্ব্বল শরীরে অতিকষ্টে নিকটবর্ত্তী একটি স্রোতস্বিনীর নিকট উপনীত হইয়া জল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু হায়! অত্যধিক দুর্ব্বলতা হেতু তিনি হঠাৎ উক্ত স্রোতস্বিনীর মধ্যে পতিত হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় বহুদূরে নীত হইলেন। পরিশেষে শ্রীভগবানের কৃপায় কোনও পার্ব্বত্য ব্যক্তি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া অতিকষ্টে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে উদ্ধার করিল। তাঁহাকে মৃতপ্রায় দেখিয়াও তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ না করিয়া সে পার্ব্বত্য ঔষধি প্রয়োগে শ্রীশ্রীস্বামীজীর জ্ঞান-সঞ্চার করিতে সচেষ্ট হইল। প্রথমতঃ তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, কিন্তু তাহাতে হতাশ না হইয়া পার্ব্বত্য ব্যক্তি সন্তান-স্নেহে শ্রীশ্রীস্বামীজীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। শুভ ইচ্ছা ও অহৈতুক স্নেহ এবং নিঃস্বার্থ সেবার ফল কখনও অশুভ হইতে পারে না। পার্ব্বত্য ব্যক্তি অসীম ধৈর্য্যের সহিত উৎসুকচিত্তে কয়েক ঘণ্টা শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেবা করিবার পর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী অচিরেই সম্যক্ লাভ উপলব্ধি করিয়া সেই দয়ালু পরোপকারী পার্ব্বত্য ব্যক্তিই তাঁহার জীবনদাতা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে একক্রোশ দূরবর্ত্তী তদীয় গৃহে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য ব্যক্তির ঐকান্তিকী ভক্তি ও সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাহার আগ্রহাতিশয্যে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাকে নিজের শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। শিষ্যগৃহে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী স্বীয় গুরুদেবকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষায় পার্ব্বত্য ব্যক্তি সমভিব্যাহারে অচিরে পন্তানাশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাবা গোপালগিরি মহারাজ নিজের প্রিয়তম শিষ্যের আগমনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীও শ্রীগুরু-দেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার দৈহিক কুশলবার্ত্তা অবগত হইয়া নিজের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী পার্ব্বত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তির যত্নে ও সেবায় মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন অবগত হইয়া বাবা গোলাপগিরি মহারাজ তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সন্তোষের নিদর্শনস্বরূপ তাহাকে ৫০০৲ শত টাকা উপহার দিলেন। দরিদ্র হইলেও পার্ব্বত্য ব্যক্তি উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল; কিন্তু গোলাপগিরি বাবার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে স্বীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রসাদজ্ঞানে সে পরিশেষে উক্ত টাকা গ্রহণ করিল।

পন্তানাশ্রমে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী গুরুদেবের আজ্ঞানুযায়ী সাধনায় ব্যাপৃত হইবার জন্য হরিদ্বারে আসিয়া তত্রত্য বিল্বকেশ্বর পর্ব্বতের গুহায় অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর সাধনায় মগ্ন হইলেন। হরিদ্বার সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত এই স্থানটির দৃশ্য বস্তুতঃই অতীব মনোরম। পর্ব্বতবেষ্টিত এই নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে মন স্বতঃই উদাস ভাব ধারণ করে। জগতের কোলাহল সেখানে নাই, পর্ব্বতরাজি ধীর, স্থির, ধ্যানমগ্ন—মহাযোগীর আদর্শস্থল। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহাযোগীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উক্ত গুহায় ধ্যানমগ্ন হইতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু মায়ার কি বিচিত্র শক্তি! হঠাৎ একদিন কাম-রিপুর প্রবল তাড়নায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর মন বিচলিত হইল। কামের পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি রিপুদমনে বদ্ধপরিকর হইয়া মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে হতাশ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গুরুকৃপায় শীঘ্রই তাঁহার মন সমাহিত হইল। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীমুখে বলিতেন—"দেখ্ বেটা! আজ তোর মনে কাম-ভাবের উদয় হইয়াছিল, তা বেশ আমার নিকট সরলভাবে প্রকাশ করেছ, আমি সন্তোষ লাভ করিলাম। আচ্ছা, কি ক'রে কাম-রিপুর হাত হ'তে রক্ষা পেলি ?"

উত্তর—"বাবা! প্রথমতঃ বিচার ক'রে কাম-রিপুর হাত হ'তে রক্ষা পেতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হয়ে শ্রীভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

নিকট কাতর প্রাণে প্রার্থনা করতে লাগলুম, তাহাতেই কাম-ভাব নষ্ট হয়ে গেল।” শ্রীশ্রীস্বামীজী—“হাঁ, বেটা! এই ভাবেই কাম-রিপুকে দমন করিতে হয়, বিচারে অসমর্থ হ'লে প্রার্থনা করবি। শ্রীভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়, কাম-রিপু দমন ত তুচ্ছ কথা। দেখ্ সাধক-জীবনে ও সব ভাব মধ্যে মধ্যে আস্‌বেই কিন্তু তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। আমি তখন বিল্বকেশ্বর গুহায় তপোমগ্ন। হঠাৎ একদিন কাম রিপুর প্রবল উৎপীড়নে মন ভয়ানক চঞ্চল হ'ল। বিচার করিতে লাগিলাম শরীরের নশ্বরতা, জগতের ক্ষণভঙ্গুরতা, কিন্তু কাম রিপুর বেগ প্রশমিত হইল না। পরিশেষে হতাশ হ'য়ে মনের সঙ্গে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলাম। মন যা ইচ্ছা চিন্তা করুক, শরীরের দ্বারা যেন কোনও পাপানুষ্ঠান না হয়—এইভাবে শরীরকে নিজের আয়ত্তে রাখিলাম। দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইল আমি গুরুকৃপা অনুভব করিতে লাগিলাম; মন পুনরায় ধীর, স্থির, শান্ত হইল। এক বৎসর মন বেশ শান্ত ছিল, ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন হ'য়ে মনে দিব্য শান্তির উদয় হ'ল, ভাবিলাম মনে আর বিক্ষেপ আসবে না। জয়গুরু! তোমার কৃপায় আমার মন আজ শান্তিতে ভরপূর। কিন্তু হঠাৎ আবার মন চঞ্চল হ'ল, মনের সে বেগ প্রশমিত করা আমার সাধ্যাতীত ব'লে মনে হ'ল। কাতর প্রাণে শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, উচ্চৈঃস্বরে জয়গুরু, জয়গুরু, ত্রাণ কর ব'লে কাঁদিতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য্য! প্রার্থনা করিতে করিতে মন স্বতঃই শান্ত হ'ল। মনের এই চঞ্চলতা ও শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা স্মরণ করে আমার হৃদয় দ্বিগুণতর গুরুভক্তিতে দ্রবীভূত হ'ল। 'জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, বল্‌তে বল্‌তে আনন্দে বিহ্বল হয়ে রহিলাম। বেটা! তপস্যা কর, তপস্যা করিলে গুরুকৃপা অনুভব করতে পারবি। মধ্যে মধ্যে মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চঞ্চলতা আসবে, নিরুৎসাহ আসবে—ইহাই সাধন-রাজ্যের নিয়ম। কিন্তু তখন গুরুতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হতে হয়। প্রকৃত গুরুভক্ত সাধকের ভক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি সব করায়ত্ত। কিন্তু শিষ্যের পুরুষকার বা তপস্যাই গুরুকৃপা আকর্ষণ করে, তপস্যা না করিলে কিছুই লাভ হয় না। এই দেখ না, আমাকেও কত কঠোর তপস্যা করতে হয়েছে, তবেই ত শ্রীগুরুদেবের কৃপা অনুভব করেছি। তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট মার্গে কঠোর সাধনায় মগ্ন হ'তে না পারলে বেটা! কিছুই হবে না। বাপ-মা পুত্রকে লালন পালন করেন, সুশিক্ষিত করেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তাহাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করেন। ব্যস্, বাপ-মার কর্ত্তব্য এই পর্য্যন্ত। এখন যদি পুত্রের কোনও সন্তান না হয় সেজন্য কি বাপ-মা দায়ী? পুত্র যদি স্ত্রীসংসর্গ না করে তবে তাহার ছেলে হ'তে পারে না—সে দোষ পুত্রের নিজের, বাপ-মা সেজন্য দায়ী নন। তদ্বৎ সদ্গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিয়েছেন, সাধনা দিয়েছেন। সাধনারূপ পত্নীর সঙ্গ না করিলে অর্থাৎ কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত না হইলে জ্ঞান বা মোক্ষরূপ পুত্রলাভে শিষ্য বঞ্চিত থাকিবে। গুরু সেজন্য দায়ী নন, সে দোষ শিষ্যের নিজের। এই দেখ্ না, আমার গুরুদেব আমাকে কত স্নেহ করিতেন, কত ভালবাসিতেন, শুধু গুরুকৃপায়ই মুক্তিলাভ সম্ভব হ'লে তিনি আমাকে কঠোর সাধনায় মগ্ন হইতে আদেশ দিতেন না; আমিও তাঁহার সুশীতল চরণাশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে দুর্গম গিরিশৃঙ্গে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইতাম না। কত কষ্ট, কত দুঃখের মধ্য দিয়ে এ জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তোরা ত দেখ্ছিস ভোলাগিরি খুব বাবু, হাতে স্বর্ণাঙ্গুরীয়, পায়ে জুতা, পকেটে ঘড়ী, মাথায় সিল্কের পাগড়ী, আরও কত কি! কত ফল আস্‌ছে ভক্তদের নিকট হ'তে, কত টাকা, কত জিনিষ, আমিও ভাবি এ সব জিনিষ, এই মান, যশঃ আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

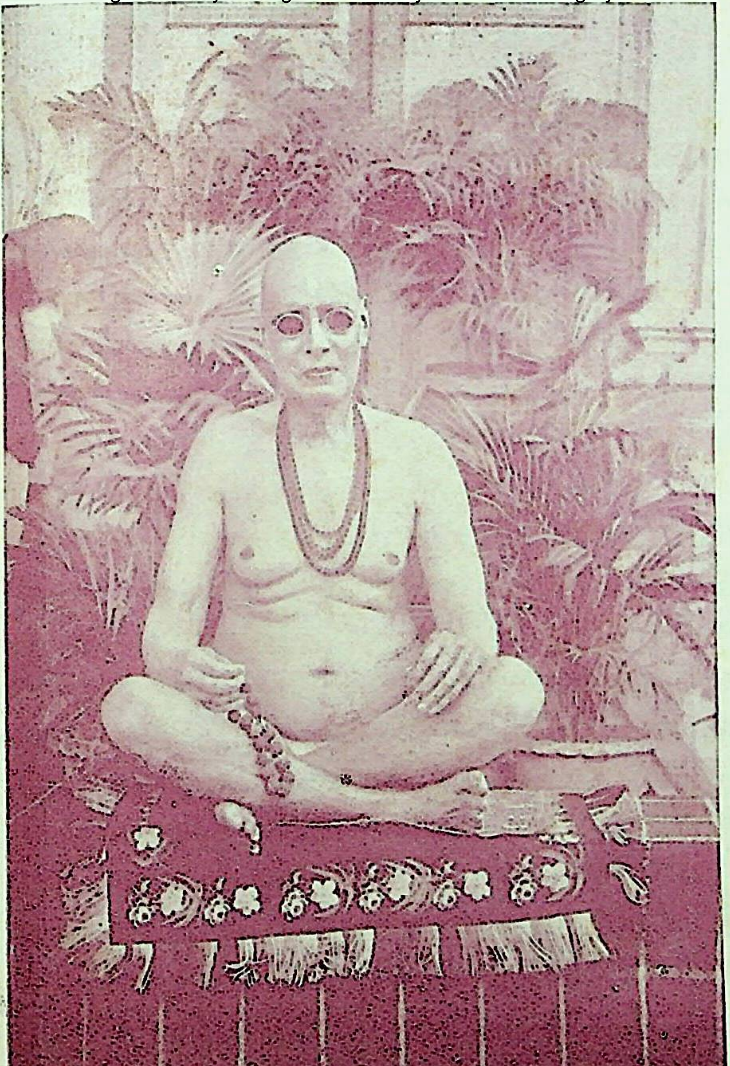

स्वामी मोहनानन्द गीरी

(হস্তাক্ষর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

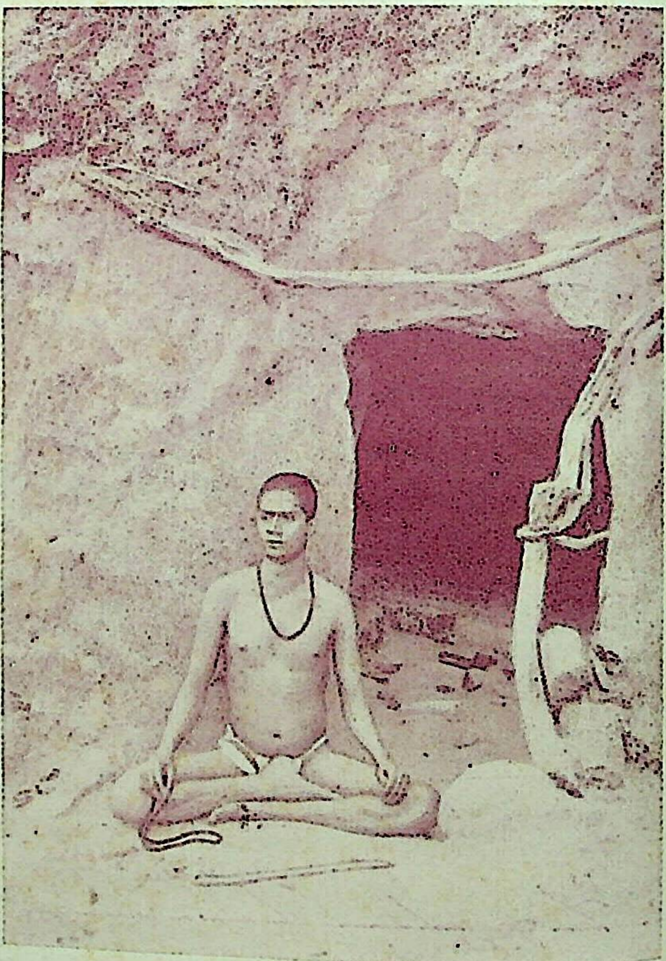

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের বিল্বকেশ্বরে সাধন গুহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেবের আশীর্ব্বাদের ফল—"ভোলা! তোর যোগ ও ভোগ দুই-ই হবে।" এই সব দেখি আর শ্রীগুরুদেবের অযাচিত করুণা ও স্নেহাশীর্ব্বাদের কথা স্মরণ ক'রে আমার মন ভক্তিতে আপ্লুত হয়। মনে হয় আমার কঠোর সাধক-জীবনের কথা। এই দেখ্ছ বিল্বকেশ্বর পর্ব্বতগুহা, এই গুহায়ই আমার কত বৎসর কেটে গিয়েছে। তখন হরিদ্বারে রেলগাড়ী ছিল না। এই বিল্বকেশ্বর পর্ব্বতে কত বড় বড় ব্যাঘ্র, হাতী, ভল্লুক ছিল; এখনও আছে তবে অনেক কম। এই গুহায় যখন তপোমগ্ন ছিলাম তখন কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি। নিদ্রাকে কোনও প্রকারে প্রশ্রয় দেই নাই, দিবারাত্রি জপ, ধ্যানে মগ্ন রয়েছি। কিন্তু এত করেও কি সেই পরমতত্ত্ব লাভ করতে পেরেছি? বিল্বকেশ্বর গুহায় কৃতকার্য্য না হ'য়ে পুনরায় হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতর শৃঙ্গে গিয়েছি, কখনও বা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে বিচরণ করেছি। এই সময় নিদ্রা না যাওয়ায় সেই অভ্যাসবশে আজকালও আমার ভাল নিদ্রা হয় না।"

কঠোরতর সাধনায় মগ্ন হইবার জন্য শ্রীশ্রীস্বামীজী বিল্বকেশ্বর পর্ব্বত-গুহা হইতে পুনর্ব্বার হিমালয় পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই সময় পূর্ব্বোল্লিখিত বিশ্বনাথ গিরি প্রমুখ সন্ন্যাসী চতুষ্টয় তাঁহার সহিত একত্রিত হইলেন। একটী বৃহৎ ধুনি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী এবং বিশ্বনাথ গিরি প্রভৃতি সাধুবৃন্দ যোগাভ্যাসে রত হইলেন। এই অবস্থায় একদিন হঠাৎ একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। বিশ্বনাথ গিরি প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ ভীতিবিহ্বলচিত্তে ব্যাঘ্রটীর প্রতি স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট রহিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাদিগকে বলিলেন—"ব্যাঘ্রটীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক আসুন আমরা পূর্ব্ববৎ জপে মগ্ন থাকি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপের শক্তি অমোঘ, জপবলে অসম্ভবও সম্ভব হয়; এই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রে হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ত অতি তুচ্ছ কথা।" শ্রীশ্রীস্বামীজী বাক্যানুযায়ী বিশ্বনাথ গিরি প্রমুখ তিনজন সন্ন্যাসী নিবিষ্টমনে ইষ্টমন্ত্রজ নিমগ্ন হইলেন কিন্তু চতুর্থ সন্ন্যাসী ভীতিবিহ্বলচিত্তে দ্রুত স্থান ত্যা করিয়া ব্যাঘ্রের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে দণ্ডায়মা হইবামাত্র ব্যাঘ্রটী সজোরে তাঁহার গ্রীবাদেশ ধারণপূর্ব্বক দ্রুতবে গভীর পর্ব্বতারণ্যে প্রবেশ করিল; শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রমুখ অন্যা সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিবার কোনও অবকাশ পাইলেন না নিজেদের একজন প্রিয়তম বন্ধুর এই প্রকার শোকাবহ মৃত্যুতে শ্রীশ্রীস্বামীজী এবং অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ প্রথমতঃ অত্যন্ত বিচলিত হই পড়িলেন, পরিশেষে শ্রীশ্রীস্বামীজী অপর সন্ন্যাসিত্রয়কে বলিলেন—"আমর সন্ন্যাসী, মৃতের জন্য শোক করা আমাদের অকর্ত্তব্য। আসুন, আমর পূর্ব্ববৎ জপ-ধ্যানে মগ্ন হই। আমাদের হতভাগ্য মৃত বন্ধুর জপে অগাধ বিশ্বাস ছিল না তাই মনে হয় তাঁহার এই প্রকার পরিণাম হইল বস্তুতঃ শ্রীভগবানের নামে অগাধ বিশ্বাস রেখে যদি চলা যায়, তবে কো বিপদই আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না।" শ্রীশ্রীস্বামীজী এই অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিবৃন্দ শোক পরিত্যাগ পূর্ব্ব পুনরায় কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। বস্তুতঃ, মন্ত্রের শক্তি অমোঘ এই পার্থিব মর জগতেও আমরা মন্ত্রশক্তি দর্শনে বিস্ময়ে হতবাক্ হই মন্ত্রবলে ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে ভূতের কবল হইতে মুক্ত করা, সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে জীবন দান করা ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই প্রকার প্রত্য মন্ত্রশক্তি দর্শন করিয়াও যে ব্যক্তির মন্ত্রে বিশ্বাস হয় না সে প্রকৃত কৃপার পাত্র। শ্রীশ্রীস্বামীজীর মন্ত্রশক্তিতে অগাধ বিশ্বাসহেতু পর্ব্ব প্রমাণ বিপদের সম্মুখীন হইলেও তিনি কখনও বিচলিত হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ দ্বারা তিনি সকল প্রকার বিপদ হইতেই মুক্ত হইতেন। মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা তাঁহার হৃদয়ে এত প্রবল ছিল যে তিনি নিজে সর্ব্বদাই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন; অধিকন্তু অন্য সকলকেও সর্ব্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিতেন। যিনি অদীক্ষিত, তাঁহাকেও শ্রীভগবানের যে কোনও নাম জপ করিতে তিনি উপদেশ প্রদান করিতেন। তাই আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে দেখিতে পাই যে তিনি অহরহঃ করমালা জপ করিতেছেন। করমালা যেন তাঁহার শরীরের একটা অঙ্গস্থানীয়—শুইতে, বসিতে, উঠিতে, গল্প করিতে, বেড়াইতে সব সময়েই তাঁহার দক্ষিণহস্তে করমালা ঘুরিতেছে। অনেক সময়ে প্রশ্ন করা হইত—"বাবা! একটা আসন শিখিয়ে দিন না, সাধন করতে বলছেন, কিন্তু কোন্ আসনে বসে সাধন করা উচিত, কিছুই ত' বুঝতে পাচ্ছি না, আপনার কাছে এতদিন হ'ল এসেছি কিন্তু কই জীবনে ত' তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না; হঠযোগ দ্বারা মনকে নিরুদ্ধ করা মনে হয় সহজসাধ্য, হঠযোগ শিখ্তে বড় ইচ্ছা হচ্ছে, কৃপা ক'রে শিখাবেন কি?" শ্রীশ্রীস্বামীজী তদুত্তরে বলিতেন—"বেটা! হঠযোগ অভ্যাস করা এই কলিকালে অতীব কষ্টসাধ্য, কলিকালে শ্রীভগবানের নাম জপ করাই হচ্ছে প্রধান সাধনা। আসন-টাসন শিখে কি হবে? যে কোনও আসনে বসে শুধু নাম জপ কর, নাম জপ দ্বারাই সব হবে।"

বস্তুতঃ নাম জপের প্রভাব অমোঘ। গীতায় শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" অর্থাৎ জপরূপ যজ্ঞই সকল যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনে এই জপনিষ্ঠা ও জপশক্তির অমোঘ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীস্বামীজী গুরুগৃহে অবস্থান কালে গুরুসেবা, শাস্ত্রপাঠ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাশক্তি সাধন-ভজনে রত ছিলেন। গুরুগৃহে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎ অতিবাহিত করিয়া শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুযায়ী হিমালয় পর্ব্বতে, হরিদ্বা বিল্বকেশ্বর গুহায় সুদীর্ঘ বৎসর কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন; কি তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারিলেন না। ইহার অন্তর্নিহিত কারণ কি কোন্ বস্তুর অভাবে সাধক দিবারাত্রি সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয় পরমার্থজ্ঞানলাভে বঞ্চিত হন? হাজার হাজার সাধু-সন্ন্যাসী বৈরা অবলম্বন পূর্ব্বক তীর্থক্ষেত্রে, আশ্রমে, পর্ব্বতে, অরণ্যে বাস করি তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া পরমার্থ-জ্ঞানলাভে সচেষ্ট হন; কিন্তু তাঁহাদে সে চেষ্টা বিফলতায় পরিণত হয়, প্রকৃত জ্ঞানলাভে অকৃতকার্য্য হই পরিশেষে কেহ প্রতিষ্ঠা, কেহ যশঃ, কেহ অর্থাদিতে আকৃষ্ট হই সাধনায় শৈথিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে থাকেন। সাধ জীবনে এই বিফলতার কারণ কি? অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া অবিদ্যাই ইহার কারণ। এই অবিদ্যাগ্রন্থির হাত হইতে মুক্ত হও সাধারণ সাধকের পক্ষে বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অসম্ভব। তাই শ্রীভগব বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

অনন্যভাবে শ্রীভগবানের উপাসনায় বা আত্মচিন্তায় তন্ময় হইতে না পারিলে এই দৈবী মায়ার হাত হইতে কেহ পরিত্রাণ পাইতে পা না। এই অনন্যভাবে উপাসনা করিতে পারেন একমাত্র তিনি, যি পরবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন। পরবৈরাগ্যের উদয় না হইলে দিবারা পরমার্থ-চিন্তা হইতে পারে না; এমন কি ইহার অভাবে জপ-ধ্যা রত থাকা অবস্থায়ও কখনও কখনও তন্দ্রা, আলস্য, রস, কষায়, ইত্যাদি আসিয়া সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। পরবৈরাগ্যের অভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক প্রকৃত-জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকে। বহুজন্মের তপস্যা ও সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত পরবৈরাগ্য লাভ হয় না। এই বৈরাগ্য যাঁহার হয় তাঁহার পক্ষে জ্ঞানলাভ করা কোমল পুষ্প হইতে রস বাহির করার চেয়েও সহজ।

শ্রীশ্রীস্বামীজীও এতদিন তপস্যায় রত থাকিয়াও পরবৈরাগ্যের অভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তপঃপূত অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে তাঁহার জীবন আনন্দেই অতিবাহিত হইতেছিল। সত্ত্বগুণও বন্ধের কারণ ইহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও তিনি সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া "আমি সুখী" "আমি গুরুকৃপাপ্রাপ্ত" "আমি কঠোর সাধক" ইত্যাদি সাত্ত্বিক অভিমান হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

এইভাবেই তাঁহার জীবন তপস্যায় অতিবাহিত হইতেছিল। কিন্তু আজ একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে প্রবলতম বৈরাগ্যের উদয় হইল। মনে হইল কোন একটা অদৃশ্য শক্তি তাঁহার মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে, ভূমায় বা পরব্রহ্মে স্থিত হইতে না পারিলে তাঁহার মনে আর শান্তি নাই। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন জল হইতে উপরে উঠিবার জন্য ছট্ফট্ করে শ্রীশ্রীস্বামীজীও প্রকৃতজ্ঞানলাভের জন্য তদ্বৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি বিশ্বনাথ গিরি প্রমুখ সন্ন্যাসীদের সাহচর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া অহরহঃ কঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকিবার উদ্দেশ্যে পর্ব্বতের স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন এবং একাসনে উপবেশন করিয়া দিবারাত্রি সমাহিত রহিলেন। কখনও নিজের ইষ্টদেব দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যানে তাঁহার মন তন্ময়, কখনও বা বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মচিন্তায় তিনি সমাহিত। নিজের শরীরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই,—শরীর শুষ্ক হউক্ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক্ সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই—তিনি তত্ত্বজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ না করিয়া আসন ত্যাগ না করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। পর বৈরাগ্যের উদয়ে সাধকের অবস্থা এই প্রকারই হইয়া থাকে, তা ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাম্।
নৈবাসনাৎ কয়মতঃ চলিষ্যতে ॥

শ্রীশ্রীস্বামীজী একাসনে একভাবে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানে মগ্ন রহিলেন। কঠোর তপস্যায় মগ্ন শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেই অবস্থা যখন তিনি কথাচ্ছলে বর্ণনা করিতেন তখন বস্তুতঃ আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হইতাম। এইভাবে কঠোরতম তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া তিনি হঠাৎ একদিন নিজের ইষ্টদেব দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহার কৃপায় অচিরে শ্রীশ্রীস্বামীজীর মন তত্ত্বজ্ঞানে বিভূষিত হইল। শিবত্ব লাভ করিয়া তিনি জগৎ শিবময় পরিদর্শন করিতে লাগিলেন—তাঁহার মনুষ্যজন্ম সফল হইল। লোকহিত-ব্রত ধারণ করিয়া তিনি জগতে বিচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।*

---

* শ্রীশ্রীস্বামীজীর সাধনা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা লেখকের সাধ্যাতীত; কারণ, তিনি যে কত স্থানে, কত ভাবে কঠোরতা অবলম্বনপূর্ব্বক সাধনা করিয়াছিলেন তাহার সম্যক্ বৃত্তান্ত তিনি কাহাকেও বলেন নাই, শুধু কথাচ্ছলে কখনও কখনও তাঁহার সাধক-জীবন সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু বলিতেন। সেই সব অবলম্বন করিয়াই এই "সাধনা" অধ্যায় লিখিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তীর্থপর্য্যটন

গতে প্রাণে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রয়া ভবেৎ॥

শ্রীশ্রীস্বামীজী দিব্যজ্ঞান লাভপূর্ব্বক দুর্লভ মোক্ষের দ্বার মনুষ্যজন্ম সফল করিলেন। তাঁহার জীবন ধন্য হইল, কুল পবিত্র হইল এবং জননী কৃতার্থা হইলেন। কিন্তু দিব্যজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞানীর অবস্থা কি প্রকার হয়? শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি হইতে বিলক্ষণ যে পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই আমি—এই ভাবের অনুভূতিই 'জ্ঞান' নামে অভিহিত। প্রাণ গত হইলে দেহে যে প্রকার সুখ-দুঃখের অনুভব হয় না, তদ্বৎ প্রাণযুক্ত অবস্থায়ও যখন শরীরে সুখ-দুঃখ অনুভূত হইবে না তখন সাধক কৈবল্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হন। তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আখ্যা লাভ করেন। জীবন্মুক্ত শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজ তীর্থপর্য্যটন মানসে হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া হরিদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিদ্বারে ব্রহ্মকমণ্ডলুতে অবগাহন পূর্ব্বক এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী কন্‌খলে উপনীত হইয়া দক্ষপ্রজাপতি প্রতিষ্ঠিত দক্ষেশ্বর শিব দর্শন করিলেন, পশ্চাৎ বিল্বকেশ্বর শিব ও চণ্ডী পাহাড়ে অবস্থিত শ্রীশ্রীচণ্ডীমাকে দর্শন করিয়া তিনি অচিরে হরিদ্বার ত্যাগ করিলেন। হরিদ্বার হইতে কুরুক্ষেত্র, জ্বালামুখী, কাশ্মীর, অমরনাথ প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক তিনি মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মথুরায় বিশ্রাম ঘাটে স্নানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদুকা (যেখানে কংস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বধ হইয়াছিল) এবং অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ অবলোকন করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি পবিত্র বৃন্দাবন তীর্থে গমন করিলেন। বৃন্দাবনে পদার্পন করিতেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর মন প্রগাঢ় ভক্তিতে আপ্লুত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলারাশি স্মরণ করিতে করিতে তিনি ভক্তিগদগদচিত্তে গোবিন্দ মন্দির প্রমুখাৎ যাবতীয় মন্দির, কালীয় হ্রদ, বস্ত্রহরণ ঘাট ইত্যাদি দর্শন করিয়া তিনদিন সেখানে অবস্থান করিলেন। বৃন্দাবন হইতে দিল্লী, প্রয়াগ, আগ্রা হইয়া তিনি অবিমুক্তক্ষেত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ ৺কাশীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন। কথিত আছে ৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বর মন্দিরে বাবা বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন দান করিয়া নিজের প্রিয় ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৺কাশীধাম হইতে গয়া, বৈদ্যনাথধাম, তারকেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজী কলিকাতায় আসিয়া কালীঘাটের মা কালীকে দর্শন করিয়া জগন্নাথঘাটে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। কলিকাতা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক তিনি পুরী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষিগোপাল ইত্যাদি উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসকল দর্শন করিয়া পরিশেষে মাদ্রাজ প্রদেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানের অভ্রভেদী সুচারুকার্য্যসমন্বিত বিশাল মন্দিরসমূহ দর্শন করিয়া তিনি দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, বদরিনাথ প্রভৃতি দর্শন করিবার জন্য পুনরায় হিমালয় পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইলেন। উক্ত দুর্গম তীর্থস্থানসকল দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী তিব্বতে উপনীত হইলেন। তিব্বতে কৈলাস ও মানস-সরোবর তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক রাজধানী লাসা হইয়া চীনদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। চীনদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদূর সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর কুমারিকা দ্বীপ হইতে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণকালে তাঁহার জীবনে যে সব অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল এবং পথিমধ্যে তাঁহাকে যে সব বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা কখনও কখনও গল্পচ্ছলে তিনি তাঁহার কোনও কোনও শিষ্যের কাছে যখন বিবৃত করিতেন তখন বস্তুতঃই তাঁহারা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মুগ্ধভাবে অবহিত মনে সে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক বিস্ময়ে হতবাক্ হইতেন।

দেশ পর্য্যটনকালে শ্রীশ্রীস্বামীজী একবার বম্বে সহরে কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছিলেন। একদিন মাধুকরী করিতে বহির্গত হইয়া তিনি "নারায়ণ হরি" বলিয়া বম্বের কোনও প্রসিদ্ধ জমিদার-গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর উজ্জ্বল এবং যৌবনোচিত সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি দর্শনে গৃহস্বামী এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন— "কি আশ্চর্য্য! এমন সুন্দর মনোমুগ্ধকর রূপ ত' আমরা অতি অল্পই দেখেছি। এই নবীন বয়স, সৌন্দর্য্য যেন ফেটে পড়্ছে, যে দেখ্বে সে-ই মুগ্ধ হবে। কিন্তু কিসের প্রেরণায় এই নবীন বয়সে ইনি কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছেন? এ কি মূর্খতা, এ কি বাতুলতা! মনে হয় ইঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী প্রভৃতি কেহই নাই, তাই মনোদুঃখে এইভাবে কঠোর জীবন যাপন করিতেছেন! অহো দুঃখ! আমাদের ত' কোনও পুত্র-সন্তান নাই, মাত্র ঐ একটী কন্যা, সেও আবার বিবাহযোগ্যা; এই সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সদ্‌বংশোদ্ভূত, ইঁহার আকৃতি সদ্‌বংশলক্ষণদ্যোতক। আমাদের ঐ একমাত্র কন্যাকে যদি ইঁহার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করি, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের কন্যাও সুখী হবে অধিকন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীও আমাদের সঞ্চিত প্রভূত অর্থ এবং অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হ'য়ে সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। আমরা এখন বৃদ্ধ হ'য়েছি, যাহাতে পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারি তাহার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত; এতদিন ত' এই বিপুল বিত্ত, ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলাম, প্রকৃত শান্তি কখনও পাই নাই; এখন যাহাতে শ্রীভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন করিতে পারি তাহার চেষ্টা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই সন্ন্যাসীকে আমাদের কন্যা ও বিত্তৈশ্বর্য্য দানপূর্ব্বক আমরা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন ক'রে জপ ও ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিব।" গৃহস্বামী ও তাঁহার পত্নী নবীন সন্ন্যাসীকে তাঁহাদের একমাত্র কন্যা ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিশেষে অতি নম্রভাবে বিনীত বচনে নিজেদের মনোভিলাষ ব্যক্ত করিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীস্বামীজীকে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখে মধুর হাসি। হায় বিষয়ী! তুমি নিজের বিষয়াসক্ত মনের দ্বারাই সকলকে বুঝিতে চেষ্টা কর, তোমার বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র, তোমার মনের শক্তি অতি দুর্ব্বল। তুমি যদি লম্পট হও অথবা লম্পটের সংসর্গে বাস কর তবে তুমি জগতের সকলকেই লম্পট মনে করিবে। তুমি যদি পরদ্বেষী, পরপীড়ক হও তবে সকলেই পরদ্বেষী, পরপীড়ক বলিয়া তোমার কাছে প্রতিভাত হইবে। তুমি যদি স্বার্থান্ধ কৃপণ হও তবে জগতের প্রত্যেক জীবই স্বার্থান্ধ কৃপণ বলিয়া তোমার প্রতীতি জন্মিবে। বস্তুতঃ, যাহার মন যে ভাবে আবিষ্ট তিনি জগৎকে সেইভাবেই দর্শন করেন। যিনি সাধু, যিনি জীবন্মুক্ত, যাঁহার মন আবিলতারহিত, তিনি এই জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকেই নিজের অতি আপনার জন মনে করিয়া সমভাবে ভালবাসেন—তিনি দেখেন সকলই আত্মস্বরূপ; মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যেখানে যত জীব আছে সকলই তাঁহার, সকলই তিনি—তাই তাঁহার নিকট পুণ্যাত্মা, পাপকারী, স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মনুষ্য, পশু সকলই সমান, সকলই ব্রহ্মস্বরূপ; কোথায় জীব, কোথায় জগৎ! সবই যে সেই চিরসুন্দরের মূর্ত্তি। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি।
তোমার শাসন বাক্য মাথায় করিয়া রাখি॥
কে যেন সেদিন আঁখি তারকায়,
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়।
সুন্দর ভব, সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি॥"

মুক্ত পুরুষের কাছে জগৎ বিষ্ণুময়, তাঁহার হৃদয়ে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি আসুরিক সম্পদের স্থান কোথায়! তিনি সদা ধীর, স্থির, সমাহিত। তাঁহার মনতরণী বিষয়-বাসনারূপ তরঙ্গ দ্বারা অবিক্ষিপ্ত, অচঞ্চল। প্রলোভনরূপ তরঙ্গ সে তরণীতে সজোরে ব্যর্থ আঘাত দিয়া নিজেই লজ্জিত হইয়া পুনরায় শান্তভাব ধারণ করে। বিষয়াসক্ত গৃহস্বামী ও তাঁহার পত্নী মনে করিলেন যে শ্রীশ্রীস্বামীজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি প্রদান করিবেন। তাঁহারা বিষয়ী, তাঁহাদের নিকট কামিনী কাঞ্চনই প্রকৃত আদরের জিনিষ। কামিনী-কাঞ্চন হইতেও অনন্তকোটিগুণ শ্রেষ্ঠ আনন্দ যে শ্রীভগবানের ধ্যানে বা আত্মচিন্তায় যোগিগণ লাভ করিয়া থাকেন সে ধারণা তাঁহাদের কল্পনার অতীত।

প্রলোভন দ্বারা অবিক্ষিপ্তচিত্ত শ্রীশ্রীস্বামীজী নম্রভাবে গৃহস্বামী ও তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহারা এই সুদীর্ঘ কাল বিষয়সুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিপ্ত থাকিয়া প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না, তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন—"না, এই সুদীর্ঘ বৎসর বিষয়ানন্দে মগ্ন থেকেও আমরা প্রকৃত সুখলাভে বঞ্চিত আছি; তাই আপনাকে আমাদের কন্যা ও এই বিপুল ঐশ্বর্য্য অর্পণ ক'রে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীভগবানের উপাসনায় তন্ময় থাকিতে চেষ্টা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা বৃদ্ধ হ'য়েছি, পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করা আমাদের উচিত। বৃদ্ধের জন্যই যোগ, যুবকের জন্য ভোগ। আপনি যুবক, আপনার এখন ভোগের সময়; কেন স্বেচ্ছায় এই কষ্ট বরণ ক'রেছেন!" বস্তুতঃ তখন শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি নব্য যুবক।

শ্রীশ্রীস্বামীজী ধীর অথচ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"আপনারা এই সুদীর্ঘ কাল বিষয়ভোগ করিয়াও প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই, সুতরাং আমি যে এই বিষয়ভোগে লিপ্ত হইয়া শান্তি পাব তাহার নিশ্চয়তা কি? বস্তুতঃই বিষয়ে শান্তি নাই। আপনারা শ্রীভগবানের ধ্যানে ও তাঁহার নামজপে প্রবৃত্ত হউন, ধীরে ধীরে শান্তিদেবী আপনাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইবেন। আমি সন্ন্যাসী, গৃহত্যাগী—আমাকে অনর্থক এইভাবে আর প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন না।" এই বলিয়াই শ্রীশ্রীস্বামীজী দ্রুতপদবিক্ষেপে উক্ত গৃহ ত্যাগ করিলেন। গৃহস্বামী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাদের সকল প্রলোভনই এই যুবক সাধুর উপর ব্যর্থ হইল দেখিয়া প্রথমতঃ অতিশয় দুঃখিত হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর অমানুষিক ত্যাগ ও অমূল্য উপদেশের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও প্রীতি অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং শ্রীশ্রীস্বামীজীর উদ্দেশ্যে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বম্বে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীস্বামীজী ভিক্ষাগ্রহণ মানসে একদিন অপর কোনও গৃহস্বামীর গৃহদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দেখিয়াই গৃহস্বামী ক্রোধের সহিত তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন —"তুমি একজন ভণ্ড সাধু; ঘরে খাবার ছিল না, পেটে বিদ্যা নাই, এখন সাধুর বেশ ধারণ করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছ। এ প্রকার পরভোজী হয়ে বেড়াতে তোমার লজ্জা হয় না? শরীর ত' দেখ্‌ছি বেশ নাদুস-নুদুস করেছ—আর হবেই বা না কেন? বসে বসে বিনা ক্লেশে পরের অন্ন খেলে ও প্রকার হওয়া ত' স্বাভাবিক। কেন হে বাপু! এ প্রকার জোচ্চুরি না ক'রে খেটে খেতে পার না? আমরাও ত' পরিশ্রম ক'রে অর্থোপার্জ্জন করি, তবে দুটি খেতে পাই। তোমার কাছে আমার কোনও ঋণও ত' আছে বলে মনে পড়ছে না—তবে তোমাকে আমি অন্ন দেব কেন? এ প্রকার হৃষ্টপুষ্ট অলস ব্যক্তিকে অন্ন দিলে পাপ হয়। আমার এখানে তোমার কোনও সুবিধা হবে না, অপর জায়গা দেখতে পার; আর যদি আমার বাগানের কাজ অন্ততঃ এক ঘণ্টা ক'রে দিতে স্বীকৃত হও তবে তোমাকে এক বেলা খেতে দিতে আমার কোনও আপত্তি নাই। আমার মালীর শরীর আজ বড়ই অসুস্থ।" গৃহস্বামী এই কথা বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিতেই শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রচণ্ড হাস্য সহকারে তাঁহাকে বলিলেন —"কি, আপনার বাক্যবাণের তূণ-শর কি শূন্য হ'য়ে গেল, কই আর গালি দিচ্ছেন না যে?"*

---

* সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি। (মনু)

'অপমানিত যে ব্যক্তি সে সুখে শয়ন করে, সুখে জাগ্রত হয়, সুখে বিচরণ করে, আর যে অপমান করে সে নাশ পায়।' সুতরাং প্রকৃত ধীর জ্ঞানী ব্যক্তি অপমানকে হাস্য মুখে বরণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী এই কথা বলিতেই গৃহস্বামী তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক স্বকৃত অপরাধের জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ বুঝিতে আমি অক্ষম, আপনি কিছু পূর্ব্বে আমাকে তীব্র ভৎ র্সনা করিলেন, এখন আবার আমার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কচ্ছেন—এর কারণ কি?" গৃহস্বামী বলিলেন—"মহারাজ, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ভিক্ষা গ্রহণ মানসে আমার কাছে প্রায়ই উপস্থিত হয়, আমি প্রত্যেক সাধুকেই উক্ত প্রকার তিরস্কার ক'রে থাকি। আমার ব্যবহারে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁহারা প্রায়ই আমার গৃহ ত্যাগ করে চলে যান—আমি সেজন্য আদৌ দুঃখিত নই। আমার ঐ প্রকার ভৎ র্সনা করার উদ্দেশ্য—সাধুকে পরীক্ষা করা যে তিনি প্রকৃত সাধু কি না, মান ও অপমানে তাঁহার সমভাব হয়েছে কি না, আমি তথাকথিত সাধুকে দান করিতে উৎসুক নই, কিন্তু আপনার মধ্যে আমি প্রকৃত সাধুতা দেখতে পাচ্ছি। আপনাকে এত ভৎ র্সনা করলুম, কিন্তু অবিক্ষিপ্তচিত্তে প্রবল হাস্য সহকারে আপনি দণ্ডায়মান রহিলেন, মান ও অপমানে আপনার তুল্য ভাব, তাই প্রকৃত মহাপুরুষজ্ঞানে আপনার শ্রীচরণে আমি প্রণত হচ্ছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করুন।"

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে। গীতা ১৪।২৫

যে ব্যক্তি মান ও অপমানকে সমভাবে বুঝিয়া থাকেন, যিনি মিত্র ও শত্রুপক্ষে সমান, যিনি সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন, তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী মধুর অথচ গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন —'দেখুন, আপনার এ প্রকার ব্যবহার আমি সমর্থন করতে 'পারছি না। গৃহীর পক্ষে সাধুকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা মহাপাপ। যাঁহারা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন, যাঁহারা শ্রীভগবানকেই নিজেদের একমাত্র আশ্রয় মনে ক'রে বিষয় ভোগ কাকবিষ্ঠাতুল্যজ্ঞানে পরিত্যাগ ক'রে কঠোরভাবে জীবন যাপন কচ্ছেন, তাঁহারা আপনার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। দোষ গুণ বিচার না ক'রে সাধুমাত্রকেই শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তঃকরণে যথাশক্তি দান করিলে মনুষ্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের বুদ্ধি অত ক্ষুদ্র, কে কি প্রকার সাধু তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের কোথায়? অপিচ, এই জগতে কাহাকেও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে নাই। কসাই ছুরিকা দ্বারা গবাদি পশুর গলচ্ছেদ ক'রে তাহাদিগকে অশেষ কষ্ট দেয়, আর আমরা কঠোর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা লোকের মনে তীব্র দুঃখের সঞ্চার করি। সুতরাং পরুষবাক্যপ্রয়োগকারী ব্যক্তি ও কসাইয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আপনি আজ হ'তে মৃদুতা অবলম্বনপূর্ব্বক সকলের সহিত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হউন।*

---

* মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্ত্যদারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিত্তস্মাত্তীব্রতরং মৃদু॥
(মহাভারত। বনপর্ব্ব ২৮।৩১)

অর্থাৎ মৃদুতা দ্বারা কঠোর ও মৃদু উভয়কেই বশ করা যায়, মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদুতা কঠোরতা অপেক্ষাও তীব্রতর, সুতরাং মৃদুতাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিতে পাও—মৃদুতা দ্বারা ফল হইল না তখন সাধুদিগের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিবে—

সাধোঃ প্রকোপিতস্যাপি মনো ন যাতি বিক্রিয়াম্।
ন হি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া॥ (হিতোপদেশ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গস্থিতানামিহ জীবলোকে চত্বারি চিহ্নানি বসন্তি দেহে।
দানপ্রসঙ্গো মধুরা চ বাণী দেবার্চ্চনা চাতিথিপূজনঞ্চ ॥

দান, মধুর বাক্য, দেবার্চ্চনা ও অতিথিসেবাই স্বর্গলাভের প্রকৃ উপায়। আপনি এই চারিটী গুণের অধিকারী হ'তে সচেষ্ট হউন।"

গৃহস্বামী শ্রীশ্রীস্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক নিজের কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন, পরে ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! আপনার অমূল্য উপদেশ শুনে আমি আজ নিজের পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য বস্তুতঃই অনুতপ্ত। আমি বিনা কারণে সাধু-সন্ন্যাসীর মনে আঘাত দিয়ে অনন্ত নরকের রাস্তা পরিষ্কার করেছি। আপনার সঙ্গগুণে আমার মহান্ দোষ আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। আমি বস্তুতঃই মহাপাপী, আজ হ'তে আপনি আমার গুরু, আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আমি আপনার প্রদর্শিত পথে চলিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত হ'ব। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, পরকালের জন্য কিছুই করলুম না। শুধু বিষয়ভোগে মগ্ন থেকে ও সাধুদিগের মনে আঘাত দিয়েই আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। ধিক্ আমাকে, ধিক্ আমার পাপসঙ্কুল মনকে! গুরুদেব! সাধন-রাজ্যে উন্নত হবার উপায় কি? কাহার ধ্যান করা উচিত?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"নিবিষ্টমনে ভগবানের নাম জপ ও তাঁহার মূর্ত্তির ধ্যানই সাধন-রাজ্যে উন্নীত হ'বার একমাত্র উপায়। প্রত্যহ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় নাম জপ ও ধ্যান করিবেন। যাহার যে মূর্ত্তির

অর্থাৎ সাধু ব্যক্তি প্রকোপিত হইলেও তাঁহার মন কখনও বিকৃত হয় না। সাগরের জল তৃণোল্কা দ্বারা কখনও উষ্ণ করা যায় না। সাধুগণ যে ক্রোধের ভাব প্রদর্শন করেন তাহা ক্রোধ নহে, বাহিরে অন্যায়ের শাসনের জন্য ক্রোধের ভাণ মাত্র। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মনে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর নিষ্ঠা বা প্রেম তাহার সেই মূর্ত্তিরই ধ্যান করা উচিত। ভগবান একজন ; বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী কেহ তাঁহাকে রাম, কেহ শিব, কেহ কালী, কেহ বা বিষ্ণুভাবে উপাসনা করেন। যেমন একই স্ত্রী ; তাহাকে পুত্র বলে মা, স্বামী বলে স্ত্রী, জামাই বলে শাশুড়ী, ভাগিনেয় বলে মামীমা, ভগ্নীর ছেলে বলে মাসীমা, তদ্রূপ ভগবান একজনই, তাঁহাকে কেহ বলে শিব, কেহ রাম, কেহ বিষ্ণু, কেহ আল্লা, কেহ গড্, আরও কত কি! অনন্যভাবে যে কোনও মূর্ত্তির উপর নিষ্ঠা রেখে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনা করিলে এই শরীর বর্ত্তমানেই মোক্ষ লাভ করা যায়। ভক্তিই মুক্তির কারণ। সুতরাং একনিষ্ঠ ভক্ত হ'তে চেষ্টা করুন। যার নাই ইষ্ট (আরাধ্য দেব) সে হয় ভ্রষ্ট।” গৃহস্বামী বিনীত বচনে বলিলেন—“গুরুদেব! আজ আমার কি সুপ্রভাত! আপনার ন্যায় মহাপুরুষকে দর্শন ও আপনার হৃদয়স্পর্শী উপদেশ শ্রবণ ক'রে আমি হৃদয়ে অফুরন্ত আনন্দ পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন নূতন আলোর সন্ধান পাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন আপনার উপদেশমত চলে পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারি। এখন আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই পর্ণকুটীরে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করুন। আপনার কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে আপনি যখনই বম্বে আসিবেন তখন আমার গৃহে শুভপদার্পণপূর্ব্বক আমাকে সেবার অধিকার দিলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিব। বর্ত্তমানে আপনি যতদিন বম্বে থাকিবেন ততদিন আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হ'ব। আমার এখানে আপনার কোনও কষ্ট হবে না।” শ্রীশ্রীস্বামীজী গৃহস্বামীর ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহার গৃহে কয়েকদিন অবস্থান-পূর্ব্বক বম্বে নগরী ত্যাগ করিলেন। গৃহস্বামীর জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন প্রকৃত সাধক-পদবাচ্য। অহো! সাধুসঙ্গের কি অমোঘ প্রভাব! শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

* * * *

শ্রীশ্রীস্বামীজী নর্ম্মদাতীরে দেওঘরের প্রথিতনামা ব্রহ্মচারী বালানন্দ মহারাজের সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া যখন গুজরাট প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি গুজরাটের কোনও গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ক্ষুধার্ত্ত, গ্রাম তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, ভাষা অজ্ঞাত। শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট কিছু চাউল ও ডাল ছিল, তিনি মনে করিলেন উহাই যথেষ্ট—চাল ডাল একত্রে উনুনের উপর চড়িয়ে দেওয়া যাক্, খিচুরী খাওয়া যাবে; গ্রামের এক প্রান্তে তিনি উপবেশন করিলেন, মাটী কেটে উনুনের উপযোগী স্থান ঠিক ক'রে তিনি জল সংগ্রহ পূর্ব্বক হাঁড়িতে চাল ও ডাল দিতে উদ্যত হ'য়ে দেখিলেন ডালগুলি বড় শক্ত, সহজে সিদ্ধ হবে না, হয়ত চাল সিদ্ধ হ'য়ে গলে যাবে তবুও ডাল সিদ্ধ হবে না, ডালগুলি উদূখলে ভেঙ্গে নিতে পারলে কাজ হ'ত, কিন্তু উদূখল কোথায় পাওয়া যায়? অনন্যোপায় হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কোনও গ্রামবাসীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া গৃহস্বামীর কাছে একটী উদূখল যাচ্ঞা করিলেন।

"উদূখল"! গৃহস্বামী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "আরে ভণ্ড সাধু, আরে লম্পট, বদমায়েস! তোকে আমি মজা দেখাচ্ছি, তোর সাধুগিরি আজ ঘুচিয়ে দেব, এতদূর আস্পর্দ্ধা! আমার কাছে এমন অশ্রাব্য অবাচ্য কথা বলছিস্!" গৃহস্বামীর চীৎকারে সেখানে অনেক লোক একত্রিত হইল এবং শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী ত' অবাক্, নিস্তব্ধ, 'এ কি, এ কোন্ দেশ, এ কি প্রকারের মানুষ! এদের ব্যবহার যে দেবতার বুদ্ধিরও অগোচর, কি অন্যায় করেছি আমি?'—তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন—'এ স্থানে যত লোক আছে সব মূর্খ, সব বোকা, কাহারও এতটুকুও বুদ্ধি নাই।' সৌভাগ্যক্রমে সেই স্থানে তখন একজন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীস্বামীজী উদূখল যাজ্ঞা করিয়াছেন শুনিয়া বিনয়নম্র বচনে তাঁহাকে বলিলেন—"দেখুন মহারাজ! আমাদের দেশে 'উদূখল' শব্দ অত্যন্ত খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাই গ্রামবাসীবৃন্দ আপনাকে বদমায়েস মনে ক'রে প্রহার করিতে উদ্যত হয়েছিল, ইহাদিগকে নিজগুণে ক্ষমা করুন; ইহারা না বুঝে আপনাকে অপমান করেছে, আমি ইহাদিগকে বুঝিয়ে বল্‌ছি।" পণ্ডিতজী উপস্থিত গ্রামবাসিগণকে 'উদূখল' শব্দের সংস্কৃতগত অর্থ সম্যক্ বুঝাইয়া দিতেই তাহারা নিজেদের ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং ডাল চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। এই ঘটনায় শ্রীশ্রীস্বামীজী গুজরাট প্রদেশ ভ্রমণ করিবার পূর্ব্বে গুজরাটী ভাষা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উক্ত প্রদেশের এক সহরে অবস্থান পূর্ব্বক গুজরাটী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ছয় মাসের মধ্যে উক্ত ভাষায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে একদিন হরিদ্বারে কোনও গুজরাটী ভদ্রলোকের সহিত শ্রীশ্রীস্বামীজী গুজরাটী ভাষায় অনর্গল আলাপ করিতেছিলেন। লেখক শ্রীশ্রীস্বামীজীর কাছে উপবিষ্ট। তখন মনে হইতে লাগিল শ্রীশ্রীস্বামীজীর মাতৃভূমি গুজরাট প্রদেশ। বস্তুতঃ গুজরাটী ভদ্রলোকের দৃঢ় ধারণা যে শ্রীশ্রীস্বামী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীর জন্মস্থান গুজরাট প্রদেশ। লেখক উক্ত ভদ্রলোককে বলিল "দেখ্ছেন, স্বামীজী কি সুন্দর গুজরাটী ভাষা বল্ছেন!" ভদ্রলো বলিলেন—"কেন বলবেন না? স্বামীজীর জন্মভূমি যে গুজরা নিজের মাতৃভাষায় পারদর্শিতা ত' স্বাভাবিক।" লেখক—"না, স্বামীজীর জন্মভূমি পাঞ্জাব, গুজরাট নয়।" ভদ্রলোক (লেখক প্রতি)—"আপনি জানেন না, আমি স্বামীজীকে অনেক বৎসর হই জানি, তিনি গুজরাটী, আপনার এ বিষয়ে কোনও সংশয় থাকা উচি নয়।" লেখক উক্ত ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া অবাক্ হইল। হউক, এই ঘটনায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর গুজরাটী ভাষায় পারদর্শিতা স উপলব্ধি করা যায়; শ্রীশ্রীস্বামীজী পূর্ব্বোক্ত ঘটনা কখনও কখ উল্লেখ করিতেন এবং বলিতেন—"বেটা! সকল ভারতীয় ভা শিক্ষা করা উচিত নতুবা অনেকেই আমার ন্যায় বিপদে পতিত হই পারে। একই শব্দ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেখ্না উদূখল চাইতে গিয়ে আমার কি দুর্দ্দশাই হ'য়েছিল।"

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে একটী রাষ্ট্রীয় ভাষা থাকা উচিত, নতুবা আ দিগকে অনেক সময় অসুবিধা এবং বিপদ বরণ করিতে হইতে পারে এই স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুস্থানে বা পাঞ্জাবে 'ফক্কর" শব্দে অর্থ 'জিতেন্দ্রিয় সাধু', কখনও কখনও মহাপুরুষকেও "ফক্কর" শ অভিহিত করা হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে "ফক্কর" শব্দের অর্থ বাচাল, চ ইত্যাদি। হরিদ্বারে কোনও কোনও হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী আমাদিগ প্রীতির সহিত কখনও কখনও "ফক্কর" বলিতেন। তাহাতে শ্রীশ্রীস্বামী মৃদু হাস্য সহ তাঁহাদিগকে বলিতেন—"দেখুন, ইহারা বাঙ্গালী, ই দিগকে কখনও "ফক্কর" বলিবেন না, "ফক্কর" বলিলে ইহারা অস হইতে পারে, এমন কি আপনাদিগকে প্রহার করিতেও পারে। জা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত' বাংলাদেশে "ফক্কর" শব্দ খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়।" আমরা শ্রীশ্রীস্বামীজীর কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতাম।

গুজরাট প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী দিল্লীতে উপনীত হইয়া কোনও ধনী ব্যক্তির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিলেন। উক্ত ধনী ব্যক্তির একজন নিকট আত্মীয়া সেই সময় উক্ত গৃহে অবস্থান করিতেছিল। আত্মীয়াটী যুবতী, পরমা-সুন্দরী—শ্রীশ্রীস্বামীজীর মনোমুগ্ধকর রূপে সে মুগ্ধ হইল। কিন্তু লজ্জা, ভয় আসিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিল। মনোবেগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া তাহাকে পাগলপ্রায় করিল। অবশেষে লজ্জা, ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট একদিন নিজের মনো-বাসনা সরলভাবে প্রকাশ করিয়া প্রেম নিবেদন করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাকে ধীরভাবে বলিলেন—"দেখুন আপনি আমাকে ভালবাসেন না, আপনি আমার শুক্রকে (বীর্য্য) ভালবাসেন, আমিও আমার শুক্রকে ভালবাসি, শুক্রধারণ করিবার জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন ক'রে এই সুদীর্ঘ বৎসর অতিবাহিত ক'রেছি। কাজেই যখন আমরা উভয়ে এক বস্তুকে ভালবাসি তখন আমরা ত' পরস্পর প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বী, আমাদের মধ্যে মিলন কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে?" শ্রীশ্রীস্বামীজীর মুখ হইতে উক্ত প্রকার বাক্য নির্গত হইতেই স্ত্রীলোকটী লজ্জায় অবনত মস্তকে তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল এবং সেই দিনই উক্ত গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া গেল। বস্তুতঃ বীর্য্য বা শুক্রই জীবন, শুক্রই অমৃত। 'ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানবঃ।' যদি জীবনে শান্তি চাও, এই শুক্রকে ভালবাসতে চেষ্টা কর; যদি জীবনে বল চাও, শুক্রকে শরীরে ধারণ করিতে সচেষ্ট হও, যদি জীবনে মুক্তি চাও, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, শুক্র ধারণপূর্ব্বক মনের শক্তি বৃদ্ধি কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ'।—আত্মাকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্ব শুক্র ধারণ করিলেই বীর্য্য বা বল লাভ হয়। শরীর স্থূল হউক বা হউক তাহাতে কোনও লাভ বা ক্ষতি নাই। শুক্রধারণপূর্ব্বক যাঁ মন সবল হয় তিনিই প্রকৃত সুখী, তিনিই প্রকৃত সাধক।

* * * *

বহুবৎসর পর্য্যন্ত নানাদেশ ও তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বা পরমারাধ্য গুরুদেবকে দর্শন করিবার আগ্রহে পস্তানা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুদীর্ঘ বৎসর পর পুত্রাধিকপ্রিয় নি প্রিয়তম শিষ্যের আগমনে অতীব উৎফুল্ল হইয়া বাবা গোলাপগি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিে শ্রীশ্রীস্বামীজী স্বকীয় গুরুদেবের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক অশ্র চরণ অভিষিক্ত করিলেন। অত্যধিক প্রেমে তাঁহার বাকৃশক্তি নি অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত, দিব্য আনন্দে মুখকমল উদ্ভাসি দৃষ্টি নিম্নে নিবদ্ধ, হৃদয় আনন্দে গদগদ। সৌম্যমূর্ত্তি বাবা গোলা গিরিজীর হৃদয় তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের ন্যায় সদাই শান্ত, কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামী গুরুপ্রেমরূপ হাওয়ায় সে হৃদয়সমুদ্রে প্রবল প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হই লাগিল, প্রেমবারি তাঁহার চক্ষু হইতে স্বতঃই বহির্গত হইয়া তাঁহা প্রেমরসে বিভোর করিয়া তুলিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারি না, পুনরায় শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বালকের কাঁদিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীস্বামীজীও 'গুরুদেব, গুরুদেব' বলিয়া শি ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ এইভাবে গত হইলে শিষ্য উভয়ই স্থিরভাবে উপবিষ্ট রহিলেন—তাঁহাদের মন তখনও প্রেমরসে আবিষ্ট, হৃদয় স্নিগ্ধ, চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেম! তুমিই ধন্য! তুমি যাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হও তিনিও ধন্য; তুমিই জীবের একমাত্র কাম্যবস্তু। তোমাকে লাভ করিবার জন্য কত যোগী, ঋষি, সাধু, সন্ন্যাসী জাগতিক ভোগ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পর্ব্বতে, অরণ্যে, গিরিগহ্বরে, নদীতটে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইয়াছেন, তোমাকে লাভ করিতে না পারিয়া কত সাধক গভীর পরিতাপে, অবর্ণনীয় মনঃকষ্টে আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতেও কুণ্ঠা অনুভব করেন নাই। প্রেম! তুমিই ধন্য! তুমি যাহার হৃদয়ে উদয় না হও তাহার সে শ্মশান হৃদয়ে দিবারাত্রি অশান্তি-বহ্নি ধিকিধিকি জ্বলিয়া তাহার জীবনকে মরুভূমির ন্যায় অসার করিয়া তোলে! তুমি যাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হও তাঁহার মন অহরহঃ স্নিগ্ধ মধুর প্রেমবারিতে স্নান করিয়া অপার্থিব আনন্দ, দিব্য শান্তি লাভ করে, তাঁহার মনুষ্য-জন্ম সফল হয়।

তুমি সন্ন্যাসী, মহাপণ্ডিত, কিন্তু তোমার হৃদয়ে যদি প্রেম না থাকে তবে বুঝিব প্রকৃত সাধুতা তোমার ভিতরে এখনও আসে নাই, তবে বুঝিব তোমার জীবন মরুভূমিতুল্য, বুঝিব তুমি এখনও ঘোর বিষয়ী; তোমার সহিত আমার যেন সৌহার্দ্দ্য না হয়,—আমি তোমাকে দূর হইতে প্রণাম করিব। তুমি বিষয়ী, মূর্খ, লোকসমাজে উপেক্ষিত, কিন্তু তোমার হৃদয় প্রেমরসে সিঞ্চিত—আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিব, তোমার সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিব, অন্তরের সহিত তোমাকে ভালবাসিব। প্রেমই জীবন, প্রেমই শান্তি, প্রেমই মুক্তি।

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয়, যাহা অতিশয় মমতাযুক্ত (কামগন্ধবর্জ্জিত) এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত—এইরূপ যে ভাব তাহাকেই পণ্ডিতগণ 'প্রেম' কহিয়া থাকেন।

শিষ্য:প্রেমে মুগ্ধ বাবা গোলাপগিরিজী এবং গুরুপ্রেমে বিভোর শ্রীশ্রীস্বামীজী উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরিশেষে উভয়ে পরস্পরের দৈহিক কুশলবার্ত্তা অবগত হইলে বাবা গোলাপগিরিজী মহারাজ স্নেহবিগলিতকণ্ঠে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—'ভোলা! আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে, প্রকৃত গুরুভক্তের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। তুমি আমার আজ্ঞানুযায়ী চলে আজ প্রকৃতই আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত হয়েছ—বস্তুতঃ তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য, গুরুদেব তোমাকে কৃপা করেছেন। আমি এখন আশ্রম হ'তে দূরে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আশ্রমের ভার গ্রহণ করিলে আমি আনন্দিত হব।' শ্রীশ্রীস্বামীজী বিনীতভাবে বলিলেন—"হে গুরুদেব, হে ভোলানাথ! আমি এই সুদীর্ঘ বৎসর আপনার মধুর সঙ্গ হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি, আপনার শ্রীচরণের সেবার অধিকার হ'তে আমাকে আর বঞ্চিত করিবেন না। পিতঃ! আপনার অহৈতুকী কৃপাই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল, সেই কৃপাই আমাকে বিপদে, দুঃখে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেছে, নতুবা আমার জীবনের পরিণতি যে কি হ'ত বলা যায় না। কত প্রলোভনে পড়েছি, কত কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু আপনার অযাচিত করুণা সর্ব্বদাই আমাকে রক্ষা করেছে; আমাকে আপনার মধুর সঙ্গ হ'তে বিচ্যুত করিবেন না—ইহাই আপনার কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা। আপনি যেখানেই যাবেন আমি অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজীর অহৈতুকী গুরুভক্তি ও কাতর প্রার্থনা বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলাপগিরিজীর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল, তিনি সানন্দে শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমভিব্যাহারে বাবা গোলাপগিরিজী মহারাজ অচিরাৎ পন্তানাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অমৃতসরের (পাঞ্জাব) নিকটবর্ত্তী একটি অরণ্যে উপনীত হইয়া সাধনপো-যোগী একটি কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং গুরু, শিষ্য উভয়ে উক্ত কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। বাবা গোপালগিরিজী শ্রীশ্রীস্বামীজীর সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, গুরু-শিষ্যভাব আর পরিলক্ষিত হইল না। উভয়ই সিদ্ধপুরুষ, উভয়ই আপ্তকাম, শিবস্বরূপ, কে বড় কে ছোট? কিন্তু যে গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় শিষ্য সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞানলাভান্তে সেই গুরুদেবকে পূর্ব্ববৎ ভক্তি-শ্রদ্ধা না করা মহান্ কৃতঘ্নতার লক্ষণ। জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে কৃতঘ্নতার স্থান কোথায়? শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রগাঢ় ভক্তির সহিত কায়মনোবাক্যে বাবা গোলাপগিরিজীর সেবা করিতে লাগিলেন। আশ্রমকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বা আশ্রমে অবস্থান করিলে দিবারাত্রি সমাধিস্থ থাকা একপ্রকার অসম্ভব, তাই বাবা গোলাপগিরি মহারাজ মধ্যে মধ্যে আশ্রম হইতে দূরে অবস্থান করিয়া নির্জ্জনে সমাধিস্থ থাকিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী বাবা গোলাপগিরিজীর সেবায় রত হইলেন; তাঁহার গুরুদেব সিদ্ধাসনে সমাধিস্থ, আট দশ দিন গত হইলে তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহপূর্ব্বক নিজে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন এবং স্বীয় গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ হইলে স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন। এইভাবে গুরুসেবায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর দিন গত হইতে লাগিল। নির্জ্জন স্থানে বা অরণ্যে সাধারণতঃ সাধু ও দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিগণ বিচরণ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয়, যাহা অতিশয় মমতাযুক্ত (কামগন্ধবর্জ্জিত) এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত—এইরূপ যে ভাব তাহাকেই পণ্ডিতগণ 'প্রেম' কহিয়া থাকেন।

শিষ্য-প্রেমে মুগ্ধ বাবা গোলাপগিরিজী এবং গুরুপ্রেমে বিভোর শ্রীশ্রীস্বামীজী উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরিশেষে উভয়ে পরস্পরের দৈহিক কুশলবার্ত্তা অবগত হইলে বাবা গোলাপগিরিজী মহারাজ স্নেহবিগলিতকণ্ঠে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—'ভোলা! আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে, প্রকৃত গুরুভক্তের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। তুমি আমার আজ্ঞানুযায়ী চলে আজ প্রকৃতই আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত হয়েছ—বস্তুতঃ তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য, গুরুদেব তোমাকে কৃপা করেছেন। আমি এখন আশ্রম হ'তে দূরে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আশ্রমের ভার গ্রহণ করিলে আমি আনন্দিত হব।' শ্রীশ্রীস্বামীজী বিনীতভাবে বলিলেন—"হে গুরুদেব, হে ভোলানাথ! আমি এই সুদীর্ঘ বৎসর আপনার মধুর সঙ্গ হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি, আপনার শ্রীচরণের সেবার অধিকার হ'তে আমাকে আর বঞ্চিত করিবেন না। পিতঃ! আপনার অহৈতুকী কৃপাই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল, সেই কৃপাই আমাকে বিপদে, দুঃখে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেছে, নতুবা আমার জীবনের পরিণতি যে কি হ'ত বলা যায় না। কত প্রলোভনে পড়েছি, কত কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু আপনার অযাচিত করুণা সর্ব্বদাই আমাকে রক্ষা করেছে; আমাকে আপনার মধুর সঙ্গ হ'তে বিচ্যুত করিবেন না—ইহাই আপনার কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা। আপনি যেখানেই যাবেন আমি অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজীর অহৈতুকী গুরুভক্তি ও কাতর প্রার্থনা বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলাপগিরিজীর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল, তিনি সানন্দে শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমভিব্যাহারে বাবা গোলাপগিরিজী মহারাজ অচিরাৎ পন্তানাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অমৃতসরের (পাঞ্জাব) নিকটবর্ত্তী একটি অরণ্যে উপনীত হইয়া সাধনপো-যোগী একটি কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং গুরু, শিষ্য উভয়ে উক্ত কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। বাবা গোপালগিরিজী শ্রীশ্রীস্বামীজীর সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, গুরু-শিষ্যভাব আর পরিলক্ষিত হইল না। উভয়ই সিদ্ধপুরুষ, উভয়ই আপ্তকাম, শিবস্বরূপ, কে বড় কে ছোট ? কিন্তু যে গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় শিষ্য সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞানলাভান্তে সেই গুরুদেবকে পূর্ব্ববৎ ভক্তি-শ্রদ্ধা না করা মহান্ কৃতঘ্নতার লক্ষণ। জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে কৃতঘ্নতার স্থান কোথায় ? শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রগাঢ় ভক্তির সহিত কায়মনোবাক্যে বাবা গোলাপগিরিজীর সেবা করিতে লাগিলেন। আশ্রমকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বা আশ্রমে অবস্থান করিলে দিবারাত্রি সমাধিস্থ থাকা একপ্রকার অসম্ভব, তাই বাবা গোলাপগিরি মহারাজ মধ্যে মধ্যে আশ্রম হইতে দূরে অবস্থান করিয়া নির্জ্জনে সমাধিস্থ থাকিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী বাবা গোলাপগিরিজীর সেবায় রত হইলেন ; তাঁহার গুরুদেব সিদ্ধাসনে সমাধিস্থ, আট দশ দিন গত হইলে তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহপূর্ব্বক নিজে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন এবং স্বীয় গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ হইলে স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন। এইভাবে গুরুসেবায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর দিন গত হইতে লাগিল। নির্জ্জন স্থানে বা অরণ্যে সাধারণতঃ সাধু ও দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিগণ বিচরণ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতিপয় দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি এই অরণ্যে প্রায়ই বিচরণ করিত। তাহারা দেখিতে পাইল একজন অতিবৃদ্ধ হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি অহরহঃ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া অনিমেষ নয়নে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন,—"নাঃ, এ নিশ্চয়ই বদমায়েসদের গুরু, কোনও কু-মতলবে এইভাবে অবস্থান করিতেছে, ইহাকে একটু পরীক্ষা করা যাক, এর বদমায়েসী বৃত্তি একটু সংযত করা যাক"। যাহার প্রকৃতি যেমন সে জগৎটাকে তদ্রূপই দর্শন করিয়া থাকে, দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিগণ বাবা গোলাপগিরিজীকেও দুষ্কৃতকারী, বদমায়েস মনে করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? উক্ত বদমায়েসগণ শ্রীশ্রীস্বামীজীর অবর্ত্তমানে বাবা গোলাপগিরিজীর দক্ষিণপদের উপর একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া একটু দূরে অবস্থানপূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিল। বাবা গোলাপ-গিরিজীর পদ ধীরে ধীরে দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ সমাধিস্থ রহিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ভিক্ষা গ্রহণ উদ্দেশ্যে গ্রামাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার হৃদয় গুরুদেবের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পুত্রগতপ্রাণা মাতা দূরে অবস্থান করিলেও যেমন পুত্রের বিপদে তাঁহার হৃদয় অজ্ঞাতভাবে স্বতঃই আলোড়িত হইতে থাকে তদ্বৎ প্রকৃত গুরুভক্ত শিষ্যের হৃদয়ও গুরুদেবের কোনও বিপদে স্বতঃই উদ্বেলিত হয়। অব্যক্ত অশান্তি, মহান্ ভয়, তীব্র অস্থিরতা আসিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গুরুদেবের কোনও বিপদ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ত্বরিতপাদবিক্ষেপে ব্যাকুলিতচিত্তে অনতিবিলম্বে বাবা গোলাপগিরিজীর সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন জ্বলন্ত কাষ্ঠে তাঁহার দক্ষিণ পদ দগ্ধ হইতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী উক্ত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজীর আগমনে দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিগণ দ্রুতপাদবিক্ষেপে উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে উপস্থিত হইল। কিন্তু—

'ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥'

(হিতোপদেশ)

অর্থাৎ—'অত্যুৎকট যে পাপ ও পুণ্য তাহার ফল তিনদিনেই হউক, তিন পক্ষেই হউক, তিন মাসেই হউক, তিন বৎসরেই হউক, যখনই হউক ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে।' দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিগণের কাহারও স্ত্রী তিনদিনের মধ্যেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল, কাহারও পুত্র হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল, কেহ বা পেটের বেদনায় অবর্ণনীয় কষ্ট পাইতে লাগিল, কেহ ভূ-পতিত হইয়া মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইল। কাহারও মুখ হইতে রক্তবমন হইতে লাগিল। তাহাদের মনে স্বতঃই নিজেদের কৃত কর্ম্মের জন্য তীব্র অনুশোচনা জাগ্রত হইল। অনুতপ্তচিত্তে গোলাপগিরি মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুনয়নে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। বাবা গোলাপ-গিরিজী স্নেহবিগলিতকণ্ঠে মধুর বচনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে বাবা গোলাপগিরিজী শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন "ভোলা! প্রায় ছয় মাস হ'ল আমরা আশ্রম ত্যাগ করেছি, আমি এখন পুনরায় আশ্রমে যাব, এ শরীরের ভোগ শেষ হয়ে এসেছে, শীঘ্রই আমাকে এই শরীর ত্যাগ করতে হবে; আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে আমার শরীর পস্তানা-স্বর্গত নিকভুতে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব বাবা দ্বাদশীগিরি মহারাজের সমাধির পাশে সমাধিস্থ করা হয়।" বাবা গোলাপগিরিজীর মুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে এই কথা নির্গত হইতেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রাণ আসন্ন গুরুবিরহ আশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল ; তাঁহার নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু জ্ঞানী ভোলানন্দের এ মোহ কেন ? মুক্তপুরুষের আবার শোক-দুঃখ কি ?

বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্ধীঃ কর্ম্মণা ভোগদায়িনা।
পুনঃ সমাহিতা সা স্যাত্তদৈবাভ্যাসপাটবাৎ ॥

পঞ্চদশী ৪|৬৭

ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্ত্যোঽহমিতি ভাসতে ॥

পঞ্চদশী ৭|২৪৪

নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।
জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু ॥

পঞ্চদশী ৭|২৪৫

যদ্যপি প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ করিবার সময় কখনও কখনও ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয় তথাপি অভ্যাসনৈপুণ্য দ্বারা সমাহিত হইয়া পুনরায় তাহা পরব্রহ্মে নিমগ্ন হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে সেই সর্প দেখিয়া হৃৎকম্পাদি উপস্থিত হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জু-জ্ঞান হইলে সেই হৃৎকম্পাদি সহসা নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং পুনরায় সেই রজ্জু অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে সর্পজ্ঞান হইতে পারে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং পুনরায় ভোগকালে জ্ঞানী কখনও নিজেকে মরণশীল জীব মনে করিয়া শোকে দুঃখে মুহ্যমান হন কিন্তু তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের কোনও হানি হয় না ; কারণ, জীবন্মুক্তি কোনও ব্রত নহে যে নিয়মভঙ্গ হইলে ব্রতভঙ্গ হইবে, ইহা কেবল বস্তুর যথার্থ স্বরূপে স্থিতি মাত্র। অতএব কদাচিৎ মর্ত্ত্যত্বজ্ঞান হইলেও তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। চিরকালের সংস্কারবশতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে জ্ঞানীদিগেরও কখনও কখনও 'আমি মনুষ্য, অজ্ঞানী জীব' এই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য সাধারণ জীবের ন্যায় সুখে দুঃখে মুহ্যমান হন কিন্তু ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় হইলে সে ব্যবহারও নিবৃত্ত হয়, নতুবা প্রারব্ধকর্ম্ম সত্ত্বে সহস্র সহস্র ধ্যান দ্বারাও তাহা নিবারিত হইবার নহে। প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ অনিবার্য্য। তাই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশোকে পাগলপ্রায় হইয়াছিলেন, ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেব গৃহত্যাগ করিলে 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন।

বাবা গোলাপগিরিজী স্নেহবিগলিতকণ্ঠে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্যদ্বারা শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অনতিবিলম্বে গুরু শিষ্য উভয়ে পন্তানাশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীস্বামীজীর শরীরে আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তাঁহার উজ্জ্বল কমনীয় মূর্ত্তি অতীব ম্লান হইয়া পড়িল; স্থির, শান্ত হৃদয় গুরুবিচ্ছেদ-আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইতে লাগিল; সহস্র বৃশ্চিকদংশনে যেন তাঁহার হৃদয় দষ্ট হইতে লাগিল। হায় গুরু! তুমি যে কি ধন তাহা প্রকৃত গুরুভক্ত শিষ্যই বুঝিতে পারে; তোমার স্থূল শরীর যে কত আদরের জিনিষ, তোমার মধুর সঙ্গ যে কত চিত্তপ্রশান্তকর, হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চারকারী, শোকার্ত্তের প্রাণে অমৃতবর্ষণকারী, ত্রিতাপতপ্ত জীবের সন্তাপহারী, তাহা প্রকৃত গুরুগতপ্রাণ শিষ্যই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে। প্রকৃত গুরুভক্তের কাছে তোমার স্থূল শরীর আনন্দের খনি, বাক্য অমৃতময়, দৃষ্টি প্রাণস্নিগ্ধকারী, তাই তাঁহার হৃদয় গুরুবিরহজনিত শোকে স্বতঃই সন্তপ্ত হয়।

পন্তানাশ্রমে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে বাবা গোলাপগিরিজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন প্রত্যুষে আশ্রমস্থ সাধুবৃন্দকে বলিলেন যে তিনি উক্ত দিবসেই শরীর ত্যাগ করিবেন। এই শোকাবহ সংবাদ অনতিবিলম্বে বিস্তৃতি-লাভ করিল। দূর-দূরান্তর হইতে ভক্তবৃন্দ তাঁহার শেষ দর্শন লাভ করিবার আকুল আগ্রহে পস্তানাশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাবা গোলাপগিরিজী সমাগত ভক্তগণকে মধুর বাক্যে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন "দেখ, আমার এই স্থূল শরীরের জন্য তোমরা কেহ শোক করিও না। শরীর ত' রক্ত-মাংস-মল-মূত্র ইত্যাদি ঘৃণ্য বস্তুর সমষ্টিমাত্র, ইহা অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর—ইহার জন্য আবার শোক কি? আমি এই শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, এই নশ্বর শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি শাশ্বত ভূমানন্দে লীন হইব, সুতরাং আমার জন্য শোক করা অনুচিত"—এই কথা বলিয়া বাবা গোলাপগিরিজী মহারাজ উপস্থিত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন।

এইভাবে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বাবা গোপালগিরিজী মহারাজ শিষ্য-ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া ১১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার স্থূল শরীর তদীয় গুরুদেব বাবা দ্বাদশী গিরি মহারাজের* সমাধিস্থানের পাশে অত্যন্ত সমারোহের সহিত সমাধিস্থ করা হইল।

---

* শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম,—'বাবা! আপনার গুরুদেব কত বৎসর বয়সে দেহত্যাগ ক'রেছিলেন?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"১১২ বৎসর"। পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—'আপনার দাদাগুরু বাবা দ্বাদশী গিরিজী কত বয়সে দেহত্যাগ ক'রেছিলেন?' তিনি উত্তর দিলেন—"১০১ বৎসর"। পুনর্ব্বার প্রশ্ন—'তা হ'লে আপনার বয়সও ত' আপনার গুরুদেব ও দাদাগুরুর ন্যায়ই হবে মনে হয়।' তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—(দীর্ঘনিশ্বাস পূর্ব্বক) "ও বেটা! আমি ত তাঁদের শ্রীচরণের ধূলিকণার যোগ্যও নই, তাঁদের সহিত আমার তুলনা করছিস্ কেন?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃদয় গুরুবিরহজনিত তীব্র শোকে আচ্ছন্ন হইল, অবিশ্রান্ত নয়নবারিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল, কিন্তু কালক্রমে তাঁহার শোকের মাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল, কাল! তুমি শোকনাশক, তুমি বস্তুতঃই জীবের প্রকৃত সুহৃৎ। সদ্য পতিহারা স্ত্রীর কাছে জগৎ শ্মশানসদৃশ প্রতিভাত হয়, অন্নজল পরিত্যাগপূর্ব্বক সে সর্ব্বদা নিজের মৃত্যু কামনা করে, মৃত্যুতেই তাহার শান্তি, কিন্তু সে ভাব ক্ষণস্থায়ী। সময় গত হইলে পুনরায় সে হাসে, কাঁদে, পুত্র কন্যার বিবাহে, আত্মীয়-স্বজনের আনন্দে সে নিজেকে আনন্দস্রোতে ভাসাইয়া দেয়, জগৎ আবার তাহার কাছে রঙীন স্বপ্ন লইয়া উপস্থিত হয়, সে নূতন নূতন পরিকল্পনা লইয়া সুখনীড় রচনা করিতে বদ্ধপরিকর হয়। পুত্রহারা জননী 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলিয়া শোকে উন্মাদপ্রায়, পুত্রশূন্য সংসার তাহার নিকট মরুভূমিসদৃশ অসার বলিয়া প্রতীত হয়, জীবন তাহার কাছে মহান্ অভিশাপস্বরূপ, কিন্তু সে ভাবও ক্ষণস্থায়ী। কালস্রোতে পুত্রশোক মহাশূন্যে লীন হইয়া যায়, তাহার মন নূতনভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জাগতিক সুখের সন্ধানে ছুটিতে থাকে। ইহাই নিয়ম, ইহাই কালের ধর্ম্ম। তাই কাল শোকাপহারক, তাই কাল জীবের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ।

কালপ্রভাবে শ্রীশ্রীস্বামীজীর শোক কথঞ্চিৎ উপশমিত হইলে তিনি পুনরায় ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হইয়া আত্মস্বরূপে স্থিত হইলেন। কিন্তু নিজের প্রিয়তম গুরুদেবের অভাব মধ্যে মধ্যে তাঁহার অন্তঃকরণকে বিচলিত করিতে লাগিল। পন্তানাশ্রমে তিনি আর শান্তি পাইলেন না। শান্তিলাভের আশায় তিনি অচিরে পন্তানাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। পুণ্যতোয়া পতিতপাবনী ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজীর বাগান সাধনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল মনে করিয়া তিনি সেখানেই বাস করিতে অভিলাষী হইয়া উক্ত বাগানের মালীর নিকট স্বীয় মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। এই বাগান লালতারা নদীর (স্রোত) নিকট অবস্থিত বলিয়া ইহাকে 'লালতারাবাগ' নামে অভিহিত করা হয়, 'বাগ' অর্থ বাগিচা বা বাগান। তেজঃসম্পন্ন প্রিয়দর্শন শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিতেই মালীর হৃদয় প্রগাঢ় ভক্তিতে আপ্লুত হইল এবং সে তাঁহার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি প্রদানপুর্ব্বক মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজীর নিকট শ্রীশ্রীস্বামীজীর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। মোহান্তজী শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য অচিরে স্বীয় বাগানে উপনীত হইয়া তাঁহার মনোমুগ্ধকর কমনীয় উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শনে শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে হরিদ্বারের বাজারে অবস্থিত নিজের সুবৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজীর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজী ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে স্বীয় আচার্য্যগুরুপদে বরণ করিলেন। শিবদয়াল গিরিজীর বৃহৎ অট্টালিকার একাংশে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত যাত্রিবৃন্দ আসিয়া বাস করিত। অমৃতসরের ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত কপুর পরিবারের কোনও ব্যক্তি স্ত্রী ও একমাত্র শিশুকন্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পতিগতপ্রাণা তাঁহার পত্নী প্রিয়তম স্বামীর অনুসন্ধানে যথাশক্তি প্রবৃত্ত হইয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। স্বীয় পতির সন্ন্যাসগ্রহণের সাত বৎসর পর তিনি তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে হরিদ্বারে উপনীত হইয়া মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজীর যাত্রিনিবাসে বাস করিতে লাগিলেন। উক্ত সময়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী শিবদয়াল গিরিজীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিতেই উক্ত স্ত্রীলোকটীর মনে তীব্র আনন্দের উদয় হইল, শ্রীশ্রীস্বামীজী ও তাঁহার পতির শরীরে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান ছিল ; তাই তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে নিজের পতি মনে করিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভক্তিবিনম্রচিত্তে হৃষ্টমনে শ্রীশ্রীস্বামীজীর চরণে প্রণামপূর্ব্বক তিনি তাঁহাকে পতি সম্ভাষণ করিতেই শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটীর দৃঢ় ধারণা যে শ্রীশ্রীস্বামীজীই তাঁহার পতি— তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ত' অবাক্, এ কি বিড়ম্বনা, এ আবার কি মায়া! তাঁহার শত বাক্য, সহস্র যুক্তিও স্ত্রীলোকটীর মনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। শ্রীশ্রীস্বামীজীই তাঁহার পতি এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত হইল এবং তাঁহার নিকট অবস্থান করিবার জন্য তিনি পত্নীসুলভ জিদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্যোপায় হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—'আমি যদি প্রকৃতই তোমার স্বামী তবে আমার বাক্য তোমার পালন করা উচিত। আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি যে তুমি অবিমুক্তক্ষেত্র ৺কাশীধামে বাস করিয়া গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন এবং পূজা ও জপ-ধ্যানে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত কর।' পতিগতপ্রাণা স্ত্রীলোকটী শ্রীশ্রীস্বামীজীকেই নিজের পতি মনে করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী অচিরে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইলেন এবং সুদীর্ঘ বৎসর পবিত্রভাবে ৺কাশীতে যাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজীর দেহত্যাগের বহু বৎসর পূর্ব্বে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজীর গৃহে কিছুদিন অতিবাহিত

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। কিন্তু কোলাহলপূর্ণ বাজারের মধ্যে অবস্থিত সে গৃ বাস করিয়া তিনি শান্তি পাইলেন না। সুরধনী গঙ্গাতীরে অব নির্জ্জন লালতারাবাগে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইয়া তিনি মো শিবদয়াল গিরিজীর নিকট স্বীয় মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। গুরু মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজীও স্বীয় আচার্য্য গুরুদেবের ইচ্ছানু লালতারাবাগে শ্রীশ্রীস্বামীজীর বাসোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ করা দিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীও অনতিবিলম্বে উক্ত বাগানে উপস্থিত হ শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে তিনি বি প্রদেশে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে যাইতেন কারণ তাঁহার পর জীবনে ছোট, বড়, বিদ্বান্, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বি সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া নিজদিগকে কৃত-কৃ মনে করিয়াছিলেন—সে সব বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিতৃমাতৃ সমীপে

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

সাধক যখন তীব্র বৈরাগ্যদংশনে দষ্ট হইয়া পরমতত্ত্বলাভের আকুল আগ্রহে বিষয় হইতে দূরে অবস্থানপূর্ব্বক সাধনায় মগ্ন হন, তখন তাঁহার মনে স্বভাবতঃই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণার ভাব উদয় হয়। জাগতিক সম্পর্কে মুগ্ধ থাকিয়া দুর্লভ মোক্ষের দ্বার মনুষ্য-জন্ম বৃথায় নষ্ট করা বাতুলতা মাত্র— এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দিব্যভাগবত-রসলাভে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া পিতামাতা প্রভৃতির স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া নির্জ্জনে বা গুরুগৃহে তপস্যায় মগ্ন হন। কঠোর সাধনা ও সদ্‌গুরু-কৃপায় যখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন, যখন দিব্যপ্রেমে তাঁহার হৃদয়কমল বিকশিত হয়, তখন তিনি সকলকেই আত্মভাবে ভালবাসেন, সকলের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়, তিনি তখন শিবস্বরূপ, তাই তিনি দয়ালু, ভক্তবৎসল। কিন্তু মুক্ত পুরুষ বা শ্রীভগবানের একটী মহান্ দোষ আছে—তাঁহারা সর্ব্বভূতেই সমান কিন্তু যিনি কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের উপাসনা বা সেবা করেন, যিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহার প্রতি তাঁহারা সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করেন, তাই ভগবান্ ভক্তাধীন, তাই সাধু মহাপুরুষ ভক্তের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, আত্মীয়, অনাত্মীয় যে কেহই মহাপুরুষকে অন্তরের সহিত ভালবাসিবে তাহার জন্য তাঁহার হৃদয় স্বতঃই উদ্বেলিত হইবে, কারণ তিনি ভালবাসা বা প্রেমের অধীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজীর গুরুদেব পরব্রহ্মে লীন হইয়াছেন। তাঁহার পি
মাতাও বৃদ্ধ, শোকাতুর, যে কোনও মুহূর্ত্তে তাঁহারা মৃত্যুমুখে প
হইতে পারেন, তাই শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার
অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অহৈতুক স্নেহ, প্র
ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য তাঁ
মন স্বতঃই উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তিনি অনতিবিলম্বে হরি
হইতে খুরদা গ্রামে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পিতৃমাতৃপদে সাষ্টাঙ্গ প্র
করিলেন। সুদীর্ঘ বৎসর পর নিজেদের প্রিয়তম পুত্রের দর্শনে উৎফু
নয়নে ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী শ্রীশ্রীস্বামীজীকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিলে
তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দের সমুদ্র প্রবাহিত হইতে লাগিল। আনন্দাতি
শয্যে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল অশ্রুবারিতে প্লাবিত, বাক্‌শক্তি নিরুদ্ধ ও শ
কম্পিত। শ্রীশ্রীস্বামীজীর নয়ন হইতেও অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু নির্গ
হইতে লাগিল, পিতামাতার অহৈতুকী ভালবাসা ও তাঁহাদের অবর্ণ
দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত বিগলিত হই
পিতামাতাও গুরুস্থানীয়, তাঁহাদের দুঃখে, বিপদে সাহায্য ক
সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে স
হওয়া সন্তানের প্রধান ধর্ম্ম। তুমি সন্ন্যাসী, সকলের সহিত স
প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিতে সচেষ্ট, কিন্তু পিতামাতা বা আত্মীয়স্ব
দেখিলেই যদি তোমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তবে বুঝিব তোমা
হৃদয়ে দিব্যপ্রেম এখনও আবির্ভূত হয় নাই, তোমার মনে এখন
সমভাব আসে নাই। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি পিতামাতার প্র
অবহেলা প্রদর্শন করিতে পারেন না, অধিকন্তু তাঁহাদের নিঃস্বা
ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ ভ
প্রদর্শন করেন। তাই মহর্ষি কপিলদেব নিজের মাতাকে তত্ত্বজ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার জীবন মধুময় করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বহস্তে মাতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মাতৃ-আজ্ঞায় নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী একদিন লেখককে কহিলেন—"বেটা! এই জগতে তিন গুরু; এক গুরু—গুরু, আর গুরু—পিতা, আর গুরু—মাতা। তোর বাপ-মার ইচ্ছা যে তুই আমার কাছে থাক্‌বি, আমারও ইচ্ছা তাই, সুতরাং তিন গুরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুই হৃষীকেশে যেতে চাচ্ছিস্ কেন? আর বেটা! যেথানেই যাও না কেন, চাবি এই বৃদ্ধের (শ্রীশ্রীস্বামীজী) হাতে, এই বৃদ্ধ না খুলে দিলে কোথায়ও কিছু মিলবে না, ইহা স্থির জানিস্।* তোর মা তোর কাছে পত্র দিয়ে জবাব পাননি, তাই আবার আমার নিকট পত্র দিয়েছেন; তুই জবাব দিস্‌নি কেন?"

উত্তর—"আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার বাপ-মা কোথায়? এ সব মায়া, এই মায়িক সম্বন্ধে আবদ্ধ হব কেন, সন্ন্যাসীর আবার বাপ-মা আছে নাকি?" শ্রীশ্রীস্বামীজী অত্যন্ত তেজের সহিত বলিলেন—"তুই দেখ্‌ছি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেই (তখন লেখক মাত্র একমাস পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন †) আচার্য্য শঙ্করের চেয়েও বড় জ্ঞানী হয়ে পড়েছিস্। শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেও স্বহস্তে স্বীয় মাতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন ক'রেছিলেন, আর তুই তোর মার কাছে একখানি পত্র দিতেও চাচ্ছিস্ না! বারে জ্ঞানী! খবরদার, এ প্রকার ব্যবহার কখনও যেন না হয়। পিতামাতার কাছে মধ্যে মধ্যে পত্র দিবি, তাঁহাদের সহিত কখনও সাক্ষাৎ হ'লে ভক্তির সহিত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবি। তাঁহারাও

* মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা, শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

† সে সব বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোর গুরু—ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। নকল জ্ঞানী না হ প্রকৃত জ্ঞানী হ'তে চেষ্টা কর। তপস্যা কর কঠোরভাবে, মন সময়ে ইষ্টদেবে যুক্ত রাখবি, হাতে কাজ ক'রে যাবি; বাহিরে লোকে সঙ্গে ব্যবহার ঠিক রাখ্‌বি, কিন্তু মনে যেন কোনও প্রকার আসক্তি আসে সেইদিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। তুই যে হৃষীকেশে যেতে চাহি এর কারণ কি, এখানে তোর কিসের অভাব?" উত্তর—"কিছুরই কিন্তু মন বড় চঞ্চল হয়েছে, শান্তি পাচ্ছি না; তাই মনে হয় দুই দিন হৃষীকেশে ঘুরে এলে মন শান্ত হবে।" শ্রীশ্রীস্বামীজী 'বেশ, চঞ্চল; আচ্ছা বল্ ত' মন তোর কি হয় পিতা, ভ্রাতা, মাতা, ম চাকর বা গুরু? মন ত' ক্লীবলিঙ্গ সুতরাং ইহা তোর পিতা, মাতা, ম চাকর, গুরু, শিষ্য কিছুই হ'তে পারে না। ক্লীব ব্যক্তি যদি কো পুরুষ বা স্ত্রীর কাছে যায় তবে সে হাস্যাস্পদ হবেই এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে তীব্র দুঃখ অনুভব করবে, কিন্তু সে যদি কোনও ক্লীব ব্য নিকট যায় তবে সে হাস্যাস্পদও হবে না সুতরাং দুঃখের কোনও কা থাকবে না। তদ্রূপ মন ক্লীবলিঙ্গ, সে যদি কোনও পুরুষ বা স্ত্রী ভালবাসে অর্থাৎ তাহাদের চিন্তায় মগ্ন হয় তবে সে দুঃখ পাবেই, কি ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ, সুতরাং মন যদি স্ত্রী বা পুরুষের চিন্তা পরিত্যাগ ক ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হয় তবে তাহার কোনও দুঃখ থাকবে না। তুই পু হ'য়ে ক্লীব মনের কথা শুনছিস্ কেন? মনের কথা শুনিস্ না, তা হ'লে শান্তি মিলবে, মনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ না ছুটে ধ্যান জপ দ্বারা মনকে ব্র সমাহিত করতে চেষ্টা কর। পিতা, মাতা ও গুরু—এই তিন গুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র গিয়ে কোনও লাভ হবে না।"

শ্রীশ্রীস্বামীজীর গুরুস্থানীয় ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবী তাঁহা স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অত্যধিক আনন্দে কাষ্ঠপুত্তলিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দণ্ডায়মান রহিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজী ভক্তিবিনম্রচিত্তে বিনীত বচনে তাঁহাদের নিকট নিজের অনুজ শঙ্করদাস ও সুন্দরদাসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে ব্রহ্মদাস বলিলেন—"বহু বৎসর পূর্ব্বে শঙ্কর নয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে গিয়ে কোনও উদাসী সাধুর নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক সাধন-ভজনে মগ্ন হয়েছে, আমরা মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে তাহাকে দেখে আসি। সুন্দরদাসকে কিছুদিন হ'ল বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করেছি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"শঙ্কর ঠিক কাজ করেছে, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করতে যাব, কিন্তু সুন্দরের সম্বন্ধে তোমরা বিহিত ব্যবস্থা কর নাই, তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করা তোমাদের উচিত হয়নি। আমার ইচ্ছা ছিল তাহাকেও পবিত্র সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিব। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি শ্রীভগবানের ইচ্ছা নয় যে তোমাদের বংশ থাকে।" নন্দাদেবী স্নেহবিগলিত কণ্ঠে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিতে লাগিলেন—"ভোলা! বহু বৎসর পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট হ'তে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে আমাকে নিজের পরিচয় প্রদান না করে হঠাৎ চলে গিয়েছিলে কেন, এ প্রকার ব্যবহার কি তোমার উচিত হয়েছে? সন্তানস্নেহ তোমার কাছে অজ্ঞাত, কারণ তুমি কখনও সন্তানের জনক হওনি। তুমি আমার গৃহ পরিত্যাগ ক'রে যেতেই আমি বুঝতে পারলাম যে তুমিই আমার স্নেহের ভোলাদাস, শোকাতিশয্যে আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলাম। তোমার কি কঠোর অন্তঃকরণ! পিতা-মাতার প্রতি এ প্রকার ব্যবহার করা কি শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত?" শ্রীশ্রীস্বামীজী তদুত্তরে বলিলেন—"স্নেহময়ী মা! আমি বস্তুতঃই তোমার কাছে আত্মপরিচয় দিবার জন্য উৎসুক ছিলুম, কিন্তু আমার গুরুদেবের আদেশানুযায়ী আমি সে কার্য্য হ'তে বিরত হ'য়েছিলু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করাই আমার জীবনের মহান্ ব্র ছিল। এখন তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় আমি বিমল শান্তি লা করেছি। আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি যে পিতামাতাও আমাদের গু তাই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছুটে এসেছি। বস্তু মা! আমার বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে তোমরা আমার জ কত দুঃখ, কত কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ ক'রেছিলে; তোমাদের কাছে আ বস্তুতঃই ঋণী। তোমাদের ন্যায় দেবচরিত্র বাপ-মা পেয়েছিলুম ব আমার জীবনে ধর্ম্মভাব প্রগাঢ় ভাবে জাগ্রত হয়েছিল, সেই ধর্ম্মভা কঠোর সাধনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে আজ আমাকে দিব্যশান্তি প্রদান করেছে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর"—এই বলিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী ভক্তি গদগদচিত্তে ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবীর চরণে পুনরায় সাষ্টাঙ্গ প্রণা করিতেই তাঁহারা উভয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁহাকে উত্তোল পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। স্বীয় পিতৃমাতৃগৃহে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী শঙ্করদাসকে দেখিবার জন্য নয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। সুদীর্ঘ বৎসর পর নিজের প্রিয়তম অগ্রজের দর্শনে শঙ্করদাস অতীব উৎফুল্ল হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী অনুজকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার দৈহিক ও সাং কুশল অবগত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী অচির শঙ্করদাসের সহিত খুরদা গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেখানে দুই চা দিন অতিবাহিত করিলেন। পশ্চাৎ উভয় ভ্রাতা হরিদ্বারে আসিয়া লালতারাবাগ-আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শঙ্করদাসের ইচ্ছানুযায়ী শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, তদবধি শঙ্করদাস 'স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি' নামে খ্যাত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

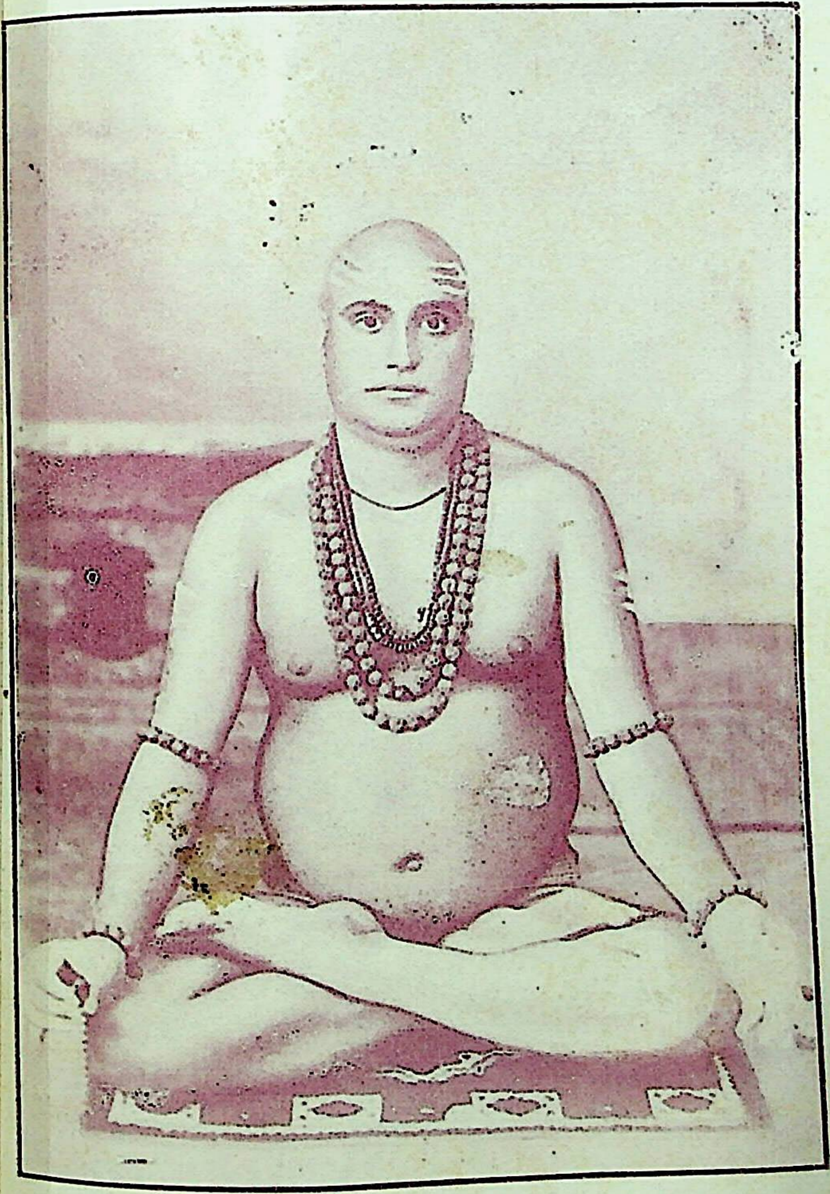

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাধর
পাঠশালা ও ধর্ম্মশালা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্করদাস কঠোর সাধনা, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ও মধুর ব্যবহার দ্বারা শীঘ্রই লোকসমাজে মহাপুরুষজ্ঞানে সম্মানিত হইলেন। পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ইত্যাদি প্রদেশের শত শত ব্যক্তি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক নিজদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন। বঙ্গদেশেও তাঁহার শিষ্য আছে, কিন্তু তাহা নগণ্য; কারণ, তিনি বঙ্গদেশে ক্বচিৎ ভ্রমণ করিতেন। অনতিবিলম্বে হরিদ্বার ভীমগোড়ায় তিনি একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে একটী আশ্রম স্থাপন করিলেন, তাঁহার নামানুযায়ী সেই আশ্রমের নাম হইল "শঙ্করাশ্রম"। স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি মহারাজ মধ্যে মধ্যে লালতারাবাগ আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট অবস্থান করিতেন। দেশ-দেশান্তর হইতে আগত ভক্ত শিষ্যবৃন্দ উভয় সন্ন্যাসীর শরীরে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে কোনও রক্তের সম্পর্ক আছে কি না এ বিষয়ে কেহ কেহ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে কেহ বা শঙ্করানন্দ মহারাজকে প্রশ্ন করিতেন, তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতেন—'শঙ্কর, আমার সব।' শঙ্করানন্দজী বলিতেন—"স্বামীজী আমার গুরু, সুতরাং আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু—সকলই তিনি।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবনে আমরা দেখিতে পাইতাম উভয় ভ্রাতা কখনও কখনও একই আসনে উপবিষ্ট আছেন, পরস্পর হাস্যমুখে বিভিন্ন আলোচনায় ব্যাপৃত। শঙ্করানন্দ মহারাজ কখনও জামা পরিধান করিতেন না। যদিও তিনি লক্ষাধিক টাকার মালিক ছিলেন, তথাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবসের শেষ ভাগে একবার মাত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে কোন প্রকার অন্ন গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে লালতারাবাগ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের নিকট বলিতেন, "আমার প্রিয় গুরুভাইগণ! আমাকে একটা ফল দাও না; আমার বড় ফল খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাদের আশ্রমে ভক্তবৃন্দ ত' অনেক ফল পাঠিয়ে দেন, গুরুজীর প্রসাদ আমাকে দুই একটা দাও না!" শ্রীশ্রীস্বামীজীর কর্ণে এই বাক্য প্রবেশ করিতেই তিনি আমাদিগকে বলিতেন—"এই বেটা, খবরদার শঙ্করকে ফল দিস্ না, ওর অনেক টাকা আছে, বাজার হতে কিনে খেলেই পারে!" তদুত্তরে শঙ্করানন্দ মহারাজ শিশুসুলভ সরলতার সহিত কাতরভাবে আমাদিগকে বলিতেন—"আরে ভাই! দাও না একটা ফল আর একটু মিশ্রী বা মিষ্টি, গুরুজী কি তোমাদের একারই, আমিও ত' তাঁহার শিষ্য, শুধু শিষ্য নই; আমি তাঁহার প্রথম সন্ন্যাসি-শিষ্য, সুতরাং নিয়মানুযায়ী স্বামীজীর সম্পত্তির আমিই ভবিষ্যৎ মালিক। কিন্তু তোমাদের ভয় নাই, আমি এ সম্পত্তির উপর দাবী করিব না, আমার নিজের অনেক টাকা আছে; তবে দুই একটা ফল বা মিষ্টি, তা গুরুপ্রসাদ পাইবার অধিকার আমার আছে। আমাকে গুরুর প্রসাদ হ'তে বঞ্চিত করিও না, দয়া ক'রে একটা ফল বা একটু মিষ্টি দাও।" আমরা তাঁহার বালকভাব দর্শনে অন্তরের সহিত হাসিতাম এবং তাঁহার সহিত আরও কিছুক্ষণ আমোদ করিয়া তাঁহাকে অভীপ্সিত ফল বা মিষ্টি প্রদান করিতাম। স্বামী ঈশ্বরানন্দ গিরিজী কখনও কখনও শঙ্করানন্দ মহারাজকে বলিতেন—"আপনি বড় কৃপণ, এত টাকা আছে তবুও নিজে অতি দীনহীনভাবে কালযাপন করছেন, আবার কাঙালের ন্যায় আমাদের কাছে এসে ফল বা মিষ্টি যাচ্ঞা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন।" তদুত্তরে শঙ্করানন্দ মহারাজ হাস্যমুখে বলিতেন—"হাঁ ভাই! আমি আমার গুরুদেবের কাছে দীন, নীচ, কাঙাল—সব কিছু, তোমরা যত পার বল আমার তাতে খুব আনন্দ হয়।" লেখক একদিন শঙ্করাশ্রমে উপস্থিত; স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ তাহাকে বলিলেন—'ভাই, তুই ত' আমার গুরুভাই, একটা কাজ করবি? আমার শিষ্য প্রণবানন্দকে একটু ইংরেজী শিখাবি? প্রত্যহ এক ঘণ্টা করে শিখালেই যথেষ্ট।' তদুত্তরে লেখক বলিল—'মহারাজ! আমার কোনও আপত্তি নাই, তবে গুরুদেবের আজ্ঞা না পেলে আমি কোনও কাজ করতে পারি না।' শঙ্করানন্দজী মহারাজ বলিলেন—"বেশ, গুরুজীকে জিজ্ঞাসা কর। আমি কি তোদের নই, আমার শিষ্য কি তোদের শিষ্যস্থানীয় নয়? তাকে একটু পড়াবি তাতে আবার তিনি আপত্তি করবেন কেন?" লেখক লালতারাবাগ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট শঙ্করানন্দ মহারাজের অভিলাষ ব্যক্ত করিতে তিনি হাস্যমুখে বলিলেন—"না বেটা! তুই ওর শিষ্যকে পড়াতে যাবি কেন? ওর টাকা আছে, ওকে বল যে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে একজন মাষ্টার নিযুক্ত করুক্, ও টাকা দিয়ে কি হবে? ও দেহত্যাগ করলে ত' ওর সব টাকার অসদ্ব্যবহার হবে, ইহা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।" বস্তুতঃই স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর বালক মোহান্ত প্রণবানন্দজী কু-লোকের প্ররোচনায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

শঙ্করানন্দ মহারাজ খুব হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন এবং লেখকও তখন হৃষ্টপুষ্ট ছিল। তাই শ্রীশ্রীস্বামীজী উভয়কেই 'মোটরকার' বলিয়া ডাকিতেন। একদিন শঙ্করানন্দজী আশ্রমে উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজী 'মোটরকার' বলিয়া ডাকিতেই লেখক দৌড়াইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, আমাকে ডেকেছেন কেন?" শ্রীশ্রীস্বামীজী—'বেটা! তোকে ডাকি নাই। আমার আরও একটা 'মোটরকার' আছে, সে এই শঙ্কর, আমার দুইটী মোটরকার, বুঝ্‌লি—একটি তুই, আর একটি শঙ্কর'। শ্রীশ্রীস্বামীজী স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজকে কখনও ডাকিতেন 'ভকিল' কখনও 'মহাদেব' কখনও বা 'মহাদেব গির্'; স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরিজীকে কখনও 'ব্রহ্ম' কখনও 'তপস্বী' কখনও বা 'ব্রহ্মানন্দ', স্বামী ঈশ্বরানন্দজীকে কখনও 'নারদ' কখনও 'মহাভারত' কখনও 'বিচ্ছু' কখনও বা 'ঈশ্বর গির্'; লেখককে কখনও 'মোটরকার' কখনও 'মোহান্ত', কখনও 'ধ্রুব' কখনও বা 'ধ্রুবানন্দ', স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজীকে কখনও 'বিশ্বেশ্বর' কখনও বা 'বিশ্বনাথ'; স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ গিরিজীকে কখনও 'বৈজনাথ' কখনও বা 'নারায়ণ'; স্বামী রামানন্দ গিরিজীকে কখনও 'রাম' কখনও বা 'রামানন্দ'; স্বামী চিদানন্দজীকে কখনও 'চেতা' কখনও 'তপস্বী' কখনও বা 'গানকরনেওয়ালা'; স্বামী ভবানন্দজীকে কখনও 'ভবানন্দ' কখনও বা 'ডাক্তার'; স্বামী মহেশানন্দজীকে কখনও 'মহেশানন্দ', কখনও বা 'অবধূত'; স্বামী অব্যয়ানন্দজীকে কখনও 'অব্যয়' কখনও বা 'পালোয়ান', ৺স্বামী কেদারানন্দজীকে কখনও 'কেদার', কখনও 'কেদারনাথ' কখনও বা 'কেদারানন্দ'। এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে লেখকপ্রমুখ অনেককেই তিনি 'সিদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী পরবর্ত্তী জীবনে বিভিন্ন সন্ন্যাসি-শিষ্যকে এইভাবে বিভিন্ন সময়ে স্নেহের সহিত বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতেন।

এইভাবে শ্রীশ্রীস্বামীজী ও শঙ্করানন্দ মহারাজ হরিদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দজী কখনও কখনও খুরদা গ্রামে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পিতামাতাকে দর্শন করিয়া আসিতেন, শ্রীশ্রীস্বামীজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতামাতাকে দর্শন করিবার জন্য আরও দুইবার খুরদা গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মদাস নশ্বর শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নন্দাদেবীও একদিন পাঞ্চভৌতিক শরীর ত্যাগ করিয়া চিন্ময় ধামে চলিয়া গেলেন।* ইহার কয়েক বৎসর পর খুরদা গ্রামে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইল এবং সুন্দরদাস তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যার সহিত এই রোগের কবলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে ব্রহ্মদাসের বংশরক্ষক কেহই রহিল না এবং শ্রীশ্রীস্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইল। শ্রীশ্রীস্বামীজীর ভগ্নী আতুদেবী বোপারাম গ্রামনিবাসী সুখরামের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কালক্রমে 'শ্রদ্ধারাম' নামে তিনি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শ্রদ্ধারাম বৃদ্ধাবস্থায় স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক, 'সর্ব্বানন্দ ব্রহ্মচারী' নাম গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় সাধন-ভজনে রত হইয়া শঙ্করাশ্রমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর দেহত্যাগের তিন বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রয়াণ করেন। শ্রদ্ধারাম প্রণবানন্দ ও পরমানন্দ নামে দুইটী পুত্রের জনক ছিলেন। প্রণবানন্দজী শঙ্করাশ্রমের মোহান্তপদে অভিষিক্ত হইয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহাসমাধি লাভ করেন।†

---

*খুরদা গ্রামের পাটওয়ারীর নিকট হইতে সংগৃহীত (স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজীর সৌজন্যে)।

† শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ গিরি মহারাজ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলে স্বামী প্রণবানন্দ গিরিজী শঙ্কর আশ্রমের মোহান্তপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রয়াগের পূর্ণ কুম্ভমেলা—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ

লব্ধ্বা জ্ঞানমশেষত উত্তীর্য্য ভবজলধিম্।
বিচরতে জীবন্মুক্ত আচরণ জগতো হিতম্॥

শ্রীশ্রীস্বামীজী হরিদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কথনও কখনও জীবের কল্যাণোদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করিতেন। দেশ-দেশান্তর হইতে আগত ভক্তবৃন্দ তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সুমধুর সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে অহরহঃ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃদয়ে একধারে পিতার ভালবাসা ও মাতার স্নেহের অভিব্যক্তি দর্শনে লৌহ যে প্রকার চুম্বকের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয় ভক্তবৃন্দও তদ্রূপ তাঁহার প্রতি নিবিড়তম ভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। প্রেমের মূর্ত্তি ভোলানন্দ, সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীশ্রীস্বামীজী, মধুরভাষী ভোলাদাস—লোক কি চায়? প্রেম, মধুর বাক্য ও সৌন্দর্য্য; এই তিনটী গুণ যাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান, তিনি জগজ্জয়ী। জীবের হিতকামী শ্রীশ্রীস্বামীজী মধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের ত্রিতাপতপ্ত অন্তঃকরণে অমৃতবারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপদেশের সারাংশ যথা:—

১। প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা গুণের জন্য ভূমিকে প্রণাম করিবে—'হে ভূমি! তোমার ন্যায় আমি যেন ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হইতে পারি।' তৎপর জলকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিবে—'হে জল! আমি যেন তোমার মত পবিত্র ও নম্র হইতে সক্ষম হই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপর প্রকাশ-শক্তিলাভ প্রার্থনা করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম করিবে এবং পিতামাতার পাদোদক গ্রহণ করিবে।*

২। প্রত্যহ সাধুসঙ্গ করিবে, সাধুসঙ্গের সুযোগ না হইলে সদ্‌গ্রন্থপাঠ বা সৎকথা শ্রবণ করিবে। যে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে রুচি হয় তাহার একটী শ্লোক প্রত্যহ মুখস্ত করিবে।

৩। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ও সন্ধ্যাকালে শ্রীভগবানের নাম অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা করিয়া জপ করিবে। দীক্ষিত ব্যক্তি নিজের ইষ্টমন্ত্র ও অদীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীভগবানের যে কোনও নাম তাহার প্রিয় লাগে (রাম, শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ইত্যাদি) তাহা জপ করিবে ও ভক্তির সহিত অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে— 'হে দেব! আমার অমূল্য মানবজন্ম বৃথা নষ্ট হইতেছে, কত যোনি

---

* ভূমির প্রার্থনামন্ত্র—সমুদ্রমেখলে দেবী পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

ভূমিকে প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে, মন্ত্র যথা—
ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ।

জলের প্রণাম মন্ত্র—ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বি পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রাহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহম্॥

সূর্য্য-প্রণাম-মন্ত্র :—ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

পিতৃ-মাতৃ প্রণাম-মন্ত্র :—অপরাধক্ষমিণে চ সুখদায় সুখায় চ।
দুর্ল্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রয়াগের পূর্ণ কুম্ভমেলা—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ

লব্ধ্বা জ্ঞানমশেষত উত্তীর্য্য ভবজলধিম্।
বিচরন্তে জীবন্মুক্ত আচরণ জগতো হিতম্॥

শ্রীশ্রীস্বামীজী হরিদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কথনও কখনও জীবের কল্যাণোদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করিতেন। দেশ-দেশান্তর হইতে আগত ভক্তবৃন্দ তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সুমধুর সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে অহরহঃ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃদয়ে একধারে পিতার ভালবাসা ও মাতার স্নেহের অভিব্যক্তি দর্শনে লৌহ যে প্রকার চুম্বকের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয় ভক্তবৃন্দও তদ্রূপ তাঁহার প্রতি নিবিড়তম ভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। প্রেমের মূর্ত্তি ভোলানন্দ, সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীশ্রীস্বামীজী, মধুরভাষী ভোলাদাস—লোক কি চায়? প্রেম, মধুর বাক্য ও সৌন্দর্য্য; এই তিনটী গুণ যাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান, তিনি জগজ্জয়ী। জীবের হিতকামী শ্রীশ্রীস্বামীজী মধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের ত্রিতাপতপ্ত অন্তঃকরণে অমৃতবারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপদেশের সারাংশ যথা:—

১। প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা গুণের জন্য ভূমিকে প্রণাম করিবে—'হে ভূমি! তোমার ন্যায় আমি যেন ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হইতে পারি।' তৎপর জলকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিবে—'হে জল! আমি যেন তোমার মত পবিত্র ও নম্র হইতে সক্ষম হই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপর প্রকাশ-শক্তিলাভ প্রার্থনা করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম করিবে এবং পিতামাতার পাদোদক গ্রহণ করিবে।*

২। প্রত্যহ সাধুসঙ্গ করিবে, সাধুসঙ্গের সুযোগ না হইলে সদ্‌গ্রন্থপাঠ বা সৎকথা শ্রবণ করিবে। যে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে রুচি হয় তাহার একটী শ্লোক প্রত্যহ মুখস্ত করিবে।

৩। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ও সন্ধ্যাকালে শ্রীভগবানের নাম অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা করিয়া জপ করিবে। দীক্ষিত ব্যক্তি নিজের ইষ্টমন্ত্র ও অদীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীভগবানের যে কোনও নাম তাহার প্রিয় লাগে (রাম, শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ইত্যাদি) তাহা জপ করিবে ও ভক্তির সহিত অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে— 'হে দেব! আমার অমূল্য মানবজন্ম বৃথা নষ্ট হইতেছে, কত যোনি

---

* ভূমির প্রার্থনামন্ত্র—সমুদ্রমেখলে দেবী পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

ভূমিকে প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে, মন্ত্র যথা—
ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ।

জলের প্রণাম মন্ত্র—ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বি পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রাহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহম্॥

সূর্য্য-প্রণাম-মন্ত্র :—ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

পিতৃ-মাতৃ প্রণাম-মন্ত্র :—অপরাধক্ষমিণে চ সুখদায় সুখায় চ।
দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমণ করিয়া কত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এই দুর্লভ মোক্ষের দ্বার মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি ; দেব ! আমাকে ভক্তি দাও, প্রেম দাও, জ্ঞান দাও আর যেন জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, আর যেন দুঃখ ভোগ করিতে না হয়।'

৪। আয়ের দশভাগের এক ভাগ ধর্মার্থে দান করিবে। অনাথা সচ্চরিত্রা বিধবা, সাধু, দরিদ্র, রোগী এবং দূর সম্পর্কীয় দুঃস্থ আত্মীয় প্রভৃতিকে দান ধর্ম্মার্থ দান বলিয়া গণ্য হয়। দান করিয়া তাহা প্রকাশ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। এই দান দ্বারা গৃহস্থের পঞ্চসূনা পাপ নষ্ট হয়।*

৫। একাদশী, শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীর দিন অহোরাত্র উপবাস করিবে, অত্যন্ত কষ্ট হইলে দিবা বা রাত্রিতে একবার মাত্র দুগ্ধ ও ফল গ্রহণ করিবে। একান্ত অসমর্থ হইলে আটা বা সুজির দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করা যায়। চাউল বা চাউলের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য-সামগ্রী ভোজন করা নিষিদ্ধ।

৬। প্রত্যেক পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে ও শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে অল্প আহার করিবে; অসমর্থ হইলে দিবাভাগে দুগ্ধ ও ফল গ্রহণ করা যায়।

---

* প্রত্যহ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ঢেঁকি, অগ্নি, যাঁতা, জল ও ঝাঁটা ব্যবহার করিবার সময় পিপীলিকা প্রভৃতি অনেক প্রাণিহত্যা হয়; এই সকল প্রাণিহত্যাজনিত পাপ শাস্ত্রে 'পঞ্চসূনা পাপ' নামে অভিহিত হয়। গৃহকর্ত্তা এই পাপের ভাগী হয়, অপর কেহ নহে। সুতরাং এই পাপের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রত্যেক গৃহের কর্ত্তা অবশ্যই স্বীয় আয়ের দশমাংশ দান করিবেন, নতুবা মৃত্যুর পর এই পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভগবানের যে নাম ভাল লাগে সেই নাম প্রত্যেক শ্বাসে ত্রিশ বার করিয়া উচ্চারণ করিয়া জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে প্রাণায়ামের ফল লাভ হয়। নাম উচ্চারণ এমন-ভাবে করিতে হইবে যেন নিজের কানে শুনা যায়। নামের সংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য দক্ষিণ হস্তে একটী জপের মালা রাখিবে। বাম হস্তের অঙ্গুলীরেখার সাহায্যে প্রত্যেক শ্বাসে ত্রিশ বার নামোচ্চারণ করিলে পর দক্ষিণ হস্তের জপমালার একটী করিয়া দানা সরাইয়া দিয়া কতবার ত্রিশ ত্রিশ করিয়া নাম উচ্চারণ করা হইল তাহার সংখ্যা রাখিবে। এইরূপে মালার ১০৮টী দানা সরাইলে একমালা জপ পূর্ণ হইবে, অথাৎ ৩০ × ১০৮ = ৩২৪০ বার নাম উচ্চারণ করা হইবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ৯ মালা প্রাতে ও ৯ মালা সন্ধ্যায় জপ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রত্যহ ১৮ মালা জপ করিলে প্রত্যেক দিন মোট ৫৮৩২০ বার নাম জপ করা হইবে। যদি কখনও নাম জপ করিতে করিতে কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে আসন ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুনরায় জপে প্রবৃত্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট জপ পূর্ণ করিবে। মনুষ্যমাত্রের প্রতি মিনিটে কম বেশী ৩০ বার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া হয় অর্থাৎ ১৫ বার শ্বাস গ্রহণ ও ১৫ বার শ্বাস ত্যাগ।*

---

* যোগিগণ প্রকৃতি-পুস্তক পাঠ করিতে করিতে দেখিলেন, যদি আমরা উপায়ক্রমে ভেক, কচ্ছপ ও সর্পাদি জাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে পারি, তবে দীর্ঘজীবী হইতে পারিব এবং দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও আমাদের প্রাণবিয়োগ হইবে না।

"নাশ্নন্তি দর্দ্দুরাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ।
কূর্ম্মাশ্চেবাঙ্গগোপ্তারো দৃষ্টান্তা যোগিনো মতাঃ॥"

ঐ সকল জীব শীতকালে মৃত্তিকা-বিবর ও গিরিগহ্বরাদি আশ্রয় করিয়া অনাহারে জড়বৎ কালযাপন করে। বিশেষতঃ শীতকালে ভেকজাতির দেহ প্রায় মৃত্তিকাতুল্য হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং অহোরাত্রে (২৪ ঘণ্টায়) মোট ৪৩২০০ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রি হয়। যতবার শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা যায়, ততবার ভগবানে নাম উচ্চারণ করা এবং তাঁহাকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে নামোচ্চারণ করিলে দৈনিক কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া অর্থাৎ ৪৩২০০ বার নাম জপ হইয়া ১৫১২০ বার নামোচ্চারণে ফল সঞ্চিত থাকিবে। গৃহস্থদিগের মধ্যে অনেকেরই জীবনে সঙ্কটে সময় উপস্থিত হইলে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ভগবানের কৃ

যায়। তৎকালে তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা অন্য কোনও চেতনকার্য্য থাকে না। বি বর্ষার প্রারম্ভে পুনশ্চ তাহারা নবজীবন প্রাপ্ত হয় ও আহার-বিহারাদি জৈবিক কা করিতে থাকে। যে যোগী কৌশলক্রমে ঐ সকল জীবের স্বভাব অনুকরণ করিতে পারে তিনি সহজেই সমাহিত হইতে পারেন এবং অনাহারেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে তৎকালের অনাহারে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে না; কেননা, যোগীর সমা আর উল্লিখিত প্রাণিনিচয়ের শীতনিদ্রা প্রায় সমান। যোগিগণ যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠা করেন তাহা তাঁহারা উল্লিখিত প্রাণিসমূহের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সব প্রাণী শ্বাস-সংখ্যা অল্প ও অল্পায়ত, সেই সকল প্রাণীরাই দীর্ঘজীবি। আর যাহাদিগের শ্বাস-সং কিছু অধিক ও দীর্ঘ, তাহার অল্পায়ু অর্থাৎ তাহারা অল্পকাল জীবিত থাকে। ইহা দেখি তাঁহারা স্থির করিলেন যে, মনুষ্য যদি আপনার শ্বাস-সংখ্যা বা শ্বাসপ্রশ্বাস অল্পসংখ্যক অল্পায়ত করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জীবনকা অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিতে পারে। জীব শ্বাস-সংখ্যার ও শ্বাস আয়তনে অল্পতাপ্রযুক্তই যে দীর্ঘজীবি হয় স্বরোদয়যোগে তাহার কার্য্যকারণ ভাব বিস্তৃতরূপে বর্ণি হইয়াছে। এস্থলে তদনুযায়ী একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রাণী	প্রতি মিনিটে	প্রায়িক শ্বাস-সংখ্যা	প্রায়িক পরমায়ু
শশক	"	৩৮।৩৯	৮ বৎসর
কপোত	"	৩৬।৩৭	৮।৯ "

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা হয়। যাঁহারা উক্ত নিয়মানুযায়ী প্রত্যহ ভগবানের নামোচ্চারণ-প্রসূত পুণ্যবল সঞ্চিত করিবেন তাঁহারা অনায়াসেই ঐ সঞ্চিত পুণ্যবলে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

৮। উক্ত নিয়মানুযায়ী শিব, রাম, দুর্গা, গুরু, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতি যে কোনও নাম প্রত্যেক শ্বাসে (শ্বাস পরিত্যাগের সময়) ৩০ বার জপ করিবে, অথবা নিজের ইষ্ট মন্ত্র ৪।৫ বার জপ করিবে। প্রত্যহ একই নাম জপ করিবে—কখনও শিব, কখনও গুরু, কখনও বা বিষ্ণু এ প্রকার করা নিষিদ্ধ। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ভগবান্ একজন—ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন সাধক তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। কেহ বলে শিব, কেহ দুর্গা, কেহ বিষ্ণু, কেহ রাম, কেহ কৃষ্ণ, কেহ আল্লা, কেহ গড্ আরও কত কি! (১৮ মালা জপ করিতে অক্ষম হইলে যথা-শক্তি জপ করিবে)।

প্রাণী	প্রতি মিনিটে	প্রায়িক শ্বাস-সংখ্যা	প্রায়িক পরমায়ু	
ছাগল	,,	২৩।২৪	১২।১৩	,,
বিড়াল	,,	২৪।২৫	১২।১৩	,,
ঘোড়া	,,	১৮।১৯	৪৮।৫০	,,
মনুষ্য	,,	১২।১৩	১০০	,,
হস্তী	,,	১১।১২	১০০	,,
সাপ	,,	৭।৮	১২০।১২২	,,
কচ্ছপ	,,	৪।৫	১৫০।১৫৫	,,

পূর্ব্বে যখন লোকসকল সবলকায়, নীরোগী ও শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিত তখনকার শ্বাস-সংখ্যার সহিত ইদানীং মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যার ঐক্য হয় না। তখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যা প্রতি মিনিটে প্রায় ১২।১৩ই ছিল, কিন্তু এখনকার মনুষ্যের আয়ুর অল্পতা প্রভৃতির দোষে তাহাদের শ্বাস-সংখ্যা এক্ষণে প্রায় প্রতি মিনিটে ১৫।১৬ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। নদী যে রাস্তা দিয়াই যাক্ না কেন, সমুদ্রে পতিত হইবেই; তদ্রূপ সাধক যে কোনও পথ বা মত অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যায় নিরত হউক না কেন পরিণামে তিনি মুক্তিলাভ করিবেনই। সুতরাং শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর, ইস্‌লাম, খৃষ্ট, বৌদ্ধ, ইহুদী, পার্শী, দ্বৈত, অদ্বৈত্য, দ্বৈতাদ্বৈত্য, বিশিষ্টাদ্বৈত্য ইত্যাদি বিভিন্ন মত লইয়া ঝগড়া না করিয়া নিবিষ্টচিত্তে একান্ত নিষ্ঠার সহিত গুরূপদিষ্ট মার্গে বিচরণ করিতে থাক—ইহাই কল্যাণলাভের উপায়।

১০। লোকের দোষ দর্শন করিও না, গুণের প্রতি দৃষ্টি দাও। মনে রাখিও দোষ, গুণ লইয়াই জগৎ—দোষ, গুণ প্রত্যেক জীবের ভিতরই আছে। যিনি ধীর, বিবেকী, আত্মার কল্যাণকামী, তিনি অপরের গুণ গ্রহণ করিবেন, নিজের দোষ সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইবেন। মক্ষিকা শরীরের ক্লেদপূর্ণ স্থানেই উপবেশন করে, ভ্রমর সুগন্ধি পুষ্পরাজির উপরই পতিত হয়। তুমি মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অপরের দোষ দর্শন না করিয়া ভ্রমরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর —অপরের গুণ দর্শন কর—হৃদয়ে শান্তি পাইবে।

পড়িয়াছে; সেইজন্যই তন্ত্রশাস্ত্রকারবৃন্দ কলির মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যা গণনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—

"ষষ্টিশ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্ প্রাণা নাড়িকা মতা।
ষষ্টিনাড্যা অহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ।
একবিংশতিসাহস্রং ষট্‌শতাধিকমীশ্বরি জপতে প্রত্যহং প্রাণী।"
—ইত্যাদি

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে মনুষ্যজীব এক অহোরাত্রে একুশ হাজার ছয়শত বার হংসমন্ত্র জপ করে অর্থাৎ শ্বাস নির্ব্বাহ করে। সুতরাং জানা গেল কলির মনুষ্যেরা প্রতি মিনিটে ১৫ বার মাত্র শ্বাস সম্পন্ন করে। এই ব্যবস্থা প্রায়িক অর্থাৎ অধিকাংশ মনুষ্যের পক্ষে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১। গৌরীশঙ্কর সীতারাম, সদা বল চারি নাম
সদ্‌গুরু দিয়া হরকা (হরিকা) নাম, খালি
জিহ্বায় কোন কাম্‌?

১২। কর নাম ও দান,
এতে হবে কল্যাণ॥

১৩। হাতে কাম মুখে নাম।
সদা বল শ্যাম শ্যাম॥

১৪। প্রথমতঃ একনিষ্ঠ ভক্ত হও, জ্ঞান পরে আসিবে। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এ প্রকার ভাবনা দ্বারা মুক্তিলাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। রামচন্দ্রেরও ইষ্ট ছিলেন—ভগবান্ শিব, তাই দাক্ষিণাত্যে তিনি তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন, রামের নামানুসারে তাহার নাম হইয়াছে 'রামেশ্বর' শিব; তুমিও ইষ্টদেবের উপাসনায় তন্ময় হ'য়ে জীবনে কৃতকৃত্যতা লাভ কর।

১৫। খাইতে, বসিতে, উঠিতে, বেড়াইতে সর্ব্বদাই মনে মনে ভগবানের নাম বা ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে, জপ করিতে করিতেই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, শুদ্ধান্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। জপের সময় মনকে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যানে নিবিষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবে।*

শ্রীশ্রীস্বামীজী কেবলমাত্র উপদেশ প্রদান করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; পরন্তু অধিকতর শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত হইয়া তিনি

---

* শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপদেশ বিস্তৃতভাবে অবগত হইবার ইচ্ছা থাকিলে মণ্ডলীশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি প্রণীত "অধ্যাত্মবিদ্যা" ও লেখক-প্রণীত "স্বামী শিষ্য-প্রসঙ্গ" ১ম ও ২য় খণ্ড এবং "চন্দ্র" প্রণীত "মহাপুরুষ বাণী" পুস্তকাবলী পাঠ করুন। উক্ত পুস্তকাবলী শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম, হরিদ্বার হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্তৃত উপদেশ জীবনীতে পুনরায় লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। উপলব্ধিহীন ব্যক্তি অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া লোকসমাজে মহাপণ্ডিত আখ্যা লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার জীবনে এই নীরস শাস্ত্রজ্ঞান কোনও প্রকার শান্তি প্রদান করিতে পারে না, অধিকন্তু খণ্ডন, মণ্ডন, বিচার, অপরের মতে দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজের মত স্থাপন ইত্যাদি অনিত্য দুঃখদায়ী বিষয়েই তাহার মন নিবিষ্ট থাকে। এ প্রকার শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্। তুমি যতটুকু শাস্ত্রাধ্যয়ন কর তাহা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট না হইলে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান আর গঞ্জিকাসেবীর গঞ্জিকাজ্ঞানের মধ্যে বস্তুতঃই কোনও পার্থক্য নাই। কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের বিজ্ঞাপনেই যদি তোমার অমূল্য মানবজীবন নষ্ট হয়, যদি শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াও তুমি পরমার্থজ্ঞানলাভে উদ্‌বুদ্ধ না হও, তবে তুমি বস্তুতঃই কৃপার পাত্র। উপনিষদ, গীতা, ভাগবত ইত্যাদি অমূল্য গ্রন্থাবলীর এক একটী শ্লোক অমৃতের খনি। কিন্তু এই অমৃত আস্বাদ করিবার শক্তি ক'জনের আছে? চক্ষুহীন ব্যক্তির চশমা পরিধানের ন্যায় সাধনহীন ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ নিরর্থক। যিনি প্রকৃত সাধক তিনি শাস্ত্রপাঠে অপরিসীম আনন্দ উপলব্ধি করেন। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যে প্রকার চশমা পরিধান করিয়া উজ্জ্বলতর দৃষ্টি লাভ করে, তদ্বৎ মহাপুরুষবৃন্দ শাস্ত্রপাঠে গভীরতম আনন্দ উপলব্ধি করেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী কখনও কখনও হৃষীকেশ কৈলাস-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ স্বামী ধনরাজ গিরিজীর সহিত শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর পরবর্ত্তী জীবনে একদিন লেখক, স্বামী ঈশ্বরানন্দ গিরি, ৺স্বামী কেদারানন্দ গিরি, ৺স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি প্রমুখ কতিপয় সন্ন্যাসী শিষ্যসহ তিনি হৃষীকেশ কৈলাস-আশ্রমে উপনীত হইলেন। কৈলাস-আশ্রমের মোহান্ত ও নিরঞ্জনী আখড়ার আচার্য্য বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণ্ডলীশ্বর ৺স্বামী জনার্দ্দন গিরি মহারাজ মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরিজী তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইবেন। তাই হরিদ্বার, কন্‌খল, ভীমাগোডা, হৃষীকেশ ইত্যাদি স্থান হইতে নিমন্ত্রিত মণ্ডলীশ্বর, মোহান্ত ও সন্ন্যাসিবৃন্দ কৈলাসাশ্রমে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী কৈলাস-আশ্রমে উপস্থিত হইতেই উপস্থিত মণ্ডলীশ্বরবৃন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী হঠাৎ মণ্ডলীশ্বর স্বামী ভাগবতানন্দ গিরিজীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। ভাগবতানন্দ মহারাজ তাড়াতাড়ি নিজের পাদযুগল অপসারণ করিয়া বিস্মিতভাবে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন —"মহারাজ! আপনি কি করছেন? আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, সাধুসমাজে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ব'লে পরিচিত ও সম্মানিত, আমি আপনার পৌত্রের সমান, আমাকে প্রণাম ক'রে লজ্জা দিলেন কেন?" শ্রীশ্রীস্বামীজী তদুত্তরে হাস্যমুখে বলিলেন—"দেখুন, আপনি সন্ন্যাসী, সুতরাং নারায়ণতুল্য। আমি আপনাকে প্রণাম করি নাই, নারায়ণকে প্রণাম ক'রেছি, এতে আপনার আপত্তির কারণ কি?" উপস্থিত মণ্ডলীশ্বর ও মোহান্তবৃন্দ পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"বঙ্গদেশ সাধারণতঃ সাধুবিদ্বেষী, অলৌকিক শক্তির পরিচয় না পেলে সাধু-সন্ন্যাসীকে তাহারা স্বীকার করিতে চায় না। সেই বঙ্গদেশ ভোলাগিরি মহারাজের চরণে লুণ্ঠিত হচ্ছে, ইঁহার এত শক্তি। কিন্তু সেজন্য এই মহাত্মার মধ্যে এতটুকু অহংকার নাই। ইনি সরলতা ও বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি।" *

---

* নমন্তি সফলা বৃক্ষা নমন্তি সজ্জনা জনাঃ।
শুষ্কং কাষ্ঠঞ্চ মূর্খাশ্চ ন নমন্তি কদাচন॥

অর্থাৎ যে বৃক্ষে ফল হয় সে ফলের ভারে অধোমুখী হয়, ঊর্দ্ধমুখী হইতে পারে না, নম্র হইয়া যায়। তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে যখন প্রকৃত সাধুতা আসে তখন সেই সজ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিশুসুলভ ভাবদর্শনে আমরাও কখনও কখনও আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। শুধু মণ্ডলীশ্বরদিগকেই তিনি যে মধ্যে মধ্যে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেন তাহা নহে, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, যে কোনও সন্ন্যাসী, এমন কি তাঁহার নিজের সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকেও তিনি কখনও কখনও প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেন। লেখক একদিন শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট, নানা প্রকার অধ্যাত্ম আলোচনা হইতেছে, হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী লেখককে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। লেখক সবিস্ময়ে ত্রস্তের সহিত নিজের পাদ অপসারণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিল—"বাবা! এ কি কচ্ছেন?" শ্রীশ্রীস্বামীজীর মুখকমলে একটী স্নিগ্ধ সরল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টি অন্তর্মুখীন, নিমেষবর্জ্জিত, কি যেন একটা দিব্যভাবে তাঁহার মন আবিষ্ট। তিনি তন্ময়ভাবে উত্তর দিলেন—"কেন, তোকে প্রণাম করব, তাতে দোষ কি? তুইও যে নারায়ণ।"* লেখক—"কি বল্‌ছেন, বাবা! আমি যে আপনার শিষ্য, আপনি গুরু হ'য়ে শিষ্যকে প্রণাম করতে চাচ্ছেন! এতে যে আমার মহাপাপ

ব্যক্তি নম্র হন। শুষ্ক কাষ্ঠ কখনও নম্র হইতে পারে না, তদ্বৎ মূর্খ ব্যক্তি কদাপি নম্র হয় না। প্রকৃত সাধু সর্ব্বদা বিনয়ী ও নম্র হইবে।

* অন্তর্লক্ষ্যো বহির্দৃষ্টির্নিমেষোঽনিমেষস্তথা।
সর্ব্বার্থপরমার্থৌ চ সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা॥

সাধকের মন যখন অন্তর্মুখীন হয়, যখন বহির্জগতে দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কাছে বহির্জগৎ প্রতিভাত হয় না তখন তাহার দৃষ্টি নিমেষবর্জ্জিত হইয়া যায়। আর

"স্থাবর জঙ্গম না দেখে, দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি॥"

অর্থাৎ যেদিকে তাঁহার নেত্র যায় সর্ব্বত্রই তিনি ইষ্টদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পান। তাঁহার জগৎ জ্ঞান থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'বে।" হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজীর মন যেন বহির্জগতে অবতরণ করিল, তাঁহার দৃষ্টি নিমেষ সহিত, লেখকের প্রতি প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া তিনি শিশুসুলভ সরলতার সহিত বলিলেন—"ও, তুই শিষ্য, তোকে বুঝি প্রণাম করতে নাই ? আচ্ছা বেশ, প্রণাম করব না।" শ্রীশ্রীস্বামীজী তন্ময় অবস্থায় এইভাবে বিভিন্ন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতেন বা করিতে উদ্যত হইতেন।

কৈলাসাশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজী আসন গ্রহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সাধু, মোহান্ত, মণ্ডলীশ্বর পরিবৃত শ্রীশ্রীস্বামীজী নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় উজ্জ্বল তেজোদৃপ্ত সুন্দরমূর্ত্তি সন্ন্যাসী ক্বচিৎ দৃষ্ট হইত। স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরিজী প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। তিনি গোবিন্দানন্দ গিরিজীকে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন স্বামীজী! আপনি ৺কাশীতে যখন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন তখন আমি আপনাকে প্রথম দেখি, সেই আপনি আজ কৈলাসাশ্রমের মোহান্তপদে অভিষিক্ত হইবেন। ইহা আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় যে, আমার প্রিয়বন্ধু ও সমপাঠী স্বামী ধনরাজ গিরি মহারাজের শিষ্য আপনি আজ নিরঞ্জনী আখড়ার মণ্ডলীশ্বর পদে অভিষিক্ত হইবেন। আমি মধ্যে মধ্যে এই আশ্রমে আসিয়া আপনার গুরুদেবের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিতাম। কখনও কখনও পুস্তক সংগ্রহের জন্য আমরা উভয়ে প্রাতঃকালে হৃষীকেশ হইতে হরিদ্বারে গমন করিয়া প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বেই হৃষীকেশে পৌছিতাম। এই ত্রিশ মাইল পথ আমরা ৬।৭ ঘণ্টায় অতিবাহিত করিতাম। পথিমধ্যে উভয়ে বেদান্ত আলোচনায় অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিতে করিতে পথজনিত কষ্ট সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতাম। তখন শাস্ত্রালোচনায়ই আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত।" স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরিজী অতি নম্রভাবে বলিলেন—"মহারাজ! আপনার মধ্যে আমি আমার গুরুদেবকে দেখতে পাচ্ছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই আশ্রমে পদার্পণ ক'রে আমাদিগকে আজ দর্শন দিয়েছেন সেজন্য আমরা কৃতার্থ। মহারাজ! আমার হৃদয়ে বাল্যাবধিই একটী মহতী ইচ্ছা ছিল যে, আমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসী হ'য়ে বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান করিব। আপনার কৃপায় আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আমি অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে শাস্ত্র পড়াচ্ছি; আমি বেশ আনন্দে আছি। কিন্তু মহারাজ! এই আশ্রমের মোহান্ত বা নিরঞ্জনী আখড়ার মণ্ডলীশ্বর হইবার ইচ্ছা আমার নাই, এ প্রকার দায়িত্বসম্পন্ন পদ গ্রহণ করিলে আমি শান্তি পাব না।"

অভিষেকের সময় উপস্থিত হইলে, মণ্ডলীশ্বর, মোহান্ত ও সন্ন্যাসিবৃন্দ স্বামী গোবিন্দানন্দ মহারাজকে মণ্ডলীশ্বর ও মোহান্ত-পদে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনন্যোপায় হইয়া মণ্ডলীশ্বরবৃন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে তিনি গোবিন্দানন্দজীকে বলিলেন—"দেখুন, আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে আপনি এই আশ্রমের মোহান্ত-পদ ও নিরঞ্জনী আখড়ার আচার্য্য-পদ গ্রহণ করুন।" স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরিজী শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি নম্রদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন চিন্তা করিলেন, তৎপর বিনীতভাবে বলিলেন—"মহারাজ! আপনি আমার গুরুস্থানীয়, আপনার আদেশ আমি পালন করিতে বাধ্য।" শ্রীশ্রীস্বামীজী উল্লসিত হইয়া ঐকান্তিক স্নেহের লক্ষণ স্বরূপ গোবিন্দানন্দজীর পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে ২।৩টী চড় মারিলেন এবং তিনি নিজেই একখণ্ড মূল্যবান্ শাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশীর্ব্বাদস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসিবৃন্দ হৃষ্টচিত্তে 'ওঁ নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে হর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তৎপর মণ্ডলীশ্বর, মোহান্ত ও সন্ন্যাসিবৃন্দ স্বামী গোবিন্দানন্দজীকে যথাবিহিত নিয়মানুযায়ী মোহান্ত ও মণ্ডলীশ্বর-পদে অভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী কখনও ধনরাজ গিরি মহারাজের সহিত শাস্ত্রালোচনায় কখনও বা সমাগত ভক্তবৃন্দকে মধুর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপদেশ প্রদানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে তিনি বিভিন্ন প্রদেশে পর্য্যটন করিতেন। ভক্তবৃন্দ নিজেদের ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে অর্থ ও বিবিধ জিনিষ উপহার দিতে লাগিলেন। ত্যাগের মূর্ত্তি ভোলানন্দ এক কপর্দ্দকও সঞ্চিত করিতেন না। দৈনন্দিন আগত অর্থ দ্বারা তিনি প্রত্যহ হরিদ্বার, ভীমগোড়া ও কন্‌খল নিবাসী সাধুবৃন্দকে কখনও বা হৃষীকেশের সাধুগণকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন, অর্থের কিয়দংশ তিনি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। পরিশেষে স্বামী ধনরাজ গিরিজী ও স্বামী এলাচিগিরিজীর (হরিদ্বারের একজন বিদ্বান্ সম্মানিত সাধু) অনুরোধে শ্রীশ্রীস্বামীজী একটী নিয়মিত আশ্রম স্থাপন করিলেন। চাল, ডাল, ঘী, আটা, চিনি ইত্যাদি যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঞ্চিত হইল, আশ্রমে সাধু, সন্ন্যাসী অবস্থান-পূর্ব্বক শাস্ত্রপাঠ, আশ্রমকার্য্য ও সাধনভজনে মগ্ন রহিলেন। তদবধি আশ্রমের নাম হইল "ভোলাগিরি আশ্রম"। শ্রীশ্রীস্বামীজীও যথাবিহিত আশ্রমকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতেন—"বেটা! ভোলাগিরির (শ্রীশ্রীস্বামীজী) কোনও আশ্রমের প্রয়োজন ছিল না, ধনরাজ গিরিজী ও এলাচিগিরিজীই তাঁহাকে আশ্রমধারী করিলেন; এখন দেখ, আশ্রমকার্য্যে ভোলাগিরির কত সময় ব্যয়িত হচ্ছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমকার্য্যে, সাধনভজনে, শাস্ত্রপাঠে ও জনসাধারণকে উপদেশ প্রদানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বিভিন্ন কুম্ভমেলায় যোগদান করিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি মণ্ডলীশ্বরপদেও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সে সব বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়; আমরা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভমেলা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কারণ, এই কুম্ভমেলায় শ্রীশ্রীস্বামীজী বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত নিবিড়তম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার নাম বঙ্গদেশে সুপরিজ্ঞাত হয়।

ধর্ম্মই তপোভূমি ভারতের প্রাণ। যুগ-যুগান্ত হইতে ঋষি-মুনি-অধ্যুষিত এই পুণ্যভূমির প্রত্যেক ধূলিকণাটিও পবিত্র। ধর্ম্মের জন্য শিবিরাজার নিজের শরীরের মাংসদান, কর্ণের স্বহস্তে স্বীয় পুত্রের মস্তকচ্ছেদন, দধীচি মুনির নিজের অস্থিপ্রদান, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ডোমের কার্য্য গ্রহণ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণসহ বনবাসে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ ইত্যাদি শুধু এই ভারতভূমিতেই সম্ভব। মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধদেবের রাজ্য ও নবপরিণীতা সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি পতিগতপ্রাণা স্ত্রীকে পরিত্যাগ, মাতার একমাত্র সন্তান, নয়নের মনি শঙ্করাচার্য্যের শৈশবাবস্থায়ই সন্ন্যাসগ্রহণ, চৈতন্যদেবের মাতা ও স্ত্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যপ্রেমে মত্ততা—ইহা শুধু এই পুণ্যভূমি ভারতেই সম্ভব। গ্রীক সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য, মোগল সাম্রাজ্য ইত্যাদি কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, ভারতেও ইহার প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হইল। হিন্দুধর্ম্মের উপর কত নিষ্ঠুর অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল; ৺কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, বৃন্দাবনের গোবিন্দের মন্দির বিধ্বস্ত হইল, চতুর্দ্দিক্ হইতে হিন্দুধর্ম্মের উপর কি ভীষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যাচার! কিন্তু সে সব সাম্রাজ্য আজ লুপ্ত। প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাত সহ্য করিয়া মহাপাদপ যেমন সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকে, ভারতে হিন্দুধর্ম্মও তদ্রূপ আজও সগর্ব্বে বিরাজমান। এই ধর্ম্ম অনাদি, অপৌরুষেয়—ইহাকে ধ্বংস করিবার শক্তি কাহারও নাই। হিন্দুর হৃদয় ধর্ম্মভাবে আপ্লুত,—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর ইত্যাদি বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু বিভিন্নভাবে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পুরুষকেই উপাসনা করিতেছেন। তাঁহারা জানেন বিভিন্ন নদী যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিতা হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন সাধক বিভিন্নভাবে উপাসনা করিয়া সেই পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। এই ধর্ম্মভাবের উন্মেষ প্রত্যক্ষ হয় চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে ৺কাশীতে, সূর্য্য-গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে এবং বদরিকাশ্রম, অমরনাথ (কাশ্মীর) প্রভৃতি দুর্গম তীর্থে; এই ধর্ম্মভাবের অভিব্যক্তি বিশেষরূপ পরিদৃষ্ট হয় হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলায়; ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে পুরুষ, নারী, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী, ঋষি, মুনি, সাধু প্রভৃতির সমন্বয় এই কুম্ভমেলার প্রধান দ্রষ্টব্য। বাঙালী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, বিহারী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, ভাটিয়া, সিন্ধি, পেশোয়ারী, কাশ্মীরী, নেপালী, ভূটিয়া, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষীর সমন্বয়ে কুম্ভমেলার স্থানকে ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ বলিয়া প্রতীত হয়। এই ক্ষুদ্র ভারতবর্ষে যদিও অস্থায়িভাবে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু যাত্রিবৃন্দ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই মেলায় উপনীত হন। সাধুদর্শন, সৎকথা শ্রবণ বিশেষতঃ কুম্ভমহাযোগে স্নানপূর্ব্বক অক্ষয় পুণ্যলাভ—এই মহান্ উদ্দেশ্যেই যাত্রিবৃন্দ কুম্ভমেলায় সমবেত হইয়া থাকেন। কুম্ভযোগে বা কুম্ভপর্ব্বে এই সম্মিলন হয় বলিয়া ইহার নাম কুম্ভমেলা। পুরাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুম্ভযোগের উৎপত্তির কথা লিখিত আছে। যথা:—পুরাকালে দে ও দৈত্যগণ অমৃতলাভের ইচ্ছায় ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন। এ মন্থন-কার্য্যে মন্দার পর্ব্বত মন্থন-দণ্ডরূপে, বাসুকি সর্প মন্থনরজ্জুরূপে মহাকূর্ম্ম মন্থনপীঠরূপে এবং বিষ্ণুর বাহু উক্ত মন্থনদণ্ড রক্ষার্থ ব্যবহৃ হইয়াছিল। বাসুকির পশ্চাৎদ্দিক্ ইন্দ্রপ্রমুখ দেববৃন্দ এবং মুখের দি বলি প্রমুখ দৈত্যবৃন্দ ধারণ করিয়া মন্থনকার্য্য আরম্ভ করিলে বাসুকি নাগের মুখ হইতে বিষ নির্গত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা লোকসমূহে মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। মহাদেব সেই বিষ পান করিয়া জগৎকে র করিলেন। এদিকে ক্ষীরোদ সাগর হইতে মহামূল্য রত্নরাজি উত্থি হইতে লাগিল—পুষ্পকরথ, ঐরাবত হস্তী, পারিজাত বৃক্ষ, কৌস্তভমণি বালচন্দ্র, মণিময় কুণ্ডলসমূহ, সুবৃহৎ ধনু, পঞ্চ কামধেনু (লক্ষ্মী, সুশী সুরূপা, সুজনা ও সুরভি), উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, লক্ষ্মীদেবী, বিশ্বকর্ম্মা এ ধন্বন্তরী, আরও কত কি? ধন্বন্তরীর হস্তে শোভমান আকণ্ঠ সুধাপূ একটী কুম্ভ উত্থিত হইল। এই সুধাকুম্ভটি উত্থিত হইবামাত্রই দেবগণে ইঙ্গিতে দেবেন্দ্রতনয় বৈজয়ন্ত ঐ কুম্ভটী লইয়া পলায়ন করিতে উদ্য হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এ সব ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলে তিনি দৈত্যগণকে জয়ন্তের অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলে দৈত্যগ জয়ন্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল; জয়ন্তও ভীত হইয়া দশদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ দিন ও দ্বাদশ রাত্রি ব্যাপিয়া ছুটাছুটি করিয়া পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় জয়ন্ত দৈত্যগ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। দৈত্যগণ জয়ন্তের হস্ত হইতে ও জয়ন্ত দৈত্যবৃন্দে হস্ত হইতে পুনঃপুনঃ সুধাকুম্ভটী কাড়িয়া লইতে লাগিল। এইরূ তাহাদের মধ্যে বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া ভগবান্ বি মোহিনীমূর্ত্তিতে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া সেই সুধা দেবগণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। দেবদানবগণের মধ্যে সুধাকুম্ভ লইয়া যখন দশদিকে দ্বাদশ দিন ও দ্বাদশরাত্রিব্যাপী ঐরূপ বিবাদ চলিতেছিল, তখন ঐ কুম্ভটী তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনী এই চারি স্থানে চারিবার এবং অন্যান্য লোকে আটবার, একুনে মোট দ্বাদশবার নিপতিত হইয়াছিল। এইরূপে যে যে স্থানে সুধাকুম্ভটি পতিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই সেই স্থানে কুম্ভযোগ বা কুম্ভপর্ব্ব হইয়া থাকে। কলহপ্রিয় দৈত্যগণ যখনই সুধাকুম্ভটীকে ফেলিয়া দিয়াছিল তখনই বৃহস্পতি, চন্দ্র, সূর্য্য ও শনি এই চারিজন উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। যাহাতে সুধা পড়িয়া না যায় তজ্জন্য চন্দ্র, যাহাতে কুম্ভটী ভাঙ্গিয়া না যায় তজ্জন্য সূর্য্য, দৈত্যগণ যাহাতে নষ্ট না করে তজ্জন্য বৃহস্পতি এবং জয়ন্ত যাহাতে আত্মসাৎ করিতে না পারে তজ্জন্য শনি রক্ষক ছিলেন। অতএব যে বৎসরের যে রাশিতে সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতির সংযোগ ঘটিবে সেই বৎসরের সেই রাশিতে সুধাকুম্ভপাত-স্থলেই কুম্ভযোগ হইবে—ইহাই নিয়ম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই বিবাদটি দ্বাদশ অহোরাত্রব্যাপী হইয়াছিল এবং দ্বাদশ দিনে দ্বাদশবার সুধাকুম্ভের পতন ঘটিয়াছিল, ইহা দৈব পরিমাণ! দেবলোকের একদিনে মনুষ্যলোকের একবৎসর হয়, সুতরাং দেবলোকের দ্বাদশদিনে মনুষ্যলোকের দ্বাদশ বৎসর। অতএব মনুষ্যলোকের দ্বাদশ বৎসরে বা দেবলোকের দ্বাদশ দিনে দ্বাদশটী কুম্ভযোগ হওয়াই নিয়ম। পৃথিবীর চারি স্থান ব্যতীত অন্যান্য লোকের যে আটটী স্থানে সুধাকুম্ভ পতিত হইয়াছিল, সে সকল স্থান মনুষ্যের অগম্য, উহা শুধু দেবলোকের জন্য। যে ব্যক্তি এই সকল কুম্ভযোগে যোগস্থানে গমন করেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন; দেবতাগণও ঐ সকল ব্যক্তিকে প্রণাম করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাণে স্থানবিশেষে কুম্ভযোগের কাল ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

বসন্তে বিষুবে চৈব ঘটে দেবপুরোহিতে।
গঙ্গাদ্বারে চ কুম্ভাখ্যঃ সুধামেতি নরো যতঃ॥

অর্থাৎ বৃহস্পতি যখন বসন্তকালে বিষুবসংক্রান্তিতে (সূর্যের মেষরাশিতে সংক্রমণকালে) কুম্ভরাশিতে অবস্থান করেন, তখন গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। এই যোগ হইতে মনুষ্য সুধা লাভ করিতে পারে অর্থাৎ অমরত্বলাভের অধিকারী হয়।

মেষরাশিগতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ।
অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে॥"

—স্কন্দপুরাণ

অর্থাৎ বৃহস্পতি মেষরাশিতে, চন্দ্র, সূর্য্য মকররাশিতে এবং তিথি অমাবস্যা হইলে তীর্থরাজ প্রয়াগে অমৃতকুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

কর্কে গুরুস্তথা ভানুশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রক্ষয়স্তথা।
গোদাবর্য্যাং তদা কুম্ভো জায়তেঽবনীমণ্ডলে॥

—স্কন্দপুরাণ

অর্থাৎ কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি, সূর্য্য ও চন্দ্র অবস্থিত হইলে এবং অমাবস্যা যোগ হইলে গোদাবরী-তটে (নাসিক) "মুক্তিদায়ক কুম্ভযোগ" হইয়া থাকে।

ঘটে সূরিশশিসূর্য্যা দামোদরে স্থিতা যদা।
ধারায়াং চ তদা কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ॥

—স্কন্দপুরাণ

অর্থাৎ তুলারাশিতে বৃহস্পতি, সূর্য্য ও চন্দ্র সংযোগ এবং তিথি অমাবস্যা হইলে উজ্জয়িনীতে (ধারা) সুধাকুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও ব্রহ্মচারীদিগের এই মহাসম্মিলন কুম্ভমেলা বলিয়াই অভিহিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সাধুবৃন্দ পরস্পরের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে নূতনতর উপাদান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। সাধুসমাজেও বিভিন্ন সম্প্রদায় বর্ত্তমান। তন্মধ্যে সন্ন্যাসী, উদাসী, নির্ম্মলা, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ই মুখ্যস্থানীয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও শাখা, উপশাখা বর্ত্তমান। সন্ন্যাসীদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যপ্রবর্ত্তিত দশনামী সম্প্রদায় এবং অবধূত, কুটিচক, বহূদক ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা দৃষ্ট হয়। দশনামী শাখার মধ্যেও দণ্ডী, পরমহংস ও নাগা ইত্যাদি উপশাখা বর্ত্তমান। শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসিসম্প্রদায় 'দশনামী' সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত হয়; কারণ, তাঁহাদের মধ্যে গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, পর্ব্বত ও সাগর—এই দশ নাম বর্ত্তমান। ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য চারিটী মঠ স্থাপন করেন। উত্তরে বদরিকাশ্রম হইতে উনিশ মাইল নিম্নে জ্যোতির্মঠ বা যোশীমঠ, পশ্চিমে দ্বারকা মঠ, দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যান্তর্গত তুঙ্গানদীর উপরে শৃঙ্গেরি মঠ ও পূর্ব্বে জগন্নাথধামে গোবর্দ্ধন মঠ। গিরি, পর্ব্বত ও সাগর-নামা সন্ন্যাসিগণ যোশীমঠান্তর্গত; পুরী, ভারতী ও সরস্বতী-নামা সন্ন্যাসিবৃন্দ শৃঙ্গেরী মঠান্তর্গত। তীর্থ ও আশ্রম এবং বন ও অরণ্য-নামা সন্ন্যাসিগণ যথাক্রমে দ্বারকা ও গোবর্দ্ধন মঠান্তর্গত। শ্রীশ্রীস্বামীজী এই দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পরমহংস শাখাভুক্ত ছিলেন। দশনামী সম্প্রদায়ান্তর্গত নাগা সন্ন্যাসিবৃন্দের নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা, অটল, আনন্দ, আবাহন ইত্যাদি বিভিন্ন আখড়া বর্ত্তমান। তন্মধ্যে নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী ও জুনা আখড়াই প্রধান। প্রত্যেক আখড়ার একজন মণ্ডলীশ্বর আছেন—ইনি পরমহংস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রদায় হইতে মনোনীত হন। মণ্ডলীশ্বরবৃন্দ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে মধ্যে উচ্চতম সম্মানের অধিকারী হন। পূর্ব্বে কুম্ভযোগে কো আখড়া প্রথম স্নান করিবে, এই বিষয় লইয়া নাগা সাধুদের মধ্যে বিবা হইত, পরিশেষে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া যথাবিহিত ব্যব করিয়া দেন। গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুযায়ী হরিদ্বার কুম্ভযো নিরঞ্জনী ও জুনা আখড়ার সন্ন্যাসিবৃন্দ প্রথমতঃ স্নান করে এবং প্রয়াগে নির্ব্বাণী আখড়ার সন্ন্যাসিগণ প্রথম স্নানে অধিকারী হন। পরমহংস সম্প্রদায়ের মোহান্ত এবং সাধুবৃন্দ নির্ব্বা নিরঞ্জনী, জুনা ইত্যাদি বিভিন্ন আখড়ার সহিত স্নান করিয়া থাকে দণ্ডী ও পরমহংস সন্ন্যাসিগণ সাধারণতঃ শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ হন, কি নাগা সন্ন্যাসিবৃন্দ পরমহংস ও দণ্ডী সন্ন্যাসীদিগকে এবং হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য লাঠি ধারণ করিতেও ইতস্ততঃ করেন না; তাঁহাদে মধ্যে শিক্ষার প্রচার অতি অল্প হইলেও গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অগাধ নি দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক কুম্ভমেলা প্রায় একমাস পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, কি মুখ্য স্নান মাত্র তিন দিন। উক্ত তিন দিন সাধুবৃন্দ মহাসমারোহে সহিত মিছিল বাহির করিয়া স্নানস্থানে উপনীত হন। এই মিছিলে সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তু ধীরপাদবিক্ষেপে গমন করিয়ে থাকে। মণ্ডলীশ্বর, মোহান্ত ও বিদ্বান্ বা সম্মানিত সাধুবৃন্দ হস্তী অশ্বোপরি এবং কেহ কেহ পাল্কীতে স্নান করিতে যান। প্রত্যে আখড়ার মণ্ডলীশ্বর এই কুম্ভমেলায় রাজোপম সম্মান লাভ করেন শ্রীশ্রীস্বামীজীকেও সুবৃহৎ সুসজ্জিত একটী অশ্বে আরোহণ করাই সন্ন্যাসিবৃন্দ ব্যাণ্ডবাদ্য সহ মহাসমারোহের সহিত স্নান করিতে নির্গ হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর গৌরবর্ণ উজ্জ্বল সাম্যমূর্ত্তি দর্শনে উপস্থি লক্ষ লক্ষ দর্শকবৃন্দ অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার দেবোপম রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তঃকরণে তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রণাম করিতে লাগিলেন। 'ওঁ নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে হর' 'গঙ্গামায়ী কী জয়', 'যমুনামায়ী কী জয়' ইত্যাদি আকাশ বিদারক ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীস্বামীজী ত্রিবেণীতে অবতরণ করিয়া স্নানপূর্ব্বক পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিয়া নিজের সুসজ্জিত কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কুটীরে সমবেত হইলেন, তিনিও মধুর আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্বারা তাঁহাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিতে লাগিলেন। পরদুঃখকাতর ভোলানন্দ সেই মাঘ মাসের প্রবল শীতে কৌপীনমাত্র পরিহিত হইয়া রাত্রিভাগে বিভিন্ন কুটীরে গমনপূর্ব্বক কাহার কি অভাব তাহা অনুসন্ধান করিয়া যথাশক্তি লোকের অভাব পূর্ণ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহার হৃদয়ে এই মাতৃতুল্য স্নেহ ও নিরহংকারিতা এবং অদ্ভুত তিতিক্ষা দর্শনে ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া দেবতাজ্ঞানে তাঁহার চরণে মস্তক অবলুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম সুপরিচিত, কিন্তু সাধুসমাজে তিনি সুপরিজ্ঞাত ছিলেন না। মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও এই প্রয়াগ কুম্ভমেলায় উপস্থিত হইয়া সাধুবৃন্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে উপস্থিত সাধুবৃন্দ তাঁহাকে গৃহস্থ মনে করিয়া ইহাতে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু মহাপুরুষই মহাপুরুষকে জ্ঞাত হন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ৺বিজয়কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই জানিতে পারিলেন যে তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, শিবস্বরূপ, তাই তিনি তাঁহাকে 'আশুতোষ' নামে অভিহিত করিয়া উপস্থিত সাধুগণের নিকট তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ "মহাপুরুষ" এই বাক্য শ্রীশ্রীস্বামীজীর মুখ হইতে নির্গত হইতেই উপস্থিত সাধুবৃন্দ ৺বিজয়কৃষ্ণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিলষিত স্থান প্রদা করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মহাপুরুষই মহাপুরুষকে জ্ঞাত হইতে পারেন। মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলে যে শ্রীশ্রীস্বামীজী অষ্টপাশবিনির্মুক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তাই তি তাঁহার বাঙালী শিষ্যবৃন্দের কাছে প্রচার করিলেন, "ভোলাগিরি বাবা ন্যায় মহাপুরুষ আজকাল এই ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় না, ইনি জগৎকে ধ্বংস করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারেন; এত শক্তিমান্ ইনি কিন্তু এত শক্তি বর্ত্তমানেও ইহার ব্যবহার কি নম্র—ইনি দয়ার আধা পরের দুঃখে বিগলিতহৃদয়, সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ।"

মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ বঙ্গদেশে মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার অগণিত শিষ্য বঙ্গদেশে এখনও বিদ্যমান। অলৌকি তপঃশক্তিসম্পন্ন এই মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত বস্তুতঃ দুর্ব্বলের হৃদয়ে ব ও হতাশার প্রাণে আশার সঞ্চার করে। মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীমুখ হইতে শ্রীশ্রীস্বামীজীর অলৌকিক তপঃশক্তির কথা অবগত হইয়া উপস্থিত বঙ্গবাসিগণ তাঁহাকে পূজা করিয়া নিজেদের ভক্তি নিবেদ করিলেন। তদবধি শ্রীশ্রীস্বামীজীর নাম বঙ্গদেশে সুপরিজ্ঞাত হইল। অনেক বাঙালী তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকা করাতে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের বঙ্গদে এখন আমার করণীয় কিছুই নাই, আশুতোষ (৺বিজয়কৃষ্ণ) সাক্ষা শিবস্বরূপ—তিনিই তোমাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যে উন্নীত করিবেন, তাঁহা নিকট সাধন ও উপদেশ গ্রহণ কর।" বস্তুতঃ, মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবিতকালে শ্রীশ্রীস্বামীজী অতি অল্পসংখ্যকই বাঙালী-শি করিয়াছিলেন—তাহাও শিষ্যদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে। শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রথম বাঙালী শিষ্য ছিলেন হাওড়ার ৺যোগেন রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে শ্রীশ্রীস্বামীজী ও মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ পরস্পর পরিচিত হইয়া প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। গোরক্ষপুরের বাবা গম্ভীরনাথজীও শ্রীশ্রীস্বামীজীর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ ও ৺গম্ভীরনাথের শিষ্যবর্গকে শ্রীশ্রীস্বামীজী নিজের শিষ্যদের ন্যায় ভালবাসিতেন। তাই হরিদ্বারে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ণকুম্ভমেলায় তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"বেটা! এই আশ্রমে প্রথমতঃ আশুতোষ (৺বিজয়কৃষ্ণ) ও গম্ভীরনাথজীর শিষ্যদিগকে স্থান দিবি, তারপর যদি জায়গা থাকে ত' আমার শিষ্যদিগকে দিবি।"

যথাসময়ে ৺প্রয়াগের কুম্ভমেলা শেষ হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজী ও ৺বিজয়কৃষ্ণ উভয়ে দিব্য প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীস্বামীজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বাঙালী ভক্তবৃন্দের আগ্রহে কলিকাত[ায়] শুভপদার্পণ করিয়া ২১১নং হ্যারিসন রোডে অবস্থান করিতে লাগিলে[ন]। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজীর অলৌকিক তপঃশক্তির ... অবগত হইয়া স্যার গুরুদাস ব্যানার্জ্জিপ্রমুখ কলিকাতার শত ... গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ২১১নং হ্যারিসন রো[ডে] উপস্থিত হইতে লাগিলেন। উক্ত বাড়ীর সম্মুখে অহোরাত্র মোটরগা[ড়ী] টেক্সি, বাস ইত্যাদি বিভিন্ন যান দৃষ্ট হইত। অগণিত ভক্ত ... শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য আসিতেছেন, অগণিত ব্য[ক্তি] তাঁহাকে দর্শন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। সক[লের] মুখেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর কথা। কেহ বলিতেছেন—"হাঁ, সাধু বটে, ... সুন্দর শরীর! বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত, তবুও শরীরের লাবণ্য ... ঠিক্‌রে পড়ছে"। কেহ বলিতেছেন—"কি মধুর ব্যবহার, কি সুমিষ্ট ক[থা], মনে হয় উনি যেন আমাদের কত আপনার জন।" কেহ বলিতেছেন— "হাঁ, ইনিই গুরুর উপযুক্ত, ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে জীবন স[ফল] হবে, দেখলেন না শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন হচ্ছিল, আর ভোলাগিরিবাবা[র] নয়ন হ'তে অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি নির্গত হ'তে লাগ্‌ল—কি ভক্ত!"

দৌলতপুর কলেজের প্রফেসর ৺সতীশচন্দ্র মিত্রও শ্রীশ্রীস্বামীজী[কে] দর্শন করিবার জন্য উক্ত গৃহে উপস্থিত হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীস্বামী[জীর] মহাসমাধিলাভের পর তিনি দৌলতপুর একাডেমী হইতে প্রকাশি[ত] ত্রৈমাসিক পত্রিকা "দেবায়তনে" শ্রীশ্রীস্বামীজীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন— "স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা কর্ত্তৃক লিখিত "প্রয়াগের কুম্ভমেলা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক পুস্তকে আমরা ভোলাগিরিবাবার কথা প্রথম অবগত হই। পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া ২১১নং হ্যারিসন রোডে যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। তাঁহার সুন্দর মহাপুরুষোচিত সাম্যমূর্ত্তি দর্শনে আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়া আমরা দেখিতে পাইতাম, হাইকোর্টের জজ স্যার গুরুদাসপ্রমুখ সহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট অবস্থানপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। মনে হইত স্বামীজী যেন একটা পাকা আম। তখন আমাদের বয়স অতি অল্প ছিল, তাই স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিবার মত কোনও প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিয়া দিব্য আনন্দ পাইতাম, সেই আনন্দের লোভেই আমরা তাঁহার নিকট প্রায়ই উপস্থিত হইতাম। মুণ্ডিতমস্তক, মুণ্ডিতবদন স্বামীজীর পরিধানে গৈরিক আল্‌খাল্লা, মাথায় পাগড়ী এবং তাঁহার পার্শ্বে জলচৌকির উপর একটি সোণার ঘড়ী বিদ্যমান। ভক্তবৃন্দ শত শত সুমিষ্ট উপাদেয় ফল স্বামীজীকে উপহার দিতেছেন এবং স্বামিজীর শিষ্যবর্গ সেগুলি উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। শত শত ব্যক্তি স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, শত শত ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু স্বামীজীর সুন্দর মুখকমলে সর্ব্বদাই একটী স্নিগ্ধ মধুর হাসি লাগিয়া আছে। কোনও জাগতিক বস্তুর প্রতি তাঁহার আসক্তি নাই, ভক্তির সহিত তাঁহাকে যে যাহা দিতেছে তিনি তাহা সানন্দে গ্রহণ করিতেছেন। আমরা কেবল তখনই আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন উপলব্ধি করিতে পারিলাম। ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পর আমরা একবার হরিদ্বারে গিয়াছিলাম; তখনও আমরা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ন্যায়ই স্বামীজীর প্রশান্ত সাম্যমূর্ত্তি দর্শনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হই, এই সুদীর্ঘ বৎসরেও তাঁহার শরীরে কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই, মহাপুরুষবৃন্দ বস্তুতঃ জরার অধীন নহেন।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী জনৈক বাঙালী শিষ্য সমভিব্যাহারে একদিন থিওসফিকাল সোসাইটীতে উপস্থিত হইলেন। বহু শিক্ষিত লোক তথায় উপবিষ্ট। জনৈক সভ্য শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন—"স্বামীজী! গীতার এই শ্লোকের অর্থ কি?

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

যখন শ্রীকৃষ্ণ সাম্প্রদায়িকভাবে কোনও কথা বলেন নাই, তখন এই শ্লোকের কি অন্য অর্থ আছে?" শ্রীশ্রীস্বামীজী তদুত্তরে বলিলেন—"তুমি ত' অর্থ জান, পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? দেখ, সকলেই ত' স্বধর্ম্মে আছে; পরধর্ম্ম কি কেহ গ্রহণ কর্ত্তে পারে? চোর চোরের ধর্ম্ম করে, সাধু সাধুর ধর্ম্ম করে, মিস্ত্রী নিজ ধর্ম্ম করে, বালক বালকের ধর্ম্ম করে—যখন সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মে আছে, তখন উপদেশের প্রয়োজন কি?"

সভ্য—'আপনি যদি ফাঁকি দেন তবে নাচার, প্রকৃত অর্থটী কি—তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন।'

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দেখ, অর্জ্জুন এক রথে এক ধনুতে পৃথিবী জয় করিতে পারেন এমন ক্ষত্রিয় বীর ছিলেন। কৃষ্ণজী গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'নপুংসক হইও না" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। তথাপি 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—এই বলিয়া অর্জ্জুন যখন শরণাগত হইলেন, তখন ভগবান্ কৃষ্ণজীর মত গুরুর মুখ হইতে অনন্যচিত্ত ভক্ত অর্জ্জুনের প্রতি গীতার ন্যায় উপদেশ বাহির হইয়াছিল। অতএব প্রথমে অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সরলচিত্ত হও। এই শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কষ্ট কি? "স্ব" ও "পর"—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শব্দ দুইটীর অর্থেই ত' সন্দেহ? "স্ব" অর্থ নিজ, "নিজ" কোন্ পদার্থ? দেহ ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি কিছুই ত' নিজ নয়! দেখ, একটী গল্প মনে পড়িল। দশটী শৃগাল একটী শৃগালকে রাজা করিয়া রাজমুকুট-স্বরূপ ভাঙ্গা কুলা মাথায় পরাইয়াছে এবং মজলিস করিয়া বৈঠক করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময়ে শিকারী লোকের কুকুর তাড়া করায় পাত্র-মিত্র প্রভৃতি চাটুকার শৃগাল স্ব স্ব গর্ত্তে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু রাজা-শৃগাল গর্ত্তে ঢুকিতে গেলে, ভাঙ্গা কুলা গলায় আটক হইয়া গর্ত্তে প্রবেশের বাধা জন্মাইল; এদিকে শিকারী কুকুর উহার পশ্চাদ্ভাগ কামড়াইতে লাগিল। তদ্বৎ হে জীব! দশ ইন্দ্রিয়স্বরূপ কৃত্রিম বন্ধুবর্গের ব্যবহারে তুমি আপনাকে কর্ত্তা মনে করিতেছ, আর তাহারাও তোমাকে মিথ্যা অহঙ্কারের রাজমুকুট পরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন কালরূপ শিকারী রোগ-শোকাদিরূপ কুকুর দ্বারা তোমাকে ধরিবে, তখন তোমার ইন্দ্রিয়াদি বন্ধুগণ কে কোথায় থাকিবে? তুমি দুঃখে, শোকে, ভয়ে হৃৎকন্দররূপ গর্ত্তে ঢুকিতে চাহিবে* কিন্তু অহঙ্কার থাকায় তোমার পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য হইবে এবং তুমি নিরন্তর কালের দ্বারা কবলিত হইবে।"

এই কথাগুলি বলার সময় শ্রীশ্রীস্বামীজীর বদনমণ্ডলে কি এক স্নেহভাব এবং বাক্যে কেমন এক গদগদ ভাব লক্ষিত হইল। উপমাটী বেশ মনোজ্ঞ হওয়ায় শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীও (সকলেরই অন্তঃকরণের বহির্মুখী গতি দেখিয়া?) বেশ, বেশ, অল্‌রাইট্, বাহবা ইত্যাদি বলিতে বলিতে হাসিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক যত্ন সত্ত্বেও তিনি আর সে স্থানে রহিলেন না।

---

* অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ভগবান্‌কে ডাকিতে চেষ্টা করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্
তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ ॥ (মুণ্ডক)

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথধামে উপনীত হইয়া দরিদ্রদিগকে অযাচিতভাবে দান করিতে লাগিলেন। এই দানযজ্ঞে বহু সহস্র টাকা ব্যয়িত হইল। তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ব্যয়ভার বহন করিয়া নিজেদের ভক্তির পরিচয় দিলেন। পুরীধামে বিজয়কৃষ্ণের নাম সুপরিজ্ঞাত হইল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল। কথিত আছে যে, বিজয়কৃষ্ণের এই প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে পুরীধামের পাণ্ডাগণ অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহাকে বিষপ্রদান করে এবং এই বিষক্রিয়াই তাঁহার দেহাবসানের কারণ হয়। ৺বিজয়কৃষ্ণের দেহত্যাগে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী অতীব মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীকেও এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাপন করা হইল। নিজের প্রিয় সুহৃৎ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবস্বরূপ আশুতোষ ৺বিজয়কৃষ্ণের এই প্রকার আকস্মিক অন্তর্ধানে শ্রীশ্রীস্বামীজীও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

আশুতোষ ৺বিজয়কৃষ্ণ বঙ্গদেশের অগণিত নরনারীকে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত হইবার সহজ ও সরল রাস্তা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়াছিলেন। এই অলোকসামান্য মহাপুরুষের তিরোধানে বঙ্গদেশের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীস্বামীজীকেই তাহাদের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মনে করিলেন। ৺বিজয়কৃষ্ণের তিরোধানের অনতিবিলম্বে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক নিজদিগকে ভাগ্যবান মনে করিতে লাগিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, দিব্য প্রেম, পরদুঃখকাতরতা শিষ্য, অশিষ্য প্রত্যেককেই মুগ্ধ করিত, এতদ্ব্যতীত তাঁহার অলৌকিক শক্তিদর্শনে জনসাধারণ তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। "বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি নিজের কিংবা অন্যের জন্য যে কোনও লোক কিংবা ভোগ কামনা করেন, তিনি তত্তৎলোক ও বাঞ্ছিত ভোগবাসনাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা বিভূতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানী লোকের সেবা করিবেন।" (মুণ্ডক উপনিষদ্)। কিন্তু আমরা অজ্ঞ, মহাপুরুষ হইতে দীক্ষা বা সাধন লাভ করিয়াও আমরা তাঁহার সেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মার্গে বিচরণ না করিয়া অনিত্য বিষয়সুখে মত্ত থাকি। আমরা প্রমাদী, অলস—সর্ব্ববিষয়ে হয়ত আমাদের উৎসাহ, উদ্যম দৃষ্ট হয়, লোকসমাজে আমরা কর্ম্মী, বিদ্বান, পরোপকারী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতেও হয়ত সক্ষম হই, কিন্তু যে জিনিষ লাভ করিলে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, যে বস্তুর যাথার্থ্যজ্ঞানে আমরা শিবস্বরূপে স্থিত হইতে পারি, সেই পরমতত্ত্ব লাভ করিতে আমাদের আগ্রহ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। গুরুদেবের মহিমা প্রচার করাই আমাদের জীবনের মহান্ ব্রত নহে, আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইল—সদ্গুরুর কৃপায় নিজেদের তপঃপূত অন্তঃকরণে অধ্যাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা। কিন্তু এই পরম লক্ষ্য হইতে আমরা বিচ্যুত। কঠোরভাবে একাগ্রচিত্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরূপদিষ্ট মার্গে চলিয়া অহরহঃ পরমপুরুষকে ধ্যান করা ক'জনের জীবনে দৃষ্ট হয়? হে গুরো! পুত্র দাও, বিত্ত দাও, ব্যাধিমুক্ত কর ইত্যাদি ঐহিক প্রার্থনা দ্বারা আমাদের মোহমুগ্ধ হৃদয় কলুষিত। সে কলুষিত হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের, ভূমানন্দের, সিদ্ধি, ঋদ্ধির স্থান কোথায়? তথাপি অনন্যমনে সদ্‌গুরুকে ডাকিতে পারিলে, একাগ্রচিত্তে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে পারিলে, তিনি আমাদের ঐহিক প্রার্থনাও পূর্ণ করেন; কারণ তিনি কল্পতরু, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

কঠ, ১।২।১৬

অর্থাৎ—"এই ওঁকারই সগুণ ব্রহ্মের বাচক, এই ওঁকাররূপ অক্ষরই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক; এই অক্ষর পরমব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হন।"

শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনেও এই সিদ্ধি এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা দৃষ্ট হইত। কাতর প্রাণে ভক্তগণ তাঁহার নিকটে কোনও বস্তুর প্রার্থনা করিলে তিনি প্রায়ই তাহা পূর্ণ করিতেন। গণিতশাস্ত্রে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসুর স্ত্রী অদীক্ষিত অবস্থায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। পত্নীগতপ্রাণ সোমেশ দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ না করিয়া সাধনভজনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সদ্‌গুরুর অন্বেষণে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিলেন। কিন্তু সোমেশের প্রাণে একটী তীব্র বাসনা উদয় হইল; মৃতা স্ত্রীর সহিত যে কেহ তাঁহাকে দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইবেন, তিনি তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিবেন, অপর কাহাকেও নহে। এই অসম্ভব বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল সাধুই এ বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। হতাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে সোমেশ পরিশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া কাতর প্রাণে নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন,—"হো জায়গা, ঘাবড়াও মৎ" (হ'য়ে যাবে, অস্থির হইও না)। শ্রীশ্রীস্বামীজীর আজ্ঞানুযায়ী দীক্ষাগৃহে তিনটী আসন স্থাপিত হইল; একখানি পশ্চিমমুখী ও দুইখানি পূর্ব্বমুখী। সোমেশের সহিত শ্রীশ্রীস্বামীজী দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর ইঙ্গিতে সোমেশ পূর্ব্বমুখী আসনদ্বয়ের উত্তরের আসনে উপবিষ্ট হইলেন, দক্ষিণের আসনটী শূন্য পড়িয়া রহিল। হঠাৎ একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি আসিয়া দক্ষিণের আসনে উপবেশন করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী সোমেশকে স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে নির্ব্বাক্ সোমেশ উপবিষ্ট স্ত্রীলোকটীর প্রতি অনুসন্ধিৎসুভাবে চাহিয়া রহিলেন—তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীই বটে। সোমেশের মানসিক অবস্থা তখন বর্ণনার অতীত—এই অদ্ভুত ক্ষমতা-সম্পন্ন সাধু কি বস্তুতঃই সাক্ষাৎ শঙ্কর! অনতিবিলম্বে শ্রীশ্রীস্বামীজী সোমেশ ও তাঁহার স্ত্রীকে দীক্ষা প্রদান করিতেই স্ত্রী অন্তর্হিতা হইলেন।*

গণিতশাস্ত্রে নিজের অদ্ভুত পারদর্শিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমেরিকা হইতে অগাধ অর্থ সঞ্চয় করিবার মানসে সোমেশ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডাতে উপস্থিত হন। ক্যানাডার গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মিষ্টার

---

* মহাভারতে লিখিত আছে যে, কুরুক্ষেত্র সমরে পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত কৌরব ও পাণ্ডব-কুল নিহত হইলে ভগবান্ ব্যাসদেব শোকার্ত্তা কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতির অনুরোধে নিজের তপঃপ্রভাবে মৃত কৌরব ও পাণ্ডবদিগকে এই মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন। একরাত্রি অবস্থানের পর তাহারা পুনরায় অদৃশ্য হইলেন।

তপঃপ্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হয়। সুতরাং তপস্যা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গান্ধীর অনুচর মনে করিয়া দেড়মাস জেলে আবদ্ধ রাখি পরিশেষে মুক্তি প্রদান করেন। ক্যানাডার জেলে অবস্থানকালে উক্ত জেলের জনৈক গার্ড সোমেশকে একদিন বলিল,—"আমার মুখ দেখে বলুন ত' আমার বয়স কত?" সোমেশ তদুত্তরে বলিলেন যে, তিনি অপরের মুখ দেখিয়া বয়স নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। কিন্তু গার্ডের দৃঢ় ধারণা যে সোমেশের নিশ্চয়ই কোনও শক্তি আছে, তাই সে সোমেশকে বলিল—"আপনি যদি আমার বয়স ব'লে না দেন, তবে আমি এই চেয়ার হ'তে উঠ্‌বও না এবং অন্নজলও গ্রহণ করব না, আমি ঘরে না গেলে আমার স্ত্রী ও পুত্রগণও অন্ন গ্রহণ করবে না; সুতরাং আমাদের সকলের কষ্টের জন্য আপনিই দায়ী হবেন—এই প্রকার কষ্ট দেওয়া কি আপনার উচিত! আমার বয়স ব'লে দিন, আমি গৃহে চলে যাই, কেন অনর্থক বিলম্ব করছেন!" জেলের অন্যান্য অনেক ব্যক্তিও গার্ডের মত সমর্থন করিয়া সোমেশকে বয়স বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সোমেশ পুনঃ পুনঃ এ বিষয়ে নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেও তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইল না। অনন্যোপায় হইয়া সোমেশ শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে কাতর প্রাণে বলিতে লাগিলেন—"হে গুরুদেব! অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য এই সুদূর আমেরিকায় এসেছি, কিন্তু তুমি জেলে আবদ্ধ ক'রে অর্থোপার্জ্জন হ'তে আমাকে বঞ্চিত করেছ, এখন আবার আমি যে বিদ্যা জ্ঞাত নহি, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে ইহারা আমাকে বিরক্ত করছে—হে গুরুদেব! এ কি তোমার পরীক্ষা!"—এই বলিয়া সোমেশ শ্রীশ্রীস্বামীজীর ধ্যান করিতেই সেই কারাকক্ষে শ্রীশ্রীস্বামীজীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ক্রমে ক্রমে সে মূর্ত্তির চরণ হইতে ঊর্দ্ধাঙ্গ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া শুধু মস্তক দৃষ্ট হইতে লাগিল। তারপর নাসিকা ব্যতীত মস্তকের অন্যান্য সকল অংশ অন্তর্হিত হইল। পরক্ষণেই নাসিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডানদিকে ৬ ও বামদিকে ৫ এই অক্ষর দু'টী ভাসিয়া উঠিল, তারপর নাসিকাও অন্তর্হিত হইল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সোমেশ তখন গার্ডকে বলিলেন—"হ্যালো! তোমার বয়স ৬৫ বৎসর।" গার্ডকে দেখিতে ৪০।৪৫ বৎসর বলিয়া মনে হইত। প্রগাঢ় আনন্দে চীৎকার করিয়া টেবিলের উপর চড় মারিয়া গার্ড লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"হ্যালো মিষ্টার বোস্! তুমি যথার্থই বলেছ, আজ আমার ৬৫তম জন্মোৎসব তিথি, আমার গৃহে আজ অনেক বন্ধু-বান্ধব এই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তুমি শুধু শুধু এত সময় নষ্ট করলে। পূর্ব্বে আমার বয়স বলে দিলে আমি ইতোমধ্যে ঘরে গিয়ে আমার বন্ধু-বান্ধবদিগকে অভ্যর্থনা করবার বন্দোবস্ত করতে পারতাম। আমি ত' পূর্ব্বেই বলেছিলুম যে তুমি এই বিদ্যা জ্ঞাত আছ!"

বরিশালের উকিল শ্রীযুত শশিকান্ত গুপ্ত এম-এ, বি-এল মহাশয়ের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব একটু প্রবল ছিল, তাই তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে বিশেষ গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু তাঁহার অগ্রজ আগরতলার রাজকুমারের গৃহশিক্ষক শ্রীযুত বসন্তকুমার গুপ্ত ইতোমধ্যে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজ কলিকাতায় আসিয়া ২১১ নং হ্যারিসন রোডে অবস্থান করিতেছেন, বসন্ত গুপ্ত মহাশয়ও তখন কলিকাতায় উপস্থিত। শশি গুপ্ত মহাশয় কোনও মোকদ্দমা উপলক্ষে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। বসন্তবাবু শশিবাবুকে বলিলেন;—'শশি! আমার গুরুদেব ২১১নং হ্যারিসন রোডে অবস্থান করছেন, একবার গিয়ে তাঁহাকে দর্শন করে আসিস্?' শশির কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর উপর বিশ্বাস নাই, অগ্রজের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রাত্রে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অগণিত ভক্ত ও শিষ্য মধ্যে শ্রীশ্রীস্বামীজী উপবিষ্ট। ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ অবহিতমনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজীর মধুর আধ্যাত্মিক উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। সেইদি জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের গৃহ হইতে প্রচুর আহার্য্য সাম আসিয়াছিল, উপদেশ শ্রবণান্তে সকলেই ছাদে বসিয়া প্রসাদ পাইলে কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজী শশিকে নিজের কাছে বসিতে আদেশ দিয়া সকল শশির জন্য কিছু প্রসাদ রাখিয়া দিতে বলিলেন। রাত্রি অধিক হও সমাগত ভক্তবৃন্দ বিদায় গ্রহণ করিল, শ্রীশ্রীস্বামীজী ও শশিকান্ত এ ঘরেই উপবিষ্ট রহিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত শশিকান্ত উপদেশ প্রদান করিলেন, মন্ত্রমুগ্ধবৎ শশিকান্ত প্রগাঢ় ভক্তির সহি নিবিষ্ট মনে তাঁহার উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামী শশিকান্তকে মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষু হই বিগলিত ধারায় স্নেহাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল, শশিকান্ত ত আনন্দের আতিশয্যে নিজেকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। এত স্নে এত আদর, এত গৌরব তিনি জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই। ঐ সময় হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজীর দেহ হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হই গৃহটীকে বিদ্যুতালোকে আলোকিত করিল, তাহা দেখিয়া শশিকান্তে চক্ষু ঝলসিয়া গেল; বলা বাহুল্য,—সে সময়ে ঘরে একটীমাত্র প্র মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। শশিকান্ত বিস্মিত, দিব্য আনন্দে আপ্লু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অবিশ্বাসী মনকে বিশ্বাসী করি জন্যই এই প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীস্বামী প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি ও অপরিসীম শ্রদ্ধার উদয় হইল। অচিরে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তিনি নিজেকে কৃতকৃতার্থ ম করিয়া প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত গুরূপদিষ্ট মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষগণের মধ্যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয়, ইহা সর্ববাদি সম্মত; ইহার যাথার্থ্য আমরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণের জীবনী হইতে অবগত হই। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনেও ইহা উল্লিখিত ঘটনাবলীর দ্বারা অবিসম্বাদিতভাবে পরিস্ফুট হইতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জীবনে আরও বহুতর অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ বিভিন্ন ভক্ত কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে, সে সব বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। পরে যথাস্থানে দুই একটী ঘটনা আলোচিত হইতে পারে।*

শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের অলৌকিক শক্তি, দিব্যপ্রেম ও মধুর সারগর্ভ উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ নিজ নিজ ঐকান্তিকী ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে অর্থ ও বিবিধ বস্তু উপহার দিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীও ঐ সমস্ত অর্থাদির যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমের সাধুদিগকে তিনি আহার্য্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দ্বারা সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগকে সাধকজীবনে উন্নতিলাভ করিবার সুযোগ প্রদান করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত পুণ্যকামী যাত্রীদিগের জন্য তিনি হরিদ্বারে দুইটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইলেন, কোনও প্রদেশে দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে ক্ষুধার্ত্ত ও দুঃস্থদিগের সেবা ও চিকিৎসার জন্য শ্রীশ্রীস্বামীজী 'ভোলানন্দ সেবামণ্ডল' নামে একটী সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিষ্যবৃন্দ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী-বিধ্বস্ত স্থানে গমন করিয়া এই সেবামণ্ডল হইতে প্রদত্ত অর্থাদির দ্বারা দুঃস্থ ও পীড়িতদের যথোপযোগী সেবা করিতে লাগিলেন; বর্ত্তমানেও এই সেবামণ্ডল পূর্ব্ববৎ যথাযথ সেবাকার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছে।

---

* শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা থাকিলে লেখক প্রণীত "শ্রীশ্রীভোলানন্দ-প্রসঙ্গ" পুস্তক পাঠ করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদ্বারে ধর্ম্মশালায় তিনি একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ঐ বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা ও সেবামণ্ডল ইত্যাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান; কিন্তু হায়! ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীস্বামীজী আর ইহজগতে নাই। অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও শ্রীশ্রীস্বামীজী পূর্ব্বযুগের মুনি-ঋষিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া পর্ণকুটিরে বাস করিতেন।

একদিন শেঠ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিতে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর মধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তিনি হরিদ্বার আশ্রমে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর চরণে উৎসর্গ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন, "আপনি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন, ইহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু আমি কৌপীন ও কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করিয়া আশ্রমের বহির্দ্দেশে এই বটবৃক্ষমূলে বাস করিব।" শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের এই প্রকার নির্লেপতা ও বৈরাগ্য দর্শনে শেঠজী স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার প্রতি শেঠজীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল, তিনি মধ্যে মধ্যে হরিদ্বারে উপনীত হইয়া তাঁহার সুমধুর সাহচর্য্যে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম পরিচ্ছেদ

ভগবান্ শিবের অযাচিত কৃপা

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

তপস্বী চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গ্রীষ্মকালে কঠোর তপস্যায় রত, শীতকালে জলে অবতরণপূর্ব্বক তিনি যোগাভ্যাসে মগ্ন, শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া মনের নিগ্রহ করাই তাঁহার সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু হায়! এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তিনি শান্তিলাভ করিতে অক্ষম। জ্ঞানাভিমানী ন্যায়, বেদান্ত, বৈশেষিক, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য ইত্যাদি শাস্ত্রারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁহার শুষ্ক হৃদয়ে পাণ্ডিত্যাভিমান আসিয়া অধিকতর শুষ্ক করিয়া জীবনকে মরুভূমিতে পরিণত করে। কর্ম্মী অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পুণ্যবলে পরকালে স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইয়া শান্তিলাভের আশায় উন্মুখ—কিন্তু পুনঃ পুনঃ জঠর ও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি চিরশান্তিতে বঞ্চিত হন। ওগো! সরল সহজ পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কঠিনতর মার্গে বিচরণ করিয়া কেন শান্তিলাভে বঞ্চিত হইতেছ? শ্রীভগবানে অনন্যা ভক্তির সহিত দিবারাত্রি তাঁহার ধ্যানে, কীর্ত্তনে, প্রসঙ্গে মগ্ন থাক; পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই, কঠোর তপস্যার দরকার নাই—শুধু একটু ডাক, মন প্রাণ ঐক্য করিয়া কেবল শিশুর ন্যায় সরলপ্রাণে নিবিষ্টচিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। ওগো! তুমি যে তাঁহার কত আপনার জন, তিনি যে তোমার অন্তরাত্মা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত সুহৃৎ। তাঁহাকে ভুলিয়া, এই অনিত্য দুঃখপ্রদ বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া তুমি আপনাকেও ভুলিয়াছ—তুমি যে তাঁহার সঙ্গে চিরযুক্ত মায়াবশে তাহা বুঝিতেছ না। ওগো! অনন্যভাবে তাঁহার শরণ লও, একান্তভাবে তদ্গতচিত্ত হইতে চেষ্টা কর, দেখিবে—দয়ার আধার কৃপাময় ভগবানের অযাচিত কৃপায় তোমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ৮।২২ গীতা।

সেই সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষকে অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীস্বামীজী অনন্যা ভক্তির সহিত নিজের ইষ্টদেব দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসনায় তন্ময় রহিলেন। বসিতে, উঠিতে, বেড়াইতে তিনি প্রায়ই বলিতেন :—

"সদা ভবানী ডাহিনে সম্মুখে রহে গণেশ।
পাঁচো দেবতা রক্ষা করে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ ॥"
"গৌরী শঙ্কর সীতারাম, রাধে রাধে শ্যাম শ্যাম।
সদ্‌গুরু দিয়া হরকা নাম, সদাই বোলো চারি নাম।
খালি জিহ্বা কোন্ কাম ।।"

কখনও বা গাহিতেন 'শিব শিব শিব জপত মন সচ্চিদানন্দ হৈ'। কখন 'শিব শিব' 'জয় গুরু' 'ন গুরোরধিকং' ইত্যাদি বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইত। কোনও বালক-বালিকা তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন—"বল, শিব শিব"। শিবভক্ত শ্রীশ্রীস্বামীজীর আজ্ঞা কিন্তু সকল বালক-বালিকা অবহিতমনে পালন করিত না। কোনও কোনও বালক-বালিকা ত' শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশ পালন করিতে একেবারে অস্বীকার করিত; বেশী পীড়াপীড়ি করিলে তাহারা কাঁদিয়া 'মা' বলিয়া নিজেদের মাকে জড়াইয়া ধরিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও কোনও সুবোধ শিশু শ্রীশ্রীস্বামীজীর আজ্ঞা পালন করিত বটে কিন্তু কেহ বলিত "ঠিব", কেহ বলিত "থিব", কেহ বলিত "শিব"; শ্রীশ্রীস্বামীজী কিন্তু তাহাতে উল্লসিত হইয়া বলিতেন—'আবার বল শিব।' বালক বা বালিকা যতই 'শিব, ঠিব বা থিব' উচ্চারণ করিত শ্রীশ্রীস্বামীজী সোৎসাহে তাহাদিগকে আরও বলিতে আদেশ করিতেন।' তখন মনে হইত শ্রীশ্রীস্বামীজীও যেন একটী বালক; সমবয়স্ক বালক-বালিকাগণ যে প্রকার পরস্পরের সহিত ক্রীড়ায় মত্ত থাকে, তিনিও তদ্রূপ এই বালক-বালিকাদিগের সহিত আনন্দে মগ্ন আছেন। শিব-সুন্দরের নাম লইয়া তিনি এইরূপ আনন্দ করিতেন বটে কিন্তু বালক-বালিকাদিগের ধৈর্য্য আর কত! কয়েকবার শিবের নাম উচ্চারণ করিয়া পুনরায় শ্রীশ্রীস্বামীজী কর্ত্তৃক নামোচ্চারণ করিতে আদিষ্ট হইলে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতেন—"আবার বল 'শিব'।" বালক বা বালিকা বলিত—"আর বলব না, আমি এখন খেলা কল্‌ব"। কেহ বা বলিত "আমি এখন ডুডু খাব।" শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন ঐ শিশুদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তাহাদের পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজনের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যাপৃত হইতেন। কেহ কেহ প্রশ্ন করিত—"বাবা! ধর্ম্মরাজ্যে উন্নত হইবার সহজ উপায় কি? আমরা ত' বিবাহিত, ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে নাকি ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতি হ'তেই পারে না, তবে বাবা! আমাদের গতি কি হবে?" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী অত্যন্ত তেজের সহিত বলিতেন—"কে বলেছে যে বিবাহিত জীবনে ধর্ম্ম হয় না? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের কত পুত্র ছিল জানিস্? এক শত। তাঁহার কি ধর্ম্ম হয় নাই, তাঁহার কি জ্ঞান হয় নাই? যুধিষ্ঠির কি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন না? নল রাজা কি অধার্ম্মিক ছিলেন? তবে তোদের এ আশঙ্কা কেন? বেটা! গার্হস্থ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনেই ধর্ম্মরাজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করা যায়। গৃহস্থাশ্র সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।* রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতা পুরুষগণও গৃহস্থ ছিলেন। সন্ন্যাসিগণ পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যায় নিমগ্ন হন। তাঁহারা ভিক্ষা ক উদরপূর্ত্তি করেন, রোগ হলে ঔষধ, পথ্য দিবার লোকের অভা তাঁহারা কষ্ট পান। কিন্তু তোদের গৃহস্থদের ত' এ সব কষ্ট ভো ক'রতে হয় না। রোগ হ'ল, সেবার লোক ঘরেই আছে, ভিক্ষা ক খেতেও হয় না। বল্ ত', তোদের কত সুবিধা! তবে কি জানি তোরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিস্ বটে কিন্তু কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মরাজ্যে উন্ন হবার চেষ্টা তোদের নাই। শাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রী-সংসর্গ করলে ব্রহ্মচর্য্যে কোনও হানি হয় না। ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করলেও ব্রহ্মচর্য্য অক্ষু থাকে। কিন্তু তোরা যদি অজ, কবুতর, বানর, ইত্যাদি প্রাণীর ন্যা প্রত্যহই কাম-রিপুর সেবা করিস্, তবে বুঝতে হবে তোদের ধর্ম্মরাজ্যে উন্নত হবার ইচ্ছা আদৌ নেই, ও শুধু মুখে বল্‌ছিস্। পশুরা সিংহ বৎসরে একবার মাত্র কাম-রিপুর সেবা করে, দেখ্ ত' কি

---

* যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥ (মনু, ৩।৭৭)
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিনো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থৈরেব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ (মনু, ৩।৭৮)

অর্থাৎ—যেমন প্রাণবায়ুর আশ্রয়ে যাবতীয় জীব জীবিত থাকে তদ্রূপ গৃহস্থাশ্র অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকল আশ্রমবাসিগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করে যেহেতু ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী এই তিন আশ্রমবাসিগণই প্রতিদিন বৈদিকজ্ঞা দ্বারা ও অন্ন দ্বারা গৃহস্থ কর্ত্তৃক উপকৃত হন অতএব গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রম অপে শ্রেষ্ঠ জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার সংযম! আর তোরা মনুষ্য হ'য়েও ইতর প্রাণীর ন্যায় ভোগে মত্ত হচ্ছিস্। বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে গৃহস্থ-জীবন যাপন করলে এই পবিত্র গার্হস্থ্যাশ্রমেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ যাহার সহিত একত্রে ধর্ম্মাচরণ করা উচিত। কিন্তু তোরা তা করিস্ কি? ভোগকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ না ক'রে যোগকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী ধ্যান, জপ, শাস্ত্রপাঠ, সৎসঙ্গ, কীর্ত্তন ইত্যাদিতে যথাযোগ্য সময় যাপন করতে সচেষ্ট হও। ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতি করবার ইচ্ছা থাকিলে এই নয়টী ত্যাগ ও এই নয়টী গ্রহণ করিবে।

ত্যাজ্য নয়টি

(১) পরদার গমন করা—পরদার গমন করিলে পরিত্যক্ত শুক্র পিতৃপুরুষের পিণ্ডে পতিত হইয়া তাহাদিগকে নরকগামী করে এবং পরস্ত্রী-গমনকারীও তীব্রতর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।

(২) মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করা—জীবমাত্রই ভগবানের অংশ, নারায়ণ স্বরূপ। তোমরা নিজেদের রাক্ষসী বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য জীবহত্যাপূর্ব্বক মাংসাদি ভক্ষণ কর, কিন্তু ভেবে দেখ, তাহাদের কত কষ্ট হয়! তোমাকে যদি কেহ হত্যা করিতে উদ্যত হয় তবে তোমার মনের অবস্থা কি প্রকার হয়? হে বৎস! জীবে দয়া রাখ, জীবের দুঃখে নিজেকে দুঃখী মনে কর; সর্ব্বভূতে অহিংসা ভাব না আসিলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না।*

---

* আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ (গীতা ৬।৩২।)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! সকল ভূতেই আত্মার (অভেদনিবন্ধন) ঔপম্য আছে জানিয়া যিনি পরের সুখ বা দুঃখ সকল বস্তুকেই আপনার সম বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেই যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) পরনিন্দা করা—প্রত্যেক জীবেই দোষ গুণ উভয়ই দৃষ্ট হয়। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রভাবে সৃষ্ট জীবমাত্রেই গুণত্রয় অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তুমি নিজের দোষ দর্শন কর এবং অপরের গুণ গ্রহণ কর, তাহাতে প্রাণে শান্তি পাবে, লোকসমাজে আদৃত হবে। অপর পক্ষে পরদোষ কীর্ত্তন করিলে লোকসমাজে পরনিন্দুক আখ্যা লাভ করিয়া অশ্রদ্ধেয় হবে, তোমার হৃদয়ও পরদোষদর্শনজনিত তাপে দগ্ধ হইতে থাকিবে; সুতরাং বৎস! পরনিন্দা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ কর।

(৪) গালাগালি করা—কাহাকেও গালাগালি করিলে তাহার হৃদয়ে তীব্র দুঃখের সঞ্চার হয়, যে কটূক্তি করে সে নিজেও তীব্র অশান্তি ভোগ করে। কটূক্তিপ্রয়োগকারী ব্যক্তি ও কসাইয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মধুর বাণী দ্বারা সকলের প্রাণে শান্তি দেওয়া যায়, ইহাতে কোনও প্রকার খরচও নাই। সুতরাং বৎস! বাক্যের সংযম করে কাহাকেও গালাগালি করিও না, সকলের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হও। ধর্ম্মরাজ্যে বাক্যের সংযম অবশ্য কর্ত্তব্য।*

(৫) জুয়াখেলা—জুয়া খেলতে গিয়ে কত সংসারের সর্ব্বনাশ হয়েছে, কত লোকের স্ত্রী, পুত্র অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। 'সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্'

---

* রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতম্।
বাচা দুরুক্তয়া বিদ্ধং ন সংরোহতি বাক্ক্ষতম্॥ (মহাভারত)

বাণবিদ্ধ কিংবা পরশুচ্ছিন্ন বৃক্ষ পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা বিদ্ধ হইলে যে হৃদয়-ক্ষত হয় তাহা পুনরায় সংরূঢ় হয় না।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ (গীতা ১৭।১৫।)

যাহার দ্বারা কাহারও উদ্বেগ হয় না, যাহা প্রিয় ও হিতসাধক এবং যাহা সত্য —এইরূপ বাক্য এবং বেদের অভ্যাসকে বাঙ্ময় তপস্যা বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি কিছুই ভাল নয়। অতিলোভে জুয়াখেলারূপ পাপে লিপ্ত হ'য়ে অনেককেই সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছে। নিজের পুরুষকার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক গৃহের স্বচ্ছন্দতা বিধান কর। অতি লোভ পরিত্যাগ কর।

(৬) মদ্যপান করা—মদ্যপানের পরিণাম ভয়াবহ; মদ্যপান করিলে লিভার ইত্যাদি খারাপ হ'য়ে অত্যুৎকট রোগের উৎপত্তি ও মানসিক শক্তির হ্রাস হ'য়ে জীবন বিষময় হয়। অগাধ অর্থও এই সর্ব্বনাশকর মদ্যপানে ব্যয়িত হয়। লোকসমাজে মদ্যপায়ী উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হয়, অধিকন্তু মদ্যপায়ীর মন সূক্ষ্ম ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সুতরাং বৎস! মদ্যপান বিষবৎ পরিত্যাগ কর।

(৭) দিব্য করা—প্রতিজ্ঞা করা মহাপাপ। শপথ গ্রহণ ক'রে তদনুযায়ী কার্য্য অনুষ্ঠিত না হ'লে প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ মহাপাপে লিপ্ত হ'তে হয় এবং অনেক সময়েই আমরা শপথ গ্রহণপূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অক্ষম হই। সুতরাং শপথগ্রহণ বা দিব্য করিবে না।

(৮) ঈর্ষা-দ্বেষ করা—অপরকে ঈর্ষা-দ্বেষ করিলে নিজের চিত্ত কলুষিত হয়, ঈর্ষাদ্বেষাগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে, সে দগ্ধহৃদয়ে শান্তি বা ধর্ম্মের স্থান কোথায়? সুতরাং বেটা! কাহাকেও ঈর্ষা বা দ্বেষ করিও না।

(৯) চুরি করা—চুরি করা মহাপাপ, চোর ব্যক্তির ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়। চোরকে সকলেই ঘৃণা ও ভয়ের চোখে দেখে, চোরের মনও সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকে। সঙ্কুচিত মন দ্বারা কখনও ধর্ম্মাচরণ হ'তে পারে না।

গ্রহণীয় নয়টি

(১) ভূমিকে প্রণাম—ভূমিকে প্রণাম পূর্ব্বক ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণ প্রার্থনা করিবে। দেখ, ভূমির উপর আমরা মলমূত্র পরিত্যাগ করি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমি কর্ষণ করি, কিন্তু ভূমি বা মাতা পৃথিবী সেজন্য আমাদের প্রতি ক্রোধ করা ত' দূরের কথা অধিকন্তু মাতার ন্যায় আমাদিগকে সু করে রেখেছেন। আমাদের সহস্র সহস্র অপরাধেও তাঁহার ক্রোধে উদ্রেক হয় না; কি অসীম তাঁহার ধৈর্য্য! এত অপরাধ সত্ত্বেও তি আমাদিগকে মাতার ন্যায় আশ্রয় দিচ্ছেন; কি অপরিসীম তাঁহার ক্ষমা তুমিও ভূমির নিকট এই ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণ প্রার্থনা কর। ধৈর্য্য ক্ষমাশীল ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী। ধৈর্য্য ও ক্ষমা এই দুইটী গুণ যাহা ভিতরে নাই, তাহার পক্ষে ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতি লাভ করা আকাশকুসুম অসম্ভব।

(২) জলনারায়ণকে প্রণাম—জল শুধু নিজে পবিত্র নয়, অপবিত্রকে পবিত্র করার শক্তি তাহার অমোঘ। নিজের হৃদয় যাহাতে জলে ন্যায় স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়, তজ্জন্য প্রত্যহ জলকে প্রণাম ক'রে প্রার্থ করা উচিত। পবিত্র বা শুদ্ধ হৃদয় না হ'লে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম কিছু লাভ হয় না।

(৩) সূর্য্যদেবকে প্রণাম—সূর্য্যদেব সর্ব্বব্যাধিনাশক, তিনি প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যদেব হ'তে এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, তাই তাঁহার অপর নাম সবিতা অর্থাৎ যিনি প্রসব করেন। হৃদয়ে যাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হ তজ্জন্য সূর্য্যদেবকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিলে সাধনরাজ্যে অনে উপকার হয়। অপিচ ব্যাধিযুক্ত শরীর দ্বারা তপস্যা হয় না; শরীরে সুস্থতার জন্যও সূর্য্যদেবকে প্রত্যহ প্রণাম করা উচিত। সূর্য্যদেবে কৃপায় রোগমুক্তি, আত্মজ্ঞান সকলই হ'তে পারে।

(৪) ভগবদ্গীতা পাঠ—শ্রীভগবানের মুখপদ্ম হ'তে নির্গতা অমৃতভরা গীতা অবশ্যই রোজ পাঠ করিবে। গীতার এক একটী শ্লোক অমৃতে খনি। অন্যান্য শাস্ত্র সম্ভব হ'লে পড়িবে, কিন্তু গীতাপাঠ প্রত্যহ নিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বক করা উচিত। গীতামাহাত্ম্যে গীতাপাঠের ফল বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ হ'লে অন্ততঃ রোজ এক অধ্যায় অবশ্যই পড়িবে। প্রত্যহ নিয়মপূর্ব্বক গীতাপাঠে মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়, আধ্যাত্মিক রহস্য জ্ঞাত হইবার জন্য প্রাণ স্বতঃই উদ্‌গ্রীব হয়।

(৫) মাতাপিতাকে প্রণাম—মাতাপিতা গুরুস্থানীয়। গুরুদেবকে যে প্রকার ভক্তি করা উচিত, মাতাপিতাকেও তদ্রূপ ভক্তি করা বিধেয়। দেখ, মাতাপিতা আমাদিগের জন্য কত কষ্ট করেছেন। যখন বালক ছিলে, তখন মাতাপিতার ক্রোড়ে কত মলমূত্র ত্যাগ করেছ, রাত্রে নিজের শয্যায় প্রস্রাব করে দিয়েছ, মা তোমাকে শুষ্ক স্থানে শুইয়ে দিয়ে নিজে তোমার সেই প্রস্রাবসিক্ত স্থানে শুয়েছেন; মাতাপিতা না খেয়ে তোমাকে খাইয়েছেন। মা একাধারে তোমার দাসী, মেথর, রাঁধুনী ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের কাজ করেছেন; উদ্দেশ্য—তোমার যাহাতে কোনও কষ্ট না হয়। তোমার সুখেই তোমার পিতামাতা সুখী—কি অহৈতুকী তাঁদের ভালবাসা! এখন বড় হ'য়ে অর্থোপার্জ্জন করেও যদি তাঁহাদিগকে তুমি ভক্তি না কর, যদি তাঁহাদিগকে সেবা করিতে তুমি পরাঙ্মুখ হও, তবে তুমি কৃতঘ্নতারূপ মহাপাপে লিপ্ত হবে; কৃতঘ্নের আবার ধর্ম্ম কি ?*

* মাতাপিতার বিশেষতঃ মাতার মহিমা অনেক প্রচারিত। 'কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা কখনও নয়'—এ বাক্যও সর্ব্বজনবিদিত। পুত্র বড় হইলেও অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হোক্ বা না হোক্ মাতা তাহাকে নিঃস্বার্থভাবে সর্ব্বদা ভালবাসেন; তিনি না খাইয়া পুত্র-কন্যাকে খাওয়ান, পুত্র-কন্যার সুখের জন্য তিনি আত্মসুখ বিসর্জ্জন করেন—ইত্যাদি অনেক বাক্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু স্বার্থপর আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব মাতাপিতাও কখনও কখনও দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহাদিগের পূর্ব্বের সেবা স্মরণ করিয়া সন্তানের তাঁহাদিগের যথোচিত সেবা করা উচিত। সকল মাতাপিতাই যে নিঃস্বার্থ হইবে, এ কল্পনা অযৌক্তিক। প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬) অতিথিসেবা—অতিথি অর্থ—যে একরাত্রি মাত্র পরগৃহে বাস করে। যেহেতু পরগৃহে একতিথি ভিন্ন অপর তিথি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন অবস্থান করে না, অতএব তাহার নাম অতিথি।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুস্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

(মহাভারত)

অর্থাৎ যে গৃহস্থের গৃহ হইতে অতিথি বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া যায়, সে গৃহস্থকে নিজের সমুদয় পাপ প্রদান করিয়া গৃহস্থের পুণ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব বৎস! অতিথি-পরায়ণ হও।

(৭) হরিভজন—খেলাধূলায় আমাদের সময়ের অভাব হয় না, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিতে আমরা যথেষ্ট সময় পাই, আলস্য, নিদ্রা ইত্যাদি তমোগুণে লিপ্ত থাকিতেও আমরা সময়ের অভাব অনুভব করি না—এইভাবে অমূল্য মানবজন্ম নষ্ট করিতে আমাদের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু যদি কেহ বলে "ওরে, হরির ভজন কর, ভগবানের নাম জপ কর, তপস্যা কর", তবে আমরা বলি,—"আমার সময় নেই, সংসারের কাজ করেই সময় পাই না, আবার হরির ভজন করব! খেটে খেটে প্রাণ বেরুচ্ছে, হরির ভজন করার সময় কোথায়? ও সব বৃদ্ধকালে দেখা যাবে।" কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে যদিও বা একটু হাতে করে মালা নিয়ে জপ, ধ্যান, হরির ভজন করিতে বসিলে, মন অমনি বিষয়ের ধ্যানে মগ্ন হইল। এত বৎসরের সেই বিষয়সংস্কার মনকে চেপে ধরবেই। বৃদ্ধাবস্থায় স্বভাবতঃই শরীর ও মনের শক্তি হ্রাস পায়, এর উপর সারা জীবনের বিষয়সংস্কার দ্বারা মন প্রভাবিত, সুতরাং আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করবার সৌভাগ্য হ'য়ে উঠে না। তাই বলি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতম্।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ "যুবা-অবস্থায়ই ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হও, কখন কে মৃত্যুমুখে পতিত হ'বে তাহার কোনও স্থিরতা আছে কি?"

তোমার সর্ব্ববিষয়ে সময় মিলে, কিন্তু হরিভজনেই সময়ের অভাব—এ যুক্তি অর্ব্বাচীনতার লক্ষণ। মৃত্যুর পর ধন, জন, এমন কি নিজের প্রিয় শরীর পর্য্যন্ত এই জগতেই পড়ে থাকবে, তুমি কোনও অজ্ঞাত লোকে চলে যাবে; সেখানে একমাত্র ধর্ম্মই তোমার সহায় হবে—টাকাকড়ি নয়। সুতরাং বৎস! এই চুরাশি লক্ষ যোনিরূপ ভবসমুদ্র পার হ'তে হ'লে, হরিভজনরূপ পাথেয় একান্ত আবশ্যক। হরিভজন ব্যতীত জীবনে শান্তি মিলে না, জন্মমৃত্যুর হাত হ'তেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। অতএব বুদ্ধিমান্, আত্মার কল্যাণকামী ব্যক্তি প্রত্যহ অন্ততঃ সকালে দেড় ঘণ্টা ও সায়ংকালে দেড় ঘণ্টা হরিভজনে ব্যয় করিবেন।*

---

* এখানে শ্রীশ্রীস্বামীজী "হরিভজন" শব্দটী উল্লেখ করিলেন; ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, 'শিব' 'শক্তি' 'রাম' ইত্যাদি ভজন করিতে তিনি নিষেধ করিলেন। বস্তুতঃ শৈব শ্রীশ্রীস্বামীজী 'শিবভজন' না বলিয়া 'হরিভজন' বলায় অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনে ইহাই বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হরি, শিব, রাম শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি যে সেই একই পরমপুরুষের অভিব্যক্তি—এই ভাব তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সে সব পরে আলোচিত হইবে। গীতোক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—"আমিই বিভিন্নরুচিসম্পন্ন সাধককে বিভিন্নরূপে ফল প্রদান করি।"—এই শ্লোকানুযায়ী শিব, হরি, রাম, শক্তি ইত্যাদি সকল দেবতাই এক। শ্রীশ্রীস্বামীজী-প্রদত্ত দীক্ষামন্ত্রেও এই অসাম্প্রদায়িক ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার শিষ্যমাত্রই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বাঙ্গালী সাধারণতঃ হরিভক্ত—ইহা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রীশ্রীস্বামীজী এখানে 'হরিভজন' শব্দটী উল্লেখ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৮) সাধুসঙ্গ—কুসঙ্গ যেমন সাধনরাজ্যের অন্তরায়, সাধুসঙ্গ তে
সাধনপথের সহায় :—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন জায়তে" (বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

ভক্তি ভগবদ্ভক্তসঙ্গ হইতে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং সাধুসঙ্গ ক
কর্ত্তব্য। *

(৯) আয়ের দশমাংশ দান—চুল্লী, পেষণী (শিলনোড়া), সম্মা
উদূখল (হামামদিস্তা) ও জলকলস এই পাঁচটীর নাম সূনা। ই
আপন আপন কার্য্যে বিনিয়োজিত হইলে, তদ্দ্বারা যে জীবহিংসা

---

* রবিশ্চ রশ্মিজালেন দিবা হন্তি বহিস্তমঃ।
ধান্তঃ সূক্তিমরীচ্যোঘৈশ্চান্তঃধ্বান্তং হি সর্ব্বথা॥
(বৃহন্নারদীয়পুরাণ

অর্থাৎ সূর্য্য কিরণমালা দ্বারা বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন, সাধুগণ সূ
কিরণজাল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভিতরের অন্ধকার নাশ করেন। প্রহ্লাদ কহিয়াছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমশ্চদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

অর্থাৎ—যে পর্য্যন্ত আকিঞ্চন বিষয়াভিমানহীন সাধুদিগের পদধূলির দ্বারা অ
না হইবে, সে পর্য্যন্ত কাহারও মতি সংসার বাধানাশের উপায় যে ভগবানের চর
তাহা স্পর্শ করিতে পারে না।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন—সাধুদিগের সংসর্গে আমার শক্তি সম্বন্ধীয় হৃদয় ও ক
সুখজনক কথা হইতে থাকে। সেই কথা সম্ভোগ করিলে শীঘ্রই মুক্তির পথে ক্রম
শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু সাধু কাহারা কিরূপে জানিব?
ভগবান্ তাঁহাদিগের লক্ষণ বলিতেছেন—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ সমদর্শিনাঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥ (ভাগবত ১১।২৬।২৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পাপকে পঞ্চসূনা পাপ বলে। * উক্ত চুল্লী প্রভৃতি দ্বারা পঞ্চ প্রকারের উৎপন্ন পাপ অর্থাৎ পঞ্চসূনা পাপের নাশের জন্য গৃহস্থগণ প্রতিদিন যথাক্রমে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। † অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃতর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, দেবতোদ্দেশে হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলির (কাক, কুকুর, পিপীলিকা ইত্যাদি প্রাণীকে অন্নাদি দেওয়া) নাম ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসেবাকে নৃ-যজ্ঞ বলা হয়। ‡ সৎ, অসৎ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানই প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ পড়ে। কিন্তু হিন্দুগণ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ। যিনি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ (ভাগবত ৩।২৫।২১)

অর্থাৎ—সাধুগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারা আমাগতচিত্ত, প্রণত, সমদর্শন, নির্ম্মম, নিরহংকার, নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্পরিগ্রহ, দুঃখসহনশীল, দয়ার্দ্রহৃদয়, সকল জীবের সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত ও সুশীল।—এই প্রকার আদর্শ ব্যক্তি বড়ই দুর্লভ। আদর্শ সাধু দুর্লভ হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবগুলি কথঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনে আয়ত্ত করিয়াছেন এরূপ অনেক সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার জীবনে ঐ ভাবগুলি যতদূর পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহাকে ততদূর সাধু মনে করিতে হইবে। এইরূপ সাধুদিগের সঙ্গ করিলেও জীবনে অনেক উন্নতি হয়। যিনি প্রাণের সহিত ভগবৎ-কথা বলেন, তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। সাধুদিগের দর্শন অভাবে পরস্পর একত্র মিলিত হইয়া ভগবদালোচনা, কীর্ত্তন, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি করা কর্ত্তব্য। ইহাও অনেকটা সাধুসঙ্গের মত ফলদায়ক।

* পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্ ॥ (মনু, ৩।৬৮)

† তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ কৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্ ॥ (মনু, ৩।৬৯)

‡ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥ (মনু, ৩।৭০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম, তিনি অগত্যা স্বীয় আয়ের দশভাগের এ ভাগ দান করিবেন। এই দান দ্বারাও পঞ্চসূনা-পাপ নাশ হয়। তো এই সব উপদেশ পালন করিতে সচেষ্ট হও, দেখিবে ধীরে ধীরে তোমা হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইয়া ক্রমশঃ তাহা দৃঢ়তর হইবে এ পরিশেষে এই আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্মভাবই তোমাকে চিরশান্তি প্র করিবে। তবে হতাশ হইও না, প্রথমতঃ এই রাজ্যটী বিষবৎ দুঃখপ্র কখনও তীব্র অশান্তি, কখনও সংশয়, কখনও অবিশ্বাস আসিয়া তোম হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিবে। কিন্তু তখন ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সাধ মগ্ন হইতে হয়—প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়ম পালন করি হয়; যেমন রোগী অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিক্ত ঔষধ সেবন করে।"

এইভাবে ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীশ্রীস্বামীজী আনন্দে জীবন অতিবাহি করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিতে যথাবিহিত আহার গ্র পূর্ব্বক তিনি নিদ্রিত হইলেন। রাত্রির শেষভাগে হঠাৎ অত্যা স্বপ্ন দেখিয়া তিনি জাগ্রত হইলেন। স্বপ্নে তিনি দেখিতে পাইলেন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—" আমার প্রিয়ভক্ত! আমি এই আশ্রমের একপ্রান্তে মৃত্তিকার নী অবস্থান করিতেছি, তুমি আমাকে উত্তোলন পূর্ব্বক আশ্রমে প্রতি করিয়া আমার পূজা কর। আমি তোমার পূজা গ্রহণ করিতে একা অভিলাষী।" বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্টচিত্ত শ্রীশ্রীস্বামীজী অনতিবিলম্বে নির্দ্দি স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত শিবকে স্মরণ করি করিতে উক্ত স্থান একটু খনন করিতেই বৃহৎ সর্পপরিবেষ্টিত এক মহান্ শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। সর্পটী অচিরেই উক্ত স্থান ত্যা করিয়া চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীস্বামীজীও ভক্তিপূত অন্তঃকরণে শিবলিঙ্গ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মহাদেবের অযাচি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

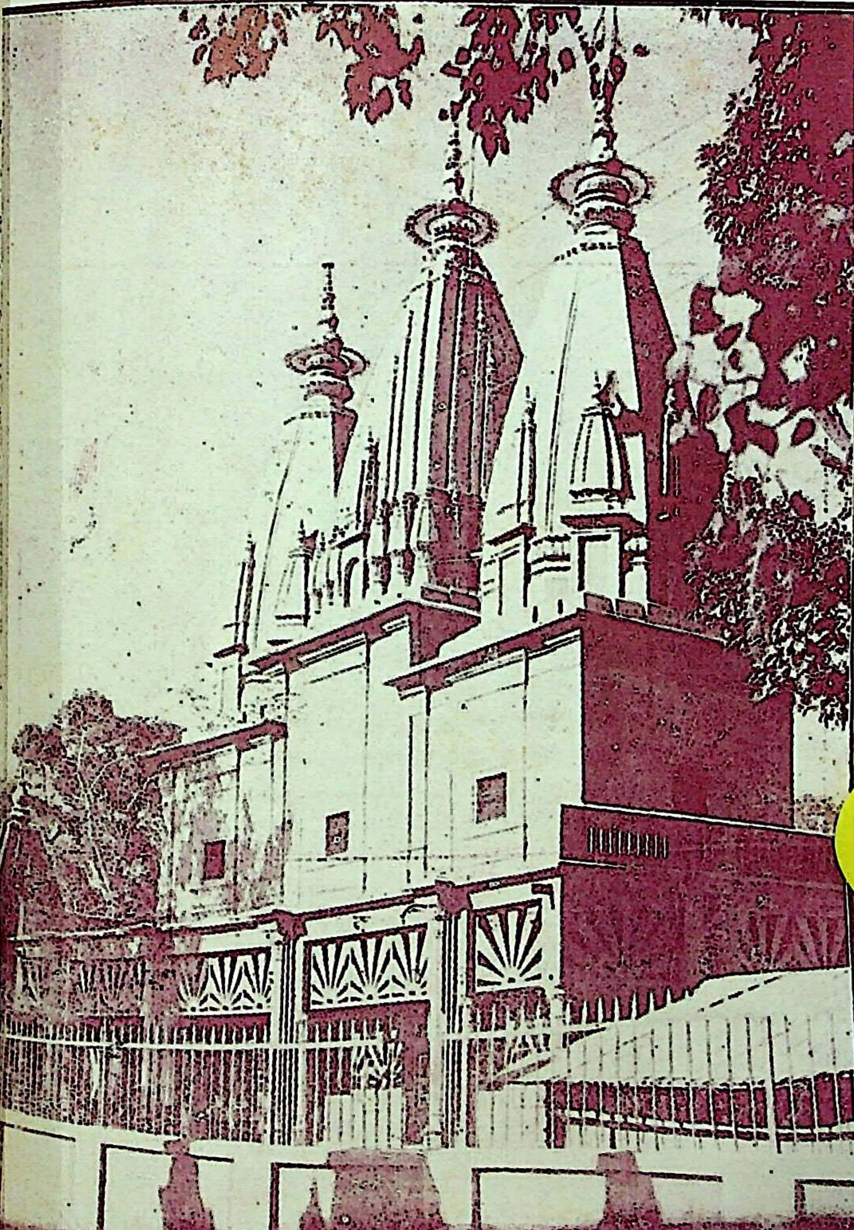

বর্ত্তমান আশ্রম গৌরীশঙ্কর শিব, আচার্য্য ও শ্রীগুরু মন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

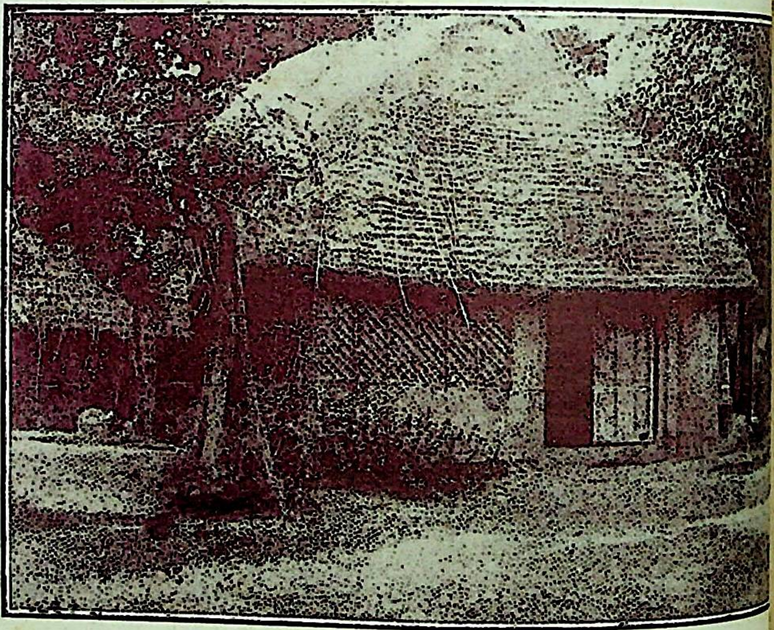

গোলাপ গাছের নীচে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের প্রতিষ্ঠিত
"গৌরীশঙ্কর শিব" এবং আশ্রমের পুরাণ বাংলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপায় তাঁহার হৃদয় দিব্যপ্রেমে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে পত্র, পুষ্প, ফল, জল ও মিষ্টি দ্বারা শিবলিঙ্গকে যথোচিত পূজা করিয়া আশ্রমে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক উহার নাম রাখিলেন "গৌরীশঙ্কর"। তদবধি শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রত্যহ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত উক্ত শিবলিঙ্গকে পূজা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামীজী লেখক এবং অন্যান্য শিষ্য ভক্তবৃন্দকে বলিতেন—"দেখ বেটা, এই শিবলিঙ্গ বড় প্রত্যক্ষ, ভক্তির সহিত ইহাকে পূজা করিলে যে কোনও কামনা সিদ্ধ হয়।"* এই শিবলিঙ্গ অদ্যাপি আশ্রমে পূজিত হইতেছে। কিন্তু হায়! ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীস্বামীজী আর ইহজগতে নাই।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে উভয় চক্ষুতে ছানি পড়িয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়। শিষ্যদিগের আগ্রহে তিনি কলিকাতায় উপনীত হইয়া যথাবিহিত চিকিৎসা করিয়াও দৃষ্টিশক্তি লাভে বঞ্চিত হন; পরিশেষে হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি শান্তিতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ভোলাগিরি নামে একজন মাড়োয়ারী সন্ন্যাসী এই সময় শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেবায় রত হন। তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর দৃষ্টিশক্তি-হানিতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে কাতর প্রাণে শ্রীশ্রীস্বামীজীর পুনঃ দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার কিন্তু কোনও দুঃখ পরিদৃষ্ট হইত না; অধিকন্তু তিনি (শ্রীশ্রীস্বামীজী) অধিকতর আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও কখনও বালকের ন্যায় নাচিতেন ও উপস্থিত ভক্ত ও সন্ন্যাসীবৃন্দকে বলিতেন—"দেখ, আমি কত সুখী, অন্নগ্রহণ

*লেখকও শ্রীশ্রীস্বামীজীর এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি কোনও বস্তুর জন্য আমার কোন প্রকার চিন্তা করিতে হয়
আমার প্রিয় ভোলাগিরি (মাড়োয়ারী সাধু) পুত্রাধিক স্নেহে আ
সেবা করিতেছে, রাজাও আমার ন্যায় সুখী নয়।"

গীতা সত্যই বলিয়াছেন :—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

(গীতা ৬।২২)

অর্থাৎ 'যে জ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য অন্য কোনও প্রকার লাভ লাভই মনে করেন না, যে অবস্থায় স্থিত হইলে, গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হয় না—সেই অবস্থাই মুক্তাবস্থা।' মুক্ত পুরুষের কাছে স্বপ্নবৎ অলীক প্রতীত হয়। জাগতিক শোকে, দুঃখে, শারীরিক বৈকল্যে তাঁহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হয় না। শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবন আন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু ভোলাগিরিজী শ্রীশ্রীস্বামীজীর দৃষ্টি হানিতে ক্রমশঃ মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। অবশেষে মানসিক অশা প্রাবল্যে তিনি কঠিন পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হই ডাক্তার তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। ভোলা আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, যে কোনও মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণবায়ু বা হইতে পারে—শ্রীশ্রীস্বামীজী ইহা জ্ঞাত হইয়া নিজের প্রিয়তম মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ভোলাগি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন মৃত্যু সময়েও ভোলাগিরি বাবাকে অন্ধ দেখিয়া মরিতে হইল! হে আমি শরীর ত্যাগ করিতেছি, আমার এই চক্ষু যেন ভোলাগিরি লাভ করেন।' কি অদ্ভুত প্রেম, কি অহৈতুকী ভালবাসা! দেখিতে দেখিতে ভোলাগিরিজী নশ্বর শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনোচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ইহা অবগত হইয়া অতীব মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"ওঃ ভোলাগিরি! তুমি কেন স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিলে, মৃত্যুসময়েও তুমি শিবের কাছে তোমার চক্ষুর বিনিময়ে আমাকে চক্ষু প্রদান করিতে প্রার্থনা ক'রে গেলে, কি অহৈতুকী তোমার ভালবাসা! কিন্তু আমার ত' কোনও দুঃখ ছিল না, কেন তুমি আমার জন্য এত অভিভূত হ'য়েছিলে! এখন আমাকে পুত্রতুল্য কে পালন করিবে, তোমার ন্যায় প্রেমের সহিত কে আমার সেবা করিবে?" কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজীর কথা তখন কে শুনিবে? ভোলাগিরিজীর জীবাত্মা তখন সে স্থান হইতে দূরে বহুদূরে কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে অবস্থান করিতেছে। সে রহস্যময় প্রদেশের সংবাদ কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোনও দিন দিয়াছেন বলিয়া শ্রুতিগোচর হয় না। জ্ঞানী, মহাপুরুষ, অবতার কেহই সেই রহস্যময় প্রদেশের সংবাদ বহন করিয়া আনিতে পারিলেন না। কি অদ্ভুত জগৎ, কি অদ্ভুত মায়া! তথাপি এই মায়াময় অনিত্য জগতে আমরা পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক চির সুখনীড় রচনা করিতে বদ্ধপরিকর হই —ইহার চেয়ে অজ্ঞতা, ইহার চেয়ে বাতুলতা আর কি আছে? কিন্তু ভোলাগিরিজীর অহৈতুক প্রেম, অপূর্ব্ব ত্যাগ কি নিষ্ফল হইবে? না, তাহা হইতে পারে না। শুদ্ধা প্রীতি, নিঃস্বার্থ ত্যাগের পরিণাম কখনও অশুভ হইতে পারে না। শ্রীশ্রীস্বামীজী পূর্ব্ববৎ জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইষ্টদেব-দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভের জন্য কখনও প্রার্থনা করেন নাই। তিনি ভাবিলেন "শরীর অনিত্য, দৃষ্টিশক্তিও নিত্য নয়, এই অনিত্য বিষয়ের জন্য নিত্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা মুর্খতার লক্ষণ। জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের হাতের পুতুল মাত্র। তিনি তাহাদিগকে যখন যেভা রাখেন, সেই অবস্থায়ই তাহাদিগের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমি এ নশ্বর দৃষ্টিশক্তির জন্য তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিব কেন? তাঁহা ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।" কিন্তু হঠাৎ একদিন শিব ও পার্ব্বতী তাঁহা সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"দেখ্ ত ভোলা! আমরা কে! শ্রীশ্রীস্বামীজীর এক চক্ষু তৎক্ষণাৎ খুলিয়া গেল। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে দিব্যমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় শিব ও পার্ব্বতী দণ্ডায়মান ভক্তিগদগদচিত্তে সাশ্রুনয়নে তিনি তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান শিবজী শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন— "যা, আজ হ'তে তোর এক চক্ষু লাভ হ'ল।" শ্রীশ্রীস্বামীজীর মুখমণ্ডল প্রেমাশ্রুসিক্ত, চিত্ত ভক্তিতে গদগদ, চক্ষু হরপার্ব্বতীর সুমনোহর রূপমাধুর্য্যে আকৃষ্ট। জয় ভক্ত, জয় ভগবান্! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমরা শুধু কল্পনানেত্রে সে সুন্দর জগৎকালিমাবর্জ্জিত আনন্দঘন চিন্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাই, আর দেখিতে পাই ভক্তের হৃদয়ে সুমধুর ভাবের উচ্ছ্বাস, আনন্দলহরী তাঁহার হৃদয়সমুদ্রে কি প্রবল বেগে উত্থিত হইতেছে। হায়! এই আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে আমরা বিষয়-বিষ পান করিয়া দুঃখ সাগরে মগ্ন হই। আনন্দের খনি ভগবান্‌কে লাভ করিবার ইচ্ছা আমাদের ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—যে ভূমা বা অনন্ত অর্থাৎ ভগবান্ বা ব্রহ্ম, তিনিই সুখময়; অল্প অর্থাৎ ক্ষণিক পদার্থ বিষয়াদিতে কোনও সুখ নাই। প্রকৃত সুখ লাভ করিতে চাও ত অনন্যভাবে ভগবানের উপাসনায় তন্ময় হও। শ্রীশ্রীস্বামীজী কিছুক্ষণ হরপার্ব্বতীর মনোহর রূপে আবিষ্ট হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ অনিমেষ নয়নে তাঁহাদিগের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, পরিশেষে সম্বিৎ লাভ করিয়া বলিলেন 'বাবা ও মা! আপনাদিগের অযাচিত কৃপা এ দীনের উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্দ্ধিত হইতেছে, আপনাদের প্রদত্ত এই এক চক্ষু দ্বারাই আমার কাজ চলে যাবে। আপনাদিগের নিকট আমার প্রার্থনা যেন সর্ব্বদা রাতুল চরণে আমার ভক্তি থাকে।' হরপার্ব্বতী 'তথাস্তু' বলিয়াই শ্রীশ্রীস্বামীজীর মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীও তদবধি পুনরায় বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে লোককল্যাণের জন্য মধ্যে মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভোলাগিরিজী! তোমার অদ্ভুত ত্যাগ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা বিফল হয় নাই, তোমার প্রিয় স্বামীজী আজ শিব-পার্ব্বতীর কৃপায় চক্ষুলাভ করিলেন। এই সম্বন্ধে একটী ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করা উচিত। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লেখক "শ্রীশ্রীভোলানন্দ-প্রসঙ্গ" নামে শ্রীশ্রীস্বামীজীর সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিতে প্রয়াসী হয়। পুস্তকের কয়েক অধ্যায় লিখিত হইল; লেখকের ইচ্ছা—একটী বিশেষ অলৌকিক ব্যাপার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত হয়; কিন্তু সে কি লিখিবে! শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমে নিমবৃক্ষের নীচে আসনে অর্দ্ধশায়িত, হাতে ভর্ত্তৃহরি রচিত একখানি পুস্তক। লেখক কিঞ্চিৎ দূরে আশ্রমের ফটকের কাছে পূর্ব্বমুখী হ'য়ে উপবিষ্ট, শ্রীশ্রীস্বামীজীর সম্বন্ধে বিশেষ অলৌকিক বৃত্তান্ত কি লিখিবে, এই বিষয়ে সে গভীর চিন্তামগ্ন। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী লেখককে বলিলেন—"এই বেটা! আমার কাছে এস।" লেখক ভাবিল, শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাকে কোনও কাজ করিতে বলিবেন, তাই সে তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া বলিল—"বাবা! কেন ডেকেছেন?" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেটা! শোন, আমার উভয় চক্ষুই ত' ছানি পড়ে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, কলিকাতায় গেলুম, অনেক চিকিৎসাও হ'ল, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি আর লাভ হল না; পরিশেষে চিকিৎসা ত্যাগ করলুম। অন্ধ হ'য়েছিলুম, ভোলাগিরি আমার কত সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিল, সেও শরীর ত্যাগ করল, সে আমারই জন্য। কি তার প্রেম! তারপর দেখ্ বেটা! এইভাবে একদিন বসে আছি, (শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন উপবিষ্ট হইয়া কথা বলিতেছিলেন) হঠাৎ শুন্‌তে পেলুম, কে বল্‌ছে—'ভোলা, দেখ্ ত' আমরা কে?' তৎক্ষণাৎ আমার এক চক্ষু খুলে গেল। আমি দেখলুম বাপ-মা (শিব-পার্ব্বতী) আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। বাবা বল্‌লেন—'আচ্ছা আজ হ'তে তোর এক চক্ষু নাশ হ'ল', আমি বললুম 'তাহাতেই আমার কাজ চলে যাবে।' পুত্র! দেখ, ভগবান্ কি দয়ালু, অযাচিতভাবে কি প্রকার কৃপা করেন। ভক্তির সহিত ভগবানের উপাসনা কর, শুধু 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' করিলে বিশেষ কোনও লাভ নেই; ভক্তিই মুক্তির কারণ। একনিষ্ঠ ভক্ত হ'তে চেষ্টা কর; ভগবানের দয়ায় যোগ, ভোগ, মুক্তি, শান্তি—সবই লাভ হয়।' শ্রীশ্রীস্বামীজীর শ্রীমুখ হইতে এই প্রকার অলৌকিক বৃত্তান্ত শুনিয়া লেখক ত' অবাক্। অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীস্বামীজী লেখকের অন্তরের ভাব অবগত হইয়া তাহার নিকট স্বেচ্ছায় অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করিলেন। এই প্রকার অন্তর্য্যামী ভক্তাগ্রগণ্য জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া লেখক নিজেকে ধন্য মনে করিল। "শ্রীশ্রীভোলানন্দ-প্রসঙ্গ' পুস্তক লিখিত হইলে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লেখক স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ গিরি সমভিব্যাহারে ৺কাশীতে ৪০নং বড়গম্ভীর সিং-স্থিত (ভেলুপুরা) আশ্রমের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া উক্ত পুস্তক মুদ্রিত করাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে স্নান পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আশ্রমে দুই তিন দিন অবস্থান পূর্ব্বক তিনি বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। সেই তাঁহার শেষ ভ্রমণ। বঙ্গদেশে ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি হরিদ্বারের পথে ৺কাশীতে অবতরণ পূর্ব্বক বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনের পি, ডবলিউ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আই তাঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়ের কোয়ার্টারে দুই তিন দিন যাপন করিলেন। ইতোমধ্যে "শ্রীশ্রীভোলানন্দ-প্রসঙ্গ" পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু বাঁধান হয় নাই। খোলা পুস্তকের এক কাপি সহ লেখক ও বৈদ্যনাথানন্দজী চন্দ্রবাবুর গৃহে উপনীত হইয়া উভয়ে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে পূজা করিলেন। পশ্চাৎ লেখক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণামপূর্ব্বক উক্ত পুস্তকখানি তাঁহার শ্রীচরণের কাছে স্থাপন করিতেই, শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন 'এ কি?' লেখক কোন উত্তর দিতে সঙ্কোচ বোধ করিল। বৈদ্যনাথানন্দজী বলিলেন—"বাবা! আপনার সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দজী এই পুস্তক লিখেছেন।" শ্রীশ্রীস্বামীজী সোৎসাহে "আচ্ছা, বেশ" বলিয়াই পুস্তকখানি খুলিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী নিম্নে উপবিষ্ট, তাহার উভয়পার্শ্বে বরাভয়হস্ত শিব ও পার্ব্বতী দণ্ডায়মান—এই ভাবের একখানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত ছবি উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত ছিল। তাহা দেখিয়াই শ্রীশ্রীস্বামীজীর নেত্র ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। তিনি ভক্তি-গদগদচিত্তে বলিলেন—"কিরে আমার চক্ষুর বিষয় লিখেছিস্ নাকি?" বৈদ্যনাথানন্দজী বলিলেন—"হাঁ।" শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন "তোমরা ত' ঠিক কর নাই, বাপ-মা (শিব-পার্ব্বতী) ত আমার কাছে একেবারে নেংটা হয়ে এসেছিলেন, ছবিতে ত তোমরা কাপড় পরিয়ে দিয়েছ, এ ঠিক হয়নি।" বৈদ্যনাথানন্দজী বলিলেন—"বাবা! বাপ-মাকে বিশেষ করে মাকে কি করে নেংটা চিত্রিত করা যায়! পাবলিক্ (জনসাধারণ) ত' এ ছবি দেখিবে।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"হাঁ, বেটা! পাবলিক্‌কা লিয়ে তো তোমলোগ ঠিক হী কিয়া, লেকিন হামারা পাশ তো বাপ-মা বিলকুল নেংগা হোকর আয়ে থে।"*

---

* হাঁ বেটা জনসাধারণের জন্য ত, তোমরা ঠিকই করেছ, কিন্তু আমার কাছে ত বাপ-মা একেবারে নেংটা হয়েই এসেছিলেন। (হিন্দীর বঙ্গানুবাদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম পরিচ্ছেদ

কতিপয় মহাত্মা সম্ভিব্যাহারে

"ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্॥"

সম্বিৎ গিরি—সম্বিৎ গিরি মহারাজ কন্‌খল, (হরিদ্বার) ঘণ্টাকুটিরে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর অকৃত্রিম সুহৃৎ ছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী সম্বিৎ গিরি মহারাজের সম্বন্ধে বলিতেন —"বেটা! একনিষ্ঠ ভক্ত হতে চেষ্টা কর; দেখ, সম্বিৎ গিরিজী একনিষ্ঠ শিবভক্ত ছিলেন, শিবের কৃপায়ই তিনি জীবনে কৃতকৃত্যতা লাভ করেছিলেন, ভক্তির বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ভোগ চাও, ভগবান্‌কে কায়মনোবাক্যে ডাক, তাঁহার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা কর, তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন, দেখ্ না, শিবের কাছে লঙ্কেশ্বর রাবণ ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা ক'রে ত্রিভুবনের প্রভু হয়েছিলেন; ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, পবন প্রভৃতি দেববৃন্দ পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। রাবণের ন্যায় শিবভক্ত এবং হনুমানের ন্যায় রামভক্ত আর কেহ ছিলও না এবং হবেও না। কিন্তু রাবণ ভোগৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করে পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হলেন, হনুমান শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রার্থনা করে দেববৎ লোক-সমাজে পূজিত হতে লাগলেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভগবানের নিকট অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর ভোগৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করে না; ভোগে সুখ নাই, যোগেই সুখ।" শিবভক্ত সম্বিৎ গিরিজী শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া একটী স্তোত্র রচনা করেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী উক্ত স্তোত্রপাঠ শ্রবণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুগ্ধ হন এবং তিনি নিজেও তদবধি ভক্তির সহিত প্রত্যহ সায়ংকালে উক্ত স্তোত্র পাঠ করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে আশ্রমের সন্ন্যাসিগণও তাঁহার সহিত উক্ত হৃদয়গ্রাহী স্তোত্রপাঠে রত হন এবং তদবধি প্রত্যহ সায়ংকালে শিবের আরতির পর উক্ত স্তোত্র আশ্রমে পঠিত হইতে লাগিল। স্তোত্র যথা :—

হরিঃ ওঁ ॥ একং পূর্ণং নিত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানং—
হর সর্ব্বাধিষ্ঠানম্।
নিষ্কলনির্ম্মলদেবং নিষ্কলনির্ম্মলদেবং বন্দে সর্ব্বেশম্॥
সত্যং শান্তং সর্ব্বানন্দং চৈতন্যাভরণম্—
হর চৈতন্যাভরণম্।
কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং—
সর্ব্বান্তরভূতম্॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব॥
চণ্ডাংশুশ্চেন্দ্রোপেন্দ্রঃ শীতাংশুর্ব্বায়ুঃ—হর শীতাংশুর্ব্বায়ুঃ।
অগ্নির্ম্মৃত্যুর্দেবা অগ্নির্ম্মৃত্যুর্দেবা ভীতাস্তব শম্ভো॥
তং তং স্বং স্বং সর্ব্বং ব্যাপারং কর্ত্তুম্—হর
ব্যাপারং কর্ত্তুম্।
অনিদ্রাস্তে নিত্যং অনিদ্রাস্তে নিত্যং—বর্ত্তন্তে নীতৌ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সাহঙ্কারৌ উর্দ্ধমধো যাতৌ—
হর উর্দ্ধমধো যাতৌ॥
ঐশ্বর্য্যং তদগন্তুং ঐশ্বর্য্যং তদগন্তুং—শীঘ্রং তে শম্ভো॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং পারং নায়াতৌ—হর পারং নায়াতৌ।
ভ্রান্ত্বা নিরহঙ্কারৌ, ভ্রান্ত্বা নিরহঙ্কারৌ—শরণং তে যাতৌ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজানিষ্ঠো বিষ্ণুর্নেত্রং তে পাদে ধৃত্বা—হর তে পাদে ধৃত্বা।
ত্রৈলোক্যস্যাবৃত্তং ত্রৈলোক্যস্যাবৃত্তং—সাম্রাজ্যং
ভজতে।
অত্যন্তং তে ভক্তিং কৃত্বা পৌলস্ত্যো মানী—
হর পৌলস্ত্যো মানী।
গীর্ব্বাণানাং ব্রাতং গীর্ব্বাণানাং ব্রাতং—স্বাধীনং
কুরুতে।
ওঁ হর হর হর মহাদেব।
দেবা দৈত্যা গন্ধর্ব্বাদ্যা লোকে চানন্তাঃ—হর লোকে
চানন্তাঃ।
ঐশ্বর্য্যং তৎ প্রাপ্য ঐশ্বর্য্য তৎ প্রাপ্য—সানন্দীভূতাঃ।
শুদ্ধো বুদ্ধো মুক্তো নিত্যস্ত্বং দেব—হর নিত্যস্ত্বং দেব।
অর্ব্বাচীনং যত্তদ্ অর্ব্বাচীনং যত্তদ্—সর্ব্বং ত্বং ভাসি।
ওঁ হর হর হর মহাদেব॥
ভূতেশস্তবমেতৎ সায়ং যোঽধীতে—হর সায়ং যোঽধীতে।
ধর্ম্মার্থং শুভকামং ধর্ম্মার্থং শুভকামং—কৈবল্যং ভজতে।
ভক্তিশ্রদ্ধানিষ্ঠো বাহ্যান্তরপূতো—হর বাহ্যান্তরপূতো।
দেবাদীনামিষ্টং দেবাদীনামিষ্টং—সচ্চিদ্‌গিরিগীতম্॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব॥

প্রত্যহ সায়ংকালে শিবের আরতির পর শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমস্থ সাধুদিগের সহিত উক্ত স্তোত্র, প্রণাম, শিবমহিম্ন, শিবপঞ্চাক্ষর, বদ্রী-নারায়ণ আরত্রিক, ভক্তিমাহাত্ম্য, আত্মস্তুতি, দত্তাত্রেয় বন্দনা ও গুরুবন্দনা ইত্যাদি স্তোত্রাবলীও মধুর কণ্ঠে ভক্তিগদগদচিত্তে পাঠ করিতেন। উক্ত স্তোত্রাবলী আবৃত্তি করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যয়িত হইত। এখনও উক্ত স্তোত্রাবলী আশ্রমস্থ সাধুবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রত্যহ সায়ংকালে পঠিত হইতেছে।*

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী—আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রীশ্রীস্বামীজীর সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতেন—"বেটা! দয়ানন্দজী আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় সাধু ছিলেন। কিন্তু আমার সহিত তাঁহার মতের মিল হত না। তিনি বলিতেন যে, জীব কখনও ব্রহ্ম হতে পারে না। যেমন ধান কখনও চাল হতে পারে না, তুষ কখনও ধান বা চাল হতে পারে না; তদ্রূপ ঈশ্বর ও ব্রহ্ম কখনও অভেদ নন এবং জীবও কখনও ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হতে পারে না। জীব তুষস্থানীয়, ঈশ্বর ধানস্থানীয় এবং ব্রহ্ম চালস্থানীয়।" তাঁহার মতে নির্ব্বাণমুক্তি সম্ভব নয়। জীব তপঃপ্রভাবে পুণ্যবলে ভগবানের নিকট এক বা দুই লক্ষ বৎসর পরম সুখে বাস করে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার যুক্তি হল যে যদি মুক্তজীবের পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়, তবে কালক্রমে ভগবানের বিধানে যখন সকল জীবই মুক্ত হয়ে যাবে, তখন জগতের অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে? আমি তাঁহাকে বলিতাম, "বেশ ত', আপনি বিদায়ভোগী সৈনিক, যুদ্ধ আরম্ভ হ'লেই পুনরায় আপনাকে যুদ্ধে যেতে হবে; আর আমি পেন্সন্‌প্রাপ্ত সৈনিক, যুদ্ধ লাগিলেও আমার কোন ভয় নেই, আমাকে আর যুদ্ধে যেতে হবে না। (অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করিতে হবে না)।"

---

* উক্ত স্তোত্রাবলী পড়িতে ইচ্ছা হইলে হরিদ্বার শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসি-সংঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সদাচার ও স্তোত্রমালা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা দেখুন। জীবনীতে উক্ত স্তোত্রাবলী পুনঃ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন—"দয়ানন্দ মহারাজের শঙ্কা ত' ঠিক; কালক্রমে জীবমাত্রই মুক্ত হবে, মুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম না হলে, তখন এই জগতের অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"মুক্তপুরুষের জন্ম হয় না, তা তোকে কে বলিল?"

উত্তর—"কেন, গীতায় আছে, যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' —যে পদকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে ফিরিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম।"

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"তবে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে কি বল্‌বি, তিনি কেন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?"

প্রশ্ন—"আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়েছিল?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ বেটা! দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি পূর্ব্বজন্মেই জ্ঞানী ছিলেন। এই জন্মে শুধু লোক-হিতার্থে স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করেছিলেন। মুক্তপুরুষের পুনর্জন্ম হয় না, ইহার অর্থ তিনি জন্ম-মৃত্যুর অধীন নন; ভগবান্ যে প্রকার স্বেচ্ছায় লোকহিতার্থে শরীর ধারণ করেন, তদ্রূপ মুক্তপুরুষও জগতের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন বা করিতে পারেন"।

স্বামী রামতীর্থ—শ্রীশ্রীস্বামীজী একদিন বিল্বকেশ্বর (হরিদ্বার) শিবকে পূজা করিতে যান। লাহোর, মিশন কলেজের প্রফেসর তীর্থরাম তখন ভ্রমণ ব্যাপদেশে হরিদ্বারে আসিয়া বিল্বকেশ্বরে কতিপয় ছাত্রের সহিত বাক্যালাপে রত ছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর সুন্দর তেজোদীপ্ত সাম্যমূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তিনি মহাপুরুষজ্ঞানে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহবিগলিতকণ্ঠে মধুর নীতিগর্ভ উপদেশ দ্বারা তীর্থরামের তাপিত প্রাণ শীতল করিলেন। তীর্থরাম ভাবিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর ন্যায় মহাপুরুষ হইতে পারা যায়; তাই তিনি তাঁহার কাছে সন্ন্যাস-জীবন যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি নিজের সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। তিনি লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। পশ্চাৎ চাকুরী ত্যাগ করিয়া পুনরায় হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট যথোচিত উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইবার উদ্দেশ্যে তিনি হিমালয় পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। মাত্র এক বৎসর কাল হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যায় যাপন করিয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে সুদূর জাপান ও আমেরিকায় গমন করিলেন এবং তিন বৎসর পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তিনি অশেষ সম্মানের অধিকারী হন। কিছুদিন পর সদা প্রফুল্ল স্বামী রামতীর্থের হৃদয় হঠাৎ আশীবিষ-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। কোথায় সে জ্ঞান! কোথায় সে প্রেম! কোথায় সে আনন্দ! সব আজ লুপ্ত। তাঁহার শিষ্য আর, এস, নারায়ণস্বামী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী! আপনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন, মনে হইত—আনন্দের ফোয়ারা আপনার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল, কিন্তু আজ আপনি সদা বিষণ্ণ, কি অশান্তি আপনার, এ প্রকার কেন হ'ল?' তদুত্তরে স্বামী রামতীর্থ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, 'ও নারায়ণ! তুমি কি বুঝবে!' স্বামী রামতীর্থের মন আজ তমসাচ্ছন্ন, স্বামী রামতীর্থ আজ অশান্তিতে, দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। কে এই হৃদয়জ্বালা দূর করিবে! স্বামী রামতীর্থ ভাবিলেন, 'আমার চেয়ে বড় সাধু আবার কে আছে!' কিন্তু সদা প্রফুল্ল রামতীর্থের আজ এ অশান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন? তিনি ৺কাশীতে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতদিগের সহিত তর্কে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বলিলেন—'আপনি সংস্কৃতই জানেন না, আপনার সহিত আবার তর্ক করিব কি?' মানীর অপমান বজ্রের সমান। স্বামী রামতীর্থও ধ্যান, জপ ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুষ্ক ব্যাকরণ পাঠে রত হইলেন; তাহারই পরিণামে আজ তাঁহার এই অবস্থা। পরিশেষে তিনি টিহরীতে গঙ্গায় নিজের শরীর স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন করিয়া সকল দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হইলেন। হায় যশোলিপ্সা! হায় অভিমান্! হায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া! এই প্রসঙ্গে তাঁহার শিষ্য পুরণ সিং তাঁহার (রামতীর্থের) জীবনীতে লিখিয়াছেন—"স্বামীজী (রামতীর্থ) যদি এই অবস্থায় কোনও উন্নততর সাধুর নিকট গিয়া নিজের মনোগত অশান্তির কথা প্রকাশ পূর্ব্বক উপদেশপ্রার্থী হইতেন, তবে স্বামীজীর আজ এইভাবে শোচনীয় মৃত্যু হইত না, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, কোনও সাধুকে তিনি নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন না।"

রামদাস কাঠিয়াবাবা—বৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়াবাবা একবার কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীস্বামীজীও তখন কলিকাতায় ছিলেন। রামদাস বাবার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার আবাসস্থলে উপনীত হন। উভয় মহাত্মা পরস্পরকে দিব্যপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে উভয়ের কুশলবার্ত্তা অবগত হইয়া কিছুক্ষণ অধ্যাত্ম-আলোচনায় অতিবাহিত করিলেন। পশ্চাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী বিদায় গ্রহণ করিলে, কাঠিয়াবাবার জনৈক শিষ্য কাঠিয়াবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর আবাসস্থলে একবার পদার্পণ করিবেন কি না। তদুত্তরে রামদাস বাবা বলিলেন—'হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হয়েও যখন ভোলাগিরিবাবার হৃদয়ে এতটুকু অহংকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, যখন তিনি নিজেই আমার আবাসস্থলে এসেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই তাঁহার ওখানে একবার যেতে হবে।"*

পরশুরামজী ও হনুমানজী—একদিন রাত্রিতে অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজী পালঙ্কোপরি শয়ান। সেই সময়ে প্রত্যহ রাত্রির আহারান্তে লেখককে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট এক ঘণ্টা করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে হইত। লেখক সেইদিন আহারান্তে পুস্তকহস্তে বট-বৃক্ষতলে অবস্থিত শ্রীশ্রীস্বামীজীর কুটিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শায়িত অবস্থায় অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তিনি একা একা কি যেন বলিতেছেন। লেখক অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতেছেন—"ও, পরশুরামজী মহারাজ! আপনি কষ্ট করে আমার নিকট আসিলেন কেন? আমি আপনার কাছে যেতুম।" শ্রীশ্রীস্বামীজী আরও কি বলিলেন, লেখক তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"আপনি কে?" "আপনি কে? ও, হনুমানজী! আপনি এত কষ্ট করলেন কেন?" —ইহার পর শ্রীশ্রীস্বামীজী কি সব বলিলেন, লেখক তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এইভাবে অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল; হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"আরে ধ্রুবানন্দ, তুই এখনও আসিস্ নাই।" লেখক বলিলেন—"বাবা! আমি ত' প্রায় আধ ঘণ্টা হ'ল এখানে এসেছি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"তবে তুই পড়ছিস্ না কেন?" লেখক—"আপনি তন্দ্রাঘোরে কি সব বলছিলেন, তাই আমি

---

* রামদাস কাঠিয়াবাবা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিম্বার্ক-শাখান্তর্গত জনৈক প্রতিষ্ঠানবান্ সাধু ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব-সমাজে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মানিত। বঙ্গদেশেও ইঁহার অনেক শিষ্য আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চুপ করে বসে আছি।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"না, না, আমার তন্দ্রা হয়নি, তুই পড়তে আরম্ভ কর্।" লেখক এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে সাহসী হইল না, সে পড়িতে লাগিল।*

লোকনাথ ব্রহ্মচারী—বারদীর (ঢাকা) প্রসিদ্ধ লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীস্বামীজী বিশেষ পরিচিত ছিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীজীর দেহত্যাগের বহু বৎসর পর ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ, সপরিবারে হরিদ্বারে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে ভক্তির সহিত প্রণাম পূর্ব্বক উপদেশপ্রার্থী হন। শ্রীশ্রীস্বামীজী মথুরবাবুকে স্নেহের সহিত বলিলেন—"বেটা! উপদেশ ত' অনেক শুনেছ, তুমি যা কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েছ সবই ত, ব্রহ্মচারীজীর কৃপায়! (লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী মথুরবাবুর গুরু ছিলেন এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদে বা বরে মথুরবাবু ঔষধ-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থের অধিকারী হন)।

মথুরবাবু—(বিনীতভাবে) 'হ্যাঁ মহারাজ! সকলই আপনাদের কৃপা।'

শ্রীশ্রীস্বামীজী—'কিছু দান কর ত ?'

মথুরবাবু—'যথাশক্তি করি।'

শ্রীশ্রীস্বামীজী—'আচ্ছা বেটা! এক কাজ করতে পারবি ?'

মথুরবাবু—(বিনীতভাবে) 'আজ্ঞা করুন।'

শ্রীশ্রীস্বামীজী—'আয়ের অর্দ্ধেক দান করতে পার্‌বি ?'

মথুরবাবু—'বাবা, আপনার কৃপা হ'লে হ'তে পারে।'

---

* মহাপুরুষের নিকট মহাপুরুষবৃন্দ সূক্ষ্মশরীরে আসেন, পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়া অগাধ আনন্দ উপলব্ধি করেন; লেখকের মনে হয়, পরশুরামজী ও হনুমানজী শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট আসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী—'কৃপা ত' আছে, তোদেরও চেষ্টা ও ইচ্ছা চাই। বৎস, যত পার দান কর। দানের ন্যায় ধর্ম্ম নাই। গীতায় ভগবান্‌ও বলেছেন—যজ্ঞ, দান ও তপঃ এই তিনটিই অন্তঃকরণশুদ্ধির উপায়। শুদ্ধান্তঃকরণেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং বৎস! যত পার দান কর।'

ত্রিপুলিঙ্গ স্বামী—ঢাকার ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীকে দেখিলে মনে হইত, ইনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর সহোদর ভ্রাতা। ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীর আশ্রমে কতিপয় অল্পবয়স্ক (যুবতী) মেয়ে থাকিত। তাই ঢাকার কেহ কেহ তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিত। শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্য ঢাকার ডাক্তার ৺নৃপেন্দ্রনাথ বসু এম, বি-ও উক্ত কারণে ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীর প্রতি হৃতশ্রদ্ধ ছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী একবার ঢাকায় উপনীত হইয়া নৃপেনকে সঙ্গে লইয়া ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীর আশ্রমে উপনীত হন। শ্রীশ্রীস্বামীজী নৃপেনকে বলিলেন—'মহাত্মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর।' গুরু-আজ্ঞা! নৃপেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের সংশয় দূর হইল না। অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীস্বামীজী হাস্যমুখে ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীকে বলিলেন—"স্বামীজী! একবার নাগা হন না।" ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজী সবই বুঝিলেন, হাসিতে হাসিতে তিনি নেংটা হইয়া দাঁড়াইলেন। নৃপেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন, ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীর পুরুষ-চিহ্ন ক্ষুদ্র বালকের পুরুষ-চিহ্ন অপেক্ষাও ছোট। ডাক্তার নৃপেন অনুতপ্ত হইয়া ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক গভীর শ্রদ্ধার সহিত পুনরায় তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"তোরা অল্পবুদ্ধি, সাধুর মহিমা তোরা কি ক'রে বুঝবি? বাহ্যদৃষ্টিতে সাধুকে কখনও বিচার করতে যেও না; তাতে তোমাদেরই অকল্যাণ হবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরোক্ত মহাত্মাগণ ব্যতীত শ্রীশ্রীস্বামীজী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গুরু তোতাপুরীজী, হৃষীকেশের বাবা কালীকমলীওয়ালা ওরফে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরিজী, ৺কাশীর স্বামী ভাস্করানন্দজী, ত্রৈলঙ্গস্বামীজী এবং বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীজী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাত্মাবৃন্দের সহিতও বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ পরিচ্ছেদ

আশ্রম-জীবন ও সন্ন্যাসী শিষ্য

শ্রীশ্রীস্বামীজী রাত্রি তিন ঘটিকায় শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া শিবলিঙ্গকে প্রণাম পূর্ব্বক সাধনগুহায় প্রবেশ করিয়া সমাধিস্থ হইতেন। প্রাতঃ সাত ঘটিকায় গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সামান্য দুগ্ধ বা ঘোল গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি আশ্রমস্থ গো-মাতাকে প্রণাম করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। ৮।৮৷৷০টার সময় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তিনি আশ্রমস্থ সাধুদিগের সহিত আশ্রমকার্য্য সম্পাদন করিতেন। মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিশ্রাম গ্রহণ পূর্ব্বক অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আশ্রমস্থ নিমবৃক্ষতলে অবস্থিত গদিতে, কখনও বা অন্যত্র চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া তিনি সমাগত ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দকে মধুর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপদেশ প্রদান করিতেন। কোনও দিন বা বিশেষ প্রয়োজনে আশ্রমকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কখনও বা পুস্তক পাঠে মগ্ন থাকিতেন। তৎপর সান্ধ্যভ্রমণান্তে শিবের আরতি ও মহিম্ন-স্তবাদি পাঠ পূর্ব্বক তিনি উপস্থিত সকলের সহিত অধ্যাত্ম আলোচনায় মগ্ন হইতেন। রাত্রির আহারান্তে তিনি কিছুক্ষণ শুধু কৌপীন মাত্র পরিহিত হইয়া "শিবোঽহম্ শিবোঽহম্" উচ্চারণ করিতে করিতে আশ্রমে পদচারণ করিতেন। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় তিনি শয্যা গ্রহণ করিতেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি এই নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতেন— "বেটা! প্রত্যহ দুই বেলা নিয়মিতভাবে ভ্রমণ করিলে শরীর বেশ সুস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, এই দেখ্ না, আমি এত বৃদ্ধ হ'য়েছি কিন্তু তোদের চেয়ে আমার শরীরের শক্তি কি কম ? প্রত্যহ ব্যায়াম, ভ্রমণ অথবা আসন কর্‌বি ; সৎ চিন্তা দ্বারা যেমন মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, নিয়মিত ভ্রমণ, আসন বা ব্যায়াম দ্বারা তদ্রূপ শরীর পুষ্টিলাভ করে। তোদের ত' বয়স অল্প, খুব পরিশ্রম কর্‌বি। আশ্রমের কাজ করতে তোদের বুঝি ভাল লাগে না! মাটি কাটা, ঘাস কাটা, কুয়া হ'তে জল তোলা, বাজার হ'তে মাথায় ক'রে জিনিস নিয়ে আসা ইত্যাদি কাজ করতে তোদের কি সঙ্কোচ হয় ? তা হ'তেও পারে, তোরা সব বাবু ছিলি, এখন কুলী গুরুর কাছে এসে তোদের কুলীগিরি করতে হচ্ছে। তা কি কর্‌বি ? কোনও পণ্ডিত সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলে ত' তোদের এত কষ্ট কর্‌তে হ'ত না, দিনরাত শাস্ত্রপাঠে তোদের সময় অতিবাহিত হ'ত। আমি ত' চাষা, মূর্খ, চাষাগুরুর কাছে আস্‌লে চাষার কাজই করতে হয়।"

উত্তর—"আপনি ত' চাষাই, আপনি বেশ কৃষিকাজ জানেন, বাবা! রামপ্রসাদের একটা গান আছে—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমি রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।

আপনি যখন নিজের এই মানব জমিতে সোনা ফলিয়েছেন তখন আপনার ন্যায় চাষা আর কে আছে ? আশীর্ব্বাদ করুন আমরাও যেন আপনার ন্যায় চাষা হতে পারি।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"না বেটা! কাজে আলস্য করতে নাই, কাজ না ক'রে বসে বসে অন্ন খেলে পাপ হয়। দেখ, গৃহস্থগণ নিজেদের অন্ন হ'তে কত কষ্ট ক'রে সাধুদিগকে দান করে, তোরা যদি কাজ না ক'রে বসে বসে ঐ অন্ন গ্রহণ করিস্ তবে তোদের তপস্যার চৌদ্দ আনা ফলই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোরা যাদের অন্ন খাচ্ছিস্ তারা ভোগ কর্‌বে, তোরা মাত্র দুই আনা পাবি। এই দেখ্ না, আমিও সেইজন্যই কাজ ক'রে খাই। আমার কি অভাব বল্ ত'! তবুও এই বৃদ্ধ শরীর নিয়ে তোদের সঙ্গে সঙ্গে এত কাজ করি কেন ?"

অপরাহ্ন তিন ঘটিকা। শ্রীশ্রীস্বামীজী বিশ্রামান্তে কুটির হইতে বহির্গত হইয়াই বলিতে লাগিলেন—"গিরি হরে, চলি হরে, চলিরে, গিরিরে, হো হো হো, গিরি হরে, হো হো হো, চলি হরে, হো হো হো, গিরিরে, গিরি হরে, হো হো হো, হো হো হো, চলিরে, চল হরে, গিরি হরে, গিরিরে, হো হো হো, হো হো হো, হো হো হো।"* শ্রীশ্রীস্বামীজী গুলীবাঁশ হস্তে বানর তাড়াইতেছেন—"হো হো হো,

---

* বানরগণের শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশ পালন—

হরিদ্বার আশ্রমে বানরের দল কখনও কখনও হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ, ফল ইত্যাদি নষ্ট করিতে ব্যাপৃত হইলে, শ্রীশ্রীস্বামীজী স্বয়ং তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু ঐ বানরবৃন্দকে কেহ কখনও কোনও সাধুর অনিষ্ট করিতে দেখেন নাই। একবার শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্য শ্রীযুত চন্দ্রকুমার গুহ সপুত্র হরিদ্বার আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তাঁহার পুত্রের একখানি কাপড় বানরবৃন্দ লইয়া গেল। চন্দ্র শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"বাবা! বানরবৃন্দ সাধুদিগের কাপড়, কৌপীন ইত্যাদি কোন জিনিষই স্পর্শ করে না, কিন্তু আমার ছেলের কাপড় লইয়া গেল; উহাদের ব্যবহারে এই পার্থক্যের কারণ কি ?" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"বেটা! এ শরীর যখন প্রথমতঃ এই বাগানে (আশ্রমে) থাকিতে আরম্ভ করে তাহার কিছুদিন পরেই বানরবৃন্দ নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল তাহারা বৃক্ষাদির অনিষ্ট ত' করিতই, অধিকন্তু সাধুদিগের কৌপীন, কাপড় ইত্যাদিও নষ্ট করিত। কিছুকাল এইরূপ করিবার পর একদিন আমি খুব মোটা আওয়াজ করিয়া বানরগণকে ডাকিলাম। তাহারা সকলে একত্রিত হইলে তাহাদিগকে বলিলাম—'দেখ, বাগিচাকা ফলপাত্তি সব তোমারা খানেকো লিয়ে, তোম্‌লোগ খুব যতন করকে খানেকো লিয়ে কোসিস্ করোগে, হামলোগ ভী তোমলোগন্‌কো হটানেকো লিয়ে যতন করেঙ্গে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিরে, চল হরে, গিরি হরে, হো হো হো, হো হো হো, গিরিরে, হো হো হো।" কিন্তু বানরবৃন্দ সংখ্যায় প্রায় ২০।২৫টী; আশ্রমস্থ আম্রবৃক্ষে, কখনও বা নিমবৃক্ষে, কখনও বা বাবলা গাছে পতিত হইয়া তাহারা আম, নিমফল বা বাবলা ফল খাইতেছে, কখনও বা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফপ্রদান করিতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী একা, তদুপরি তিনি বৃদ্ধ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট শিকারী, ছোট ছোট পাথর বা মাটির ঢেলা তাঁহার গুলীবাঁশের গুলীস্থানীয়, তিনি অতি যত্নের সহিত বানরবৃন্দের প্রতি গুলীবাঁশ হইতে গুলী নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বাম হাত কাঁপে, প্রত্যেক বারেই তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন। বানরবৃন্দও শ্রীশ্রীস্বামীজীকে যেন উপহাসচ্ছলে দাঁত মুখ খিঁচাইতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন বালকস্থানীয়। বালকবৃন্দ যেমন বানর ইত্যাদি প্রাণীকে তাড়াইবার জন্য স্বতঃই উদ্যত হয়, শ্রীশ্রীস্বামীজীও তদ্রূপ বানরবিতাড়ন কার্য্যে ব্যাপৃত। কিন্তু তিনি একা, তাঁহার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে, বানরবৃন্দ তাঁহার নিকট

ইস্‌নে তোমলোগ অপনা কাম করকে খানা, লেকিন এক বাত পর তোমলোগন্‌কো হুকুম মাননা হোগা। আজসে যবতক এ শরীর ইহাঁ রহেগা তবতক কোই সাধুকা কাপড়া, জুতী, ছত্রী, কৌপীন বগেরা পহন্‌নে কা চিজ নহি ছুয়োগে।' তখন একটি বুড়ো বানর খুব জোরে হুঁ হুঁ শব্দ করে 'আদেশ পালন করিব' এই ইঙ্গিত জানাইল। বেটা, তদবধি বানরগণ সাধুদিগের কোনও অনিষ্ট করে না।" (হিন্দির বঙ্গানুবাদ—'দেখ, বাগানের পত্র, ফল ইত্যাদি তোমাদের খাবার জন্য। তোমরা খাবার জন্য খুব চেষ্টা করিবে আর আমরাও তোমাদিগকে তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিব। তোমরা এ বিষয়ে নিজেদের পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক খাইতে চেষ্টা করিবে [ইহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই]। কিন্তু আমার একটী আদেশ তোমাদিগকে পালন করিতে হইবে। আজ হইতে যে পর্য্যন্ত আমি এই আশ্রমে থাকিব সে পর্য্যন্ত তোমরা কোনও সাধুর কাপড়, জুতা, ছাতা, কৌপীন ইত্যাদি পরিধান করিবার জিনিষ স্পর্শ করিতে পারিবে না)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরাজেয়, অধিকন্তু তাহারা যেন তাঁহাকে উপহাস করিতেছে। বালকবৃন্দ যেমন কোনও কার্য্যে সফলতা অর্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ হয়, শ্রীশ্রীস্বামীজীও তদ্রূপ বানরবিতাড়ন কার্য্যে নিজের অক্ষমতা দর্শনে আশ্রমস্থ সাধুব্রহ্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"সব জামাই-ভাই, সব কনে-বৌ, সকলেই বসে বসে রুটি খাবে, কেহ কোনও কাজ করবে না, সব শিবজীকা বাচ্চা, সব সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এই বুড়োই (শ্রীশ্রীস্বামীজী) সব করবে, আর সব বসে বসে খাবে। আশ্রমের জন্য কাহারও এতটুকুও দরদ (মমতা) নেই।"

শ্রীশ্রীস্বামীজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুবৃন্দ কুটির হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাদিগকে তেজের সহিত বলিলেন—"ঐ দেখতে পাচ্ছ না, কত বানর এসেছে? সবগুলিকে তাড়িয়ে দাও ত'। শুধু জামাই-ভাই হ'য়ে বসে থাকলেই কি চলে? এসব দেখ্‌তে হয়।" তখন সাধুবৃন্দ কেহ পাথর, কেহ মাটির ঢেলা, কেহ বা লাঠি হস্তে বানর বিতাড়ন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বালক যেমন কোনও কার্য্যে অসফল হইয়া সেই কার্য্যে অন্যান্যের সহায়তা লাভ করিলে পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে সেই কার্য্যে ব্রতী হয়, শ্রীশ্রীস্বামীজীও তদ্রূপ বানরবিতাড়ন কার্য্যে অক্ষম হইয়া উক্ত কার্য্যে সাধুদিগের সহায়তা লাভ করিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত বানরগণের পিছনে পিছনে ছুটিতেছেন ও গুলীবাঁশ হইতে তাহাদিগের প্রতি গুলী (পাথর ইত্যাদি) নিক্ষেপ করিতেছেন, আর মুখে বলিতেছেন—"গিরি হরে, চলিরে, চলি হরে, হো হো হো, চলিরে, হো হো হো, গিরি হরে, হো হো হো, চল হরে, গিরি হরে, চলিরে, গিরিরে, হো হো হো, হো হো হো, হো হো হো।" সাধুদিগের মধ্যে অনেকেই যুবক, তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত পাথর বা ঢেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও কোনও বানরের শরীরে লাগিতেছে। বানরবৃন্দ দেখিল শ্রীশ্রীস্বামীজীর দল বেশ শক্তিমান্, আশ্রমে থাকা আর নিরাপদ নয়। তাই তাহারা "য পলায়তে স জীবতি" নীতি অবলম্বন করিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক আশ্রম হইতে চলিয়া গেল। বালকসদৃশ শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃদয় উল্লসিত হইল; নিজের কার্য্যে (অবশ্য অপরের সহায়তায়) সফলতা দর্শনে তিনি শান্তভাবে সাধুদিগকে বলিলেন—"যাও, নিজের নিজের কাজ কর, একটু লক্ষ্য রাখিও বানরবৃন্দ আবার আসিতে পারে।" কিন্তু বানরবৃন্দ সেদিন আর আসিল না। শ্রীশ্রীস্বামীজী সাধুদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতে বলিয়া নিমবৃক্ষতলে অবস্থিত গদিতে উপবেশন করিলেন; তাঁহার হাতে ভর্তৃহরি পুস্তক (বৈরাগ্যশতক, শান্তিশতক ইত্যাদি), তিনি উক্ত পুস্তক হইতে নিবিষ্টচিত্তে শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন—

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী।
সত্যং মিত্রমিদং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ॥
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনম্।
হ্যেতে যস্য কুটুম্বিনঃ বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥ ইত্যাদি।

হঠাৎ একটী ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর চিত্ত ভর্তৃহরি পুস্তক হইতে তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ হইল। তিনি 'নারায়ণ, আও বেটা' বলিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বেটা! তোমার নাম কি, কি কাজ কর?' তদুত্তরে সেই বাঙালী ভদ্রলোকটী বলিলেন যে, তিনি মীরাট কলেজের প্রফেসর। শ্রীশ্রীস্বামীজী (সোৎসাহে)—"বাঃ, তুমি প্রফেসর, বেশ, বেশ। তা তুমি ত' বিদ্বান্, আমি ত' মূর্খ, চাষা। আচ্ছা বেটা! এই মূর্খ চাষার কাছে এত লোক আসে কেন, বলতে পার?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রফেসর—"বাবা! আপনাকে দর্শন করলেও পুণ্য হয়। আমাকে একটু আশীর্ব্বাদ করুন"—এই বলিয়াই ভদ্রলোকটি শ্রীশ্রীস্বামীজীর শ্রীচরণ সেবা করিতে উদ্যত হইলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী নিজের পদযুগল টানিয়া লইয়া বলিলেন—"এ তুমি কি করছ?"

প্রফেসর—"বাবা! আপনার একটু সেবা করতে চাই।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"না বেটা! এ বুড়োর এ প্রকার অভ্যাস নেই।"

প্রফেসর—"তাতে দোষ কি? আপনি আমার পিতা, আমি আপনার পুত্র; পুত্রের কি পিতার সেবা করিবার অধিকার নাই?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"অবশ্যই আছে, তুমি আমার সেবা করতে চাও! বেশ, আমি তোমার সেবা গ্রহণ করব। কিন্তু 'সেবা'র অর্থ কি? 'সেবা' অর্থ 'সন্তুষ্ট করা'। আমার শরীরের সেবা করলে আমি সন্তুষ্ট হই না, তুমি যদি প্রকৃতই আমার সেবা করতে চাও, তবে একটী কাজ কর—আশ্রম হতে একখানা সদাচার পুস্তক নাও এবং উক্ত পুস্তকানুযায়ী নিজের জীবন গঠন করতে সচেষ্ট হও, তা হলেই আমি সুখী হব, তা হলেই আমার সেবা হবে। লোককে ধর্ম্মপথে বিচরণ করতে দেখলেই আমার আনন্দ হয়, আমাকে কতকগুলি টাকা বা জিনিষ প্রদান করলে অথবা আমার চরণ সেবা করলে আমার আনন্দ হয় না। অধিকন্তু, কেহ আমার চরণসেবা করে—সে ইচ্ছাও আমার নাই, সে অভ্যাসও আমার নাই।"

প্রফেসর (বিনীতভাবে)—"আচ্ছা বাবা! আমাকে একখানি সদাচার পুস্তক দিন, আপনার আজ্ঞা অবশ্যই পালন করিব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী ডাকিলেন—"কে আছ, একখানি সদাচার পুস্তক দিয়ে যাও ত'!" তাঁহার কোনও সাধু শিষ্য একখানি সদাচার পুস্তক লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৌড়াইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী—"এই প্রফেসরকে দাও।" প্রফেসর সশ্রদ্ধভাবে উক্ত পুস্তক গ্রহণ করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতে লাগিলেন—"শিব শিব জপত মন সচ্চিদানন্দ হৈঁ, শিব শিব জপত মন সচ্চিদানন্দ হৈঁ, ন গুরোরধিকম্, ন গুরোরধিকম্, শিব শিব শিব মহাদেব শম্ভো দীননাথ।"

প্রফেসর সদাচার পাঠান্তে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"বাবা! কি আজ্ঞা হয়?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"পড়ে দেখ্‌লে ত'! এইভাবে নিজের জীবন গঠন করবে। আয়ের দশমাংশ ধর্ম্মার্থে দান করবে; আর বেটা! একটা কাজ করবি, তোর যা আয়, তার দশভাগের একভাগ দান ত' করবিই, তদুপরি আয়ের চতুর্থাংশ জমা করে রাখ্‌বি, বাকি টাকায় সংসার খরচ চালাবি। আয়ের এক-চতুর্থাংশ সঞ্চয় করে রাখলে ভবিষ্যতে আর্থিক কষ্ট পেতে হয় না। ধর, কন্যার বিবাহে, পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে কত টাকার প্রয়োজন! আবার যদি রোগ হয়—নিজের বা আত্মীয়গণের, তখনও কত টাকার প্রয়োজন। তারপর ধর, তুমি শয্যাশায়ী হ'য়ে রইলে, অর্থোপার্জ্জন করতে অসমর্থ, তখনই বা তোমাকে কে টাকা দেবে! বৃদ্ধকালে স্বভাবতঃই তুমি কোনও কাজ করতে পারবে না, তখনই বা তোমাকে, তোমার আত্মীয়-স্বজনকে কে দেখবে! আয়ের এক-চতুর্থাংশ সঞ্চয় ক'রে রাখলে এইসব বিপৎকালে আর্থিক কষ্ট পেতে হয় না। এতদ্ব্যতীত তোমাদের গৃহস্থদের কখনও কখনও মোকদ্দমা ইত্যাদি কার্য্যও করিতে হয়, তাহাতেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।"

প্রফেসর—"আচ্ছা বাবা! আপনার আদেশ আমি পালন করতে চেষ্টা করব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেটা! চেষ্টা শব্দটী বড়ই খারাপ, চেষ্টা করব বলতে নেই; বলতে হয় 'হাঁ করব, নিশ্চয়ই করব' এবং দৃঢ়চিত্তে কার্য্যে লেগে যেতে হয়, তবেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। ধর্ম্মরাজ্যে 'চেষ্টা' শব্দটীর ব্যবহার একাগ্রতার অভাবের লক্ষণ।"

প্রফেসর—"আচ্ছা বাবা! আমি নিশ্চয়ই আদেশ পালন করব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেশ বেটা! বড় আনন্দিত হলুম, ইহাই আমার প্রকৃত সেবা।"

প্রফেসর শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—"বাবা! এখন তবে বিদায় হই?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী নিজের পকেট হইতে তিন চারটী বেলবড়ি* লইয়া প্রফেসরকে বলিলেন—"নাও বেটা! এ বড় ভাল জিনিস, খাও, ইহাতে পায়খানা পরিস্কার হয়, শরীর ভাল রাখে।"

প্রফেসর শ্রদ্ধার সহিত দুই হাতে বেলবড়ি গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন—"এ কি জিনিস?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেটা! বেলের রস দ্বারা প্রস্তুত হয়, ইহার নাম বেলবড়ি; খেতেও ভাল, শরীরের পক্ষেও উপকারী। মুখে ফেলে দাও, আপনি গলে যাবে।"

প্রফেসর কিন্তু বেলবড়ি চিবাইতেছেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"চিবাচ্ছ কেন? মুখে রেখে দাও, ধীরে ধীরে গলে যাবে। কেমন বেটা! খেতে ভাল লাগছে না?"

---

* জোনপুরের পি, ডবলিউ, আই শ্রীযুত চন্দ্রকুমার গুহ শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশানুযায়ী বেলের রস দ্বারা বেলবড়ি প্রস্তুত করিয়া হরিদ্বার আশ্রমে পাঠাইতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহা নিজেও খাইতেন এবং ভক্তদিগকে প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিতেন। বেলবড়ির অভাবে ভক্তদিগকে তিনি নকুলদানা বা এলাচি দান করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রফেসর—"হাঁ বাবা, বেশ্ জিনিস।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী পকেট হইতে আরও ৫।৬টী বেলবড়ি লইয়া প্রফেসরকে বলিলেন—"এই নাও, এগুলি পকেটে রেখে দাও, মধ্যে মধ্যে ২।১টী করে মুখে দেবে; আর বাড়ী গিয়ে বেলবড়ি প্রস্তুত ক'রে নিজে খাবে ও ঘরের সকলকে খেতে দেবে।"

প্রফেসর—"প্রস্তুত করার প্রণালী কি, তা ত' জানি না বাবা!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেল ভেঙ্গে বীচিগুলি ফেলে দিয়ে ভাল করে ছেঁকে তোমাদের দেশে মেয়েরা যে প্রকার ডালের বড়ি দেয়, সেই প্রকার বড়ি দিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নেবে।"

প্রফেসর "আচ্ছা বাবা! এখন তবে আসি" বলিয়া পুনরায় শ্রীশ্রীস্বামীজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"নারায়ণ, আস্থন।"*

প্রফেসর সদাচার পুস্তক হস্তে আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর মন পুনরায় ভর্তৃহরি পুস্তক পাঠে নিবদ্ধ হইল। মধ্যে মধ্যে তিনি বলিতেছেন—"শিব শিব শিব, মহাদেব দীননাথ দীনদয়াল।"

আশ্রমবাসী পাহাড়ী সন্ন্যাসী স্বামী শিবানন্দ গিরি (৪৫) শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন, তাঁহার হাতে তামাক পাতা ও চূণ। তিনি খইনি তৈয়ার করিতেছেন।

---

* শ্রীশ্রীস্বামীজী হিন্দিতেই প্রায় কথাবার্তা বলিতেন। বাঙালীদের সহিত কখনও কখনও বাঙলায় বা বাঙলা-হিন্দিতে মিশ্রিত ভাষায়, কখনও বা হিন্দিতে আলাপ করিতেন, যেমন—তুমি ভাল আছে, তুমি কোথা হতে এসেছে, কি তোমার নাম, কোথা বাড়ী, কি করে, হাম্ আচ্ছা আছে ইত্যাদি। তাঁহার মুখে বাঙলা বড় মিষ্ট লাগিত। কিন্তু 'এস' ও 'আস্থন' শব্দের পার্থক্য তিনি জানিতেন না। তাই শিষ্য ও ভক্তদিগকে তিনি কখনও বলিতেন 'এস', কখনও বলিতেন 'আস্থন'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আও শিবানন্দ! তারপর কি খবর?"

শিবানন্দ—"কিসের মহারাজ?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দেশের!"

শিবানন্দ—"মহারাজ! হিন্দি 'বঙ্গবাসী' কাগজে আজ পড়লুম, একজন বাঙালী যুবক নাকি একজন সাহেবকে গুলী ক'রে মেরেছে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ! বাঙ্গালী ত খুব শূর বীর! কিন্তু এ প্রকার গুপ্তহত্যায় কি স্বাধীনতা লাভ হবে? তা হয় না।" খইনি প্রস্তুত হইলে শিবানন্দজী শ্রীশ্রীস্বামীজীকে খইনি প্রদান করিলেন এবং তিনি নিজেও মুখে দিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী খইনি গ্রহণ পূর্ব্বক মুখে দিয়া বলিলেন—"খইনি ত' আমার পকেটে থলিতেও ছিল, তা তোমার খইনিও বেশ হয়েছে।" শ্রীশ্রীস্বামীজী মধ্যে মধ্যে পিকদানিতে থু থু ফেলিতেছেন।

প্রায় ২৫।৩০ জন মারোয়াড়ী ভক্ত (স্ত্রী ও পুরুষ) আসিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবেশন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী ডাকিলেন—"ললিত আছ?" ব্রহ্মচারী ললিত শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট আসিয়া বলিলেন—"কি বাবা?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ বেটা! গো-সকল ত' কিছু পরেই পাহাড় হ'তে আসবে, গো-শালায় গিয়ে দেখ ত' ভূসি, খইল ইত্যাদি মাখা হয়েছে কি না, গো-বৃন্দ এসে ত' খাবে।"

ব্রহ্মচারী ললিত "আচ্ছা বাবা" বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন—"হাঁ, রাম (ব্রহ্মচারী রামানন্দ) কোথায়? বাহাদুর (সরোজেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর) বিলটী (রেলওয়ে রসিদ) পাঠিয়েছে, রাম ষ্টেশনে গিয়ে দেখে আসুক—মাল এসেছে কি না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচারী ললিত—"বাবা! মাটির কাজ ক'রে রাম প্রভৃতি সকলেই পরিশ্রান্ত হয়েছে, রাম একটু বিশ্রাম করছে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"সব জামাই-ভাই, বাবু, একটু কাজ করতে না করতেই পরিশ্রান্ত হয়। আচ্ছা, রামকে পাঠিও না, অন্য কোনও সাধুকে পাঠাও। হাঁ, গীতাকে (পাচক—ইনি ইহার চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একনিষ্ঠ ভাবে শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর দেহত্যাগের চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ৪২।৪৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন) একবার পাঠিয়ে দাও।" ব্রহ্মচারী ললিত "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী পুনরায় মাড়োয়ারী ভক্তবৃন্দকে উপদেশ দিতেছেন। কিছুক্ষণ পর গীতা আসিয়া বলিলেন—"হাঁ মহারাজ! কি আদেশ?" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"গীতে, ভাই, দেখ, তিনজন ভদ্রলোক আজ সকালের ট্রেণে দেরাদুন গিয়েছেন, তাঁহারা রাত্রির ট্রেণে ফিরবেন, রাত্রিতে এসে রান্না করতে তাঁদের অসুবিধা হবে, তাই আমি তাঁদের এখানেই খেতে বলেছি। তাঁরা ৯টা কি ১০টার ট্রেণে আসবেন। তুমি তাঁহাদিগের জন্য রুটি ইত্যাদি রেখে দিও।" গীতা 'আচ্ছা' বলিয়া কিছুদূর চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী পুনরায় ডাকিলেন—'গীতে! শোন।' গীতা ফিরিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ, সাধুরা আজ মাটির কাজ করে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাঁদের নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে, তুমি একটু তাড়াতাড়ি রুটি তৈয়ার কর; মহিম্নস্তবাদি পাঠ শেষ হওয়া মাত্রই যাহাতে 'হরিহর'* করতে পার, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও।"

---

* আজকাল যেমন খাবার সময় হ'লে আশ্রমে ঘণ্টা বাজান হয়, তখন খাবার সময় হ'লে পাচক উচ্চৈঃস্বরে বলিত—"ভিক্ষা কী হরিহর মহাপুরুষ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাজী 'আচ্ছা মহারাজ' বলিয়া চলিয়া গেলেন। এখন সুন্দর সুন্দর গল্পচ্ছলে উপদেশ হইতেছে। মাড়োয়ারী ভক্তবৃন্দ কখনও আনন্দে হাসিয়া কুটপাট হইতেছেন, আবার কখনও ভাবাবেশে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন। ভক্ত ও ভগবানের উপাখ্যান হইতেছে। ভক্তের প্রগাঢ় ভক্তিতে ভগবান্ তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করেন—"দেখ বেটা! কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হয়েছিলেন, কি তাঁর দয়া! রামচন্দ্র চণ্ডাল-কন্যা শবরীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করেছিলেন"—ইত্যাদি ভক্তিপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামীজী তন্ময় হইলেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে, উপস্থিত ভক্তবৃন্দও ধীর স্থির তন্ময়ভাবে তাঁহার উপদেশ শুনিতেছেন কাহারও কাহারও চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য! হঠাৎ একজন হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী (৩০) আসিয়া 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজকে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া প্রতি নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন—"বাঃ ফক্কর! কোথা হতে এসেছ?"

সন্ন্যাসী—"লাহোর হতে আসলুম মহারাজ! এখন আপনার আশ্রমে কিছুদিন থাকৃতে চাই।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ ভাই, থাকতে পার, এ আশ্রম ত' তোমাদের জন্যই, কিন্তু দেখ, এই আশ্রমে থাকৃতে হলে আশ্রমের সেবা অথবা শাস্ত্রপাঠ কিংবা ভজন (তপস্যা) এই তিনটীর একটি করিতে হবে; চতুর্থ কিছুই নাই। হয় খুব শাস্ত্র পড়, তোমাকে কোনও কাজ করতে বলব না, নতুবা তপস্যা কর, এ দু'টীর একটিতেও মন না বসিলে আশ্রমের সেবা করতে হবে। শুধু বসে বসে রুটি খাবে, তা হবে না।"

সন্ন্যাসী—"হাঁ স্বামীজী, আমি এখানে পড়তেই এসেছি। শুনেছি যে আপনার ধর্ম্মশালায় বিদ্যার্থীদের জন্য শ্রীধর ঝা নামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন ভাল ন্যায়ের পণ্ডিত রেখেছেন; আমি তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়ব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেশ, বেশ! তুমি পড়বে শুনে সুখী হলুম। ওরে কে আছ? এই মহাত্মাকে ফক্করাবাদে * আসন লাগিয়ে দাও।"

সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মাড়োয়ারী ভক্তবৃন্দ উপদেশ শ্রবণান্তে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী পাহাড়ী সাধু শিবানন্দজীকে বলিলেন—"তাই ত', শিবানন্দ! সন্ধ্যা হয়ে এল, বেড়াবার সময় ত' আর নেই, আচ্ছা চল গঙ্গাতীরে একটু পায়চারী করি।"

শিবানন্দ—"আচ্ছা, চলুন মহারাজ!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী শিবানন্দের সহিত গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছেন। একটু পরেই আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীস্বামীজী ও শিবানন্দ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আরতিতে যোগদান করিলেন। শিবের আরতি-অন্তে শ্রীশ্রীস্বামীজী ও সাধুবৃন্দ দণ্ডায়মান অবস্থায় "হরি ওঁ একং পূর্ণং নিত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানং হর সর্ব্বাধিষ্ঠানং" ইত্যাদি প্রার্থনা-স্তব পাঠ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীশ্রীস্বামীজী এবং পশ্চাৎ সাধুবৃন্দ পত্রপুষ্প দ্বারা শিবলিঙ্গকে পূজা করিলেন। তদনন্তর শ্রীশ্রীস্বামীজী গদিতে উপবেশন করিলে সাধুবৃন্দ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর শিবমহিম্ন, শিবপঞ্চাক্ষর, বদরিনারায়ণ আরত্রিক, দত্তাত্রেয় বন্দনা, ভক্তিমাহাত্ম্য, শ্রীগুরুবন্দনা ইত্যাদি স্তোত্রাবলী পঠিত হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া "ন

* আশ্রমের কুটিরের বিভিন্ন নাম ছিল; যথা—ফকিরাবাদ, ফক্করাবাদ, ধর্ম্মশালা, বাঙলো বা বাঙলা ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরোরধিকং, ন গুরোরধিকং” বলিয়া হাত যোড় করিয়া শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর সাধুবৃন্দ পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি সস্নেহে “আও ভাই” বলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা ব্রহ্মের কি লক্ষণ? কি উপায়ে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় বল ত’? তোমরা সকলে ত’ শাস্ত্র পড়ছ, আমি ত’ মূর্খ, চাষা।” শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন উপস্থিত সাধুবৃন্দের সহিত অধ্যাত্ম আলোচনায় মগ্ন হইলেন। একটু পরেই গীতা “ভিক্ষা কী হরিহর মহাপুরুষ” বলিতে শ্রীশ্রীস্বামীজী সাধুদিগকে বলিলেন—“যাও খাবার প্রস্তুত।” শ্রীশ্রীস্বামীজীও স্বতন্ত্র ঘরে বসিয়া রুটি, তরকারী, দুগ্ধ ও ফল গ্রহণ করিলেন। তৎপর কিছুক্ষণ আশ্রমে পদচারণ পূর্ব্বক “শিবোঽহম্ শিবোঽহম্” বলিতে বলিতে তিনি গঙ্গাতীরে অবস্থিত স্বীয় কুটিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পালঙ্কোপরি শয়ান হইলেন।

*   *   *   *

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসংকুলে,
স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে ॥
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে।
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ (যোগোপনিষৎ)

ব্রহ্মচারী ললিত শ্রীশ্রীস্বামীজীর শয্যা করিতেছেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী সেখানে উপস্থিত হইয়া শয্যায় হাত দিয়া বলিলেন—“বাঃ, এই বল * রয়েছে, দেখ ত’ বুদ্ধু! কোনও কাজ জান না,

---

* শয্যা যাহাতে মসৃণ হয় সেদিকে শ্রীশ্রীস্বামীজীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শয্যার কোথারও একটু উঁচু থাকিলে তিনি সেই উঁচু স্থানকে ‘বল’ বলিতেন। নূতন কোনও শিষ্য এই ‘বল’ রয়েছে, শুনিয়া প্রথমতঃ অবাক্ হইতেন, শয্যায় আবার বল কোথায়, শ্রীশ্রীস্বামীজী কি বলিতেছেন? পরে অবশ্য তাঁহারা “বল” শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব বাঙালীকা হুক্কা, বাবার সেবাই কয় নাই, গুরুর সেবা কি ক'রে করবে ?"

ব্রহ্মচারী ললিত—"কোথায় 'বল' বাবা !"

শ্রীশ্রীস্বামীজী ললিতের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি সজোরে টানিয়া যেখানে যেখানে "বল" (উঁচু স্থান) আছে, সেখানে সেখানে অঙ্গুলিটি রাখিতেছেন, আর বলিতেছেন—"এই দেখ বুদ্ধু, কি করেছ, মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পার না ?"—এই বলিয়াই তিনি ললিতের অঙ্গুলিটি জোরের সহিত লোহার পালঙ্কের পার্শ্বদেশে ঘসিতে লাগিলেন। অঙ্গুলিটি ছ্যাচ্‌ড়ে গেল।

ললিত—"উঃ, বহুৎ লাগতা হ্যায়" বলিয়াই অঙ্গুলিটি টানিয়া নিলেন।

শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"লাগ্‌তা হ্যায় কা বাচ্চা ! কার লাগে ! তোর আবার কি লাগ্‌চে ! তুই কি শরীর ? এই কৃমি, কীট, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, মল, মূত্র ইত্যাদি কতকগুলি ঘৃণ্য পদার্থের সমষ্টিই এই শরীর, এই শরীরে একটু আঘাত লেগেছে, অমনি "ও বাবা ! বড় লাগ্‌ছে। কার লাগে রে ! জ্ঞান, ধ্যান তোদের কোথায় ? শুধু মুখে 'আমি শরীর নই, শরীর নই' বলে চীৎকার করলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না; জ্ঞানী হতে হলে দেহেতে অধ্যাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। মূর্খরাই এই শরীরে আত্মবুদ্ধি করে ভোগে রত হয়, পণ্ডিত (জ্ঞানী) ব্যক্তি শরীরের নশ্বরতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ভোগ হতে বিরত হন। ব্রহ্মচারী হয়েছ কিসের জন্য, জ্ঞানলাভ করার জন্যই ত' ! তবে অঙ্গুলিতে সামান্য একটু আঘাত লেগেছে, অমনি উঃ করে চীৎকার করে উঠছিস্ কেন ? শরীরে কোনও কষ্ট হলে চিন্তা করতে পার না যে তুই শরীর নও, তুই শরীর ইন্দ্রিয় ইত্যাদি হ'তে বিলক্ষণ আত্মা।"

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ (গীতা, ১৮।৫৩)

শ্রীশ্রীস্বামীজীর পায়ের অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে ঘা হইয়াছে। প্রত্যহ গরম জল ইত্যাদি দ্বারা ঘা ধৌত করা হইতেছে। ব্রহ্মচারী রামানন্দ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! আপনার পায়ে ঘা হ'ল কেন?" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"বেটা! গৃহস্থগণ কত প্রকার বাসনা কামনা নিয়ে আমাকে প্রণাম করে, পায়ের উপর টাকা দেয়, নিষ্কামভাবে দান ক'জনে করে? সেই সব কামনা-বাসনামূলক দান গ্রহণ করলে পাপ হয়—তার ফলেই আমার পায়ে এই ব্যাধি। বেটা! দান যত কম গ্রহণ করা যায়, ততই ভাল।"

* * * *

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ (গীতা, ৬।২২)

(শ্রীশ্রীস্বামীজীর অদ্ভুত তিতিক্ষা)

শ্রীশ্রীস্বামীজীর বামহস্তের উপরিভাগে ঘা হইয়াছে, অনেক ঔষধ ব্যবহারেও ঘা নিরাময় হইল না। শ্রীশ্রীস্বামীজী মিউনিসিপাল হাস-পাতালে উপস্থিত হইয়া ডাক্তারকে হাত দেখাইতে, ডাক্তার বলিলেন—"স্বামীজী! হাতের উপরিভাগের চর্ম্ম, মাংস সব চেঁছে না ফেল্‌লে সেপ্‌টিক হবার ভয় আছে।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"বেশ, তবে চেঁছে ফেল।"

ডাক্তার—"তবে স্বামীজী, আপনাকে টেবিলের উপর শুতে হবে। ক্লোরফরম্ করব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"ক্লোরফরম্ (অজ্ঞান) করার কি দরকার! তোমার কাজ তুমি করে যাও না, আমি টেবিলের উপর হাত রেখে এই বসে রইলুম।"

ডাক্তার—"কি বল্‌ছেন মহারাজ! এও কি সম্ভব!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—(সহাস্যবদনে) "কেন সম্ভব নয় বেটা! এ জগতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।"

ডাক্তারের মনে কৌতুহল হইল—'আচ্ছা দেখা যাক্ না, স্বামীজীর ধৈর্য্য কত! হরিদ্বারে ত' ইনি মহাপুরুষ বলে পরিচিত, কি জানি সাধুদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই।'

ডাক্তার—"আচ্ছা স্বামীজী! তবে প্রস্তুত হন।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী হাস্যমুখে বলিলেন—"বেটা! আমি ত' প্রস্তুত হয়েই আছি।"

ডাক্তার যন্ত্রপাতি যথাবিহিত ধৌত করাইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর হাতের উপরিভাগের মাংস-চর্ম্ম ইত্যাদি চাঁছিয়া ফেলিতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ধীর স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, মধ্যে মধ্যে তিনি বলিতেছেন—"শিব, শিব, শিব, শিবোঽহম্, শিবোঽহম্"। অপারেশন্ অন্তে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া ডাক্তার শ্রীশ্রীস্বামীজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্ব্বক হাত যোড় করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনাদের কার্য্য আমাদের বুদ্ধির অগোচর। আপনারা সবই পারেন। আমাকে একটু আশীর্ব্বাদ করুন।" শ্রীশ্রীস্বামীজী সস্নেহে বলিলেন—"বেটা! সর্ব্বদা ভগবানের নাম জপ কর, এতেই শান্তি পাবে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী ব্যাণ্ডেজ করা হাত লইয়াই মধ্যে মধ্যে গঙ্গায় সাঁতার কাটিতেছেন আর বলিতেছেন—'শিবোঽহম্, শিবোঽহম্।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সন্ন্যাসী শিষ্য—১৩২৭ সন)

সন ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে হরিদ্বারের অর্দ্ধকুম্ভযোগে শ্রীশ্রীস্বামীজী ব্রহ্মচারী ললিতকে পবিত্র সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। দয়ানন্দ নামে একটি পাহাড়ী ব্রহ্মচারী সেই সময় হরিদ্বার আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অন্য কোনও সাধুর শিষ্য। তিনিও এই শুভ যোগে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তাঁহার গুরু তখন লোকান্তরিত। দয়ানন্দ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"আচ্ছা, ললিতকে ত' সন্ন্যাস দেব, তুইও এর সঙ্গে সন্ন্যাস নিবি, তোর কোন খরচও লাগবে না।" যথাসময়ে শ্রীশ্রীস্বামীজী ব্রহ্মচারী ললিত ও দয়ানন্দকে বিরজ হোম অন্তে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী ললিত ও দয়ানন্দের যোগপাঠ যথাক্রমে ৺স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি ও স্বামী দয়ানন্দ গিরি।

(গুরুর শাসন শিষ্যের মঙ্গলের জন্য)

মাঘ মাসের একদিন। সেদিন আশ্রমে সাধু আছেন মাত্র ৫।৭ জন। সন্ধ্যা হইল, লেখকের মনটা ধ্যানাকার, দিব্য আনন্দে সে আম্রবৃক্ষতলে পদচারণ করিতেছে। সাধুবৃন্দের মধ্যে দুইজন তখনও ভ্রমণান্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। শিবের আরতি আরম্ভ হইল। প্রত্যেক আরতির সময় একটি ডমরু, দুইটি ঘণ্টা ও দুইখানি কাঁসর বাদিত হইত। সেদিন লোকাভাবে একখানি কাঁসর ঝুড়ির ভিতর পড়িয়া আছে। লেখকের সেদিকে দৃষ্টি নাই। হঠাৎ লেখক দেখিতে পাইল শ্রীশ্রীস্বামীজী কাঁসরের ঝুড়ির কাছে আসিয়া ঝুড়ির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে হাত দিয়া ডান হাতে বাঁশের লাঠি গ্রহণপূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা কাঁসর উঠাইতে যাইতেছেন। লেখক ভাবিল—"এ ত' ঠিক নয়, গুরুদেব কাঁসর বাজাবেন আর আমি আনন্দে পদচারণ করিব! এ বড় অন্যায়"—তাই সে দৌড়াইয়া গিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী কাঁসর উঠাইবার পূর্ব্বেই ঝুড়ির ভিতর হাত দিল, তাহার হাত শ্রীশ্রীস্বামীজীর হস্ত স্পর্শ করিল। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী দক্ষিণ হস্তস্থিত বাঁশের লাঠি দ্বারা লেখকের মস্তকোপরি সজোরে আঘাত করিয়াই একটু দূরে অবস্থানপূর্ব্বক শিবের আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। লেখক কাঁসর বাজাইল। পরদিন প্রাতঃকালে লেখক শিবলিঙ্গকে পূজা করিয়া সেখানেই কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। শ্রীশ্রীস্বামীজী ভ্রমণান্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নিমবৃক্ষতলে অবস্থিত চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া লেখককে বলিলেন—"এই সর্ব্বানন্দ! (তখন লেখকের নাম ছিল ব্রহ্মচারী সর্ব্বানন্দ) আমার কাছে এসে বস, ওখানে রৌদ্র নেই, তোমার কষ্ট হচ্ছে, এখানে দেখ, বেশ রৌদ্র পড়েছে।"

লেখক শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট হইলে তিনি বলিলেন—"পুত্র, কাল যে তোর মাথায় লাঠি দ্বারা আঘাত করেছিলাম, তাতে তোর খুব লেগেছিল ?"

লেখক—"হ্যাঁ, বাবা।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আমার প্রতি তোর খুব ক্রোধ হয়েছিল ?"

লেখক—"না বাবা! আমি ভাবলুম যে আমারই অন্যায়, তাই আপনি আমাকে শাসন করে ঠিকই করেছেন।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেশ বেটা! আমার প্রতি তোর যে ক্রোধ হয় নাই, সেজন্য আমি খুব সন্তুষ্ট হলুম। দেখ্ বেটা! গুরু শাসন করলে ক্রোধ করতে নেই, গুরু যা করেন, শিষ্যের মঙ্গলের জন্য—ইহা সর্ব্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে রাখ্‌বি। লৌহকার যে প্রকার লোহাকে পুড়িয়ে, পিটিয়ে উত্তম উত্তম যন্ত্রপাতিতে পরিণত করে, তদ্বৎ সদ্‌গুরু শিষ্যকে শাসন করে ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম রাজ্যে উন্নীত করেন।"

(মাতৃভাব)

আষাঢ় মাসের একদিন। বেলা ৭টা, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজীর জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্য তখনও নিদ্রিত। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী ব্রহ্মচারীর ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে ধীরে একটি লাথি মারিলেন। ব্রহ্মচারীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়াই শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"বাবা! আপনি আমাকে অনর্থক লাথি মারলেন কেন, আমি কি অন্যায় করেছি?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—(তেজের সহিত) "তোকে লাথি মারব না কি পূজা করব? বেলা ৭টা বেজে গিয়েছে, এখনও তুই শুয়ে আছিস্! বাঃ রে ব্রহ্মচারী! ঘরে খাবার ছিল না, এখন ভোলাগিরির পাত্‌লা পাত্‌লা রুটি বসে বসে খাচ্ছ। চল বাগানে কাজ করতে।"

ব্রহ্মচারী একটু অভিমানী, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি তাঁহার অভিমান একটু বেশী, তিনি অভিমানে কাঁদিতেছেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে, তিনি বলিলেন—"কি বাবা! আমাদের ঘরে খাবার ছিল না? কেন আপনি ত' সব জানেন, আমার বাপ-মাকেও জানেন, তবে এ কথা বলছেন কেন?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—(শিষ্যকে অধিকতর ক্রোধান্বিত করিবার জন্য) "যা, যা, তোদের ঘরে খাবার থাকলে কি আর সাধু হতিস্? তোর পেটেও বিদ্যা নাই, ঘরেও খাবার নাই; তাই ভোলাগিরির পাত্‌লা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাত্‌লা রুটি খাবার জন্য হরিদ্বারে এসে সাধু হয়েছিস্, চল্ এখন কাজ করতে।"

ব্রহ্মচারী—(অশ্রুপূর্ণলোচনে) "আচ্ছা, বাবা! আমি আজই স্বর্গাশ্রমে (হৃষীকেশ) চলে যাব, সেখানে অনেক সত্র আছে, খাবার কোনও অভাব নেই; আপনি খাওয়া নিয়ে অনর্থক বক্‌ছেন, আমি নিশ্চয়ই চলে যাব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেশ, বেশ, তা যাবি; এখন ত' কাজ করতে চল্।"

ব্রহ্মচারী—"হাঁ আপনার এখানে যখন আজ রুটি খাব ত' কাজ করেই খাব; রুটি খেয়ে চলে যাব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ পাত্‌লা পাত্‌লা রুটি খেয়েই যাবি; এখন চল্ কাজ করতে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী ও ব্রহ্মচারী এবং পাহাড়ী সন্ন্যাসী শিবানন্দ প্রমুখ অপর ৩৪ জন সাধু বাগানে ঘাসের কাজ করিতেছেন। ব্রহ্মচারী হাতে কাজ করিতেছেন, চক্ষু হইতে অনর্গল ধারায় জল পড়িতেছে এবং মুখে বলিতেছেন—"আমি আজ নিশ্চয়ই চলে যাব, আপনি আমাকে খাওয়া নিয়ে যা তা বল্‌ছেন।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আচ্ছা, আচ্ছা যাবি, কে তোকে নিষেধ করছে! নাও, ঐ ঝুড়ি ভরে ঘাস নিয়ে এসে এখানে রাখ। ওগুলিকে বাছতে হবে, আগাছা ফেলে দিয়ে তারপর গো-মাতাদিগকে খেতে দিতে হবে। (শিবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া) আরে ভাই শিবানন্দ!"

শিবানন্দ—"হাঁ মহারাজ!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দেখ ভাই, আমার কাছে কত ছেলে এসেছে, কত আবার চলে গিয়েছে, কিন্তু এই ব্রহ্মচারীর ন্যায় বিদ্বান্, ধীর, স্থির,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুভক্ত ছেলে আজ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই। তবে ওর দোষ কি জান? আমার উপর ওর বড় অভিমান। দেখ্‌ছ না কি প্রকার কাঁদছে, আমাকে বড্ড ভালবাসে।"

ব্রহ্মচারী—"বাবা! আপনি এখন আমার যতই খোসামোদ করুন না, তাতে আমি ভুল্‌ছি না; আমি আজ নিশ্চয়ই চলে যাব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেশ যাবি। শিবানন্দ ভাই! দেখ, এ বড় ভাল ছেলে, আমার কাছে থাক্‌লে আমার কত আনন্দ হয়। ও অত্যন্ত প্রেমের সহিত আমার সেবা করে, তাই ওর প্রতি আমার একটু মোহ এসে গিয়েছে।"

ব্রহ্মচারী—(অশ্রুপূর্ণলোচনে) "আমি ওসব কথায় ভুল্‌ছি না, আমি আজ ঠিক চলে যাব।"

বাগানের কাজ চলিতেছে, ব্রহ্মচারীরও মুখ চলিতেছে "আমি আজ নিশ্চয়ই চলে যাব, ওসব কথায় ভুল্‌ছি না।" ইত্যাদি; শ্রীশ্রীস্বামীজী ও শিবানন্দজীরও আলাপ চলিতেছে—"এ বড় ভাল ছেলে" ইত্যাদি।

বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীস্বামীজী পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া শিবানন্দ প্রমুখ সাধুদিগকে বলিলেন—"আচ্ছা যাও, দশটা বেজেছে, এখন গিয়ে স্নান কর, 'হরিহরের' বিশেষ বিলম্ব নেই। (ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া) হাঁ, তুমি আর এক ঝুড়ি ঘাস নিয়ে এস, তারপর তোমারও ছুটি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী ও ব্রহ্মচারী ব্যতীত সাধুগণ বাগান হইতে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্দ্দেশমত আরও এক ঝুড়ি ঘাস লইয়া আসিলেন। তিনি তখনও কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন—"আমি আজ নিশ্চয়ই স্বর্গাশ্রমে চলে যাব।" পুত্র মাতার প্রতি অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মাতা তাহাকে নিজের সমীপে রাখিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেন, তাঁহার সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি পুত্রের সম্মুখে নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয় ব্রহ্মচারীকে রাখিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া স্নেহময়ী মাতার ন্যায় দিব্য প্রেম-পূর্ণ ভাবে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে স্নেহাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে সুন্দর তেজোময় অশ্রুসিক্ত প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শনে হিংস্র পশুও হিংসা ভুলিয়া যায়। অহো গুরো! তোমার শিষ্য-প্রেম! তাঁহার ব্রহ্মচারী শিষ্যও ঐ কমনীয় প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তাঁহার সকল অভিমান দূরীভূত হইল। তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন—"বাবা! আমাকে ক্ষমা করুন।" শ্রীশ্রীস্বামীজী অশ্রুসিক্ত নয়নে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে ব্রহ্মচারীকে বলিলেন— "যাও বেটা! স্নান করে গিয়ে খাও। আজ আমার বাক্যে তোর খুব কষ্ট হয়েছে। বেটা! তোদের পরীক্ষা করবার জন্যই আমি ঐ সব বলি, নতুবা আমি কি জানি না যে, তোদের ঘরেও খাবার অভাব ছিল না, আর তুইও বিদ্বান্, শিক্ষিত!"

(কাপড় কাচা ও এঁটো বাসন পরিষ্কার করাই মুখ্য গুরুসেবা)

একদিন প্রাতঃকালে লেখক আশ্রমস্থ শিবের পূজা সমাপন পূর্ব্বক নিজের কুটিরে প্রবেশ করিতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে ডাকিলেন— "এই সর্ব্বানন্দ, এদিকে এস।" লেখক তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতেই শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"কি রে তুই যে আজ শিবপূজা করছিস্, সোমা (ব্রহ্মচারী সোমানন্দ) কি করছে, সে এখন আর শিবপূজা করে না? তুই কাপড়ও কাচ্‌বি আবার শিবপূজাও কর্‌বি, কেন সোমার কি হ'ল?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখক—"বাবা! আমি আজ আপনার কাপড় কাচি নাই, ধীরানন্দ (ব্রহ্মচারী ধীরানন্দ) কেচেছে, তাই আমি শিবপূজা করেছি। সোমানন্দজীর শরীর আজ একটু খারাপ।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"ধীরানন্দ কাপড় কেচেছে। তুই ছেড়ে দিলি কেন?"

লেখক—"ধীরানন্দজী কাপড় কাচতে চেয়েছে, তাই তাকে দিয়েছি।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আচ্ছা! ধীরানন্দেরও কাপড় কাচ্‌তে ইচ্ছা হয়েছে! তা বেশ। তুমি ও ধীরানন্দ দুই জনেই কাপড় কেচো, কোনও দিন তুমি, কোনও দিন ধীরানন্দ। দেখ্‌ বেটা! গুরুর মুখ্য সেবা হ'ল কাপড় কাচা ও এঁটো বাসন পরিষ্কার করা—যারা এই দুটী কাজ করে তারা বড় ভাগ্যবান্।"

* * * *

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

(ভবভূতি, উত্তররামচরিত)

শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা মহাপুরুষদিগের প্রকৃতি কখনও বজ্র হইতেও কঠোর, কখনও বা কুসুম হইতেও কোমল।

(শ্রীশ্রীস্বামীজীর রুদ্রভাব)

গ্রীষ্মকাল। হরিদ্বার, কন্‌খল, ভীমগোড়া ইত্যাদি স্থান হইতে সন্ন্যাসিবৃন্দ আশ্রমে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; তাঁহারা সোমবার আশ্রমে ভিক্ষা (অন্ন) গ্রহণ করিবেন। আজ রবিবার। আশ্রমে লাড্ডু, কচুরি, পুরী ইত্যাদি তৈয়ার হইতেছে। সন্ধ্যার পর দুই মণ আলু সিদ্ধ করা হইয়াছে। আলুগুলির খোসা ছাড়াইয়া সাধুদিগের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলু ও পটোলের তরকারী করিতে হইবে। অনেক লোক ও সময়ের দরকার। রাত্রির আহারান্তে শ্রীশ্রীস্বামীজী ও সাধুবৃন্দ আলুগুলির খোসা ছাড়াইতে লাগিলেন। বড় বিশ্রী কাজ! এক একটী আলু হাতে নিয়া খোসা ছাড়ানো—এইভাবে দুই মণ আলু। তখন আশ্রমে সাধু আছেন মাত্র ১২।১৩ জন। কিছুক্ষণ আলুর কাজ করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী সাধুদিগকে বলিলেন—"দেখ, আমি বুড়ো মানুষ, আমি এখন গিয়ে একটু বিশ্রাম করি, তোমরা সব আলুগুলির খোসা ছাড়াইয়া তারপর শুতে যেও, দেখ যেন কর্ত্তব্যের অবহেলা ক'র না, আগামী কল্য প্রায় ৪০০।৫০০ মহাত্মা আশ্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন, ইহা যেন মনে থাকে।" শ্রীশ্রীস্বামীজী স্বীয় কুটিরের বহির্দ্দেশে পালঙ্কোপরি শয়ান হইলেন। আড়াই ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, রাত্রি তখন ১২টা; সাধুবৃন্দের আঁখি নিদ্রায় ঢুলুঢুলু; এক এক করিয়া ক্রমশঃ প্রায় সকলেই নিজেদের শয্যা গ্রহণ করিলেন। মাত্র একজন সাধু তখনও আলুর কাজ করিতেছেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী সেখানে উপস্থিত হইয়া তেজের সহিত বলিলেন—"বাঃ সব চলে গিয়েছে! দেখ ত, কাহারও এতটুকুও কর্ত্তব্যবোধ নেই, একরাত্রি না ঘুমোলে কি হয়?"—এই বলিয়াই তিনি সাধুবৃন্দের অনুসন্ধানে প্রথমতঃ ফকিরাবাদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটী লণ্ঠন, তাহার তিনদিক্ আবৃত, একদিকে মাত্র আলো দৃষ্ট হয়। রেলওয়ে লণ্ঠন। ফকিরাবাদের দরজার বাম দিকের খাটের উপর লেখক নিদ্রিত, দক্ষিণ দিকের খাটের উপর ব্রহ্মচারী রামানন্দ শায়িত। ব্রহ্মচারী রামানন্দের শয্যার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি (খোঁড়া, ২৬) ও স্বামী রামানন্দ গিরি (১৮) নামক দুইজন মাদ্রাজী সন্ন্যাসীর বিছানা। একেবারে ভিতরের দিকের খাটের উপর ব্রহ্মচারী ধীরানন্দ নিদ্রিত। ফকিরাবাদে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজী অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেজের সহিত "কোথায় গেল সব সাধু" বলিতেই সাধুদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা দেখিলেন 'মহাবিপদ'! শ্রীশ্রীস্বামীজী যে প্রকার তেজের সহিত ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন তাহাতে আর রক্ষা নাই, যাহাকে সম্মুখে পাইবেন তাহাকেই হয় লাথি বা চড় মারিবেন, কারণ দোষ তাহাদেরই। লেখক অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় খাটের নীচে লুক্কায়িত হইল। ব্রহ্মচারী রামানন্দ তাড়াতাড়ি মেরুদণ্ড সোজা করিয়া সিদ্ধাসনে বসিয়া রহিলেন—যেন মহাসমাধিস্থ। ব্রহ্মচারী ধীরানন্দ কি যে করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তিনি ভিতরের দিকে, তাই তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীস্বামীজীর দৃষ্টি গেল না। মাদ্রাজী সাধুদ্বয়ের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁহাদের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কি যে করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রথমতঃ লেখকের খাটের কাছে আসিয়া লণ্ঠনের সাহায্যে খাট দেখিয়া বলিলেন—"বাঃ, এ খাটের সাধু কোথায় গেল? নিশ্চয় পালিয়ে গিয়েছে, বড় বুদ্ধিমান ত'!" লেখকের বুক তখন কাঁপিতেছে, যদি শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাকে দেখিতে পান তবে আর রক্ষা নাই, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি খাটের নীচে গেল না। শ্রীশ্রীস্বামীজী অনন্তর ব্রহ্মচারী রামানন্দের খাটের কাছে উপনীত হইয়া রামানন্দকে সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন—"বাঃ কাজের সময় সমাধি লাগিয়েছে, বড় বুদ্ধিমান্ ত'! সমাধি কি বাচ্চা!" তদনন্তর তিনি মাদ্রাজী সন্ন্যাসী খোঁড়া ব্রহ্মানন্দের নিকট গিয়া দেখিলেন যে, তিনি বসিয়া আছেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে সজোরে একটী লাথি মারিয়া তেজের সহিত বলিলেন—"তোমাদের কোনও আক্কেল নেই, কাল এতগুলি মহাত্মা খাবেন, আর তোমরা সব কাজ ফেলে এখন ঘুমুচ্ছ; চল কাজ করতে!" শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেই ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চৈঃস্বর শুনিয়া কুটির হইতে সাধুবৃন্দ তাড়াতাড়ি বহির্গত হইয়া আলুর কাজে ব্যাপৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন, লেখক ও ব্রহ্মচারী রামানন্দও ইত্যবসরে তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ফকিরাবাদ হইতে বহির্গত হইলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী রামানন্দ এবং ব্রহ্মচারী ধীরানন্দও আলুর কাজে ব্যাপৃত হইলেন। আলুর কাজ সমাপনান্তে ব্রহ্মচারী রামানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন—"মহারাজ আপনি শিষ্য নন, তবুও গুরুদেব আপনাকে লাথি মারিলেন, আমাদের বড় কষ্ট হয়েছে আপনার জন্য, আপনার কি বড় লেগেছে ?" তদুত্তরে মাদ্রাজী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"না মহারাজ! স্বামীজীর কি আর আপন-পর, শিষ্য, অশিষ্য জ্ঞান আছে ? এত বড় মহাপুরুষ, ওঁর লাথি খাওয়া ত' মহান্ ভাগ্যের কথা। ওঁর লাথি খেয়ে আমার আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। মহাপুরুষদের ভাব আমরা কি করে বুঝ্‌ব ? ওঁদের কখনও রুদ্রভাব, তখন উঁহারা ভয়ানক হইতেও ভয়ানক, বজ্রের চেয়েও কঠোর, আবার কখনও ওঁদের বালক-ভাব, তখন উঁহারা কুসুমের চেয়েও কোমল। আজ দেখ্‌ছি স্বামীজীর রুদ্রভাব, মহাপুরুষ বটে! আপন-পর জ্ঞান নেই।"

(বালক-ভাব)

শ্রীশ্রীস্বামীজী সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া ষ্টেশনের দিকে যাইতেছেন; সঙ্গে ব্রহ্মচারী পরেশ, ব্রহ্মচারী শ্রীশ, ব্রহ্মচারী ধীরানন্দ ও লেখক। শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতেছেন "শিব শিব শিব", (শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া) "দেখ, পাল্কীওয়ালারা কি করে জান ? তারা যখন পাল্কী বহন করে তখন একটা শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজেদের তাল (গতি) ঠিক রাখে। আমিও যখন রাস্তায় বাহির হই তখন 'শিব শিব' বলে আমার তাল (গতি) ঠিক রাখি। তোমরাও তদ্রূপ করতে চেষ্টা কর; ইহাতে ভ্রমণের আনন্দও হবে, গতিও ঠিক থাকবে, আবার ভগবানের নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেওয়াও হবে।" হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজীর দৃষ্টি রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত টেলিগ্রাফের তারের প্রতি নিবদ্ধ হইল। তিনি বালক-সুলভ উৎসুক-ভাবে শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা! এই তারের ভিতর দিয়ে শব্দ কি করে আসে?" শিষ্যবৃন্দ যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিতেই তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"বাঃ, এ ত' বেশ মজা, বিজ্ঞান ত' অনেক কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত সৃষ্টি করেছে। আচ্ছা দাদা! ঐ দোকানে যে একটি লোহার যন্ত্র রয়েছে ওটা দ্বারা কি হয়?" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীস্বামীজী এইভাবে বিভিন্ন পদার্থ দেখিতেছেন ও তত্তৎ সম্বন্ধে উৎসুকভাবে শিষ্যদিগকে কখনও 'দাদা' কখনও বা 'পুত্র' সম্বোধন পূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেছেন। তখন মনে হইত শ্রীশ্রীস্বামীজী যেন একটি বালক। বালক যেমন অভিভাবকের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জিনিস দেখিয়া তত্তৎ সম্বন্ধে কৌতূহলভাবে অভিভাবককে প্রশ্ন করে ও অভিভাবকের উত্তর শুনিয়া আনন্দিত হয়, শ্রীশ্রীস্বামীজীও তদ্রূপ শিষ্যদিগকে বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন ও তাহাদিগের উত্তর শুনিয়া উল্লসিত হইতেছেন। তখন তাঁহার কি সুন্দর সাম্যমূর্ত্তি! কি মধুর বালক-ভাব। আমরা ভাবিতাম, অহো! শ্রীশ্রীস্বামীজী যদি সর্ব্বদা এই ভাবেই থাকিতেন তবে আমাদের কতই আনন্দ হইত! কিন্তু তা হইবার নয়। তাঁহার রুদ্রভাবকে আমরা বড় ভয় করিতাম, তখন তাঁহার নিকট যাইতেও আমাদের ভয় হইত। রুদ্রভাবের সময় তাঁহার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিত; মুখ ভয়ানক গম্ভীর, মনে হইত যেন তেজোরাশি তাঁহার মুখপদ্ম হইতে ফাটিয়া বাহির হইতেছে, যে সম্মুখে যাইবে সে-ই তেজোরাশি দ্বারা ভস্মীভূত হইবে। মহাপুরুষ! তোমার লীলা তুমিই জান। আমরা ক্ষুদ্র, অজ্ঞানী জীব; তোমার বাক্য ও কার্য্য আমাদের বুদ্ধির অগোচর। জ্ঞানে, অজ্ঞানে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত অন্যায় করিয়াছি, তোমার মাহাত্ম্য আমরা কি বুঝিব! তুমি একাধারে পিতার ভালবাসা, মাতার স্নেহ ও বন্ধুর প্রীতি দিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছ, আবার সেই তুমিই কখন কখন বজ্রের ন্যায় কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে শাসন করিয়াছ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তোমার আকর্ষণী শক্তি! তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকা যেন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। কি নিবিড় তোমার ভালবাসা; কি অহৈতুক তোমার স্নেহ! এ স্নেহ যে একবার লাভ করিয়াছে, সে তোমার শত শাসন, সহস্র পীড়ন অম্লানবদনে হাস্যমুখে অবনত শিরে গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে। জয় সদ্‌গুরু!

(সন্ন্যাসী শিষ্য—১৩৩০ সন)

সন্ন্যাসী-সমাজে নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা, আনন্দ, আবাহন, অটল ইত্যাদি বিভিন্ন আখড়া বর্ত্তমান। প্রত্যেক আখড়ার একজন করিয়া মণ্ডলীশ্বর থাকেন, ইনি পরমহংস সম্প্রদায় হইতে মনোনীত হন। এই মণ্ডলীশ্বরবৃন্দের অপর নাম 'আচার্য্য'। কোন ব্রহ্মচারীর গুরু বর্ত্তমান থাকিতেও গুরুর আজ্ঞা লইয়া যে কোনও মণ্ডলীশ্বর উক্ত ব্রহ্মচারীকে স্বীয় গুরুর নামে সন্ন্যাস প্রদান করিতে পারেন—তাই তাঁহাদিগের অপর নাম 'আচার্য্য' বা 'আচার্য্যগুরু' অর্থাৎ যিনি সকলকে সন্ন্যাস প্রদান করিতে অধিকারী। মণ্ডলীশ্বর ব্যতীত অপর কোনও সন্ন্যাসীর এই অধিকার নাই।

১৩৩০ সনের মাঘমাসে ৺প্রয়াগধামে অর্দ্ধ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীস্বামীজী অসুস্থতা নিবন্ধন উক্ত মেলায় যোগদান করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মচারী পরেশকে সন্ন্যাস প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"বেটা, তোকে ২২৲ টাকা দিচ্ছি, ৺প্রয়াগে গিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

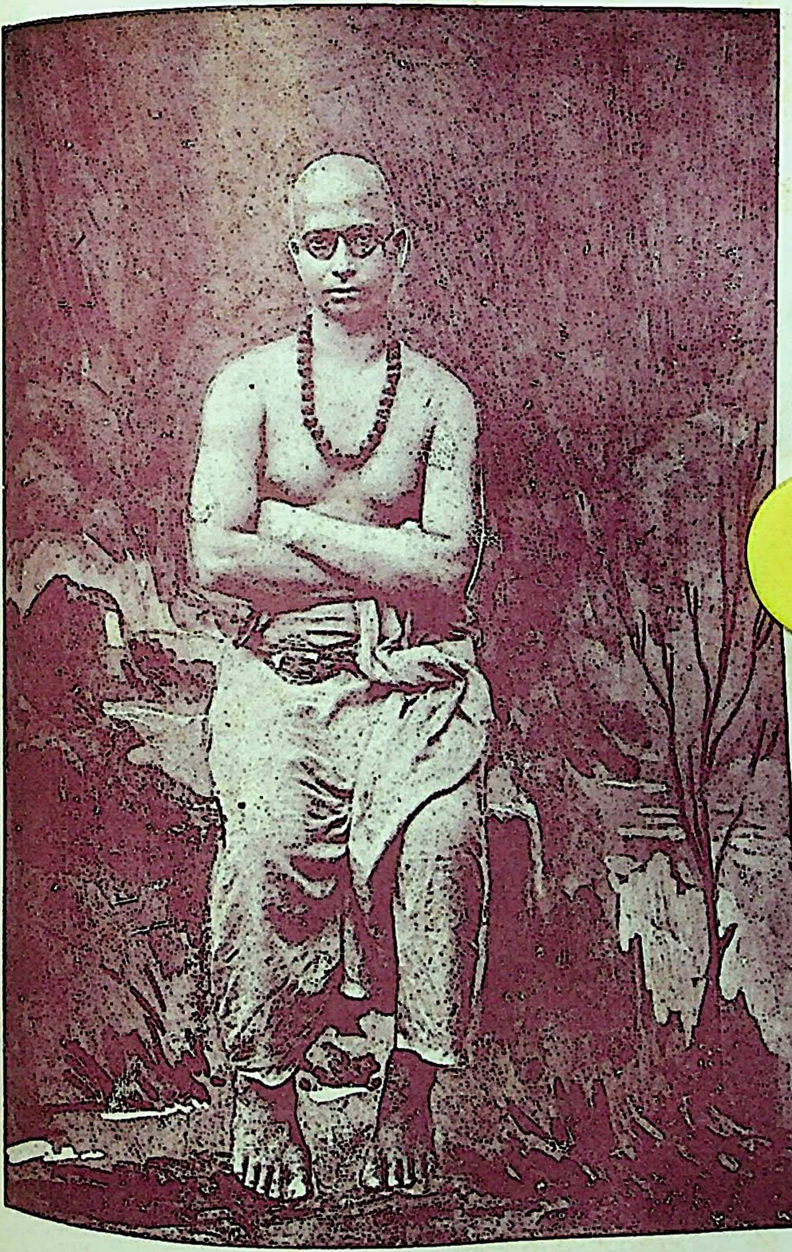

শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গাতীরে ভোলাশ্রম ধর্ম্মশালা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণ্ডলীশ্বর জনার্দ্দন গিরি মহারাজের নিকট 'আমার নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এস। শুভ যোগ, আর বিলম্ব ক'র না। তোমার ত' এখন বয়সও হয়েছে। আমি জনার্দ্দন গিরিজীর কাছে পত্র লিখে দেব।" "গুরুবাক্য অবহেলা করিতে নাই"—স্মরণ করিয়া পরেশ শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"আগামী পঞ্চমী তিথিতে তুমি এখান হ'তে রওনা হবে, সন্ন্যাস গ্রহণ করেই আবার আশ্রমে ফিরে আসবে।" অদ্য পঞ্চমী তিথি। পরেশ ৺প্রয়াগে যাইবেন। পরেশ লেখককে বলিলেন—"ভাই, স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমার যোগপাঠ কি হবে, আমার বল্‌তে লজ্জা করছে।" পরেশের ইচ্ছানুযায়ী লেখক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন—"শিব, শিব, শিব, মহাদেব; হাঁ বেটা! ভকিলের (পরেশ, ইনি পূর্ব্বে 'উকিল' ছিলেন, তাই শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে কখনও কখনও ভকিল বলিতেন, হিন্দীভাষায় উকিলকে 'ভকিল' বলা হয়) যোগপাঠ হবে 'স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি', তাকে বলে দে।"

ব্রহ্মচারী পরেশ যথাসময়ে প্রয়াগের অর্দ্ধ কুম্ভমেলার নিরঞ্জনী আখড়ার মণ্ডলীশ্বর স্বামী জনার্দ্দন গিরি মহারাজের নিকট শ্রীশ্রীস্বামীজীর নামে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক হরিদ্বার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তদবধি তিনি 'স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি' নামে খ্যাত হইলেন। ইহার একমাস পরেই ফাল্গুন মাসে ৺শিবরাত্রির শুভদিনে শ্রীশ্রীস্বামীজী নিম্নলিখিত ব্রহ্মচারীদিগকে সন্ন্যাস প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

ব্রহ্মচারী—অবধূতানন্দ, সোমানন্দ, শ্রীশ, গোপাল, রামানন্দ, সর্ব্বানন্দ, ধীরানন্দ, দেবেন, বিনোদ, সিদ্ধেশ্বর, নিখিলানন্দ, ইন্দু ও হীরালাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ শিবরাত্রি। শ্রীশ্রীস্বামীজীর তের জন ব্রহ্মচারী শিষ্য পবিত্র সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্য ইঞ্জিনিয়ার বি. এম্. বাগচী নিজের ধর্ম্মপত্নীদ্বয় ও কন্যাসহ আশ্রমে উপস্থিত। তাঁহার পত্নীদ্বয় শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাদিগকে বলিলেন—"বেটী! দেখ, আজ আমার কত আনন্দের দিন। তোদের একটি ছেলে হলে তোদের কত আনন্দ হয়! আর আজ আমার তেরটী ছেলে হবে।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বদিন ব্রহ্মচারিবৃন্দ মুণ্ডিত মস্তক মুণ্ডিত বদনে কৌপীনমাত্র পরিহিত হইয়া পবিত্র জাহ্নবী-সলিলে যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পিণ্ড প্রদান করিয়া পিতৃকুল ও মাতৃকুলের শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে নিজেদের শ্রাদ্ধ (আত্মশ্রাদ্ধ) সম্পাদন করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের দিন অন্ন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। সেদিন শিবরাত্রি, স্বভাবতঃই সাধুবৃন্দ সেদিন দিবাভাগে অন্ন গ্রহণ করেন না। প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীস্বামীজী ব্রহ্মচারিবৃন্দ সহ ব্রহ্মকমণ্ডলুতে স্নান পূর্ব্বক দুগ্ধ, ফল, মিষ্টি ও পত্রপুষ্প দ্বারা গঙ্গামাতাকে পূজা করিয়া বিল্বকেশ্বর শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শিবলিঙ্গকে অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি দক্ষেশ্বর শিবকে দর্শন করিবার জন্য কন্‌খল অভিমুখে রওনা হইলেন। সন্ন্যাস-ব্রতী ব্রহ্মচারিবৃন্দ শুধু শুভ্র কৌপীন পরিহিত, তাঁহাদিগের এক হাতে দণ্ড, অপর হাতে কমণ্ডলু; তাঁহারা শ্রীশ্রীস্বামীজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ প্রার্থনা-স্তব, শিবমহিম্ন-স্তব ইত্যাদি পাঠ করিতেছেন। জনসাধারণ এই সুন্দর সাত্ত্বিক দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে সাধুমণ্ডলীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। দক্ষেশ্বর শিবকে যথাবিহিত অর্চ্চনা করিয়া ব্রহ্মচারিবৃন্দের সহিত শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক একটু বিশ্রামান্তে কোনও ব্রহ্মচারীকে তাঁহার নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবপুরাণ পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। শিবপুরাণ পঠিত হইতেছে, শ্রীশ্রীস্বামীজী ও আশ্রমস্থ সাধু, ব্রহ্মচারিগণ অবহিত মনে শিবপুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন—"শিব, শিব, শিব, শম্ভো, দীননাথ, দীনদয়াল, হর তোমারি মায়া।" সন্ধ্যার পর গঙ্গার শীতল হাওয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারিবৃন্দ শুধু কৌপীন পরিহিত, তাঁহারা শীতে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আচ্ছা, একখানি ক'রে কম্বল তোমরা ব্যবহার করতে পার কিন্তু খবরদার কাপড় পরিধান ক'রো না বা ঘরেও যেও না।" ব্রহ্মচারিগণ একখানি করিয়া কম্বল গ্রহণ পূর্ব্বক উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া পরস্পর অধ্যাত্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ৯টা, ভয়ানক শীত। ব্রহ্মচারিবৃন্দ শীতে কাঁপিতেছেন। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীস্বামীজীর অজ্ঞাতসারে আশ্রম-বাগানে সমবেত হইয়া শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক তাহার নিকট সকলে বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী সেখানে উপস্থিত হইয়াই অত্যন্ত তেজের সহিত বলিলেন—"আগুন জ্বালিয়েছ কেন? এ ত' নিয়ম নয়, শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাপিত কর; যাও, এখনই জল নিয়ে এস।" কোনও ব্রহ্মচারী বলিলেন—"বাবা! বড্ড ঠাণ্ডা, এক কম্বলে কিছুই হচ্ছে না।" শ্রীশ্রীস্বামীজী (তেজের সহিত) "ঠাণ্ডা কা বাচ্চা! সন্ন্যাস নিতে চাচ্ছ কেন? শীত, গ্রীষ্ম, মান, অপমান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বকে সমভাবে গ্রহণ করাই হ'ল প্রকৃত সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। এই সামান্য একটু ঠাণ্ডাই সহ্য করতে পাচ্ছ না? যাও, এখনই আগুন নিভিয়ে দাও।"

ব্রহ্মচারিবৃন্দ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া আশ্রম-প্রাঙ্গণে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। রাত্রির শেষভাগে বিরজ হোম যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশানুযায়ী এক এক জন ব্রহ্মচারী গুহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারান্দায় প্রবেশ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী একখানি কাঁচি হস্তে সেখানে উপবিষ্ট। তিনি কাঁচি দ্বারা ব্রহ্মচারিগণের শিখা কর্ত্তন করিলেন। অনন্তর তাঁহার নির্দ্দেশমত ব্রহ্মচারিবৃন্দ গুহার সম্মুখে আম্রবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী একটু পরে সেখানে উপনীত হইয়া আসন গ্রহণ পূর্ব্বক সকলকে পবিত্র সন্ন্যাস-মন্ত্র বা পরমহংস মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—"প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ং-কালে দশমালা করিয়া এই মন্ত্র জপ করিলে তাদের আর কিছুই করিতে হবে না। এই মন্ত্রের শক্তি অমোঘ, প্রত্যহ নিয়মপূর্ব্বক জপ করিস্।"

নূতন সন্ন্যাসিগণ নূতন কাপড় (বহির্বাস) ও কৌপীন পরিধান করিয়া ঝুলি হস্তে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপনীত হইয়া "নারায়ণ হরি" বলিয়া দণ্ডায়মান হইলে তিনি তাঁহাদিগের ঝুলির মধ্যে মিষ্ট ও ফল নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সন্ন্যাসিবৃন্দ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি প্রমুখ আশ্রমস্থ অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের নিকট উক্ত প্রকারে ভিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক জলযোগ করিয়া দ্বিপ্রহরে যথারীতি অন্ন গ্রহণ করিলেন।

(সন্ন্যাসীবৃন্দের যোগপাঠ)

ব্রহ্মচারী গোপাল—৺স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি
„ হীরালাল—৺স্বামী গঙ্গাধরানন্দ গিরি
„ সোমানন্দ—স্বামী চিদানন্দ গিরি
„ বিনোদ—৺স্বামী কেদারানন্দ গিরি
„ নিখিলানন্দ—স্বামী ভবানন্দ গিরি
„ শ্রীশ—স্বামী ঈশ্বরানন্দ গিরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচারী রামানন্দ—স্বামী হয়ানন্দ গিরি
(ওরফে স্বামী রামানন্দ গিরি)
" ধীরানন্দ—স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি
" দেবেন—স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ গিরি
" সিদ্ধেশ্বর—৺স্বামী শিবানন্দ গিরি
" ইন্দু—৺স্বামী নাগেশানন্দ গিরি
" অবধূতানন্দ—৺স্বামী মহেশানন্দ গিরি
" সর্ব্বানন্দ—স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি

(অপমানকারী শিষ্যের প্রতি প্রেম)

ব্রহ্মচারী গোপাল ওরফে স্বামী শঙ্করানন্দ গিরির মাথা একটু খারাপ। তিনি অন্ন গ্রহণান্তে মধ্যে মধ্যে থালা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ইহা অবগত হইয়া শঙ্করানন্দকে উক্ত অভ্যাস ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু শঙ্করানন্দের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি কখনও থালা, কখনও বাটি, কখনও গ্লাস গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে আশ্রম ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু শঙ্করানন্দ তাঁহার আদেশ পালনে অসম্মত। তিনি কিছুতেই আশ্রম পরিত্যাগ করিবেন না। অবশেষে লেখক তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, গুরুবাক্য পালন করাই প্রকৃত শিষ্যের লক্ষণ। তদুত্তরে শঙ্করানন্দ বলিলেন—"হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, আমি গুরুবাক্য পালন করব, আমি এখনই আশ্রম হতে চলে যাচ্ছি।" ছয় মাস পরে শঙ্করানন্দ পুনরায় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"দেখ শঙ্কর! এই আশ্রম তোমার; তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য গুরুভাইগণের ন্যায় যদি তুমি আশ্রমে থাক তবে তোমাকে কেহই কিছু বলিবে না, কিন্তু যদি পূর্ব্বের ন্যায় থালা-বাটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এখনই তুমি এ আশ্রম হইতে চলিয়া যাও।” শঙ্করানন্দ কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় থালা ইত্যাদি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে আশ্রম পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু শঙ্করানন্দ আশ্রম পরিত্যাগ না করিতে বদ্ধপরিকর, শ্রীশ্রীস্বামীজীর অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দও শঙ্করানন্দকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু এবার শঙ্করানন্দ কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। পরিশেষে সন্ন্যাসী শিষ্যগণ বলপূর্ব্বক শঙ্করানন্দকে আশ্রম হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। শঙ্করানন্দ আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া আশ্রম-সংলগ্ন বটবৃক্ষতলে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে গালি দিতে লাগিলেন। এইভাবে ২।৩ মাস তিনি বটবৃক্ষতলে যাপন করিলেন। প্রত্যহ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে গালি দেওয়া তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজী নির্ব্বিকার। একদিন মহিম্ন-স্তবাদি পাঠান্তে শ্রীশ্রীস্বামীজী স্বীয় গদিতে উপবিষ্ট। ২৫।৩০ জন বাঙালী শিষ্য, ভক্ত (স্ত্রী ও পুরুষ) তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাদিগকে সুললিত ভাষায় মধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করিতেছেন। শঙ্করানন্দ একখানি লম্বা লাঠি হস্তে আশ্রম-সংলগ্ন রাস্তার উপর পদচারণ করিতেছেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—“আয় ভোলাগিরি, তোকে এই লাঠি দ্বারা প্রহার করব, বড় সাধু হয়েছ, আজ তোর সাধুগিরি ঘুচিয়ে দেব; আমাকে আশ্রম হতে বাহির করে দিয়েছ, তার প্রতিফল আজ তোকে ভোগ করতে হবে, একবার রাস্তায় এস ত' দেখি, তোর কতদূর সাহস, ওখানে বসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসে যে বড্ড উপদেশ দিচ্ছ আজ তোকে নিশ্চয়ই প্রহার করব।" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীস্বামীজীর কর্ণে এ সকল বাক্য প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার সেদিকে খেয়াল নাই, তিনি তন্ময়ভাবে ভক্তবৃন্দকে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ কিন্তু শঙ্করানন্দের এই ঔদ্ধত্য নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা শঙ্করানন্দকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইতেছে না। অবশেষে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া শঙ্করানন্দকে সমুচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাতে বাধা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—"যাও, তোমরা তোমাদের কাজ কর, শঙ্করকে বকৃতে দাও, তাতে ভোলাগিরির ত' কোনও ক্ষতি হচ্ছে না।" তদুত্তরে ৺স্বামী কেদারানন্দ বলিলেন—"বাবা। শঙ্করানন্দজী আপনাকে প্রহার করতে চাচ্ছে, আপনি ত' শেষরাত্রে লালতারা মন্দানে পায়খানায় যাবেন তখন যদি শঙ্করানন্দজী আপনাকে প্রহার করে বসে, তবে কি হবে! কাজেই এখনই ইহার একটা উচিত ব্যবস্থা করা দরকার, আমরা ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিই।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"না বেটা! ওকে শিক্ষা দিবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার শরীরে হাত দিবার শক্তি ওর নাই, সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। যাও এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, নিজের নিজের কাজ কর গিয়ে।" শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে সন্ন্যাসী শিষ্যগণ নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করিলেন। শঙ্করানন্দ অনর্গল শ্রীশ্রীস্বামীজীকে শাসাইতেছেন। এইভাবে আরও তিনমাস গত হইলে শঙ্করানন্দ হরিদ্বার হইতে প্রস্থান করিলেন। অদ্যাবধিও তাঁহার কোনও সংবাদ আমরা জ্ঞাত নহি। প্রেমাবতার শ্রীশ্রীস্বামীজী কিন্তু শঙ্করানন্দকে ভুলিতে পারেন নাই। অহো! সে যে তাঁহারই শিষ্য; সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে চারি মাস ব্যাপী সে যে শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে অবহিত মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমের সহিত আশ্রমকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। গুণগ্রাহী শ্রীশ্রীস্বামীজী, ক্ষমার অবতার ভোলানন্দ, মানাপমানে সমভাব ভোলাদাস কি কখনও তাহা ভুলিতে পারেন? সদ্ব্যক্তিকে, সেবাব্রত ভক্তকে সকলেই ভালবাসেন তাহাতে আর বৈশিষ্ট্য কোথায়? কিন্তু অপমানকারী ব্যক্তিকে যিনি ভালবাসিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ। তাই আমরা দেখিতে পাই প্রেমাবতার নিত্যানন্দ গোস্বামী জগাই-মাধাই কর্তৃক প্রহৃত হইয়াও তাহাদিগকে প্রেমদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী দেহত্যাগের চারি দিন পূর্ব্বে লেখককে বলিলেন—"বেটা! শঙ্করকে ত' তিন বৎসর পর্য্যন্ত দেখিনি, সে কি আর আমার কাছে আসবে না?" এই বাক্য বলিবার সময় তাঁহার মুখকমল প্রেমে উদ্ভাসিত হইল, চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, বাক্য স্নেহবিগলিত। দেহত্যাগের পূর্ব্বে শঙ্করানন্দকে দেখিবার জন্য তাঁহার চিত্ত উন্মুখ! হায় শঙ্করানন্দ! এমন প্রেমময় গুরুকেও তুমি অপমান করিয়াছ। অথবা তোমারই বা কি দোষ! তোমার যে মাথা খারাপ! লেখক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"বাবা! শঙ্করানন্দ বোধ হয় দেহত্যাগ করেছেন, নতুবা এতদিনে নিশ্চয়ই আপনার কাছে একবার আসতেন।" শ্রীশ্রীস্বামীজী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—"তা হবে, বেটা! ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হ'ল না।"

(কর্ম্মে ব্রহ্মদর্শন)

বেলা ৮ ঘটিকা। শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রাতর্ভ্রমণান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া আশ্রমস্থ সন্ন্যাসীদিগকে বলিলেন—"কাজ করতে চল, বাগানের ঘাস বড় হয়েছে, গো-সকলের জন্য ওগুলো কেটে বেছে শুকিয়ে রাখতে হবে।" শ্রীশ্রীস্বামীজী ও সন্ন্যাসিবৃন্দ বাগানে উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজী বলিলেন—"মহাদেব! তুই অন্য একজন সাধুকে নিয়ে ঘাস কাট, আমরা সকলে ঘাস বাছব।" স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি ও স্বামী মাধবানন্দ গিরি (আশ্রমনিবাসী জনৈক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত সাধু) ঘাস কাটিতেছেন; স্বামী ঈশ্বরানন্দ গিরি, শিবানন্দ গিরি, বৈদ্যনাথানন্দ গিরি, বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি, ৺কেদারানন্দ গিরি, চিদানন্দ গিরি ও লেখক প্রমুখ সন্ন্যাসিশিষ্যবৃন্দ সহ শ্রীশ্রীস্বামীজী ঘাস বাছিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সন্ন্যাসীদিগকে বলিলেন—"হাঁ ভাই! তোমাদের দৃষ্টি কোথায় বল ত'? ঘাসের কাজ ত' করছ। তোমরা বুঝি ঘাসকে ঘাসরূপেই দেখছ! না দাদা! ও প্রকার দেখতে নেই, কর্ম্মে ব্রহ্মদর্শন করতে হয়। এখানে মনে করবে যে ঘাস হ'ল ব্রহ্ম বা আত্মা, আর আগাছাগুলো হ'ল শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি। এখানে দেখ, ঘাস ও আগাছা একত্র হয়ে আছে। তোমরা আগাছা ফেলে দিয়ে শুদ্ধ ঘাস বাহির করে নিচ্ছ। তদ্রূপ ঘাসস্থানীয় ব্রহ্মের আগাছাস্থানীয় শরীর, মন ইত্যাদির সহিত একত্ববোধই জীবভাব। আগাছাস্থানীয় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি হইতে পৃথক করিয়া ঘাসস্থানীয় ব্রহ্মকে জানতে হবে—এইভাবে বিচার করবে—ইহারই নাম কর্ম্মে ব্রহ্মদর্শন। 'হাতে কাজ করবে, কিন্তু প্রত্যেক কাজ হতেই উপদেশ গ্রহণ করবে'।"

(গো-ভক্তি)

লেখক স্নান করিতে যাইতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন —"চল্ বেটা! একটু কাজ করে আসি, স্নান পরে কর্‌বি।" এই বলিয়া তিনি লেখকের সহিত গো-শালায় প্রবেশ করিলেন। গো-শালার নর্দ্দমা গোময় ও গো-মূত্রে ভরিয়া গিয়াছে; অনেকদিন পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা পরিষ্কার করা হয় নাই। শ্রীশ্রীস্বামীজী নর্দ্দমা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী লেখকও উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। নর্দ্দমা একটু পরিষ্কার করিতেই ভয়ানক দুর্গন্ধ ছুটিল। লেখক নাকে কাপড় দিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিল—"বাবা! আর পারি না, ভয়ানক দুর্গন্ধ, আমার বমি আসছে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেটা! আমি করতে পারছি, আর তুই পারছিস্ না? তুই ত' নাকে কাপড় দিয়েছিস্, দেখ ত' আমি দুই হাতে কি প্রকার নর্দ্দমা পরিষ্কার করছি! কই আমার ত' কোনও কষ্ট হচ্ছে না, বমিও আসছে না।"

লেখক—"বাবা! আপনি মহাপুরুষ, আপনার কাছে সুগন্ধ, দুর্গন্ধ উভয়ই সমান; আমরা ত' আপনার ন্যায় মহাপুরুষ হতে পারিনি!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"না পুত্র! এসব কাজে ঘৃণা করতে নেই; গরু হ'ল মাতৃস্থানীয়, মাতার সেবায় ঘৃণা করতে আছে? এই দেখ্ না, আমি বুড়ো মানুষ ব'লে সাধুবৃন্দ আমার সেবা গ্রহণ করেন না, তাই আমি গো-মাতাদিগের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছি। মাতার সেবা করতে তোদের এত ঘৃণা হয় কেন?"

লেখক—"বাবা। নিজের গর্ভধারিণী মাতার সেবাই করলুম না, গো-মাতার সেবা আবার কি করব? গরু আবার মা কি করে হ'ল? ও ত' পশু!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দূর বেটা! ও প্রকার বল্‌তে আছে? মাতা আমাদিগকে দুগ্ধ দিয়ে লালন পালন করেন, গরুও ত' তাই করছে; দুধ দিচ্ছে, হাল চাষ করছে, তাতে অন্ন হচ্ছে। তবে গোকে মাতা বল্‌বি না কেন? মনুষ্যের হিতকারী এ প্রকার নিরীহ শান্ত জীব আর নেই। এর ভিতর দেবতার অংশ আছে। গো-মাতাদের সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলে কল্যাণ হয়; তাঁদের আশীর্ব্বাদে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। এই দেখ্ না, প্রেমসিং (চাকর) যখনই ঘর হতে আসে, তখন তার শরীর দেখ্‌লে মনে হয় যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী; কিন্তু যেই আশ্রমে এসে সে গো-সেবায় রত হয়, অমনি তার শরীরটী কি প্রকার নাদুস-নুদুস হয়ে ওঠে। এ ত' প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছ; তবুও তোর গো-মাতাদিগের প্রতি ভক্তি হয় না?"

(অবধূতবৃত্তি শিষ্যকে শাসন)

ব্রহ্মচারী অবধূতানন্দ ওরফে স্বামী মহেশানন্দ গিরি সন্ন্যাস গ্রহণের প্রায় এক বৎসর পর কৌপীন মাত্র পরিহিত হইয়া কখনও কর্ণবাস (জিলা বুলন্দসর, ইউ. পি), কখনও ফরক্কাবাদ ইত্যাদি স্থানে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি কম্বল, বস্ত্র, কমণ্ডলু ইত্যাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। মধ্যে মধ্যে হরিদ্বারে উপনীত হইয়া তিনি ৮।১০ দিন আশ্রমে অতিবাহিত করিতেন। আশ্রমে অবস্থান-কালে একদিন তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। আশ্রমস্থ কোনও কোনও সন্ন্যাসী ভ্রাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি একখানি কম্বল দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া একখানি চাটাইয়ের উপর শুইয়া রহিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পর শ্রীশ্রীস্বামীজী উক্ত কুটিরে প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন—"কি রে অবধূত! তোর কি এখনও জ্বর আছে?" হঠাৎ তাঁহাকে কম্বলাবৃত অবস্থায় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত তেজের সহিত বলিলেন—"কি রে, তুই যে কম্বল ব্যবহার করছিস? এখনই কম্বল ছেড়ে দে। অবধূতবৃত্তি গ্রহণ করে কম্বল ব্যবহার করছিস কেন? রাস্তায় বা জঙ্গলে যখন তোর জ্বর হবে তখন কি তোর মা মাসী কম্বল নিয়ে সেখানে তোর জন্যে বসে থাকবে? আর যদি কম্বল ইত্যাদি ব্যবহার করবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছাই থাকে, তবে তোর অন্যান্য ভাইদের (সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা) ন্যায় জামা-কাপড় ব্যবহার করিলেই পারিস্, তাতে ত' আমি কোনও আপত্তি করছি না। হয় অবধূতবৃত্তি ত্যাগ কর, নতুবা কম্বল পরিত্যাগ কর।" মহেশানন্দ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম পূর্ব্বক কম্বল পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শ্রীশ্রীস্বামীজী ধর্ম্মশালা কুটির হইতে বহির্গত হইবার ৪।৫ মিনিট পরেই মহেশানন্দের জ্বর সম্পূর্ণ উপশম হইল।

(সন্ন্যাসীর শ্বেতবস্ত্র পরিধান অবিধেয়)

একদিন আশ্রমস্থ সন্ন্যাসী রঘুনাথ পর্ব্বত (পাঞ্জাবী) একখানি শ্বেত বহির্বাস পরিধান করিয়া আশ্রমে পদচারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহা দেখিতে পাইয়া তেজের সহিত বলিলেন—"আরে পর্ব্বত! তুই যে সাদা কাপড় পরিধান করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্? তোর লজ্জা হচ্ছে না? বমি করে পুনরায় তা খাচ্ছিস্ (অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক গেরুয়া ধারণ করিয়া পুনরায় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা)? যা, এখনই গিয়ে গৈরিক বস্ত্র পরিধান কর। তোর আরও একটি দোষ আছে; তুই কখনও কখনও দিবাভাগে শুধু কৌপীন পরিধান পূর্ব্বক আশ্রমে পদচারণ করিস—আমি তা দুইদিন হতে লক্ষ্য করছি। খবরদার! এ আর যেন না হয়। শুধু কৌপীন পরিহিত হয়ে পদচারণ করবার ইচ্ছে হলে এমন স্থানে পদচারণ করবি যেখানে মেয়েছেলের যাতায়াত নেই।"

(সঙ্গীতপ্রিয়তা)

শ্রীশ্রীস্বামীজী ভগবৎসম্বন্ধীয় গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। কোনও গায়ক তাঁহার নিকট নামকীর্ত্তন বা গান করিলে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু নির্গত হইত। কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কেহই সুগায়ক ছিলেন না। তখন আশ্রমে একটি বহু পুরাতন হারমোনিয়ম ছিল, তাহার সুর বিকৃত। শ্রীশ্রীস্বামীজী একদিন সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে বলিলেন—"আশ্রমে ত' একটা হারমোনিয়ম আছে, তোমরা আমার কাছে এসে গান কর। একজনে হারমোনিয়ম বাজাবে, আর বাকি সকলে গান করবে।" কিন্তু সন্ন্যাসিবৃন্দের মধ্যে কেহই সুগায়ক নহেন, তাই তাঁহারা শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশ পালন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতে লেখক ও স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ হারমোনিয়ম লইয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইলে তিনি সোৎসাহে বলিলেন—"বাঃ এসেছ বেটা! বেশ, এখন তোমরা গান আরম্ভ কর।" লেখক বৈদ্যনাথানন্দকে বলিল—"তুমি গান কর্; আমি হারমোনিয়ম বাজাই।" লেখক ইহার পূর্ব্বে কখনও হারমোনিয়ম বাজায় নাই, কাজেই উক্ত বিদ্যায় তাহার যে কতদূর পারদর্শিতা তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আর পৃথিবীর যদি সকলেই গায়ক হয় তবে বৈদ্যনাথানন্দও একজন গায়ক; তাঁহার গান সম্বন্ধে ইহার বেশী কিছু লিখিতে পারি না; গুরুর কাছে আবার কিসের লজ্জা? তিনি পুনঃ পুনঃ গান শুনিতে চাহিতেছেন—এখানে আবার কিসের ভয়! বৈদ্যনাথানন্দ গান আরম্ভ করিলেন—

"কত গুণের তুমি আমার প্রেমময় হরি।
কি চক্ষে দেখেছি তোমায় ভুলিতে কি পারি?
স্বজনে বিজনে থাকি, তোমারে লইয়া সুখী।
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হৃদয়-বিহারী
গভীর যাতনা পাই তব মুখপানে চাই।
হাতে যেন স্বর্গ পাই শোক পাসরি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গানের সঙ্গে সঙ্গে লেখক হারমোনিয়ম বাজাইতেছে। গানের স্বর যখন "পা" বা "ধা"য় উঠিয়াছে, লেখক তখন "মা" বা "রে" বাজাইতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী সোৎসাহে "বাঃ বাঃ, বেশ হচ্ছে" বলিতে বলিতে ভাবে তন্ময় হইলেন; তাঁহার মূর্ত্তি ধীর স্থির, চক্ষু হইতে বিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে। তাঁহার সেই অশ্রুপূর্ণ সুন্দর মুখকমলদর্শনে লেখক ও বৈদ্যনাথানন্দের উৎসাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত পাইল। তাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে বাজাইতেছেন ও গাহিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজী কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, পশ্চাৎ ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"দেখ বেটা! হরি প্রেমময়, আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া এই অনিত্য জাগতিক সুখে মত্ত হইয়া দুর্ল্লভ মোক্ষের দ্বার এই মনুষ্য-জন্ম হেলায় নষ্ট করিতেছি। তাঁহাকে ডাকিলে সকল জ্বালার, সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়।"

গান সমাপনান্তে লেখক ও বৈদ্যনাথানন্দ স্ব স্ব কাজে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে তাঁহারা উভয়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গান করিতেছেন ও হারমোনিয়ম বাজাইতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"ধ্রুবানন্দ বহুৎ আচ্ছা বাজাতা হ্যাঁ। ঔর বৈজনাথ বহুৎ আচ্ছা গাতা হ্যাঁ।" (ধ্রুবানন্দ খুব ভাল বাজায় আর বৈদ্যনাথ খুব ভাল গান করে।) শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রশংসাবাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসী শিষ্যগণ হাসিতে লাগিলেন।

(গুরুর অপমানকারী শিষ্যের অনুতাপ। শ্রীশ্রীস্বামীজীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস)

[সাধুকে অপমান করিলে তাঁহার গুরুর অপমান করা হয়]

সন্দীপের (নোয়াখালি) শ্রীশ্রীস্বামীজীর জনৈক উকিল শিষ্য তাঁহাকে অযথা অপমান করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিত উকিল মহাশয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন এ জ্ঞান ছিল না যে, গুরুকে অপমান করা মহাপাপ—সে উৎকট পাপের ফল এই জন্মেই ভোগ করিতে হয়। তিনি সন্দীপে ওকালতি ব্যবসা করিতে লাগিলেন, গুরুকে অপমান করিয়া তিনি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হইলেন না। কিন্তু অত্যুৎকট পাপের ফল তিন দিন, তিন পক্ষ, তিন মাস বা তিন বৎসরে যখনই হউক এই জন্মেই ভোগ করিতে হয়। কিছুদিন গত হইতে উক্ত উকিল শিষ্য দুরারোগ্য রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। ডাক্তার কবিরাজবৃন্দ তাঁহার রোগ নিরাময়ের আশা পরিত্যাগ করিলে তিনি স্বভাবতঃই নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন ইহা তাঁহার পাপের ফল, তিনি যে নিজের গুরুদেবকে অযথা অপমান করিয়াছেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া হরিদ্বারে পত্র দিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি পত্র পড়িতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—"বেটা! ও আমার গুরুদেবকে বড় অপমান করেছে, আমি ক্ষমা করবার কে?" তদুত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"বাবা! ওকে দয়া করে ক্ষমা করুন, অজ্ঞানী, না বুঝে করেছে, এখন বড্ড অনুতপ্ত হয়েছে, বড় কষ্ট পাচ্ছে।" শ্রীশ্রীস্বামীজী (দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)—"বেটা! আমি কি করিতে পারি! আচ্ছা, আমি আমার গুরুদেবের কাছে ওর জন্য প্রার্থনা করব; তিনি যদি ক্ষমা করেন, তবে ও ভাল হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমার কোনও হাত নেই।"

(শ্রীশ্রীস্বামীজীর খেয়াল)

ভক্তমণ্ডলী শ্রীশ্রীস্বামীজীর জন্য প্রায়ই কমলালেবু, বেদানা, আঙুর, আপেল, আনারস ইত্যাদি সুমিষ্ট ফল পাঠাইতেন। একটি বাক্সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ ফলগুলি রাখা হইত। শ্রীশ্রীস্বামীজী মধ্যাহ্নে অন্ন গ্রহণান্তে এবং অপরাহ্নে প্রত্যহ ফল গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তিনি একা কত খাইবেন! ফলগুলি অধিকাংশই পচিয়া যাইত, তখন তাঁহার আদেশে সেগুলি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইত। এই প্রকার প্রায়ই ঘটিত, তথাপি তিনি আশ্রমস্থ সাধুদিগকে ফল প্রদান করিতেন না। কোনও কোনও সাধু এই বিষয় লইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন— "দেখ, ফলগুলো পচে যাবে, গঙ্গায় ফেলে দেবেন, তবুও স্বামীজী আমাদিগকে খেতে দেবেন না; কি প্রকার তাঁর ব্যবহার!" কিন্তু জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে যখন ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্য প্রচুর আম ও আনারস পাঠাইতেন তখন তিনি সেগুলির অধিকাংশই সাধুদিগকে প্রদান করিতেন। ফলের মধ্যে পেয়ারা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

(সন্ন্যাসী শিষ্য—১৩৩৩ সন)

১৩৩৩ সনে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় শ্রীশ্রীস্বামীজী নিম্নলিখিত ব্রহ্মচারিবৃন্দকে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করেন।

(যোগপাঠ)

ব্রহ্মচারী বোধানন্দ—স্বামী বোধানন্দ গিরি।
" অনুকূলানন্দ—স্বামী কেশবানন্দ গিরি।
" অবিনাশানন্দ—৺স্বামী বাসুদেবানন্দ গিরি।
" পঞ্চানন—স্বামী অব্যয়ানন্দ গিরি।
" সারদা—৺স্বামী কৃষ্ণানন্দ গিরি।

(শক্তিমান্ সাধু সকলকেই অলৌকিক শক্তি প্রদান করিতে পারেন। প্রকৃত কল্যাণকামী সাধু অনধিকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিকে শক্তি প্রদান করেন না, কারণ তাহাতে অনধিকারীর অনিষ্ট হয়। গুরুর একত্ব। নরসিংপুরের মহাত্মা ধুনীওয়ালা দাদা। স্বামী বাসুদেবানন্দের শক্তিলাভ ও শোচনীয় পরিণতি)

শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্য স্বামী বাসুদেবানন্দ গিরি তখন 'ব্রহ্মচারী অবিনাশানন্দ' নামে খ্যাত। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি নরসিংপুরে (মধ্যপ্রদেশ) উপনীত হইয়া মহাত্মা ধুনীওয়ালা দাদার নিকট দুই বৎসর অবস্থান পূর্ব্বক অবহিত মনে তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। ধুনীওয়ালা দাদা ওরফে স্বামী কেশবানন্দ গিরি একটি ধুনীর সম্মুখে নগ্নাবস্থায় সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন; ঐ স্থানেই তিনি মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেন। কেহ কোনও জিনিস বা খাবার প্রদান করিলে তিনি তাহা উক্ত ধুনীতে নিক্ষেপ করিতেন এবং অচিরেই উহা ভস্মীভূত হইয়া যাইত। তাঁহার এই প্রকার পাগল ও পিশাচ ভাব দর্শনে প্রথমতঃ জনসাধারণ তাঁহার সমীপে উপনীত হইতে কুণ্ঠা বোধ করিত; কিন্তু তাঁহার যোগশক্তির কথা অচিরেই লোকসমাজে প্রচারিত হইলে দূর-দূরান্তর হইতে ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে দর্শন করিতে উপনীত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী অবিনাশানন্দও (স্বামী বাসুদেবানন্দ) তীর্থ-ভ্রমণোপলক্ষে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে নরসিংপুরে অবতরণ করিয়া ধুনীওয়ালা দাদার ঐ প্রকার পিশাচ ও পাগল ভাব দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে দুই বৎসর অতিবাহিত করিলে ধুনীওয়ালা দাদা তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি আমেদাবাদে (গুজরাট) গিয়ে কিছুদিন সেখানে অবস্থান কর।" ধুনীওয়ালা দাদার আদেশক্রমে স্বামী বাসুদেবানন্দ আমেদাবাদে উপস্থিত হইয়া একটি কুটিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাসুদেবানন্দের বয়স তখন প্রায় ২৮ বৎসর। কিন্তু তিনি খর্ব্বাকৃতি, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তাঁহার বয়স মাত্র ১৪।১৫ বৎসর। গুজরাট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদেশবাসী সাধারণতঃ সাধুভক্ত। একটি বালক-সাধু আসিয়াছে দেখিয়া আমেদাবাদের কেহ কেহ বাসুদেবানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

(শক্তিলাভ—বাসুদেবানন্দের পত্র)

আমেদাবাদ হইতে বাসুদেবানন্দ লেখককে পত্র দিলেন—

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু!

শ্রদ্ধেয় ধ্রুবানন্দ মহারাজ! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনি জানেন * যে, আমি লেখাপড়া বিশেষ করি নাই। বাল্যাবধি আমার শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন আমি বিদ্যালাভে বঞ্চিত। ৺কাশীতে সংস্কৃত পড়িতে আসিলাম তাহাও মাত্র নয় মাস পড়িয়া বৈরাগ্যের আবেগে সাধু হবার জন্য হরিদ্বার হয়ে হৃষীকেশে চলে গেলুম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া হরিদ্বারে কিছুদিন অবস্থান করিলাম কিন্তু মনটা ভয়ানক চঞ্চল হইল, হরিদ্বারে থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না; তাই তীর্থভ্রমণোদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া নরসিংপুরে গিয়া দাদার (ধুনীওয়ালা দাদার) নিকট অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইত আমাদের গুরুদেব যেন ধুনীওয়ালা দাদারূপে অবস্থান করিতেছেন—এ তাঁহারই অন্য মূর্ত্তি। আমি গুরুদেব ও ধুনীওয়ালা দাদার মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখিতে পাইতাম না তাই গুরুবোধে তাঁহার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিলাম। দুই বৎসর নরসিংপুরে অতিবাহিত করিয়া আমি দাদার আদেশে এই আমেদাবাদে

* স্বামী বাসুদেবানন্দ লেখকের পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা, লেখক হইতে মাত্র ৫ মাসের কনিষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া একটি কুটিরে অবস্থান করিতেছি। আমার মাথায় সুদীর্ঘ জটা এবং অল্প বয়স দেখিয়া অনেক লোক আমার কাছে আসিয়া বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি ত' সে সব পুস্তক কখনও পড়ি নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে হইতে লাগিল যে, আমি আমার শরীরের মধ্যে চুপচাপ বসিয়া আছি, আর ধুনীওয়ালা দাদা আমার জিহ্বায় বসিয়া সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। আমার এই অল্প বয়সে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হইলেন। আমার নাম অচিরেই সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িতেই অনেক খৃষ্টান ও মুসলমান আমার সমীপে উপনীত হইয়া বাইবেল ও কোরাণ হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ধুনীওয়ালা দাদা আমার জিহ্বায় বসিয়া সেগুলিরও যথাযথ উত্তর দিলেন। তখন সকলে মনে করিলেন যে, আমি একজন মহাযোগী, অশেষ দৈবী-শক্তিসম্পন্ন, নতুবা এত অল্প বয়সে বেদ, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থের যথাযথ জ্ঞান সাধারণ মানুষের হইতে পারে না। অনেক দুরারোগ্য রোগী আমার নিকট ঔষধপ্রার্থী হইলেন, আমি কি ঔষধ দিব! গুরুদেবের নাম নিয়ে একটু একটু ভস্ম দিতে লাগিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাতেই তাহাদের রোগ নিরাময় হইতে লাগিল। এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া স্থানীয় অনেক গুজরাটী ও বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন। রাত্রি ১২৷১টা পর্য্যন্ত আমার কাছে শত শত লোক উপবিষ্ট থাকেন; কত টাকা, কত জিনিস তাঁহারা আমাকে উপহার দিতেছেন, আমার এখানে কি সম্মান! কিন্তু আমার অদৃষ্ট-দোষে আমার শক্তি হঠাৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমার মনে একটু অভিমান হইল যে, আমি একজন ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু। অহংকার আমার হৃদয়ে স্থান পাওয়ামাত্র আমার সকল শক্তি নষ্ট হইয়া গেল। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে; আমি পুনরায় ধুনীওয়ালা দাদার নিকট যাইব। তিনি আমাকে শক্তি দিয়াছিলেন, আমার অহংকার দেখিয়া তিনিই আবার শক্তি কাড়িয়া নিয়াছেন, পুনরায় এ শক্তি লাভ করিতে না পারিলে আমার জীবনে আর শান্তি হইবে না।"

(বাসুদেবানন্দের শোচনীয় পরিণতি)

কিন্তু নরসিংপুরে উপনীত হইয়াও বাসুদেবানন্দ সে শক্তি আর লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু আমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে তিনি শক্তিমান্ সাধুরূপে পরিচিত হইয়া রহিলেন। ইহার ২।৩ বৎসর পর শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি আমেদাবাদের নিকটস্থ একটি সহরে উপনীত হইয়া একটি আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই আশ্রমে কিঞ্চিৎ শক্তিসম্পন্ন অপর একজন সাধু বিরাজমান ছিলেন। আশ্রমস্থ অন্যান্য সন্ন্যাসিবৃন্দের মধ্যে কথোপকথন হইতে লাগিল—"কে বেশী শক্তিমান্—বাসুদেবানন্দ স্বামী, না ঐ সাধু?" তাঁহারা সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাসুদেবানন্দই বেশী শক্তিমান্। এই সিদ্ধান্তে অসূয়াপরবশ হইয়া উক্ত সাধু স্বামী বাসুদেবানন্দকে আশ্রম হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু তেজস্বী বাসুদেবানন্দ সে বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে উক্ত সাধু বাসুদেবানন্দের অজ্ঞাতে চায়ের সহিত তাঁহাকে বিষ প্রদান করিলেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ চা পান করিয়া চিরনিদ্রিত হইলেন। হায় ঈর্ষা! তোমার নিষ্ঠুর কবল হইতে কেহই মুক্ত নয়। সাধু, গৃহস্থ, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ সকলের হৃদয়েই তোমার অব্যাহত গতি। এই আসুরিক সম্পদ্ হৃদয়-দগ্ধকারী ঈর্ষাকে যিনি জয় করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শ্রীশ্রীস্বামীজীর অদ্ভুত বিনয় ও ধৈর্য্য)

একদিন শিবের আরতি ও মহিম্ন-স্তবাদি পাঠান্তে শ্রীশ্রীস্বামীজী সমাগত ভক্ত ও শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহাদের (স্ত্রী ও পুরুষ) সংখ্যা প্রায় ২০।২৫। হঠাৎ নগ্ন পাগলস্বভাব এক ব্যক্তি আশ্রমে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"ভোলাগিরি কোথায় ?" শ্রীশ্রীস্বামীজী শান্তভাবে বলিলেন—"এই যে, আমি এখানে বসে আছি মহারাজ, কি আজ্ঞা হয় !"

নগ্নব্যক্তি—"আমি তোমার গুরু, তুমি আমার শিষ্য।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আচ্ছা আমি স্বীকার করছি। (হাত যোড়পূর্ব্বক) কি আদেশ গুরুদেব !"

নগ্নব্যক্তি—"আমি একজন স্ত্রীলোক চাই !"

শ্রীশ্রীস্বামীজী (করজোড়ে)—"গুরুদেব ! এখানে সে প্রকার কোনও স্ত্রীলোক নেই।"

নগ্নব্যক্তি—"তা আমি শুনব না, আমাকে একটি স্ত্রীলোক দিতেই হবে ! তুমি আমার শিষ্য, গুরুবাক্য তোমাকে পালন করতেই হবে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"গুরুদেব ! এখানে তা হবে না, অন্যত্র চেষ্টা করুন।" এই বলিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী ভক্তদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নগ্নব্যক্তি একটী স্ত্রীলোক না পাইলে কিছুতেই আশ্রম পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া জেদ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে সন্ন্যাসিবৃন্দ বলপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজীর স্ব-কল্পিত গুরুদেবকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

(যৌবনসুলভ উদ্যম)

আশ্রমের বাগানে সাধুবৃন্দ সহ শ্রীশ্রীস্বামীজী কার্য্যে ব্যাপৃত। হঠাৎ তিনি একখানি কুঠার গ্রহণপূর্ব্বক কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বেশ্বরানন্দ বলিলেন—"মহারাজ, আপনি বৃদ্ধ, এ সব কাজ আপনার শোভা পায় না, কুঠার আমাকে দিন, আমি কাটব।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"কেন রে, আমি বৃদ্ধ তা তোদের কে বল্ল? আমার শরীর বৃদ্ধ বটে, কিন্তু আমার মন ত' বৃদ্ধ হয়নি, আমার মন তোদের ন্যায় যুবকই আছে। আমি কাঠ কাট্‌তে পারব না কেন? এই দেখ্ না, এখনই সব কাঠ কেটে ফেল্‌ব!" এই বলিয়া তিনি সোৎসাহে কাঠ কাটিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বাম হাত কাঁপে, তিনি কুঠারের গতি ঠিক রাখিতে পারিলেন না। হঠাৎ কুঠার তাঁহার বাম পায়ের জানুর নীচে লাগিতে সে স্থান কাটিয়া গিয়া তীব্র ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেদিকে খেয়াল নাই; তিনি নিবিষ্টচিত্তে কাট কাটিতেছেন। স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ দৌড়াইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"বাবা! আপনি এ কি করেছেন! নিজের পা কেটেছেন! দেখুন ত', কি রকম রক্ত পড়ছে!" শ্রীশ্রীস্বামীজী (নিজের আহত স্থান ও রক্ত দেখিয়া)—"ও! তাই ত', পা কেটে গিয়েছে; তা যাক্ না, শরীর ত' আর আমি নই; ও ত' রক্ত-মাংসের খাঁচা। রক্ত পড়ছে তাতে কি হয়েছে?"—এই বলিয়া তিনি পুনরায় কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী কিছুতেই কার্য্য হইতে নিবৃত হইতেছেন না দেখিয়া স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন—"বাবা, আপনাকে আর কাজ কর্‌তে দেব না। এখন চলুন, আপনার আহত স্থানে ঔষধ লাগিয়ে দেব।" শ্রীশ্রীস্বামীজী বালকের ন্যায় বলিলেন—"দাদা! আমাকে কাজ করতে দেবে না?" তদুত্তরে বৈদ্যনাথানন্দ দৃঢ়ভাবে বলিলেন—"না, চলুন আপনাকে ঔষধ দেব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী সুবোধ বালকের ন্যায় "আচ্ছা ভাই, চল" বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদ্যনাথানন্দের সহিত আশ্রমে উপনীত হইয়া স্বীয় গদিতে উপবেশন-পূর্ব্বক 'শিব শিব' বলিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথানন্দ আহত স্থানে ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ৫।৬ দিন কষ্ট পাইলেন। কিন্তু ঐ ব্যাণ্ডেজ করা পা লইয়াও তিনি অল্পায়াসসাধ্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

(শাস্ত্রপ্রিয়তা)

শ্রীশ্রীস্বামীজী বিশেষতঃ শাস্ত্রজ্ঞদিগের প্রতি বিশেষ সম্মান ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। আশ্রমস্থ সাধুদিগকেও তিনি শাস্ত্রাধ্যয়নে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন্। তিনি বলিতেন—"নিজের জন্য (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য) গীতার এক শ্লোকের এক পাদই যথেষ্ট। 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।' 'দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।' 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' ইত্যাদি গীতোক্ত যে কোনও একটি বাক্যের সততা উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীবন কৃতকৃত্য হয়, সেজন্য বহু শাস্ত্র পড়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু অপরকে বুঝাইতে হইলে শাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শিতা থাকা চাই। যেমন আত্মহত্যা করিতে হইলে তলোয়ার, বন্দুক, কামান ইত্যাদি কিছুরই প্রয়োজন হয় না, ছোট একটি নরুণ দ্বারাই আত্মহত্যা করা যায়, কিন্তু শত্রুকে হত্যা করিতে হইলে বন্দুক ইত্যাদির প্রয়োজন।" তিনি গৃহী, সন্ন্যাসী সকলকেই অন্ততঃ নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী ও স্তোত্রাবলী পড়িতে ও সম্ভব হইলে মুখস্থ করিতে বলিতেন—

ভগবদ্গীতা, গুরুগীতা, মনিরত্নমালা, আত্মবোধ, তত্ত্ববোধ, শিবাপরাধক্ষমাপন স্তোত্র ইত্যাদি। কেহ কোনও বিপদে পতিত হইয়া তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট উপদেশপ্রার্থী হইলে তিনি বলিতেন—"প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে শিবাপরাধক্ষমাপন স্তোত্র পাঠ কর ও যথাশক্তি নাম জপ কর, এবং দান কর।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শিবপুরাণ, মহাভারত, উপনিষৎ, ভর্তৃহরি (বৈরাগ্যশতক, শান্তিশতক, নীতিশতক ইত্যাদি), সুন্দরবিলাস (হিন্দী ও পাঞ্জাবী মিশ্রিত ভাষায় বেদান্তগ্রন্থ), বিচারমালা (হিন্দী বেদান্তগ্রন্থ—পদ্যে), গোবিন্দাষ্টক স্তোত্র ইত্যাদি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। কঠোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ, মণিরত্নমালা এবং সুন্দরবিলাস পুস্তকাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি প্রত্যহ স্নানের সময় ঈশোপনিষৎ আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী সাধু-শিষ্যবৃন্দ তাঁহার নিকট গীতা, মহাভারত, উপনিষৎ, ভাগবত, শিবপুরাণ, সুন্দরবিলাস ইত্যাদি পুস্তকাবলী পাঠ করিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী নিবিষ্ট-চিত্তে তন্ময়ভাবে পাঠ শ্রবণ করিতেন ও পুস্তকগত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শিষ্যদিগের সহিত আলোচনা করিতেন। তাঁহার নিকট গীতার শাঙ্করভাষ্য পঠিত হইতেছে। পাঠক কোন কোন স্থানের অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন—"আরে বেটা! আমি ত' মূর্খ, চাষা। ও সব প্রশ্ন পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করবি।" পাঠক তদুত্তরে বলিলেন—"মহারাজ! পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রজ্ঞান কোথায়? তাঁরা ত' মাত্র কতকগুলি বাক্যের চর্চ্চা করেন, গিলিত চর্ব্বণ। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত। তাঁদের অনুভূতি নেই। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য একমাত্র মহাপুরুষবৃন্দই উপলব্ধি করতে সক্ষম।" শ্রীশ্রীস্বামীজী এই কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন, পশ্চাৎ প্রশান্ত বদনে ধীর গম্ভীর ভাবে ছোট ছোট গল্প অবলম্বনে ভাষ্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হইত যে, এ প্রকার সরলভাবে সুন্দর সুন্দর গল্পচ্ছলে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুধু মহাপুরুষবৃন্দই করিতে সক্ষম, সাধারণ পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রব্যাখ্যা অনেক সময় জটিল বিষয়কে জটিলতর করে। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উপলব্ধিমূলক যে শাস্ত্রব্যাখ্যা তাহাই জনসাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট পঠিত হইত এবং দুর্ব্বোধ্য স্থানসমূহ তিনি সরলভাবে গল্পচ্ছলে সকলকে বুঝাইয়া দিতেন।

(মহাপুরুষ কি জাগতিক নিয়মের বহির্ভুত?)

বর্ষাকালে হরিদ্বার ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থান। বর্ষার প্রারম্ভেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে সাধুবৃন্দ কুইনাইন সেবন করিতেন এবং শ্রীশ্রীস্বামীজী নিজেও বিচূর্ণ কুইনাইন মুখে রাখিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চুষিতেন। একদিন তিনি সাধুবৃন্দকে বলিলেন—"দেখ, তোরা অতি অনিচ্ছাসত্বে কুইনাইন খাচ্ছিস, ও বাবা! বড় তিক্ত। আর আমি কুইনাইন মুখে রেখে কি প্রকার চুষছি; কই আমার ত' কোনও কষ্ট হচ্ছে না। তোদের এত কষ্টবোধ হয় কেন? এর কারণ কি জানিস্? দেহে তোদের অধ্যাস রয়েছে। এই দেহাধ্যাস (দেহেতে আত্মবুদ্ধি) ত্যাগ করলে আর কোনও প্রকার কষ্ট থাকে না। যেমন গঙ্গাজলে ডুব দিলে শরীরে ভারবোধ থাকে না, শরীর শীতল হয় ও স্পর্শদোষেরও ভয় থাকে না; কিন্তু ঘড়া ভরে জল বহন করলেই শরীরে ভারবোধ হয় ও কষ্ট হয় আর সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শদোষের ভয়ে মানসিক অশান্তিরও উৎপত্তি হয়। সেইরূপ আত্মারূপ গঙ্গাজলে ডুব দিলে (অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মধ্যানে মগ্ন থাকিলে) কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার কায়িক বা মানসিক কষ্ট থাকে না, হৃদয় দিব্য আনন্দে উদ্বেলিত হয়, কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীররূপ ঘড়া মাথায় করলেই (অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করিলে) যত কষ্ট ও অশান্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দেহাধ্যাস ত্যাগ করতে চেষ্টা কর, তা হলেই শান্তি মিলিবে।"

কিন্তু কুইনাইন সেবন করা সত্ত্বেও সাধুবৃন্দ ও শ্রীশ্রীস্বামীজী কখনও কখনও ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইতেন। একদিনের কথা। শ্রীশ্রীস্বামীজীর ভয়ানক জ্বর হইয়াছে, জ্বরের তাপ প্রায় ১০৬ ডিগ্রী। তিনি কাহাকেও তাঁহার নিকট থাকিতে দিবেন না। গুহার দরজা বন্ধ করিয়া তিনি পালঙ্কোপরি শুইয়া রইলেন। দুই তিন জন সন্ন্যাসি-শিষ্য গুহার বারান্দায় বসিয়া আছেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিতেই জনৈক সন্ন্যাসি-শিষ্য বলিলেন—"বাবা! কেন বাহির হয়েছেন?" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আমি প্রস্রাব করব।" সন্ন্যাসি-শিষ্য—"উঠুন, আমরা আপনাকে ধরে নিচ্ছি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী —"না বেটা! কোনও প্রয়োজন নেই, আমি নিজেই যেতে পারব।" কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহাকে ধরিয়া প্রস্রাবের স্থানে নিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রস্রাব করিয়াই হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী কি শরীর ত্যাগ করিতেছেন? সন্ন্যাসি-শিষ্যগণ উদ্বিগ্নচিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিতেই আশ্রমস্থ সাধুবৃন্দ বারান্দায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে তদবস্থায় দেখিয়া অতীব উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! স্বামীজী বুঝি মহাপ্রয়াণ করিতেছেন।" উদ্বিগ্নচিত্ত সন্ন্যাসি-শিষ্যগণ এবং সাধুগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার মস্তকে জল সিঞ্চন, কেহ কেহ বা বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীস্বামীজী জ্ঞান লাভ করিয়া উপস্থিত সাধুদিগকে বলিলেন —"তোমরা সব এখানে বসে কি করছ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনৈক সন্ন্যাসি-শিষ্য—"আপনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, বাবা!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী (একটু তেজের সহিত)—"না, আমি অজ্ঞান হইনি, যাও তোমরা গিয়ে তোমাদের কাজ কর, এখানে কারও থাকবার প্রয়োজন নেই।" এই বলিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক দরজা বন্ধ করিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আশ্রমের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ও অত্যন্ত তেজের সহিত সাধুবৃন্দকে বলিতে লাগিলেন—"দেখ ত', কারও কোনও কর্ত্তব্যবোধ নেই, গো-শালায় গেলুম, খইল, ভুসি, দানা এখনও মাখা হয়নি, তোমরা কি এদিকেও একটু দৃষ্টি দিতে পারনি? সব জামাই-ভাই, সব কনে-বৌ, বাবু!" শ্রীশ্রীস্বামীজী এইভাবে বিভিন্ন কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন ও সন্ন্যাসিবৃন্দকে তিরস্কার করিতেছেন। সন্ন্যাসিবৃন্দ ত' বিস্মিত, স্তব্ধ। এ কি? কোথায় গেল শ্রীশ্রীস্বামীজীর জ্বর! কোথায় গেল মূর্চ্ছা! তিনি দেখি পূর্ণোদ্যমে আশ্রমকার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন, তেজের সহিত কথা বলিতেছেন—একটু পূর্ব্বেই না তিনি মৃতকল্প হইয়াছিলেন! এখন কে বলিবে যে তাঁহার শরীরে কোনও রোগ আছে! এ কি মহাপুরুষের লীলা অথবা তাঁহারা জাগতিক নিয়মের বহির্ভূত?

(পিতৃভাব)

আশ্রমের যে ঘরে চাল, ডাল, আটা, ঘি, চিনি ইত্যাদি রক্ষিত হইত, শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রত্যহ মধ্যাহ্নে সেই ঘরের এক কোণে বসিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন। সাধুবৃন্দ উন্মুক্ত স্থানে আম্রবৃক্ষের নীচে শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট হইয়া আহার করিতেন; অত্যধিক বৃষ্টি পড়িলে যে যাহার থালা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব কুটিরে বসিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন। তখন খাবার জন্য পৃথক কোনও ঘর ছিল না। অনেক সময় এমনও হইত, সাধুবৃন্দ শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশন করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেছেন, হঠাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, মাটি ফুড়িয়া কেঁচো বাহির হইয়া সাধুবৃন্দের থালায় উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, সাধুগণ আম্রবৃক্ষের এক একটি ক্ষুদ্র প্রশাখার সাহায্যে বাম হাত দ্বারা কেঁচোগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, কেঁচোগুলি পুনরায় খাবার স্থানে আসিতেছে—সাধুবৃন্দ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে একটু দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সত্বর অন্ন গ্রহণ করিতেছেন; বৃষ্টির জন্য বালুরাশি আসিয়া অন্নের মধ্যে পড়িতেছে—সাধুগণ তৎসহিতই অন্ন গ্রহণ করিতেছেন। এ কি তিতিক্ষা শিক্ষা? সাধুবৃন্দের রুটি বানরগণ যাহাতে কাড়িয়া লইতে না পারে তজ্জন্য একজন সাধু লাঠি বা গুলীবাঁশ হস্তে পাহারা দিতেন। কিন্তু তৎসত্বেও বানরগণ প্রায়ই আম্রবৃক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া কোন কোন সাধুর রুটি গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিত। ইহা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। শ্রীশ্রীস্বামীজী ভোজনে উপবিষ্ট হইলে সাধুগণ আহারে বসিতেন। তাঁহার সাধু-শিষ্যগণ অনেক সময় তাঁহাকে বলিতেন—"বাবা! আগে আপনার সেবা হয়ে যাক্, পরে আমরা প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক খেতে বস্‌ব।" কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজী সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সুতরাং শিষ্যবৃন্দ প্রত্যহ ভোজনান্তে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ভোজনান্তে প্রায়ই ভোজনরত সাধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বানর-বিতাড়ন কার্য্যে নিযুক্ত সাধুর হস্ত হইতে গুলীবাঁশ বা লাঠি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতেন—"যাও বেটা! তুমি গিয়ে খেতে বস, আমি বানর তাড়াচ্ছি।" প্রত্যেক অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি তিথিতে আশ্রমে মিষ্টান্ন বা হালুয়া অথবা মালপোয়া বা লাড্ডু প্রস্তুত হইত। শ্রীশ্রীস্বামীজী ও সাধুগণ মিষ্টান্ন অধিক পছন্দ করিতেন বলিয়া মিষ্টান্নই অধিক সময় প্রস্তুত হইত এবং বর্ত্তমানেও এ নিয়ম আশ্রমে প্রচলিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ অমাবস্যা। আশ্রমে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী আহার সমাপনান্তে ভোজনরত সাধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন থালায় দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক পাচককে (গীতাকে) বলিলেন—"গীতা! মিষ্টান্ন নিয়ে এস; দেখতে পাচ্ছ না, অনেকের থালায় মিষ্টান্ন নেই! (গীতা মিষ্টান্ন লইয়া উপস্থিত) নাও, এই নারদকে (ঈশ্বরানন্দ) দাও; আরে রাম (রামানন্দ)! তুই যে হাত উঠিয়ে বসে আছিস্, তোর থালায় ত' মিষ্টান্ন এখনও পড়ে আছে, জলদি সাপুর সাপুর করে খেয়ে ফেল। আরে অব্যয় (অব্যয়ানন্দ)! তুই যে একেবারে হাত তুলে বসে আছিস্, মিষ্টান্ন খাও। গীতা! বৈজনাথকে (বৈদ্যনাথ) একটু মিষ্টান্ন দাও, ওর থালায় আদৌ নেই। চেতা (চিদানন্দ) দেখি চুপচাপ বসে আছিস্? খাচ্ছিস না কেন? আরে প্রেমানন্দ! তোর থালায় ত' এখনও মিষ্টান্ন পড়ে রয়েছে, জল্‌দি খেয়ে নে।" শিষ্যগণ কিন্তু পেট ভরিয়া মিষ্টান্ন খাইয়া বসিয়া আছেন, তখন মিষ্টান্নে তাঁহাদের আর রুচি নাই; ডাল, ভাত, তরকারীর জন্য সকলে লালায়িত। কিন্তু স্নেহশীল পিতা যে প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইলে স্বীয় পুত্রকে খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করেন, শ্রীশ্রীস্বামীজীও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয় শিষ্যগণকে মিষ্টান্ন খাওয়াইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"ডাল, ভাত, তরকারী, রুটি ত' রোজই খাও; মিষ্টান্ন ত' আর প্রত্যহ হয় না! আজ খুব করে মিষ্টান্ন খাও। নাও, গীতা! পুনরায় সকলকে থালা ভরে মিষ্টান্ন দাও।" গীতাজী মিষ্টান্ন দিতে উদ্যত, সাধুগণ আর মিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেহ কেহ মিষ্টান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক একটু একটু খাইতে লাগিলেন।

মাঘ মাস। কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইবার জন্য শুধু কৌপীন, বস্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক লেখক শ্রীশ্রীস্বামীজীর অজ্ঞাতে বুলন্দসর জিলান্তর্গত গঙ্গাতীরে অবস্থিত কর্ণবাস নামক গ্রামে উপনীত হইল। কর্ণবাসনিবাসী জনৈক বাঙ্গালী সাধু তাহাকে দুইখানি কম্বল প্রদান করিলেন।

(শ্রীশ্রীস্বামীজীর আকর্ষণ)

গ্রামবাসিগণ সাধুভক্ত, সাধুদিগের জন্য অন্নসত্রের ব্যবস্থা আছে, তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাকা কুটিরের সম্মুখে গঙ্গা প্রবহমানা, গঙ্গাতীরে শ্মশান অবস্থিত। দূর-দূরান্তর হইতে আনীত মৃতদেহ উক্ত শ্মশানে ভস্মীভূত হইতেছে। জগতের অনিত্যতা, শরীরের নশ্বরতা উপলব্ধি করিবার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ, বিচার বা যুক্তির প্রয়োজন নাই, ইহা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই মহাশ্মশানে উপস্থিত। তপস্যার অনুকূল কি সুন্দর স্থান! কিন্তু এই সুন্দর স্থানে মাত্র দুইদিন অতিবাহিত হইতেই লেখকের মন ভয়ানক চঞ্চল হইয়া পড়িল। হরিদ্বারে না গেলে, শ্রীশ্রীস্বামীজীর শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে না পারিলে তাহার আর শান্তি নাই। কে যেন তাহার মনকে সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। সে অচিরে হরিদ্বারাভিমুখে রওনা হইল। সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফিরে আরতি অন্তে সাধুগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা-স্তব পাঠ করিতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী অদূরে আম্রবৃক্ষের নীচে আশ্রম ফটকের সম্মুখে পদচারণপূর্ব্বক প্রার্থনা-স্তব আবৃত্তি করিতেছেন। লেখক ঠিক সেই সময়ে আশ্রমে প্রবেশ করিল। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত প্রেমপূর্ণভাবে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন—"বেটা! এসেছিস! দেখ ত,' এই দুই দিন আমার কত চিন্তা হচ্ছিল তোর জন্য। তুই মেয়েলোক নও যে তোকে রাস্তায় লোকে ভাগিয়ে নেবে, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার চিন্তা হচ্ছিল এইজন্য যে এই মাঘ মাস, প্রচণ্ড শীত; বেটা কম্বল নিয়ে যায়নি, শীতে না জানি কতই কষ্ট পাচ্ছে। পুত্র! কেন তুমি এ ভাবে না বলে যাও, তুমিও কষ্ট পাও, আর আমাকেও কষ্ট দাও। এখানে তোমাদের কিসের অভাব!" লেখক শ্রীশ্রীস্বামীজীর অহৈতুক প্রেম দর্শনে হতবাক্ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন—"যাও বেটা! হাত-মুখ ধুয়ে স্তব পাঠ কর। তার পরই তো খাবার সময় হবে। ক্ষিদে পেলেও এখন খেও না, সন্ধ্যার সময় খেতে নেই।"

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি রাস্তায় বেড়াইতে যাইতেছেন, তাঁহার পরিধানের কাপড়ের একটু স্থান ঈষৎ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীস্বামীজীর সূক্ষ্মদৃষ্টি তৎপ্রতিও নিবদ্ধ হইল। তিনি মহাদেবানন্দকে বলিলেন—"কি রে মহাদেব! তুই যে ছেঁড়া কাপড় পরছিস্, তোর ভাল কাপড় নেই? ওরে কে আছ! বাক্স হতে একখানা নূতন কাপড় বের করে মহাদেবকে দাও ত'।" মহাদেবানন্দ বলিলেন—"মহারাজ! কাপড় সামান্য একটু ছিঁড়েছে, এতে এখনও কিছুদিন চল্‌বে, নূতন কাপড়ের এখন দরকার নেই।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"না, বেটা! ছেঁড়া কাপড় পরবি কেন! যা, আশ্রম হতে নূতন কাপড় নিয়ে পরিধান কর।"

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি, ৺স্বামী কেদারানন্দ গিরি, স্বামী বোধানন্দ গিরি এবং লেখক প্রভৃতি বদরিকাশ্রমে যাইতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রত্যেককে ৪০৲ টাকা করিয়া দিলেন। তিনি নিজে এক একটি লম্বা থলির মধ্যে টাকাগুলি রাখিয়া তাহার এক একটি প্রত্যেক শিষ্যের কোমরে বাঁধিয়া দিলেন এবং ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দিয়া যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে শ্রীশ্রীস্বামীজী সাধু বা গৃহস্থ প্রত্যেক শিষ্যকে অহৈতুকভাবে ভালবাসিতেন। তবে পাত্রবিশেষে এই ভালবাসা কোথাও ভাসা-ভাসা, কোথাও নিবিড়, কোথাও নিবিড়তর এবং কোথাও বা নিবিড়তম। তাঁহার ত্যাগী শিষ্যবৃন্দ সময় সময় আশ্রমকার্য্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর মত সমর্থন করিতে পারিতেন না। গুরু-শিষ্যের মধ্যে আশ্রমকার্য্য সম্বন্ধে কখনও মতভেদ হইলেও শ্রীশ্রীস্বামীজীর ইচ্ছাই প্রায় পূর্ণ হইত। কিন্তু কখনও কখনও কোনও সন্ন্যাসী-শিষ্য শ্রীশ্রীস্বামীজী কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে আশ্রম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিতেন—"বেটা, আমি তোদের বাবা, তোরা আমার ছেলে। ঘরেও বাপ-বেটায় ঝগড়া হয়, সেজন্য কি ছেলে বুড়ো বাপকে ছেড়ে চলে যায়? তোরাও প্রয়োজন হয় ত' আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেই পারিস্, আয় না, বাপ-বেটায় একটু খুব ঝগড়া করি। এক স্থানে থাকলে এ প্রকার মতান্তর, মনান্তর ত' হবেই—ইহা ত' স্বাভাবিক। সেজন্য তোদের এই বুড়ো বাপকে ছেড়ে তোরা কোথায় যাবি? আরও দেখ ভাই! তোরা যদি রাগ করে আশ্রম হতে চ'লে যাস্, তবে তোদের পক্ষেও খারাপ, আমার পক্ষেও খারাপ। কেহ কেহ তোদের নিন্দা করবে, তারা বলবে এমন সব অনুপযুক্ত শিষ্য যে গুরুর কাছে থাকতে পারে না। আবার কেহ কেহ আমাকে নিন্দা করবে, তারা বলবে—ভোলাগিরির এমন জঘন্য ব্যবহার যে শিষ্যেরা তাঁর কাছে থাকতে পারে না। তবেই দেখ না বেটা! বাপ-বেটা উভয়ই নিন্দনীয় হব। যেমন একটা সরোবরে রাজহংসগণ বিচরণ করছে। লোকে সরোবর দেখতে এসে বলছে—'বাঃ চমৎকার সরোবর, আর এই সরোবরে ঐ যে রাজহংসগুলি বিচরণ করছে, ওগুলিও কি সুন্দর!' কিছুদিন পরে সরোবরে শান্তি না পেয়ে রাজহংসগুলি সরোবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

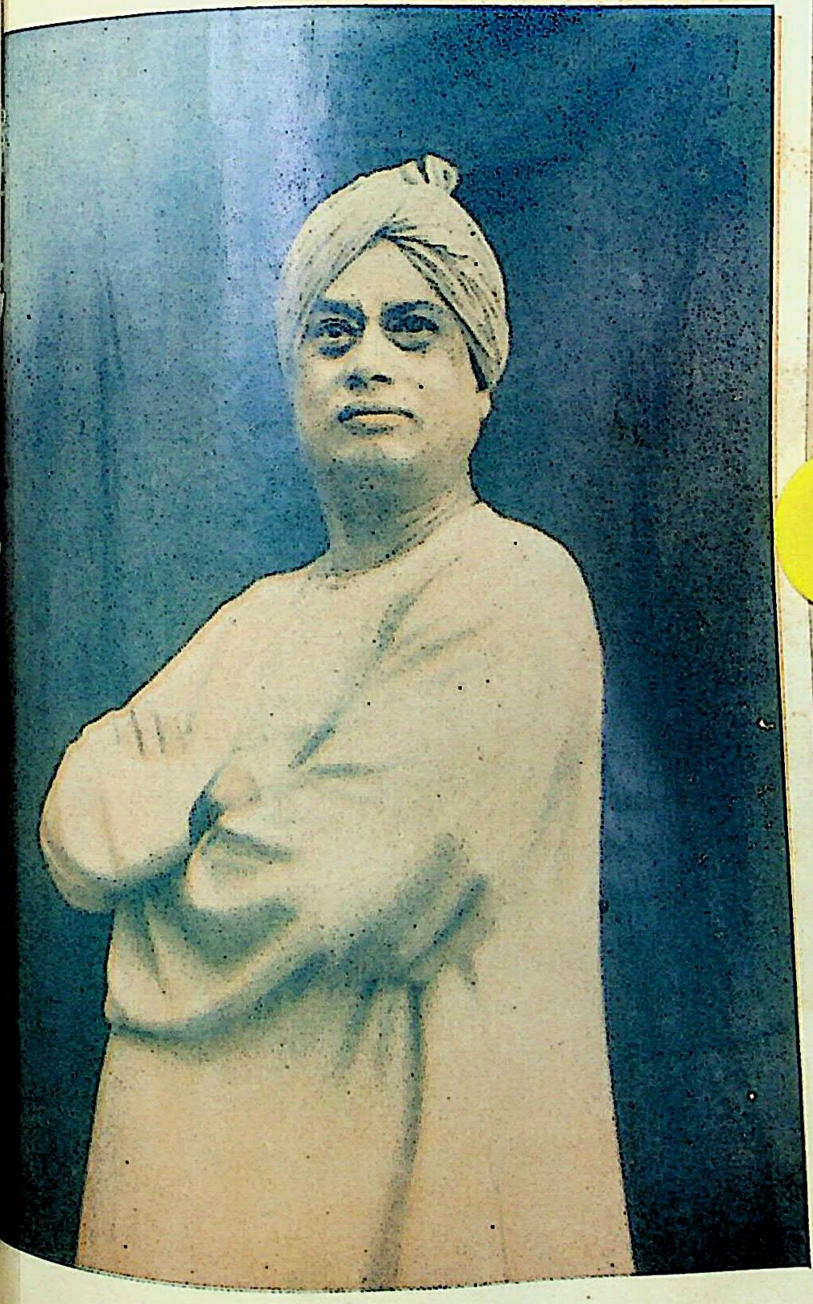

শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যত্র কোনও জলাভূমিতে বিচরণ করতে লাগল। লোকে তখন সরোবর দেখে বলল—'এ কখনও সরোবর নয়, সরোবর হলে এর জলে নিশ্চয়ই রাজহংস বিচরণ করত, কিন্তু এই জলাশয়ে একটাও রাজহাঁস নেই, সুতরাং এটা নিশ্চয়ই পুকুর।' জলাভূমিতে রাজহংসগুলিকে বিচরণ করতে দেখে লোকে বলতে লাগল—'এগুলি নিশ্চয়ই পাতিহাঁস; রাজহাঁস হতেই পারে না। রাজহাঁস হলে নিশ্চয়ই এগুলি সরোবরে বিচরণ করত।' আমাদের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধেও এই দৃষ্টান্ত কত কার্য্যকরী তা মনে রাখ্‌বি।"

প্রেমাবতার মহাপুরুষ! তুমি ধন্য। বালকস্বভাব ভক্তাগ্রগণ্য! তুমি ধন্য। রুদ্রতেজঃসম্পন্ন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! তুমি ধন্য। হে ভক্তাগ্রগণ্য জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ! আমরা অলৌকিক শক্তিলাভে ইচ্ছুক নহি; কারণ, তাহাতে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ হইতে পারে কিন্তু জীবনে প্রকৃত শান্তি আসে না। আমরা চাই দিব্য প্রেম, শুদ্ধ জ্ঞান ও পরাভক্তি। তুমি যে দিব্য প্রেম দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছ আমরাও যেন সেই দিব্য প্রেম লাভ করিয়া মনুষ্য-জন্ম সফল করিতে পারি। 'সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্'—সকলকেই যেন আত্ম-ভাবে ভালবাসিতে পারি। সর্ব্বভূতেই যে আমি বিরাজ করিতেছি, সকলই যে সেই পরমপুরুষের মূর্ত্তি—এই শুদ্ধ জ্ঞান যেন আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়। যিনি জ্ঞানী, তিনিই প্রেমী। আমরা যেন তোমার ন্যায় জ্ঞানী, তোমার ন্যায় প্রেমী হইতে পারি। জয় মহাপুরুষ!

(সন্ন্যাসি-শিষ্য)

শ্রীশ্রীস্বামীজী কর্ত্তৃক দীক্ষিত এবং মণ্ডলীশ্বর স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি হইতে সন্ন্যাসপ্রাপ্ত—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচারী নন্দলাল—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি। (১৩২৫ সন)

শ্রীশ্রীস্বামীজী হইতে ব্রহ্মচর্য্যপ্রাপ্ত এবং তাঁহার মহাসমাধির পর মণ্ডলীশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দগিরি মহারাজ কর্ত্তৃক সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত শিষ্যবৃন্দ—

ব্রহ্মচারী নবীনানন্দ—৺স্বামী আত্মানন্দ গিরি (১৩৩৫ সন)

ব্রহ্মচারী ক্ষেত্রানন্দ—৺স্বামী ওঁকারানন্দ গিরি (১ নং) ,,

ব্রহ্মচারী মুক্তানন্দ—৺স্বামী মুক্তানন্দ গিরি ,,

ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ—স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি (১৩৩৬ সন)

,, সুশীলানন্দ—স্বামী সর্ব্বানন্দ গিরি ,,

ব্রহ্মচারী প্রেমানন্দ—স্বামী প্রেমানন্দ গিরি (১৩৩৮ সন)

ব্রহ্মচারী গৌরানন্দ—৺স্বামী গৌরানন্দ গিরি (১৩৪২ সন)

ব্রহ্মচারী সচ্চিদানন্দ—স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি (১৩৪৪ সন)

শ্রীশ্রীস্বামীজী কর্ত্তৃক দীক্ষিত এবং তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর মণ্ডলীশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিজী হইতে সন্ন্যাসপ্রাপ্ত শিষ্যগণ—

ব্রহ্মচারী উপেন—স্বামী ওঁকারানন্দ গিরি (নং ২) (১৩৩৮ সন)

কৈলাস—৺স্বামী কৈবল্যানন্দ গিরি (১৩৪২ সন)

ব্রহ্মচারী তারক—৺স্বামী তুরীয়ানন্দ গিরি (১৩৪৪ সন)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সর্ব্বভূতে প্রেম

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ (গীতা, ৬।৩২)

ভাই মরে, বন্ধু মরে, কিন্তু নিজের মৃত্যুচিন্তা আসে না।
তীর্থ করি, দান করি, কিন্তু ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয় না॥
দিন যায়, ক্ষণ যায়, কিন্তু মন যায় না।
ইন্দ্রিয় শিথিল হয়, শরীর জীর্ণ হয়, কিন্তু বাসনা জীর্ণ হয় না॥
শাস্ত্র পড়ি, তর্ক করি, কিন্তু জ্ঞান হয় না।
তপস্যা করি, ব্রত করি, কিন্তু প্রেম কি জানি না।

নিজের মৃত্যুচিন্তা না আসিলে বৈরাগ্য হয় না, বৈরাগ্য না হইলে ধর্ম্মভাব আসে না, ধর্ম্মভাব না আসিলে তপস্যা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তপস্যা না করিলে বাসনা যায় না, বাসনা নষ্ট না হইলে মনোনাশ হয় না, মনোনাশ না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ অসম্ভব, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে দিব্য-প্রেম লাভ হয় না; প্রেমশূন্য ব্যক্তির হৃদয় মরুভূমিসদৃশ, সে হৃদয়ে শান্তি কোথায়?

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ। (১৮ পঞ্চদশী)—এই আত্মা নিরতিশয় সুখস্বরূপ এবং পরম প্রেমের আস্পদ। যিনি প্রকৃত আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই প্রকৃত প্রেমিক, তিনি সর্ব্বভূতেই নিজের আত্মাকে দেখিতে পান, তাই প্রাণী মাত্রকেই তিনি আত্মভাবে ভালবাসেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনেও এই সর্ব্বভূতে প্রেম পরিলক্ষিত হয়। তিনি যে শুধু নিজের শিষ্যদিগকেই ভালবাসিতেন তাহা নহে; শিষ্য, অশিষ্য নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই তিনি সমভাবে ভালবাসিতেন। শিষ্য, অশিষ্য, স্ত্রী, পুরুষ যে কেহই তাঁহার মধুর সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের মনে ধারণা হইত যে, শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাকেই সমধিক ভালবাসেন। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনে বৈশিষ্ট্য। মহাপুরুষ ভোলানন্দ সময় সময় হাস্যরসে এমনিভাবে তন্ময় হইতেন যে, তখন মনে হইত হাস্য-কৌতুকরত বালক-স্বভাব শ্রীশ্রীস্বামীজীর ব্যবহার কি সুন্দর, মূর্ত্তি কি মনোরম; আনন্দ যেন তাঁহার নাক, মুখ ও চক্ষু হইতে ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

(শ্রীশ্রীস্বামীজীর রহস্য)

কোনও কোনও মহিলা ভক্ত বা শিষ্য শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিতেন—"বাবা! আমি আর সন্তান কামনা করি না, আমাকে একটা বর দিন যেন আমার আর সন্তান না হয়।" শ্রীশ্রীস্বামীজী তদুত্তরে হাস্যমুখে বলিতেন—"হাঁ বেটী! আমি বর দিতে পারি, তোমার আর সন্তান হবে না, কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে—তোমার স্বামী যদি থাকেন উত্তর দেশে, তুমি থাকবে দক্ষিণ দেশে, এইভাবে থাক, আমি নিশ্চয়ই বলছি তোমার আর সন্তান হবে না।" শ্রীশ্রীস্বামীজীর উত্তর শুনিয়া মহিলা ভক্ত মুখ অবনত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী হাস্যমুখে বলিতেন—"কিরে বেটী! হাসছিস্ যে? আর সন্তানস্পৃহা নেই, বেশ ত' ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, পতিকেও ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে বল। আর কেন? এখন ত' বয়সও হয়েছে, বিষয়ভোগ ছেড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে পরমেশ্বরের চিন্তায় মন নিবিষ্ট কর। হাঁ বেটী! একটি শ্লোক শোন—

ভোগা না ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ।
তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥
তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতাঃ॥

অর্থাৎ ভোগকে আমরা ভোগ করি না, ভোগই আমাদিগকে ভোগ করিতেছে, তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না, আমরাই জীর্ণ হইতেছি, আমরা তপঃ (তপস্যা) করি না, আমরাই তপ্ত হইতেছি, কাল যায় না, আমরাই যাইতেছি (মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি)। বেটী! এই সংসার-মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের সুদীর্ঘ বৎসর ত' বিষয়ভোগেই কাটিয়ে দিলে, জীবনে প্রকৃত শান্তি পেয়েছ কি? বিষয়ে সুখ নাই। প্রকৃত সুখ লাভ করিতে চাও ত' অনন্যভাবে শ্রীভগবানের উপাসনায় মগ্ন হও। উপাসনা বা বিচার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী, তিনি বিষয়ভোগে লিপ্ত হলেও তজ্জনিত কোনও শোক বা দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় না *; তিনি সদা ধীর ও স্থির। সুতরাং বেটী! প্রথমতঃ সংযম অভ্যাস কর, মনকে বশ কর; তা হলেই শান্তি লাভ করতে পারবে, শান্তিলাভের অন্য কোনও পন্থা নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

শ্রীশ্রীস্বামীজীর জনৈক প্রৌঢ় শিষ্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীও শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্যা; তিনি হরিদ্বারে

---

* রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ (গীতা, ২।৬৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে কাতরভাবে বলিলেন—"বাবা। আপনি আমার স্বামীকে সন্ন্যাস দিলেন কেন? এখন আমাকে কে দেখবে? এ আপনার কি ঠিক হয়েছে?" শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহার কাতরতা দেখিয়া হাস্যমুখে বলিলেন—"বেটী! আমি তোর স্বামীকে সন্ন্যাস দিয়েছি তাতে তোর এত দুঃখ হচ্ছে কেন? তুই একটা কাজ করবি—তোর স্বামী যখন খেতে বসবে তখন জোর করে তার সঙ্গে একত্রে খেতে বস্‌বি, সে যখন শোবে তখন গিয়ে তার সেবা করবি, তবে ত' আর তোর কোনও দুঃখ থাকবে না! যা, আমি গুরু, আমি ত' তোকে এসব করতে আদেশই দিচ্ছি, তোর আর ভাবনা কি?"

স্ত্রীলোকটি ত' আনন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণামপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীস্বামীজী উক্ত সন্ন্যাসী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, এখন তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ, খবরদার স্ত্রীর সঙ্গে যেন কোনও প্রকার সম্পর্ক না থাকে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজীর জনৈক ব্রহ্মচারী প্রশিষ্য হরিদ্বার আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বাবা! আপনি আমাকে পুনরায় দীক্ষা দিন, আপনার ন্যায় মহাপুরুষ হ'তে দীক্ষা প্রাপ্ত হলে আমার জীবন ধন্য হবে।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী হাস্যমুখে বলিলেন—"আরে, তুই আমাকে বাবা বলছিস্ কেন? আমি ত' তোর দাদা আছি, তুই ত' আমার নাতি আছিস্, তোকে আমি আবার দীক্ষা দেব কেন? তুই যে মন্ত্র পেয়েছিস, সে মন্ত্রও ত' আমিই তোর গুরুকে দিয়েছি, তবে কি আমার কাছে তোর দীক্ষা নেওয়া হ'ল না? তোর এ ভ্রান্তি কেন? ঠাকুরদা কি কখনও বাবা হয় নাকি? যাও ভাই! আশ্রমের কুঠারের (ভাঁড়ার ঘর) ভার তোকে দিলুম, তুই আশ্রমের সেবা কর। আজ আমার কত আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হচ্ছে বল ত'। আশ্রমে আমার একটিও নাতি ছিল না, এখন একটি নাতি হ'ল।"

প্রেমাবতার শ্রীশ্রীস্বামীজী এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তগণের সহিত হাস্য-কৌতুকে মগ্ন হইতেন। শুধু মনুষ্যসমাজেই তাঁহার প্রেম নিবদ্ধ ছিল না। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি হিংস্রতম সর্পকুলের প্রতিও তাঁহার অহৈতুক প্রেম সমভাবে বর্ষিত হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রীশ্রীস্বামীজী গো-মাতাদিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। আশ্রমে ১৪।১৫টী দুগ্ধবতী গাভী প্রতিপালিত হইত, তাঁহাদিগের জন্য প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ ৬০৲ টাকা ব্যয়িত হইত। গো-বৎসবৃন্দ যাহাতে মাতৃদুগ্ধ পানে বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতি শ্রীশ্রীস্বামীজীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল; তাই যে পরিমাণ দুগ্ধ দোহন করা হইত তাহার মূল্য ১০৲ টাকার বেশী হইত না। তিনি বলিতেন—"দুগ্ধ পান করিবার জন্য গো-মাতাদিগকে পালন করা হচ্ছে না, পরন্তু তাঁহাদিগের সেবা করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।" গো-বৎসবৃন্দকেও তিনি অহৈতুক ভাবে ভালবাসিতেন। একদিন একটি স্ত্রী-গোবৎস পাহাড়ে বিচরণ করিবার সময় হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া নিম্নভূমিতে পতিত হইল এবং তাহার দক্ষিণ পদ ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে আশ্রমে 'কল' দেওয়া হইল। ডাক্তার গো-বৎসটিকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, তাহার ডান পা কাটিয়া না ফেলিলে সেপ্‌টিক্ হ'বার ভয় আছে, এ কার্য্য কোনও পশুচিকিৎসক দ্বারা করাই বিধেয়। কিন্তু হরিদ্বারে সুবিজ্ঞ পশুচিকিৎসক ছিল না। একজন সুবিজ্ঞ পশুচিকিৎসকের জন্য শ্রীশ্রীস্বামীজী অনতিবিলম্বে জনৈক সাধুকে রুড়কিতে প্রেরণ করিলেন। রুড়কি হইতে জনৈক মুসলমান পশুচিকিৎসক উক্ত সাধুসমভিব্যাহারে অচিরে আশ্রমে উপনীত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গো-বৎসটির পা কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার সতর্কতার অভাবে পা কাটিয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে গো-বৎসটিও চীৎকার করিতে করিতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। শ্রীশ্রীস্বামীজী ইহা অবগত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ও অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন—"হায়, কসাই ডাক্তার আমার বেটীকে মেরে ফেলেছে; একে কেন নিয়ে আসলে, আর ডাক্তার কি ছিল না?" ডাক্তারের কর্ণে এ বাক্য প্রবেশ করিল। তিনি অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে বলিলেন—"আমার দোষেই গো-বৎসটি মারা গেল, তা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু সে জন্য স্বামীজী আমাকে কসাই বলে গালি দিবেন কেন? আমার কি একটা সম্মান নেই?" আমরা তাঁহাকে বলিলাম—"গো-বৎসটির শোচনীয় মৃত্যুতে স্বামীজী অতীব মর্ম্মাহত হয়েছেন, দুঃখের প্রাবল্যে তিনি আপনাকে এই প্রকার বলেছেন, আমাদিগকেও ত' তিনি কত তিরস্কার করেন, এত বড় বৃদ্ধ, জ্ঞানী, এঁর বাক্যে কি ক্রোধ করতে আছে?" তদুত্তরে উক্ত চিকিৎসক বলিলেন—"হাঁ, তা আমি স্বীকার কর্‌ছি, আমার দোষেই আমি তিরস্কৃত হলুম। আচ্ছা, আমি ভিজিট্ নেব না।" কিন্তু অচিরে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক সস্নেহে বলিলেন—"কিরে বেটা! ভিজিট্ নিবি না কেন? ভিজিট্ তোকে নিতেই হবে। ও প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনা হ'য়েই থাকে, সেজন্য তোর এত দুঃখ কেন?" ডাক্তার শ্রীশ্রীস্বামীজীর ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া ভক্তিভরে হাতযোড়পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নিজের কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহার মাথাটি ধরিয়া নিজের বুকে লাগাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে দুই-তিনটি চড় মারিয়া স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন—"বেটা! তুমি রুড়কি হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসেছ, ইচ্ছা ক'রে আমার বেটীকে মার নাই; তুমি যদি ভিজিট্ না নিয়ে যাও, তবে আমার ভয়ানক দুঃখ হবে।" শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মুসলমান চিকিৎসক ভিজিট্ ও গাড়ী ভাড়া গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পুনরায় রুড়কি চলিয়া গেলেন।

আশ্রমে একটি কুকুর ও একটি কুকুরী এবং একটি বিড়াল ছিল। শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে কুকুর ও কুকুরীর জন্য প্রত্যহ এক সের দুগ্ধের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। উক্ত দুগ্ধ প্রতিদিন বাজার হইতে ক্রয় করা হইত। বিড়ালটিকে তিনি নিজে অন্ন গ্রহণানন্তর প্রসাদ বিতরণ করিতেন; দুগ্ধমিশ্রিত রুটি বা অন্নেই বিড়ালটীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। বিড়ালটীও নিজের প্রভুর—শ্রীশ্রীস্বামীজীর একান্ত অনুগত ছিল। শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমস্থ গরু, বিড়াল ও কুকুরের এত যত্ন করিতেন যে, আশ্রমনিবাসী সাধুবৃন্দ কখনও কখনও বলিতেন "শ্রীশ্রীস্বামীজীর আশ্রমে কুকুর, বিড়াল বা গরু হইয়া থাকাও মহা তপস্যার ফল।" কুকুরী মধ্যে মধ্যে সন্তান প্রসব করিলে, বালক যেমন স্বতঃই কুকুর-ছানার সহিত খেলা করিতে ভালবাসে, শ্রীশ্রীস্বামীজীও তদ্রূপ উক্ত কুকুর-ছানাগুলির সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হইতেন। তিনি নিজে মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্ত প্রস্তুত পূর্ব্বক কুকুর-ছানাগুলিকে উক্ত গর্ত্তে স্থাপন করিতেন এবং কখনও কখনও স্বহস্তে তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। কখনও কখনও এমন হইত যে, কুকুর-ছানাগুলির সম্মুখে দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন স্থাপিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাদিগকে উক্ত খাদ্য খাইতে বলিতেছেন, কিন্তু সেগুলি কিছুতেই খাদ্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন সেগুলিকে জোরপূর্ব্বক ধরিয়া বলিতেন—"খাও, খাও, নতুবা এখনই তোমাদিগকে প্রহার করব, এই দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আমার হাতে লাঠি রয়েছে! হয় ভাত-রুটি খাও, নয়ত মার (প্রহার) খাও, কোন্‌টি খাবে ঠিক করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাও।" কিন্তু কুকুর-ছানাগুলি কি আর শ্রীশ্রীস্বামীজীর কথা বুঝে? ওরা যে অবোধ পশু! কিন্তু তাঁহার সেদিক খেয়াল নাই, তিনি জোর-পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভাত-রুটি (দুগ্ধমিশ্রিত) খাওয়াইতে উদ্গ্রীব। কিন্তু কুকুর-ছানাগুলি কিছুতেই অন্ন গ্রহণ করিবে না। শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতেন ও বলিতেন— "কিহে, এখন কেমন লাগ্‌ছে? দেখ ত', ভাত, রুটি, দুগ্ধ ভাল, না প্রহার ভাল!" শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রহারে কুকুর-ছানাগুলি 'ভেউ ভেউ' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত; সে চীৎকার আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিলে আমরা চাহিয়া দেখিতাম শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাদিগকে প্রহার করিতেছেন ও বলিতেছেন—"কেমন মিষ্টি লাগ্‌ছে! বলছিলুম ভাত-খেতে তখন খেলে না কেন? এখন চীৎকার করা কেন? এখনও বলছি ভাত-রুটি খাও, তবে আর প্রহার করব না। কেমন? খাবে, বল! এখনও বলছি কথা শোন, নয়ত আরও প্রহার করব।" আমরা এত বড় মহাপুরুষের এই প্রকার বালকসদৃশ ব্যবহার দর্শনে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

(সর্প-প্রীতি)

শ্রীশ্রীস্বামীজী একদিন সাধন-গুহায় উপবিষ্ট, কোনও কার্য্যব্যপদেশে স্বামী রামানন্দ গুহায় প্রবেশ করিতেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর পার্শ্বে অবস্থিত একটি বিষধর সর্প ফোঁস ফোঁস করিয়া ফণা বিস্তার করিল। চকিত ভীত রামানন্দ 'ও বাবারে' বলিয়া চীৎকার করিয়া একটু পিছনে হটিতেই শ্রীশ্রীস্বামী তাঁহাকে বলিলেন—"আরে বেটা! ভয় পাচ্ছিস্ কেন? এ ত' শিবজীর (ভগবান শিবের) ভূষণ; তোকে কিছুই বলবে না; ভয় কি?" কিন্তু ভয়ার্ত্ত রামানন্দের মনে শ্রীশ্রীস্বামীজীর বাক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। তিনি অনতিবিলম্বে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজেকে বিপন্মুক্ত মনে করিলেন।

গুহার দেওয়ালে স্বল্পপরিসর ৩।৪টী গর্ত্ত ছিল। একটি গর্ত্তের মধ্যে শ্রীশ্রীস্বামীজী দিয়াশলাই রাখিতেন। একদিন শেষরাত্রে তিদি স্নানান্তে গুহায় প্রবেশ করিতেই হঠাৎ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। প্রদীপ পুনরায় জ্বালিবার জন্য দিয়াশলাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি দেওয়াল-সংলগ্ন গর্ত্তের মধ্যে হস্ত স্থাপন করিতেই একটি বিষধর দীর্ঘাকৃতি সর্প ফোঁস করিয়া উঠিল, শ্রীশ্রীস্বামীজীর হস্ত তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে। সর্পটী শ্রীশ্রীস্বামীজীর কোনও অনিষ্ট না করিয়া অভিমানে ধীরে ধীরে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীস্বামীজী করযোড়ে তাঁহার ইষ্টদেবের (শিবের) এই ভূষণটিকে গুহা ত্যাগ না করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্পরাজ তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া গেল।* প্রেমাবতার ভোলানন্দ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সুদীর্ঘ বার বৎসর পর্য্যন্ত গুহায় প্রদীপ জ্বালিলেন না।

একদিন প্রাতঃ ১০॥০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমস্থ নিমবৃক্ষের নীচে গদিতে উপবিষ্ট। প্রায় পাঁচ হাত দীর্ঘ সবুজবর্ণ দুইটী সর্প আসনের সন্নিকটে অবস্থিত হইয়া পরস্পরের সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছে। লেখক ও স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ ইহা দেখিতে পাইয়া দুইখানি বাঁশের লাঠি গ্রহণ পূর্ব্বক দৌড়াইয়া আসিয়া সর্পদ্বয়কে মারিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাদিগকে বলিলেন—"এই, তোরা কি

* মনে হয়—সর্পটী নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, শ্রীশ্রীস্বামীজীর হস্ত তাহার শরীর স্পর্শ করিলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাই কি তাহার (সর্পটীর) এই অভিমান?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছিস ? এরা শিবের ভূষণ, তোদের কোন অনিষ্ট করবে না, তোরা গিয়ে নিজেদের কাজ কর, এদের খেল্‌তে দে।” গুরুবাক্য! লেখক ও বৈদ্যনাথানন্দ বাধ্য হইয়া স্ব স্ব কাজে নিযুক্ত হইলেন। সর্পদ্বয় ১০॥০ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রীড়া করিয়া আশ্রমবাগানে আত্মগোপন করিল।

গ্রীষ্মকাল। একদিন মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীস্বামীজী সাধনগুহায় বিশ্রাম করিতেছেন। কোনও কার্য্যব্যপদেশে স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ আশ্রম-বাগানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, একটি বৃদ্ধ সর্প ফণা বিস্তার পূর্ব্বক ক্রীড়ায় মত্ত। বৈদ্যনাথানন্দ একখানি লাঠি দ্বারা সর্পটীকে মারিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই বৈদ্যনাথানন্দকে বলিলেন—“এই বেটা! কি করছিস্? ওকে মারিস্ না, ও সর্পটী আমার বহু পুরাতন বন্ধু, বহু রাত্রি ওর সহিত আমি একই শয্যায় শুয়েছি, ও তোদের কোনও অনিষ্ট করবে না; কেন ওর পিছনে লেগেছ? ওকে খেল্‌তে দে।” শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে বৈদ্যনাথানন্দ উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সর্পটীও অচিরে ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত হইল।

এইভাবে পুনঃপুনঃ সর্পদিগের প্রতিও শ্রীশ্রীস্বামীজীর অহৈতুক প্রেম দর্শনে পরিশেষে আমরাও তাহাদিগকে ভয় করিতাম না বা মারিতেও উদ্যত হইতাম না। আমরা মনে করিতাম, আমরাও যেমন শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রিয়, সর্পকুলও তদ্রূপ। অধিকন্তু, শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতেন যে ইহারা আমাদিগের কোনও অনিষ্ট করিবে না এবং বস্তুতঃই আশ্রমে অনেক বিষধর সর্প ছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহারা কাহারও অনিষ্ট করে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(দুঃখার্ত্তের প্রতি সমবেদনা)

শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমবাগানে সাধুবৃন্দসহ কার্য্যে ব্যাপৃত। একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকটে আসিতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক লেখককে বলিলেন—"ওঃ বেটা! কি দুঃখই ও পেয়েছে!" লেখক বলিল—"কি হয়েছে বাবা?" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেটা! ঐ যে দেখ্ছ ভদ্রলোকটি আমার কাছে আসছে, ওর ভাই মরে গিয়েছে।" ইতোমধ্যে উক্ত ভদ্রলোকটি শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া "বাবা! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—"পুত্র! আমি সব জেনেছি, উঃ, তুমি কি দুঃখই পেয়েছ; বেটা! স্থির হও, কেঁদো না।" কিন্তু পরদুঃখকাতর ভোলানন্দের চক্ষু হইতেও অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজীর মূর্ত্তি ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। তাঁহার মুখ প্রশান্ত, ধীর, স্থির, সৌম্য; তিনি গম্ভীরভাবে স্খলিত ভাষায় উক্ত ভদ্রলোকটীকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেছেন—"বেটা! শোক করা তোমার উচিত নয়। কে কার আপন, কে কার পর? তুমি শিক্ষিত, বিদ্বান্, তোমাকে আর কি বুঝাব, জীব কি কখনও মরে? শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক সে শরীরান্তর গ্রহণ করে, এতে শোক দুঃখের স্থান কোথায়? দেখ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অভিমন্যু সপ্তরথী কর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হ'লে অর্জ্জুনের হৃদয়ে মহান্ শোক উপস্থিত হ'ল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা-বাক্য তাঁহার মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। তিনি প্রাণাধিক পুত্র অভিমন্যুকে একবার দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ভক্তবৎসল ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ করাইবার জন্য যোগবলে অর্জ্জুনের সহিত চন্দ্রলোকে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—'অর্জ্জুন! তোমার প্রিয় পুত্র অভিমন্যু এখন এই চন্দ্রলোকের রাজা, তুমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এস।' পুত্র-বিরহকাতর অর্জ্জুন প্রাণপ্রতিম পুত্র অভিমন্যুর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ত্বরিতপাদবিক্ষেপে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট অভিমন্যুকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন—'প্রিয় পুত্র অভিমন্যু! আজ তোমাকে দেখিতে পাইয়া আমার সকল তাপ নষ্ট হইয়াছে।' অভিমন্যু অর্জ্জুনের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি কোনও প্রকার সম্মান প্রদর্শন বা তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। অভিমন্যুর এই প্রকার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন—'প্রিয় অভিমন্যু! আমি সুদূর মর্ত্ত্যলোক হ'তে তোমাকে দর্শন করিবার জন্য ছুটে এসেছি, আর তুমি আমাকে অভিবাদন বা আমার সহিত বাক্যালাপও করিলে না, তোমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে আমি বস্তুতঃই অতীব মর্ম্মাহত হয়েছি।' অর্জ্জুনের বাক্য শুনিয়া অভিমন্যু গম্ভীরভাবে বলিলেন—'হে অর্জ্জুন! তোমাকে দেখে আমার হাসি পাচ্ছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যার সখা ও সারথি, সেই তুমি এত অজ্ঞানী! অর্জ্জুন! এ জগতে কে কার পিতা, কে কার মাতা, কে কার পুত্র! কে কার ভ্রাতা! সব মায়া, সব মিথ্যা। এই মায়াময় ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা সম্পর্কে তুমি এখনও মুহ্যমান! ধিক্ তোমাকে! ভগবানকে নিজের সখারূপে প্রাপ্ত হ'য়েও তোমার মোহ দূরীভূত হ'ল না? তুমি সাত জন্মে আমার পুত্র হয়েছিলে, আর আমি মাত্র গত জন্মে তোমার পুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম। কই, আমার ত' তোমার প্রতি কোনও মোহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, তবে তোমার এত মোহ কেন? যাও, পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে নিজের স্বরূপকে (আত্মাকে) জ্ঞাত হ'তে চেষ্টা কর। তুমি কে? তুমি ত' শরীর নও, ইন্দ্রিয় নও, মন নও—এ সব হ'তে পৃথক্ যে আত্মা বা ব্রহ্ম, তাহাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপকে বা আত্মাকে জ্ঞাত হ'তে না পারলে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া ও তৎকার্য্য শোক-দুঃখাদির হাত হ'তে কেহ পরিত্রাণ পায় না। তুমি মায়াধীশকে (শ্রীকৃষ্ণ) সখারূপে পেয়েছ, এ তোমার বহুজন্মের সুকৃতির ফল। এখন সেই গুরুরূপী মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণ হ'তে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক নিজের জীবনে তাহা প্রতিফলিত করে মনুষ্য-জন্ম সফল কর।'—এই বলিয়া চন্দ্রলোকাধিপতি অভিমন্যু পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অভিমন্যুর এই প্রকার কঠোর ব্যবহার ও জ্ঞানোপদেশে অর্জ্জুনের পুত্রশোক নিমেষে মহাকাশে বিলীন হইয়া গেল। তিনি লজ্জিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন—'সখে! আমার আর পুত্রে কাজ নেই, চল আমরা পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে যাই।' অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'কেন সখে! এখানে পুত্রের কাছে কিছুদিন থেকে যাও না, আবার মর্ত্ত্যলোকে গেলে পুত্রশোক যদি উথলিয়া উঠে?' তদুত্তরে লজ্জিত অর্জ্জুন বলিলেন—'সখে! আর আমাকে লজ্জা দিও না, আমি বস্তুতঃ মহা অজ্ঞানী, তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে পুনরায় জ্ঞানোপদেশ প্রদান কর; পূর্ব্বে আমাকে যে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেছিলে (গীতামৃত), তাহা আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি।' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন হাস্যমুখে অর্জ্জুনের সহিত পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে উপনীত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলেন, সেই উপদেশই 'অনুগীতা' নামে অভিহিত। পুত্র! দেখ, বস্তুতঃ এ জগৎটা মায়াময়, এ সব সম্পর্ক অজ্ঞান-কল্পিত, ক্ষণস্থায়ী;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং কাহারও মৃত্যুতে শোক করা অনুচিত, অধিকন্তু কোনও মৃতব্যক্তির জন্য শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিলে তাহার সূক্ষ্মশরীর কষ্ট পায়। শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া প্রিয় মৃতব্যক্তির সূক্ষ্ম-শরীরকে কষ্ট দেওয়া কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ? অতএব পুত্র! তুমি শান্ত হও, শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার মৃত ভ্রাতার কল্যাণোদ্দেশ্যে যথাবিহিত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই তাঁহার আত্মার (সূক্ষ্মশরীর) শান্তি হবে।" শ্রীশ্রীস্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক উক্ত হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলেন—"বাবা, আপনার মধুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশে আমার শোক উপশম হয়েছে। আমি এখন শান্তি পাচ্ছি। বস্তুতঃ, কেহ কাহারও নয়। আমি মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট আসব, তা হ'লে আমার জীবনে অনেক উন্নতি হবে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ, পুত্র! এ বুড়ো (শ্রীশ্রীস্বামীজী) ও এই আশ্রম তোমাদের সকলেরই, যখন ইচ্ছা আমার কাছে আসিতে পার।" কিছুক্ষণ পরে উক্ত ভদ্রলোকটি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"না ভাই! এখন যেতে পারবে না। খাবার সময় হয়েছে, সাধুরাও একটু পরেই খেতে যাবেন; তুমি তাঁদের সহিত অন্নগ্রহণ ক'রে পরে যাবে।" ভদ্রলোকটি শ্রীশ্রীস্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী অন্নগ্রহণান্তে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

জনৈক সন্ন্যাসী-শিষ্য শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিতেছেন—"বাবা! আপনার কাছে এই তিন চার বৎসর হ'ল দীক্ষা গ্রহণ করলুম, আমার জীবনে কোনই উন্নতি পরিলক্ষিত হ'ল না, আমার জীবন বৃথাই গেল।" এই বলিয়া উক্ত শিষ্য ভাবাতিশয্যে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীও কাঁদিতেছেন, তিনি গলসংলগ্ন বস্ত্রখণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা নিজের চক্ষুজল মুছিতেছেন ও প্রেমার্দ্রকণ্ঠে উক্ত শিষ্যকে বলিতেছেন—"পুত্র! তুমি আমাকে কাঁদালে, আমি কি করব বল? আমি ত' তোমাদিগকে সাধনারূপ পত্নী (দীক্ষা) দিয়েছি, তোমরা যদি পত্নীর সঙ্গ না কর (অর্থাৎ কঠোরভাবে তপস্যায় মগ্ন না হও) তবে জ্ঞানরূপ পুত্র তোমরা কি ক'রে লাভ করবে? সুতরাং পুত্র! দুঃখ করিও না, হতাশ হইও না; প্রগাঢ় নিষ্ঠাসহ জপ ও ধ্যান কর। সর্ব্বদা মনে বৈরাগ্য রাখ্‌বে। জাগতিক বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য—বৈরাগ্য নয়, অধিকন্তু দেহের প্রতি আসক্তি বর্ত্তমান থাকিতে জাগতিক বস্তুর প্রতি প্রকৃত বিতৃষ্ণা আসা অসম্ভব। বৈরাগ্য রাখ্‌বে নিজের শরীরের প্রতি। শরীর ত' একটি রক্ত-মাংসের খাঁচা, মল-মূত্রের ডিপো। পুরীষোৎসর্গ ক'রে যেমন সে পুরীষ কাকে খে'ল, না প'চে গেল, তৎপ্রতি আদৌ খেয়াল হয় না, অধিকন্তু পুরীষ দর্শনে মনে তীব্র বিতৃষ্ণার উদয় হয়, তদ্রূপ দেহের প্রতি যখন তীব্র বিতৃষ্ণা হবে তখন বুঝবে—হাঁ, কিছু বৈরাগ্য হয়েছে; তখনই তপস্যায় ঠিক ঠিক মন লাগবে। প্রকৃত বৈরাগ্য না আসলে তীব্র তপস্যা হয় না; তীব্র তপস্যা না হলে বেটা! জ্ঞান কি ক'রে হবে? এ কি হাতের লাড্ডু বা রসগোল্লা, যে নিয়ে খেলেই হ'ল! সকলই নিজের পুরুষকারসাপেক্ষ। তোরা চাস্ —রাতারাতি কেষ্ট বিষ্টু হ'তে; কিন্তু তা কি হয়! গীতা কি বলেছেন? 'অনেকজন্ম-সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্'—অনেক জন্ম তপস্যায় ব্যয়িত হ'লে, পরে শ্রেষ্ঠ গতি বা মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং বৎস! হতাশ না হয়ে তপস্যায় লেগে যাও, ধীরে ধীরে শান্তিদেবী তোমার হৃদয়ে আবির্ভূতা হবেন। ভয় কি? আমি ত' আছি। শুরুতে খুব নিষ্ঠা রাখ্‌বি।"

শিষ্য—"আপনি দেহত্যাগ করলে আমাদিগকে কে দেখবে, আমরা কার কাছে যাব?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"গুরু কখনও মরেন না, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। ঈশ্বর ব্যতীত কেহ গুরু হতে পারেন না। ঈশ্বরের কি মৃত্যু আছে? তবে গুরুদেবকে হারাবার ভয় করছিস্ কেন? যে-ই গুরু, সে-ই ঈশ্বর।"

শিষ্য—"তবে পৃথিবীতে বিভিন্ন গুরু দৃষ্ট হয় কেন? ঈশ্বর যখন এক, সকলের গুরুও তদ্রূপ একজন হওয়াই উচিত।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ, সকলের গুরুই এক। 'গুরু' শব্দ দ্বারা কোনও ব্যক্তিকে বুঝা যায় না, গুরু হ'ল একটা শক্তি মাত্র, যে শক্তির সাহায্যে অজ্ঞানী জ্ঞান লাভ করে। এই শক্তি একমাত্র তাঁহাদের মধ্যেই নিহিত আছে, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, শিবত্ব বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রুতি (উপনিষদ) কি বল্ছেন?—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান।"

সমাজ কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা পতিতা নারীগণও শ্রীশ্রীস্বামীজীর কৃপালাভ হইতে বঞ্চিতা হইত না। মহাপুরুষের নিকট সকলই সমান, সকলই সেই পরম পুরুষের বা আত্মার অভিব্যক্তি, তাঁহার কাছে কে বা পতিত, কে বা উন্নত? মায়াকল্পিত জগৎ, অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত ভেদভাব মায়াতীত জ্ঞানিগণের নিকট আকাশকুসুমবৎ অলীক প্রতীত হয়; তাঁহারা সর্ব্বত্রই এক অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি করেন, তাঁহাদিগের মনে অহরহঃ ধ্বনিত হয় চণ্ডীর সেই দ্বৈতভাব-বিবর্জ্জিত মহাবাক্য—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—জগতে একমাত্র আমিই আছি, আমি ব্যতীত জগতে আর অন্য কেহ নাই। এই প্রকার অদ্বৈত ভাবে স্থিত হইতে না পারিলে, এইভাবে নিজেকে সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, জীব মায়াপাশবিনির্মুক্ত হইয়া শাশ্বত ভূমানন্দে স্থিত হইতে পারে না। শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনে এই অদ্বৈত ভাব পরিলক্ষিত হইত। বিশুদ্ধ অদ্বৈত ভাবে অবস্থিত তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃ একটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নিগ্ধ আনন্দধারা প্রবাহিত হইত; তাই সদা প্রফুল্ল শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিয়া জনসাধারণ বলিত—"ভোলাগিরি বাবা সদানন্দ পুরুষ।" অদ্বৈত ভাবে স্থিত সদানন্দ মহাপুরুষের নিকট পাপী, পুণ্যাত্মা, স্ত্রী, পুরুষ, শিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি সকলই সমান, সবই নিজের আত্মস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথোপকোথন উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীশ্রীস্বামীজী একদিন লেখককে বলিলেন—"বেটা! বেদান্ত কি বল্‌ছেন, কি শিক্ষা পেলি বেদান্ত পড়ে, তুই কে?"

উত্তর—"বাবা! বেদান্ত পড়ে বুঝলুম যে আমিই শিব, আমিই ব্রহ্ম।" শ্রীশ্রীস্বামীজী এই কথা শুনিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সে কি প্রাণখোলা বিমল হাসি! পরে তিনি শান্তভাবে বলিলেন—"দূর বেটা! এই তোর জ্ঞান হ'ল! একে কি জ্ঞান বলে? তুই শিব, তবে জীব কে? তুই কি জীব নও? তবে শোন্, একটা গল্প বলি—আমি তখন যুবক, সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীগুরুদেবের আদেশে কখনও হিমালয় পর্ব্বতে, কখনও বা নিম্নভূমিতে বিচরণ করে কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলাম। নিম্নভূমিতে অবস্থানকালে একদিন একটি স্রোতস্বিনীর নিকট উপনীত হয়ে দেখি—একজন বৃদ্ধ সাধু স্রোতস্বিনীর তীরে দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন 'গর্দ্দভোঽহম্, বিড়ালোঽহম্, কুক্কুটোঽহম্' ইত্যাদি। আমি ত' এ সব শুনে অবাক্। আমি ভাবলাম—মহাত্মার কি তপস্যা করে মাথা খারাপ হয়ে গেল, নতুবা এ প্রকার প্রলাপ বক্‌ছেন কেন! আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'মহারাজ! আপনি এ সব কি বল্‌ছেন?' তদুত্তরে উক্ত মহাত্মা বলিলেন—'কেন রে বেটা! আমি কি কিছু অন্যায় বল্‌ছি।' আমি বিনীতভাবে বলিলাম—'মহারাজ! আমি গর্দ্দভ, আমি বিড়াল, আমি কুক্কুট—এ সব বলার তাৎপর্য্য কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা ত' বলি 'আমি শিব, আমি ব্রহ্ম।' আপনি শিব না হ'য়ে গর্দ্দভ, বিড়াল ইত্যাদি হতে চাচ্ছেন! আপনার এ ভাব আমি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম।' তদুত্তরে তিনি হাস্যমুখে বলিলেন—'ওরে বেটা! তুই তো শিব, কিন্তু ঐ গর্দ্দভের সহিত তোর কোনও পার্থক্য আছে কি? ওর শরীর ত' মিথ্যা, অনিত্য, পঞ্চভূতের; তোর শরীরও ত' তাই। ওর আত্মা ত' অবিনাশী, সচ্চিদানন্দ, শিবস্বরূপ, তোর আত্মাও ত' তাই। তবেই দেখ, তুমি ও গর্দ্দভ একই,—তদ্রূপ বিড়াল, কুক্কুট ইত্যাদি যাবতীয় প্রাণীই তোমার নিজের আত্মস্বরূপ। শিবও তুমি, ইন্দ্রাদি দেবতাও তুমি, মানুষও তুমি, পশুও তুমি, স্ত্রীও তুমি, পুরুষও তুমি, কীটও তুমি, পতঙ্গও তুমি। বেটা! অদ্বৈতভাবে উপাসনা করতে গিয়ে তোমরা দ্বৈত ভাবে বিরাজ করছ, 'শিবোঽহম্' বলতে গিয়ে নিজেকে জীব হ'তে পৃথক্ মনে করছ। তা হ'লে অখণ্ডজ্ঞান কি করে হবে। এ জ্ঞান জ্ঞান নয়, ইহাও অজ্ঞান; প্রকৃত জ্ঞানী সর্ব্বভূতেই নিজের আত্মাকে দেখিতে পান, তাই তিনি মনে করেন 'সবই আমি'।' উক্ত মহাত্মার এই অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করে আমার ভ্রান্তি দূর হ'ল। বস্তুতঃ বেটা! তুই-ই সব, তুই শুধু শিব নও, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি, ইত্যাদি সবই তুই; মৎস্য, কূর্ম্ম, কীট, গুল্ম,লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি সবই তুই; গায়ত্রী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি সবই তুই। যেখানে যেখানে দৃষ্টি যাবে, মনে করবি সবই তোর স্বরূপ, সবই তোর আত্মা। এই প্রকার জ্ঞানই প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান, এই প্রকার জ্ঞানেই নির্ব্বাণ লাভ হয়।"

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীস্বামীজী দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু পতিতা নারীগণকেও অকুণ্ঠিতচিত্তে দীক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগের মরুভূমি-সদৃশ হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেন। বরিশালের জনৈক পতিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারীর জীবনে শ্রীশ্রীস্বামীজীর অগাধ কৃপা দৃষ্ট হয়। উক্ত পতিতা রমণীর বয়স তখন মাত্র ৩৩।৩৪ বৎসর, তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেই স্বানুষ্ঠিত পাপকার্য্যের জন্য তাঁহার হৃদয়ে তীব্র অনুশোচনার উদয় হইল। তিনি অচিরে পতিতাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধবার বেশ ধারণ করিয়া সাধন-ভজনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী উচ্চকুল-সম্ভূতা অগাধ-ঐশ্বর্য্যশালিনী সতী-চূড়ামণি নারী এবং পতিতা নারীবৃন্দের সহিত ব্যবহারে কোনও তারতম্য প্রকাশ করিতেন না। আত্মারাম প্রেমিক ভোলানন্দ সর্ব্বভূতেই নিজের আত্মাকে দেখিতে পাইতেন, তাই সকলকেই তিনি সমভাবে ভালবাসিতেন। তিনি আচণ্ডাল সকলকেই দীক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের সহজ ও সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ (গীতা, ৬।২৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জ্ঞানী-ভক্ত

কাঁদ বন্ধু কাঁদ—পুত্রের জন্য নয়, বিত্তের জন্য নয়, স্বামীর জন্য নয়, স্ত্রীর জন্য নয়, ভাইয়ের জন্য নয়, বন্ধুর জন্য নয়; ভগবানের জন্য—কাঁদ বন্ধু কাঁদ। কাঁদ বন্ধু কাঁদ, তিনি যে প্রেমময়, দয়ার আধার, করুণার মূর্ত্তি, মন-প্রাণ ঐক্য করিয়া তাঁহাকে ডাক, ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করিবার জন্য তন্ময়ভাবে ভক্তিগদগদচিত্তে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, শুধু প্রার্থনা নয়—শিশুর ন্যায় সরল মনে নিবিষ্টচিত্তে কাঁদ বন্ধু কাঁদ। মৃত পুত্রের জন্য অনেক কাঁদিয়াছ, মৃত স্বামীর জন্য, মৃত কন্যার জন্য, বন্ধুর জন্য অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে তোমার অনেক দিন অনেক রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে, বিত্তশোকেও তোমার নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইয়াছে—বন্ধু! তাহাতে জীবনে কোনও শান্তি পাইয়াছ কি? এত অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে তাহাতে জীবনে কোনও উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে কি? ত্রিতাপতপ্ত অন্তঃকরণে বিমল জ্যোতিঃর আবির্ভাবে সকল দুঃখের, সকল জ্বালার উপশম হইয়াছে কি! বন্ধু! মূর্খ তুমি, এত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াও তুমি ক্ষণিকের জন্যও দিব্যশান্তি লাভ করিতে পারিলে না? তাই বলি, কাঁদ বন্ধু কাঁদ; একবার ভগবানের জন্য—ইষ্টদেবের জন্য কাঁদ; তাঁহার উদ্দেশে একটু নয়নবারি বিসর্জ্জন করিয়া দেখ, অনাবিল শান্তির আবির্ভাবে হৃদয়ের সকল জ্বালা, সকল দুঃখ মুহূর্ত্তে মহাকাশে বিলীন হইয়া যাইবে, বুঝিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত শান্তি কি, বুঝিবে প্রকৃত সুখ কি! যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা, দান, তপঃ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি কিছুরই প্রয়োজন নাই; শুধু কাঁদ বন্ধু কাঁদ—শিশুর ন্যায় কাঁদ। শুইতে, বসিতে, উঠিতে, বেড়াইতে সর্ব্বদা বন্ধু! চেষ্টা কর ভগবানের ধ্যানে, ভগবানের গুণকীর্ত্তনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে। শুইয়া আছ, মনে কর —তোমার ইষ্টদেবের সুকোমল শান্তিময় ক্রোড়ে তুমি শায়িত, তোমার ইষ্টদেব তোমার মস্তকে, তোমার শরীরে তাঁহার সস্নেহ হস্ত বুলাইতেছেন। উপবিষ্ট আছ, মনে কর—তোমার আরাধ্যদেব তোমার নিকটেই উপবিষ্ট হইয়া তোমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ভ্রমণ করিতেছ, মনে কর—তোমার ইষ্টদেব তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে তোমার স্কন্ধোপরি তাঁহার সস্নেহ হস্ত স্থাপন করিতেছেন। কাঁদ বন্ধু কাঁদ; তুমি একা নও, সর্ব্বদাই ভগবান্ তোমার সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার জন্য কাঁদ। সকল চক্ষুই তাঁহার চক্ষু, প্রত্যেক চক্ষুর মধ্যে তাঁহার চক্ষু দেখিতে সচেষ্ট হও। সকল শব্দই তাঁহার শব্দ, প্রত্যেক শব্দের মধ্যে তাঁহার শব্দ শুনিতে যত্নবান্ হও। সকল স্পর্শই তাঁহার স্পর্শ, প্রত্যেক স্পর্শের মধ্যে তাঁহার স্পর্শ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। সকল গন্ধই তাঁহার গন্ধ, প্রত্যেক গন্ধের মধ্যে তাঁহার গন্ধ অনুভব করিতে যত্নশীল হও। সকল রসই তাঁহার রস, প্রত্যেক রসের মধ্যে তাঁহার রস আস্বাদন করিতে চেষ্টিত হও। সকল রূপই তাঁহার রূপ, প্রত্যেক রূপের মধ্যে তাঁহার রূপ দেখিতে অভ্যাস কর। মনে রাখিও "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী", আরও মনে রাখিও—ভক্তিই মুক্তির কারণ, যার নাই ইষ্ট, সে হয় ভ্রষ্ট। যিনি প্রকৃত ভক্ত, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥
(চৈতন্যচরিতামৃত)

চৈতন্যচরিতামৃতকার জ্ঞানকে নিম্বফল ও শুষ্কজ্ঞান এবং জ্ঞানীকে অরসজ্ঞ কাক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, জ্ঞানীকে অভাগিয়া অর্থাৎ অভাগা বলিতেও তাঁহার জিহ্বা সঙ্কুচিত হয় নাই। কৃষ্ণপ্রেমকে (কালীপ্রেম, শিবপ্রেম, রামপ্রেম, বিষ্ণুপ্রেম নয়?) তিনি সুমিষ্ট আম্রফলের সহিত তুলনা দিয়াছেন এবং কৃষ্ণপ্রেমী বা কৃষ্ণভক্তকে রসজ্ঞ কোকিলের সহিত উপমা দিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণ-প্রেমকে উচ্চাসন দিবার আগ্রহাতিশয্যে এই প্রকার শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছেন। এই উক্তি শ্রুতিমধুর বা রোচক কিন্তু যথার্থ নয়।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ (গীতা, ৭।১৬-১৭)
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীতা, ১৮।৫৪)

অর্থাৎ—'হে অর্জ্জুন! আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার ভক্ত আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা সকলেই সুকৃতকারী ও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও জ্ঞানিভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, জ্ঞানী ও আমি অভেদ। যিনি ব্রহ্মভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ বা জ্ঞানী তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত, তিনি কখনও শোক করেন না, কোনও বস্তুতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী—এইপ্রকার জ্ঞানী ব্যক্তিই পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।' অজ্ঞানী ব্যক্তি কখনও পরাভক্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং এই ভগবদ্বাক্যাবলী হইতে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয় যে, যিনি জ্ঞানী, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও প্রথমতঃ জ্ঞানী, সন্ন্যাসী; তৎপর তিনি প্রকৃত ভক্ত বা প্রেমী। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিয়াছেন—'যে নিজেকে (আত্মাকে) জানে না, সে ভগবান্‌কে কি ক'রে জান্‌বে।' বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানলাভ না হইলে পরাভক্তি লাভ করা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানীই প্রকৃত 'জ্ঞানী' পদবাচ্য এবং শ্রীভগবান্ তাঁহাকে জ্ঞানী ভক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানীর হৃদয় শুষ্ক ত' নহেই, পরন্তু তাঁহার হৃদয়ে অহরহঃ প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ভক্তির আবেগে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উদ্বেলিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনেও এই প্রেম ও ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ন্যায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিকট প্রত্যেকেই মস্তক অবনত করিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য হরিদ্বারে উপনীত হইতেন। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, আইনজীবী, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, তার্কিক ও নাস্তিক—সকলেই তাঁহার হৃদয়গ্রাহী মধুর নীতিগর্ভ উপদেশ শ্রবণে মুগ্ধ হইতেন। হরিদ্বারের এই প্রখ্যাতনামা ব্রহ্মর্ষির নিকট তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থকিতেন। মধ্যমাকৃতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শরীর, প্রশস্ত কপাল, সরু নাসিকা, সুন্দর মস্তক ও কমনীয় কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখমণ্ডলবিশিষ্ট এই ঋষি সমাগত ভক্তবৃন্দকে উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতেছেন। কখনও তিনি গভীর চিন্তামগ্ন, তাঁহার মন এই জাগতিক রাজ্য হইতে দূরে সুদূরে কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে বিচরণ করিতেছে, চক্ষু স্থির, পলকবিহীন—ইহাও কি এক প্রকার সমাধি? ভক্তবৃন্দ তাঁহার চিন্তামগ্ন সৌম্য মুখমণ্ডলের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট, তাঁহারা ভাবিতেছেন—'শ্রীশ্রীস্বামীজীর মন এখন কোথায় বিচরণ করিতেছে? মুখমণ্ডল কি প্রশান্ত, জ্যোতির্ম্ময়!' এই সুন্দর মনোমুগ্ধকর ভাব কি সাক্ষ্য দিতেছে?—'ওরে অজ্ঞানী! শাস্ত্রবাক্য, বেদবাক্য সত্য, চিরসত্য। এই সত্যদর্শী ঋষির, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার জগৎভোলা আপনভোলা ভাবদর্শনে, তাঁহার প্রশান্ত সুন্দর ভাববিহ্বল কমনীয় মুখমণ্ডল অবলোকনেও যদি তোমাদের শাস্ত্রে, ভগবানে বিশ্বাস না হয়, তবে তোমরা বস্তুতঃই কৃপার পাত্র।' কিছুক্ষণ পর হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে মধুর উপদেশ প্রদান করিতেছেন, সে উপদেশে বেদের দোহাই নাই, শ্রুতির উল্লেখ নাই, গীতার কথা নাই—সে উপদেশ তাঁহার নিজস্ব, সে উপদেশ নিজের অনুভূতিমূলক, অপরের চিত্তাকর্ষক। কেন এমন হয়? শাস্ত্রের উল্লেখ নাই, শুধু সুন্দর সুন্দর গল্পচ্ছলে সরল হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দ্বারা মহাপুরুষগণ জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করেন—এর কারণ কি?

দাতা পঞ্চদশ রত্ন বিবেকী দশমনিধি।
জ্ঞানী পঞ্চমবেদ মূর্খ স দশমগ্রহ॥

অর্থাৎ—'চতুর্দ্দশ রত্ন, ত' আছেই, দাতাও রত্নস্বরূপ, সুতরাং তিনি পঞ্চদশ রত্ন, নবনিধি ত' আছেই পরন্তু বিবেকী পুরুষও নিধিস্বরূপ, সুতরাং তিনি দশমনিধি। যিনি জ্ঞানী তিনি নিজের অনুভূতি দ্বারা সকলকে উপদেশ দেন, বেদ হইতে অধিক জ্ঞান জ্ঞানীর নিকট পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, সুতরাং চারি বেদ ত' আছেই পরন্তু জ্ঞানী পঞ্চম বেদ। মূর্খ-ব্যক্তি লোকের বহু দুঃখের কারণ হয়, নবগ্রহ ত' আছেই, মূর্খব্যক্তিও একটি গ্রহবিশেষ, সুতরাং সে দশম গ্রহ।'

জ্ঞানী বা মহাপুরুষ পঞ্চম বেদ, তাঁহারা যাহা কিছু বলেন তাহা নিজেদের অনুভূতিমূলক সুতরাং অভ্রান্ত, তাই শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন না করিলেও তাঁহাদিগের উপদেশাবলী দ্বারা জনসাধারণের হৃদয় সম্যক্ আকৃষ্ট হইয়া থাকে; কারণ, বেদ হইতে অধিক জ্ঞান জ্ঞানীর নিকট পাওয়া যায়; জ্ঞানী বেদাতীত, শাস্ত্রাতীত। বেদাতীত শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপদেশামৃত শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ কখনও আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন, কখনও বা ধীর স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগের চক্ষু শ্রীশ্রীস্বামীজীর সুন্দর মুখকমলে নিবদ্ধ, চিত্ত তাঁহার অমৃতময়ী বাক্যাবলীতে আকৃষ্ট, হৃদয় সাত্ত্বিক আনন্দে উদ্বেলিত; তাঁহারা ভাগবতরসের ক্ষীণ আস্বাদ উপভোগ করিতেছেন, তাই তাঁহাদিগের মন তখন জগৎকালিমা-বর্জ্জিত। ইহাই সাধুসঙ্গের, মহা-পুরুষের সঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর চরিত্রে বহু সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা উভয়েই দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। চৈতন্যদেব কখনও কখনও শরীরজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া পরব্রহ্মে সমাহিত হইতেন, শ্রীশ্রীস্বামীজীও পরব্রহ্মে সমাধিস্থ হইয়া শরীরজ্ঞান, জগৎজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া দিব্য অপার্থিব ভূমানন্দে লীন হইয়া থাকিতেন। চৈতন্যদেব শারীরিক কষ্টে মুহ্যমান হইতেন না, শ্রীশ্রীস্বামীজীও নিজের শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ছিলেন; প্রবল ব্যাধিতেও তিনি কখনও ক্লিষ্ট হইতেন না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কখনও কখনও অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিকট নিজেকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিতেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তবৃন্দও শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিতেন, শ্রীশ্রীস্বামীজীও কখনও কখনও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিকট নিজেকে শিব বলিয়া প্রচার করিতেন—"এই ভোলা (শিব) বসে আছে, এস ভোলাকে পূজা কর" —ভক্তবৃন্দও তাঁহাকে ভোলাজ্ঞানে, শিবজ্ঞানে পূজা করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেন। চৈতন্যদেব জনসাধারণের নিকট নিজেকে 'ভগবানের দাস' বলিয়া প্রচার করিতেন, শ্রীশ্রীস্বামীজীও সকলের নিকট নিজেকে 'ভগবানের সেবক' বলিয়া প্রচার করিতেন। চৈতন্যদেব ভগবানের গুণকীর্ত্তনে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, তাঁহার নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে থাকিত, শ্রীশ্রীস্বামীজীও ভগবানের নামকীর্ত্তন ইত্যাদি শ্রবণে স্থাণুবৎ স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন, তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় দিব্য-প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে থাকিত, সুন্দর মুখকমল সুন্দরতম আকার ধারণ করিত ; সে সুন্দর কমনীয় প্রেমাশ্রুযুক্ত মুখপদ্ম দর্শনে নাস্তিকও আস্তিক হইত, শোকসন্তপ্ত বা কলুষিত-হৃদয় ব্যক্তিও ক্ষণিকের জন্যও দিব্যশান্তি লাভ করিত। কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি-এট-ল ৺অচলনাথ মিত্র স্বপ্নে যথার্থই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে চৈতন্যদেব শ্রীশ্রীস্বামীজীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই অলৌকিক স্বপ্নদর্শনে শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি তাঁহার ভক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলেন এবং তাঁহার (৺অচলের) ইচ্ছানুযায়ী এই অট্টালিকাটি 'গুরুধাম' নামে অভিহিত হইল।

শ্রীশ্রীস্বামীজী শুধু শিবভক্ত ছিলেন না, শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ, রাম, গঙ্গা ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর নামে, তাঁহাদের গুণকীর্ত্তনে তাঁহার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত প্রেমবারি নির্গত হইতে থাকিত। তিনি নিজেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেন—"বেটা! সব দেবতাই এক, এক ভগবানই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন, কেহ বলে শিব, কেহ কৃষ্ণ, কেহ গড্ (God), কেহ আল্লা, কেহ শক্তি, কেহ রাম—আরও কত কি! বস্তুতঃ বেটা! সবই এক।" কোনও সাহেব (খৃষ্টান) তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন—"কাম্ মাই ডিয়ার (Come, my dear)"; তারপর হিন্দীতে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন—"দেখো, এক শ্বাস মে তিস্ দফে গড্ কা নাম লেও, ইসকা নাম হ্যায় প্রাণায়াম; প্রাণায়াম করনে সে মন স্থির হোতা হ্যায়। পহিলে অন্দর মে শ্বাস খিঁচো, উস বখত নাম জপ করনে কো জরুরৎ নহী হ্যায়। কুম্ভক যানী দম বন্দ নহী করনা, শ্বাস খিঁচ্ লেও, ঔর ধীরসে ধীরসে ছোড় দো। শ্বাস ছোড়নে কে বখত তিস (৩০) দফে গড্ গড্ জপ করনা। এইসা জপ করনে সে বহুত ফায়দা মিলেগী। মেরে প্যারে! জো তোমারা গড্ হ্যায়, বহী (উহী) হামারা ঈশ্বর হ্যায়, সব এক হ্যায়, সব এক হ্যায়।" সাহেব ও মেম শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপদেশ শুনিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে তাঁহার নির্দ্দেশিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিত—গড্ গড্ গড্ গড্ গড্ গড্ গড্ গড্......।

শ্রীশ্রীস্বামীজী ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন। পথিমধ্যে কতকগুলি মুসলমান কুলী জিনিষ বহন করিতে যাইতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দেখিয়া তাহারা হাত যোড়পূর্ব্বক 'বন্দেগী' বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি স্বীয় পকেট হইতে বেলবড়ি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রত্যেককে ৩।৪টী করিয়া দিলেন। তাহারা হৃষ্টচিত্তে সেগুলিকে মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা মহারাজ! আভী হামলোগ জাতা হ্যায়, বহুত কাম হ্যায়, সেলাম।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আরে বেটা! শোন, কাজ পরে করবি, এখন আমার কাজ একটু করে নে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একশ্বাসে ৩০ বার আল্লার নাম জপ কর।" এই বলিয়া তিনি নিজেই শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে ও আল্লা আল্লা জপ করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ শ্রীশ্রীস্বামীজীর সুন্দর সহাস্যবদন ও মধুর ভাব এবং মিষ্টকথায় সব ভুলিয়া গেল; কোথায় রহিল তাহাদিগের কাজ! তাহারা হাসিতে হাসিতে দণ্ডায়মান অবস্থায়ই শ্রীশ্রীস্বামীজী-নির্দ্দেশিত প্রাণায়াম অর্থাৎ এক প্রশ্বাসে ৩০ বার 'আল্লা আল্লা' জপ করিতে লাগিল। এইভাবে শ্রীশ্রীস্বামীজী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে তাহাদিগের স্ব স্ব ইষ্টদেবের নাম জপ করিতে উপদেশ দিতেন।

(কালী বা দুর্গাভক্তি)

বিপিনবিহারী ঘোষ নামে জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট হইয়া শ্যামাসঙ্গীত (রামপ্রসাদী) গাহিতেছেন—

ডুব দে রে মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কভু, দু-চার ডুবে ধন না পেলে।
(তুমি) দমসামর্থ্যে ডুব দিয়ে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কোলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই ফিরে।
(তুমি) বিবেক-হলুদ গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতেছে, কণ্ঠস্থিত ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তিনি পুনঃপুনঃ অশ্রু মুছিতেছেন, কিন্তু সে অশ্রুর আর বিরাম নাই, এ কি প্রেমবিহ্বলতা! শ্রীশ্রীস্বামীজী কি শাক্ত? বস্তুতঃ, তিনি একাধারে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি সকলই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী বরিশালের উকিল শ্রীযুক্ত শশিকান্ত গুপ্ত প্রমুখ কতিপয় শিষ্য-ভক্ত সহ ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে উপনীত হইয়া ঢাকেশ্বরী দেবীকে পূজা করিলেন। হঠাৎ তিনি প্রেমবিহ্বল ভাবে ভক্তিগদগদচিত্তে বলিয়া উঠিলেন—"মা মা! তোর প্রসাদ পেয়েছি।" তাঁহার নয়ন হইতে দিব্য প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ত' অবাক্—হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজীর এ প্রকার ভাবের উদয় হইল কেন? কি প্রসাদ তিনি পাইয়াছেন! কই তাঁহারা ত' কিছুই দেখিতে পান নাই! অবশেষে তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন যে, তিনি দেখিয়াছেন মায়ের হাত হইতে একটি শ্বেত ফুল ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহাতেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর হঠাৎ প্রেমভাব জাগ্রত হইয়াছে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের এই সিদ্ধান্তের সহিত লেখক কিন্তু একমত নহে। আমরা অজ্ঞানী, মহামায়া তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের সহিত লোকচক্ষুর অন্তরালে কত লীলা করেন, সে লীলা দেখিয়া ভক্তবৃন্দ কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন, দিব্য আনন্দে তাঁহাদিগের চিত্ত উদ্বেলিত থাকে; সে আনন্দের কণামাত্র লাভ করাও সাধারণ জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সে লীলারহস্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত, মহাপুরুষই শুধু সে লীলা দেখিতে পারেন, সে রহস্য বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা হঠাৎ কাঁদেন, হঠাৎ হাসেন।

নবরাত্রির (শারদীয়া দুর্গাপূজা) সময় শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে আশ্রমে প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ হইত। মহাষ্টমীর দিন পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণ সমবেত লইয়া শাস্ত্রানুযায়ী যজ্ঞ ও হোমের অনুষ্ঠান করিতেন এবং উক্ত দিবসে উপস্থিত সাধু, পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণকে উপাদেয় অন্ন ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা আপ্যায়িত করা হইত। প্রতিপদের দিন পণ্ডিত দ্বারা ঘটস্থাপন করা হইত এবং প্রত্যহ নিয়ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বক উক্ত ঘটে দুর্গামাতার পূজা করিয়া ৺বিজয়া দশমীর দিন শাস্ত্রানুযায়ী উহাকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন করা হইত।

(কৃষ্ণভক্তি)

শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট মহাভারত পঠিত হইতেছে, তিনি অবহিত মনে পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। মহাভারতের এক স্থানে লিখিত আছে—'কৃষ্ণই পরব্রহ্ম, এই কৃষ্ণকে জানিতে হইলে, এই কৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিতে হইবে; যে ইন্দ্রিয়ের দাস, যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে অসমর্থ, সে কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না'—ইত্যাদি। শ্রীশ্রীস্বামীজীর চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; তিনি ভক্তিগদগদ কণ্ঠে পাঠককে বলিলেন—"পুত্র! দেখ, কৃষ্ণ আমাদের অতি আপনার জন, আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া এই জাগতিক সুখে মত্ত হইয়া মোক্ষের দ্বার দুর্ল্লভ এই মনুষ্যজন্ম বৃথা নষ্ট করিতেছি। ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক তাঁহাকে লাভ করা যায়, তাঁহাকে লাভ করিলে সকল দুঃখের, সকল জ্বালার উপশম হয়, ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভূমানন্দে স্থিত হওয়া যায়। বেটা! ইন্দ্রিয় সংযম কর, ভক্তি রাখ, তা হলেই কৃষ্ণ মহারাজকে লাভ করিতে পারিবে।"

(জন্মাষ্টমী-তিথি পালন)

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীস্বামীজী ও তাঁহার আদেশে আশ্রমস্থ সাধুবৃন্দ রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কোনও প্রকার খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিতেন না। শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে জনৈক শিষ্য তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতেন, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে বাল্যলীলা পর্য্যন্ত (দশম স্কন্ধ)। শ্রীশ্রীস্বামীজী উৎফুল্লনয়নে ভক্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গদগদচিত্তে তন্ময়ভাবে পাঠ শ্রবণ করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রেমার্দ্রকণ্ঠে বলিতেন—"হাঁ মহারাজ! তোমার কি অপূর্ব্ব লীলা! তুমিও স্বেচ্ছায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ ক'রেছ! কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ —হরি হে! সব তোমারি মায়া।" নিশীথে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। দিবাভাগে একটি শশার ক্ষুদ্র অংশের উপরিভাগের ফলক কাটিয়া সেই ছিদ্রপথে পিতলের ছোট শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শশার মধ্যে স্থাপন করিয়া পুনরায় উক্ত ফলক দ্বারা তাহা আবৃত করা হইত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন, শশা দেবকী-স্থানীয়। একটি ছোট দোল্‌না প্রস্তুত করিয়া তাহা চীনা কাগজ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত। নিশীথে যথাসময়ে উক্ত শশা হইতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বাহির করিয়া (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন) উঁহাকে যথাবিহিত স্নান করাইয়া পূজা করা হইত। পশ্চাৎ কৃষ্ণমূর্ত্তিটীকে দোল্‌নায় স্থাপন করিয়া ঝুলান হইত। অনন্তর আশ্রমস্থ সাধুবৃন্দ সহ শ্রীশ্রীস্বামীজী দণ্ডায়মান হইয়া স্তোত্র আবৃত্তি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেন। জন্মাষ্টমী পালন পূর্ব্বক রাত্রি ১২টার পর সাধুবৃন্দ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেন, কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজী শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত ও সামান্য একটু প্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না।

(শ্রীকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমাধি)

একবার বদরিকাশ্রম দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপচন্দ্র রায় নামে জনৈক ব্যক্তি হরিদ্বারে উপনীত হইলেন। হরিদ্বারে অবস্থানকালে তিনি একদিন ব্রহ্মকমণ্ডলুর ঘাটে সান্ধ্য সমীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপচন্দ্রের দেশীয় ও গুরুস্থানীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় শ্রীশ্রীস্বামীজীর দর্শনেচ্ছু হইয়া সে স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন অদূরে ব্রহ্মকমণ্ডলুর ঘাটের উপর উদাস মনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সঙ্গে তিন চারজন ভক্ত। শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজীর বিষয় অবগত হইয়া নবদ্বীপচন্দ্র অনতিবিলম্বে পণ্ডিতজীর সহিত তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিতেই তাঁহার প্রতি নবদ্বীপের স্বভাবতঃই ভক্তি জাগ্রত হইল। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নবদ্বীপ ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু হঠাৎ প্রশ্ন করিতে তাঁহার সাহস হইল না; কারণ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। অন্তর্য্যামী ভোলানন্দ ব্রহ্মকমণ্ডলুর জল স্পর্শ করিতে করিতে বলিলেন—"তোমাদের কাহারও কাহারও ইচ্ছা যে, আমি বসে একটু আলাপ করি।" শ্রীশ্রীস্বামীজীর শ্রীমুখ হইতে এই কথা নির্গত হইতেই নবদ্বীপের ভয় দূরীভূত হইল। তিনি উন্মুক্তহৃদয়ে ভক্তিবিনম্রচিত্তে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট প্রাণের আবেদন জ্ঞাপন করিলেন। ভোলানন্দও সদুত্তর প্রদান করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তীর্থে এসেছ, তীর্থকে কিছু দিতে হয়, তুমি কি দিবে?" উন্মুক্তচিত্তে নবদ্বীপচন্দ্র বলিলেন—"আপনি অন্তর্য্যামী, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই দিব।" কিন্তু হঠাৎ স্খলিত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীস্বামীজী সমাধিস্থ হইলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দও অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই শুভ মুহূর্ত্ত, পবিত্র সুরধুনী তট, তীর্থগৌরব শ্রীশ্রীস্বামীজীর ন্যায় মহারত্ন-দর্শন, তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃতময় বীজযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, বেদগোপ্য ওঁকারধ্বনি,, প্রেমাশ্রুযুক্ত লোভনীয় ও কমনীয় মুখশ্রী সমাগত ভক্তবৃন্দের বিশেষতঃ ভক্ত নবদ্বীপ-চন্দ্রের জীবন আনন্দময় করিয়া রাখিল। সমাধি-ভঙ্গের পর শ্রীশ্রীস্বামীজী সস্নেহে ভক্তবৃন্দকে বলিলেন—"যাও বৎসগণ! তোমাদের তীর্থ দর্শন সফল হইবে। যতদিন সংসারে থাক, আয়ের অন্ততঃ দশ ভাগের এক ভাগ সৎকার্য্যে ব্যয় করিও।" নবদ্বীপচন্দ্র বলিলেন—"আপনার দর্শন আবার কবে পাব?" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দর্শনের জন্য ব্যস্ত হইও না; একবার দর্শনই দর্শন। যখন সময় হবে, তখনই দর্শন মিলিবে। আমরা ত' বসেছি প্রেমদান করতে, কিন্তু প্রেম নেয় কে? সব রোগী ভোগীর দল।" ভক্ত নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামী-জীর সেই সুন্দর ভাববিহ্বল কমনীয় রূপের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়া রহিল। সে কি অপরূপ রূপ—যে দেখিয়াছে সে উপলব্ধি করিয়াছে, ভাষা বা লেখনী দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায় না। নবদ্বীপ-চন্দ্র মনে করিলেন যে, শ্রীশ্রীস্বামীজীর এই প্রকার ভাবময় রূপ কেহ কোনও দিন দেখে নাই, ভবিষ্যতেও দেখিবে না; এরূপ মধুর উপদেশ কেহ কোনও দিন শুনে নাই এবং ভবিষ্যতেও শুনিবে না। তাই তিনি পুনরায় শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া চট্টগ্রাম হইতে তাঁহার নিকট চিঠি লিখিলেন :—

'শ্রীশ্রীচরণে অসংখ্য প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন এই—

বাবা!........তখন আপনি গঙ্গাতীরে সান্ধ্য সমীরে উজ্জ্বল রত্ন-স্বরূপ কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যেই সুশোভিত হইয়া আমার নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন। অহো! সে প্রকার দর্শন বুঝি অনেকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। আপনাকে সেদিন যে রূপের ভিতর দেখিয়াছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যদি সে রূপ দেখিতে না পাই, সেই ভয়ে আপনাকে পুনরায় দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। যে অমৃতময়ী বাণী সেদিন আপনার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, সেরূপ বাণীও বোধ হয় আর শুনিব না।'.........

ইতি—

সেবকাধক

নবদ্বীপচন্দ্র রায়

(শিবভক্তি)

শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট শিবপুরাণ পঠিত হইতেছে। উক্ত পুস্তকের 'জ্ঞানসংহিতা'র অংশে ৬।৭ পৃষ্ঠাব্যাপী—শিব বিভিন্ন স্থানে যাইতেছেন ও বিভিন্ন রমণীর সতীত্ব হরণ করিতেছেন—এই ভাব বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। পাঠক এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই ঐ অংশ পাঠ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন— "কিরে বেটা! পড়ছিস্ না যে, পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিস্ কেন? পড়।" পাঠক বলিলেন—"বাবা! এই সব পড়িলে আপনার শিবের প্রতি আমাদের ভক্তি থাকবে না, এ সব পড়ে কি হবে? সব বাজে।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রেমার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"পুত্র! এ প্রকার বলছ কেন? এ সব ত' মহারাজের (শিবের) লীলা, যেমন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত লীলা করেছিলেন। শিবকে লম্পট ভাবছ কেন? শিব কি আমাদের ন্যায় সাধারণ জীব! তিনি কি ইন্দ্রিয়ের দাস? বেটা! তিনি যে আত্মারাম, দেবাদিদেব, বিশ্বের কর্ত্তা, বিশ্বম্ভর; তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা মহাপাপ। নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় কর, তবেই মহারাজের (শিবের) লীলা বুঝতে পারবে। ইন্দ্রিয়াসক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি ভগবানের লীলা কি ক'রে বুঝবে? তাহারা নিজেরাও ইন্দ্রিয়ের দাস, ভগবানকেও তাহাই মনে করে। প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই ভগবানের লীলারহস্য সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন।"

(শিবরাত্রি-ব্রত পালন)

শ্রীশ্রীস্বামীজী শিবরাত্রি তিথি যথাবিহিত পালন করিতেন। উক্ত দিন তিনি ও আশ্রমস্থ সাধুবৃন্দ দিবাভাগে কোন প্রকার অন্ন বা পানীয় গ্রহণ করিতেন না। রাত্রির চারি প্রহরে পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণ কর্ত্তৃক চারিবার শিবপূজা ও হোম অনুষ্ঠিত এবং রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী (বেদ, রুদ্রমাহাত্ম্য সম্বলিত) পঠিত হইত। এক প্রহর পূজার পর সাধুবৃন্দ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেন। উক্ত দিন শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্দ্দেশে তাঁহার নিকট শিবপুরাণ পঠিত হইত। তিনি অবহিত মনে তাহা শ্রবণ করিতেন ও মধ্যে মধ্যে বলিতেন—"হর, হর, হর, শিব, শিব, মহাদেব! তোমার কি অপূর্ব্ব লীলা, ভোলানাথ আশুতোষ বিশ্বম্ভর! সব তোমার মায়া।" সাধুবৃন্দ ও শ্রীশ্রীস্বামীজী শিবস্তোত্রাদি ও শিবপুরাণ পাঠে এবং শ্রবণে রাত্রি অতিবাহিত করিতেন।

প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীস্বামীজী কন্‌খল দক্ষেশ্বর শিবজীকে স্ব-হস্তে অর্চ্চনা করিতেন, অত্যধিক বৃষ্টি পড়িলেও তিনি উক্ত নিয়ম পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। আমরা তাঁহার এই প্রকার অদ্ভুত নিষ্ঠা দর্শনে বিস্মিত হইতাম। আমরা কখনও কখনও বলিতাম—"বাবা! আজ অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, এই দুর্য্যোগের মধ্যে দক্ষেশ্বর শিবজীকে অর্চ্চনা করতে না গেলে হয় না? আপনার ত' যেতে ভয়ানক কষ্ট হবে।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতেন—"বেটা! কি বলছিস্? আজ সোমবার, শিবের বার, আজ বাবাকে (দক্ষেশ্বর শিব)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার দর্শন করব না? এই শরীরের কষ্ট হবে বলছিস্, তা বেটা! শরীর ত' জড়, এর ধ্বংস একদিন অনিবার্য্য, এর সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি দিলে কি কোনও কাজ হয়? শরীর যাক্ আর থাক্, এতে আমার কি? বাবাকে একবার দর্শন করতেই হবে।" তদুত্তরে আমরা বলিতাম—"আচ্ছা বাবা! যখন যাবেনই, একটা টাঙ্গায় (গাড়ী) চড়ে যান, কতই বা খরচ পড়বে! দুই আনা হ'লেই যথেষ্ট।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেটা! দেখ্, ভোলাগিরি ইচ্ছা করলে একখানা মোটরকারও কিন্‌তে পারে, কিন্তু কি জানিস, ভক্তবৃন্দ সাধুসেবার জন্য আমার কাছে টাকা পাঠান, আমার বিলাসের জন্য নয়।" উত্তর—"কেন? তাঁহারা ত' আপনাকে প্রণামীও দিচ্ছেন, সে টাকা ত' আপনার জন্যই প্রদত্ত হয়।" শ্রীশ্রীস্বামীজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"সেজন্য বুঝি টাকার অপব্যবহার করতে হবে, ভোগবিলাসে মত্ত হতে হবে? দূর বেটা! এ তোরা কি বলছিস্?" উত্তর—"ভোগবিলাসের ত' কথা হচ্ছে না, দু'আনা পয়সা খরচ করা কি অন্যায়? আপনি বৃদ্ধ, এই ভয়াবহ দুর্য্যোগ, তাই টাঙ্গায় যেতে বল্‌ছি।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আমি বৃদ্ধ, তা তোদের কে বল্‌ল? হাঁ, আমার শরীর বৃদ্ধ বটে, কিন্তু মন তোদের ন্যায় যুবকই; আর তোরা বলছিস্ যে আমার হেঁটে যেতে কষ্ট হবে, কিন্তু পুত্র! আমি ত' হেঁটে যাই না, আমি ত' রথে চড়েই যাচ্ছি। শ্রুতি (উপনিষদ্) কি বল্‌ছেন।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

শরীররূপ রথে চড়ে আত্মারূপ আমি (রথী) সর্ব্বত্র বিচরণ করছি, তবে আবার টাঙ্গায় যাবার কি প্রয়োজন? তোরা ত' শাস্ত্র পড়িস্, কিন্তু কার্য্যকালে সব ভুলে যাস্। শুধু শাস্ত্র পড়লে কোনও লাভ হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। শাস্ত্রবাক্য জীবনে প্রতিফলিত করতে না পারলে প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায় না।"

শ্রাবণমাসের প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমস্থ সাধুবৃন্দ সহ প্রার্থনা-স্তব, শিবমহিম্ন-স্তব ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে করিতে ব্রহ্মকমণ্ডলুর ঘাটে উপনীত হইয়া দুগ্ধ ও ফল এবং পুষ্পপত্রাদি দ্বারা গঙ্গামাতার অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিল্বকেশ্বর শিবকে পূজা করিয়া দক্ষেশ্বর মন্দিরে উপনীত হইয়া উক্ত শিবলিঙ্গকে যথাবিহিত পূজা করিতেন। হরিদ্বার হইতে কন্‌খল যাইবার পথে বিভিন্ন স্থানে পাতালেশ্বর ইত্যাদি যতগুলি শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইত সকলকেই তিনি ও সাধুবৃন্দ পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিতেন। উক্ত দিবসে (শ্রাবণমাসের সোমবার) আশ্রমস্থ শিবলিঙ্গকে ও গঙ্গামাতাকে মিষ্টান্ন দ্বারা ভোগ দেওয়া হইত এবং শ্রীশ্রীস্বামীজী ও সাধুবৃন্দ অন্নাদির সহিত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিতেন।

(গঙ্গাভক্তি)

গঙ্গাদেবীর প্রতিও শ্রীশ্রীস্বামীজীর অচলা ভক্তি দৃষ্ট হইত। 'বাবা' বলিতে তিনি ভগবান শিবকেই লক্ষ্য করিতেন, কিন্তু 'মা' বলিতে তিনি যে কাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন, দুর্গাকে না গঙ্গাকে, তাহা আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারিতাম না। প্রত্যেক একাদশী, সংক্রান্তি, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে তিনি সাধুবৃন্দ সহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে ব্রহ্মকমণ্ডলুর ঘাটে উপস্থিত হইয়া এক টাকার দুগ্ধের সহিত এক আনার চিনি মিশ্রিত করিয়া

ওঁ সর্ব্বাকারা নিরাকারা সচ্চিদানন্দলক্ষণাম্।
নিরাকারামভূদ্ ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগঙ্গাত্মনে নমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মন্ত্র আবৃত্তি পূর্ব্বক উক্ত দুগ্ধ ধারাভাবে গঙ্গায় অর্পণ করিতেন পশ্চাৎ পত্রপুষ্পাদি দ্বারা গঙ্গামাতাকে পূজা করিতেন। উক্ত তিথিগুলি ব্যতীত শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, দশহরা ইত্যাদি বিভিন্ন পর্ব্বের দিনও তিনি উক্ত প্রকারে গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা করিতেন, উক্ত দিবসসমূহে মিষ্টান্নাদি দ্বারা আশ্রমস্থ শিবলিঙ্গ ও গঙ্গাদেবীকে ভোগ দেওয়া হইত।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে হঠাৎ গঙ্গাদেবী স্ফীত হইয়া উঠিল, প্রবল জলরাশি-সমন্বিত ও তরঙ্গায়িত গঙ্গাকে তখন সমুদ্র বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। হৃষীকেশের সাধুদিগের নিবাসস্থল 'ঝাড়ি' ইত্যাদি গঙ্গাতীরের বিভিন্ন স্থান জলপ্লাবিত হইয়া গেল, শত শত বৃক্ষ গঙ্গার ভীষণ স্রোতে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হইল। হৃষীকেশের শতাধিক সাধু গঙ্গায় সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন হরিদ্বার আশ্রমে অবস্থিত। হরিদ্বারেও গঙ্গা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আশ্রমের পূর্ব্বদিকে গঙ্গা প্রবহমাণা, দক্ষিণদিকে লালতারা নদী। লালতারা নদী সাধারণতঃ শুষ্ক থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে উক্ত নদী দ্বারা পার্ব্বত্য জলরাশি গঙ্গায় পতিত হইয়া থাকে। উক্ত লালতারা নদীও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। কলকল-নাদে পাহাড় হইতে অবিরল জলরাশি আসিয়া উক্ত নদীকে স্ফীত করিয়া তুলিল, সে নদীতেও কি উত্তাল তরঙ্গ! গঙ্গা ও লালতারা নদীর মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল—কে বড়? আশ্রমের পশ্চিমদিকও লালতারা নদীর প্রবল জলস্রোত দ্বারা প্লাবিত হইয়াছে। উত্তরদিকে হাঁটু পরিমাণ জল হইয়াছে, কিন্তু তাহাও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আশ্রমের বাগান একটি বড় সরোবরের আকার ধারণ করিয়াছে। ফটকের সর্ব্বোচ্চ সিঁড়ি পর্য্যন্ত জলরাশি আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেন চিন্তা করিতেছে, আশ্রম প্লাবিত করিবে কি না। বটবৃক্ষের নীচে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গাতীরে অবস্থিত শ্রীশ্রীস্বামীজীর শয়ন-কুটিরের মধ্যে প্রবল ফাট ধরিয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সে ঘর গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে জলরাশি দ্বারা ব্যাপ্ত আশ্রমটিকে তখন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই আশ্রমও যে কোন মুহূর্ত্তে গঙ্গা দ্বারা প্লাবিত হইতে পারে। কি ভীষণ দৃশ্য, কি ভয়াবহ অবস্থা! আশ্রমের সাধুবৃন্দও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার পণ্ডিত রামদত্ত (পাহাড়ী ব্রাহ্মণ) উত্তরদিকের রাস্তা দ্বারা অতি কষ্টে আশ্রমপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"মহারাজ! বড় বিপদ, এখনও উত্তরদিকের রাস্তা দ্বারা অতি কষ্টে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যাইতে পারে, আপনি ও সাধুবৃন্দ ধর্ম্মশালায় চলুন, সেখানে কোনও ভয় নেই।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"বেটা! ধর্ম্মশালায় যাব কেন? প্রাণের ভয়ে? দূর বেটা! গঙ্গা মা যদি দয়া ক'রে আমাকে তাঁহার ক্রোড়ে টেনে নেন, তবে ত' আমার পক্ষে মহান্ ভাগ্যের কথা। মার ক্রোড়ে ছেলে স্থান পেলে কি ছেলের দুঃখ হয়, না আনন্দ হয়?" শ্রীশ্রীস্বামীজীর উত্তর শুনিয়া রামদত্ত ক্ষুণ্ণচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ও অগত্যা সাধুবৃন্দও আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গো-শালা পতিত হইল, বাঙলা ঘরের পশ্চাদ্ভাগের মাটি খসিয়া পড়িল, শ্রীশ্রীস্বামীজীর ঘরের একখানি টিন উড়িয়া গঙ্গায় পতিত হইল। তথাপি শ্রীশ্রীস্বামীজী ধীর ও স্থির; তিনি নিমবৃক্ষতলে গদীতে উপবিষ্ট হইয়া অবহিত মনে শাস্ত্রপাঠ শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার নির্দ্দেশে জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্য শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। ৪।৫ দিন পরে ধীরে ধীরে গঙ্গার জল হ্রাস পাইতে লাগিল।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী, পার্শী ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি আপনাদিগকে বিভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদিগের পরস্পরের আচার-ব্যবহারে এবং ধর্ম্মমতেও বহু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন মত বর্ত্তমান; কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কেহ সৌর, কেহ গাণপত্য ইত্যাদি। সন্ন্যাসিবৃন্দ শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই শ্রীশ্রীস্বামীজীও সম্প্রদায় হিসাবে শৈব ছিলেন। কিন্তু এই সকল বাহ্যিক জগতের বাহ্যিক আবরণের অতীত হইয়া মহাপুরুষগণ শাশ্বত আনন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন;—সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি মায়াবিজৃম্ভিত অলীক কল্পনাবস্তুর একান্ত অভাব। আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া মহাপুরুষ দেখিতে পান—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা—সকলই ব্রহ্ম, জগতে একমাত্র আমিই আছি, আমি ব্যতীত অন্য কেহই নাই, সব আমারই প্রকাশ; তাই তিনি অদ্বৈতে স্থিত হইয়া নিজেকে ও জগৎকে ইষ্টদেব হইতে অভিন্ন * মনে করিয়া চিরশান্তি লাভ করেন। দিব্যপ্রেম, সর্ব্বভূতে প্রীতি এবং অনাবিল শান্তিই প্রত্যেক সাধকের কাম্য। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মান্তর্গত মহাপুরুষগণের মধ্যেও এই মহান্ গুণাবলী দৃষ্ট হয়। তাঁহারা সম্প্রদায়ের অতীত, গোঁড়ামি-বর্জ্জিত; তাই তাঁহারা ঈশ্বর, গড্, আল্লা, হরি, শিব, কালী ইত্যাদি সকল দেবতাকেই অভিন্ন বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের গুণকীর্ত্তনে অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন।

কুমিল্লায় সা সাহেব নামে জনৈক বিখ্যাত মুসলমান ফকির ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার বহু ভক্ত ছিল।

---

* বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ (গীতা, ৭।১৯)
হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার শ্রীশ্রীস্বামীজী কুমিল্লায় শুভ পদার্পণ পূর্ব্বক তত্রত্য জনৈক মুন্সেফের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কতিপয় শিষ্য ও ভক্ত-সমভিব্যাহারে সা সাহেব উক্ত মুন্সেফের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দিব্যপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার হস্তে দুইটি ফল প্রদান করিলেন। সা সাহেব শ্রীশ্রীস্বামীজীর পদযুগলের উপর একটি ফল স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট ফল সহ নিজের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। উভয় মহাত্মাই তখন গভীর চিন্তামগ্ন, মৌন; মনে হইল—তাঁহাদিগের মন কোনও উচ্চতম ভূমিকায় বিচরণ করিতেছে। শত শত ভক্ত উপবিষ্ট, সকলেই নীরব, নিস্তব্ধ, তাঁহারা উৎসুক নয়নে শ্রদ্ধাপ্লুতান্তঃকরণে উভয় মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে সা সাহেব বলিতেছেন "জয় গুরু, জয় গুরু"; শ্রীশ্রীস্বামীজীর মুখ হইতে নির্গত হইতেছে "ন গুরোরধিকং, ন গুরোরধিকং।"* ইতোমধ্যে উভয় মহাপুরুষের জন্য অন্দরমহল হইতে দুইটী ফুলের মালা প্রেরিত হইল। শ্রীশ্রীস্বামীজী উভয় মালাই সা সাহেবের গলায় অর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সা সাহেব তাহাতে বাধা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—"তা হবে না, প্রথমতঃ উভয় মালাই স্বামীজীর পায়ের উপর রাখ, পরে আমি তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করব।" ভক্তবৃন্দ তাহাই করিতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাতে বাধা প্রদানপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা মালাদ্বয়কে স্পর্শ করিলেন এবং উভয় মালাই সা সাহেবের গলায় অর্পিত হইল। অনন্তর উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সমবেতভাবে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে

* গুরু হইতে আর কেহই অধিক (শ্রেষ্ঠ) নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তনানন্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল, সুর ও ভাবের লহরীতে ভক্তবৃন্দের হৃদয় উদ্বেলিত। শ্রীশ্রীস্বামীজী ধীর স্থিরভাবে উপবিষ্ট, কীর্ত্তনের ভাবমাধুর্য্যে তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে দ্রবীভূত হইতে লাগিল, অবশেষে ভক্তির আতিশয্যে প্রবল জলস্রোতের ন্যায় তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমবারি নির্গত হইতে লাগিল। আর সা সাহেব? তিনিও কি হরির কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইবেন, ভাবাবেশে নয়নবারি বিসর্জ্জন করিবেন? তিনি যে মুসলমান! হরির সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক? হায় অজ্ঞানী! হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি সব মায়াকল্পিত, মিথ্যা; মহাপুরুষ মায়াতীত, ভেদাভেদবর্জ্জিত, তাঁহার নিকট সকলই এক। সা সাহেব ভাবাবেশে শুধু অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন না, হরি-কীর্ত্তনমাধুর্য্যে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভাব দ্বিগুণতর ভাবে জাগ্রত হইল। এই হরিই যে তাঁহার আল্লা, এই হরিই যে তাঁহার নিজের স্বরূপ। তিনি অত্যধিক ভাবাবেশে প্রেমবিহ্বলচিত্তে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। কি সুন্দর দৃশ্য! হিন্দু সন্ন্যাসী, মুসলমান ফকির আজ পরস্পর প্রেমাবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরকে অধিকতর উচ্ছাসন দিবার জন্য উদ্গ্রীব। কি নয়ন-মন-তৃপ্তিকর ভাব! হিন্দুর আরাধ্য-দেবের গুণকীর্ত্তনে মুসলমান ফকির ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, প্রেমে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। হে হিন্দু! হে মুসলমান! তোমরা স্ব স্ব ধর্ম্মব্যাপার অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছ না! তোমাদের জীবনে ধিক্! তোমরা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করিতেছ, ধর্ম্মের নামে দেশে, সমাজে, গৃহে গভীর অশান্তির সৃষ্টি করিতেছ, কিন্তু স্থির জানিও—প্রকৃত ধর্ম্মের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি আসুরিক গুণের স্থান নাই, প্রকৃত ধর্ম্ম শান্তিপ্রদ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত ধর্ম্ম স্নিগ্ধ, মধুর, হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত, দিব্যপ্রেমসমন্বিত ; এই মহান্ হিন্দু ও মুসলমান সাধুর দিব্যভাব দৃষ্টেই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে। জয় মহাপুরুষদ্বয় !

শ্রীশ্রীস্বামীজী সকলকেই ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান বা মুক্তি কিছুই হয় না। তাঁহার উপদেশেও যে প্রকার ভক্তিকেই মুখ্য স্থান প্রদান করা হইয়াছে, তাঁহার জীবনেও তদ্রূপ ভক্তিপ্রবলতা দৃষ্ট হয়। ইহারই নাম উপদেশ ও কার্য্যের বা ভাবের সমন্বয়। শুধু উপদেশ প্রদান করা অতি সহজ, কিন্তু জীবনে তাহা প্রতিফলিত করাই মহাপুরুষের বা প্রকৃত সাধকের লক্ষণ। আমরা শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনে এই ভাব দেখিতে পাই। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে একবার ৩।৪ বৎসরব্যাপী তিনি বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন নাই। প্রত্যেক বৎসরই বঙ্গদেশ হইতে শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে বঙ্গদেশে শুভ পদার্পণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া বহু টেলিগ্রাম ও পত্র পাঠাইতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজী আমাদিগকে বলিতেন—"তোরা মনে করিস্ যে ভক্তবৃন্দের এত আগ্রহ, আমি এবার নিশ্চয়ই বঙ্গদেশে যাব, কিন্তু তা নয় ; আমার একদিকে মা (গঙ্গা) ও একদিকে বাবা (শিব) ;* আমি তাঁহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট, ছোট শিশুর ন্যায় তাঁহাদিগের সুকোমল ক্রোড়ে বসিয়া খেলা করিতেছি, তাঁহাদের আজ্ঞা না পাইলে আমি কোথাও যাইতে পারি না। আমি তাঁহাদিগের হাতের যন্ত্র মাত্র।"

---

* শ্রীশ্রীস্বামীজী সাধারণতঃ নিমবৃক্ষের নীচে অবস্থিত গদীতে বা আশ্রম ফটকের পার্শ্বে স্থাপিত চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিতেন, এই উভয় স্থানেরই একদিকে গঙ্গা প্রবহমাণা, অন্যদিকে আশ্রমস্থ শিবলিঙ্গ বিরাজমান—ইহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি উক্ত প্রকার বাক্য বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কতিপয় শিষ্যভক্ত সমভিব্যাহারে

শ্রীশ্রীস্বামীজীর কুলী শিষ্য—২ বৎসরে ইষ্টদর্শন :—সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হইয়াছে, কিন্তু জীবনে প্রকৃত শান্তিলাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে? আমরা সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক নিজদিগকে ধন্য মনে করি, যথাশক্তি তাঁহার নির্দ্দেশিত জপ অনুষ্ঠান করি, কিন্তু বিমল আনন্দের অভাবে মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল সংশয় উদিত হয় "এই যে জপ করছি, এই যে পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠান করছি, কই কোনও ফল ত' পাচ্ছি না! শুনেছি সদ্গুরুর কৃপায় মনুষ্য পরমানন্দ লাভ করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের জীবনে তাহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না ; তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা, সদ্গুরুর কৃপা কি একটা কথার কথা!"

শাস্ত্রও মিথ্যা নয়, সদ্গুরুর কৃপাও কথার কথা নয় ; এই উত্তরই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, চির সত্য। দিবালোকে পেচক দেখিতে পায় না, সে দোষ আলোকের নয়, সে দোষ পেচকের দৃষ্টিশক্তির। আমাদের দৃষ্টিশক্তি, অনুভবশক্তি অতীব ক্ষীণ, অল্প ; তাই সদ্গুরুর কৃপা বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা তাহা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারি না। ইহার জন্য দায়ী আমরা, সদ্গুরু নহেন। মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা নাই, সাধন-ভজনে প্রকৃত রুচি নাই, বিষয়-কলুষিত মোহান্ধ অন্তঃকরণে অহরহঃ বিষয়বাসনা, মান, যশঃ, অর্থ-পুত্রাদির ইচ্ছা প্রবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেগে জাগ্রত হইতেছে, বিষয়বাসনাবিষ্ট সে অন্তঃকরণে ভগবদ্‌রসের, দিব্য আনন্দের উদয় হওয়া আকাশকুসুমবৎ অসম্ভব। সদ্‌গুরুর কৃপা উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা থাকিলে বিচার ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান যে পরব্রহ্ম বা ভগবান, তাঁহাতে নিবিষ্ট করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত সাধনা, ইহারই নাম প্রকৃত যোগ। গুরুদেব ১৪ মালা বা ২০ মালা জপ করিতে আদেশ দিয়াছেন বা পূজাদি অনুষ্ঠান করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা কোনও প্রকারে শেষ করিতে পারিলেই সাধনার রাজ্যে আমাদিগের কর্ত্তব্যের অবসান হইল—এই ভ্রান্ত ধারণায় আমরা প্রকৃত সাধন-পথ হইতে ভ্রষ্ট। বৈরাগ্যবান্ একাগ্রচিত্ত প্রকৃত সাধকের জীবনে শত শত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে সচেষ্ট হয়, সদ্‌গুরু তখন নিজের অহৈতুকী কৃপাদ্বারা শিষ্যের সাধন-বিঘ্নসমূহ সযতনে দূরীভূত করেন; সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত এই বিঘ্নরাশির —প্রলোভনসমূহের কবল হইতে মুক্ত হওয়া বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অসম্ভব। এই স্থানেই সদ্‌গুরুর প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু আমরা তাঁহার কৃপায় জাগতিক ভোগ লাভ করিতে প্রয়াসী। তাঁহার কাছে বা উদ্দেশ্যে অন্তরের সহিত প্রাণের আবেদন জ্ঞাপন করিতে পারিলে তাহাও অনেক সময় সিদ্ধ হয়; কিন্তু তাহাতে প্রকৃত শান্তিলাভ হয় না; কারণ যেখানে বিষয়, সেইখানেই অশান্তি।

জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার, ডাক্তার, জমিদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণীর মধ্যেও শ্রীশ্রীস্বামীজীর অসংখ্য শিষ্য বর্ত্তমান। কিন্তু এ প্রকার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বা ধনিবৃন্দ অধ্যাত্মরাজ্যে কতদূর উন্নত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই, ধনেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরকার নাই, তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে হইলে চাই মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা, গুরুতে প্রগাঢ় নিষ্ঠা। তাই আমরা দেখিতে পাই শ্রীশ্রীস্বামীজীর অগণিত শিক্ষিত বা ধনী শিষ্যবৃন্দ প্রকৃত সদ্‌গুরুর কৃপা বা ভগবদ্দর্শন হইতে বঞ্চিত; অপর পক্ষে জনৈক নগণ্য কুলী শিষ্য নিজের গুরুনিষ্ঠা ও সাধন-বলে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ঘটনাটি শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রমুখাৎ যে প্রকার শুনিয়াছি সেই ভাবেই লিপিবদ্ধ করিতেছি। জপপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামীজী একদিন লেখককে বলিলেন—"বেটা! মন ভগবানে বা আত্মায় নিবদ্ধ ক'রে জপ করতে পারলে প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়।" লেখক—"আজ্ঞে হাঁ, তা ঠিক বটে। মন ভগবানে বা আত্মায় নিবদ্ধ না করে জপ করলে কোনও লাভ হয় না।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দূর বেটা! তুই যে একেবারে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছিস্! এ প্রকার সিদ্ধান্তে আসা তোর উচিত হয়নি। শুধু জপ করলে যদি কোনও লাভ না হবে, তবে গীতায় 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি' এ কথা বলার মানে কি? জপ করবার সময় মন কখনও আত্মাভিমুখী হয়, কখনও বা বহির্বিষয়ে ভ্রমণ করে, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। জপ করতে করতে শেষে মন স্বতঃই ভগবান্ বা আত্মায় লয় হ'য়ে যায়। জপ যত বেশী করা যায়, ততই ভাল। জপ করতে করতেই শেষে মন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকে। জপের বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। এখানে (আশ্রমে) একটি কুলী ছিল। লোকটি ছিল মোটাবুদ্ধি; কিন্তু সরলচিত্ত। একদিন কল্যাণপুরীজী (আশ্রমের জনৈক প্রাচীন সাধু) আমাকে বললেন 'স্বামীজী! এর একটু কল্যাণ করুন, একে মন্ত্র দিন।' আমি বললাম 'এর মোটাবুদ্ধি, একে মন্ত্র দিয়ে কি লাভ? আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন, তখন এর একটু উপকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করব।' তারপর ঐ লোকটিকে ডেকে আমি তাকে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দিলাম ও তার গলায় কণ্ঠী বেঁধে দিলাম, আর বললাম—'দেখ, আজ হ'তে তুমি সাধু হ'লে, আমার শিষ্য হ'লে; এখন আর তুমি কুলী নও। এখন কাজ ছেড়ে কোনও শিবমন্দিরে বসে যত পার জপ কর।' লোকটি ছিল ভোলাভালা ও সরল। সে ত' আমার কথা শুনে এক শিবমন্দিরে গিয়ে অহর্নিশি জপ করতে লাগল। লোকে স্বেচ্ছায় যা খেতে দিত তা-ই খেত। দুই বৎসর এইভাবে জপ করতে করতে লোকটির ইষ্টদর্শন হ'ল; শিবজী তাকে দর্শন দিলেন। তারপরও সে ঐ মন্দির পরিত্যাগ করল না। ইতোমধ্যে গ্রামের কয়েকটি যুবতী তাকে নির্জ্জনে পেয়ে নানাপ্রকার অন্যায় আচরণ করতে লাগল। লোকটী তাদের ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে শিবজীকে বলল—'হে শিবজী! দেখুন এরা আমাকে বৃথা কষ্ট দিচ্ছে।' দেখতে দেখতে এর ২।৪ দিনের মধ্যেই যুবতী কয়টী কলেরা রোগে মারা গেল। তখন গ্রামের লোকেরা ঐ সাধুটিকে সাক্ষাৎ কালসর্প মনে করে তাকে ভয় ও সেবা করতে লাগল। যে যা কামনা ক'রে তার সেবা করত, শিবজী তার সে কামনা পূর্ণ করতেন। দেখ, সাধু (প্রকৃত সাধু) সহজে কাহাকেও বর বা শাপ দেন না, তাঁর আরাধ্য দেবতাই ভক্তের মান রক্ষা করবার জন্য তাঁর (ভক্তের) সেবকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং তাঁর অনিষ্টকারীরও সর্ব্বনাশ করেন। * অতএব জপকে তুচ্ছ ব'লে অবহেলা করিস্‌নে। **জপের মত উৎকৃষ্ট সাধন আর নেই।"**

---

* শ্রীশ্রীস্বামীজীর এই কুলী শিষ্য নিশ্চয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। সেই সুকৃতিবলেই তাঁহার সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি ও দুই বৎসরেই ইষ্টদর্শন সম্ভব হইয়াছে। বহু জন্ম তপস্যায় ব্যাপৃত হইলে পর জীব মুক্তিলাভ করে। সুতরাং আমাদিগের হতাশ হওয়া উচিত নয়। যথাশক্তি সাধনভজনে রত থাকিলে ২।৩ জন্মের মধ্যে প্রত্যেকেই মুক্তিলাভ করিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(মনই সুখ-দুঃখের কারণ)

ব্যাধি হইলেও মনে জোর রাখিও—অল্পেতেই বিচলিত হইও না।

পুলিশ সাহেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (শিষ্য)—যতীন্দ্রনাথ বসুর শরীর একটু অসুস্থ। তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট রোগমুক্তির প্রার্থনা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে লিখিলেন—"বেটা! তোমরা আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইলাম। যথাশক্তি নাম ও দান কর। প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে ভক্তির সহিত শিবাপরাধ-ক্ষমাপন স্তোত্র পাঠ কর। রোগে শোকে মুহ্যমান হইও না। মনে সর্ব্বদা জোর রাখিও। মনে করিবে যে তোমার কোনও রোগ নাই, তাহা হইলে রোগযন্ত্রনা অনেক কমিয়া যাইবে। বিপরীত চিন্তা দ্বারা মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে—ইহাও এক প্রকার চিকিৎসা।"

(অত্যধিক কিছুই ভাল নয়, সাধনও নিয়মিতভাবে করিতে হয়)

—আসাম তেজপুর বন-বিভাগের ই. এ. সি. দ্বিজেন্দ্রনাথ দে (শিষ্য) —দ্বিজেন্দ্রনাথ দে হরিদ্বারে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট হইতে দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মস্থল তেজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত অসীম উদ্যমে সাধনভজনে রত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপদেশানুযায়ী গুরুমূর্ত্তি ধ্যান ও প্রাণায়াম সহ তিনি নাম জপ করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস সাধন করিতেই দ্বিজেন্দ্র স্বীয় ললাটে 'চন্দ্রকোটী সুশীতলম্' দিব্যজ্যোতিঃর দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি অধিকতর কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত হইলেন। জপ ও প্রাণায়ামের সংখ্যা গুরুনির্দ্ধারিত সংখ্যাকেও অতিক্রম করিল। অত্যধিক প্রাণায়ামে তিনি মাথায় যন্ত্রনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয় অবস্থা বিবৃত করিয়া তিনি হরিদ্বারে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট পত্র দিলেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী লিখিলেন—"প্রাণায়াম সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়া শুধু ইষ্টমন্ত্র জপ কর। অত্যধিক কিছুই ভাল নয়, সাধনও নিয়মিতভাবে করিতে হয়।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ (গীতা, ৬।১৭)

পরিমিত আহার বিহারশীল, কর্ম্মে নিয়মিত চেষ্টাবান্ ও নিয়মিত নিদ্রা জাগরণশীলের যোগ দুঃখ হরণ করিতে সক্ষম হয়। মাথার উপর মাখন রাখ ও মিশ্রী, মাখন, বাদাম প্রভৃতি পুষ্টিকর সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার কর। মাথার যন্ত্রণার সম্পূর্ণ উপশম হইলে পুনরায় প্রাণায়াম আরম্ভ করিও, কিন্তু তখনও প্রত্যেক তিন মালার পর অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিও, নতুবা পুনরায় এবম্প্রকার যন্ত্রণা হইতে পারে।"

(শ্রীশ্রীস্বামীজীর অমানুষিক কার্য্য)

ই. আই. রেলওয়ের পি. ডবলিউ. আই. ৺চন্দ্রকুমার গুহ (শিষ্য)—চন্দ্রকুমার গুহ একবার শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রসাদ খাইতেছিলেন, শ্রীশ্রীস্বামীজী চন্দ্র গুহের সম্মুখে উপবিষ্ট। প্রসাদ গ্রহণের পরই তিনি চন্দ্রকে বলিলেন—"বৎস! এই আহার! তব্ শরীর ক্যেয়সা বলবান্ রহেগা, ক্যেয়সা ব্যবহারিক ঔর পারলৌকিক কাম করোগে, দেখো, এক সময় যহ শরীর এক পাহাড়মে রহা, সমাধি অবস্থা মে কোই ভল্লুক আকর পিছেসে ঘের লিয়া * (অর্থাৎ আগেকার দু'টো পা বুকের উপর দিয়ে

* বৎস! এই আহার! তবে শরীরে বল কি করে হবে! ব্যবহারিক ও পারলৌকিক কার্য্য কি করে করবে। দেখ, এক সময় এই শরীর (শ্রীশ্রীস্বামীজী) এক পাহাড়ে ছিল. সমাধি অবস্থায় একটি ভল্লুক এসে পশ্চাৎ দিক্ হ'তে এই শরীরকে জড়িয়ে ধরেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়িয়ে ধরেছে, পিছনের পা দু'টো পেটের উপর দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে ও নাকের কাছে নাক দিয়ে দেখ্ছে যে এই শরীর জীবিত, না মৃত)। হঠাৎ সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম, তখন উপস্থিত-বুদ্ধিতে বাম হাত দ্বারা ভল্লুকের চারিটা পা ধরিলাম ও ডান হাত দ্বারা উহার নাক-মুখ চেপে উহাকে পিঠে করে নীচের দিকে নামিতে লাগিলাম। যেখানে এক, দুই, তিন জরিপের খাড়াই দেখিলাম, সেখান হতে ভল্লুককে জোরে এই বলে ছেড়ে দিলাম—তোম্ আপনা রাস্তা লেও, হাম আপনা রাস্তা লেতা হুঁ।" (তুমি তোমার রাস্তা নাও, আমি আমার রাস্তা নেই।)

(চন্দ্র! এই তোর ইষ্ট)

৺চন্দ্রকুমার সস্ত্রীক হরিদ্বার আশ্রমে উপনীত। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই একটি প্রশ্ন জাগিতেছে "ইষ্ট এক, না ভিন্ন ভিন্ন!" শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট নিভৃতে প্রশ্নের সমাধান করিয়া লইতে তিনি অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইলেন। কিন্তু যখনই তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট যাইতেছেন তখনই দেখিতে পাইতেছেন ভক্তবৃন্দপরিবৃত শ্রীশ্রীস্বামীজী সকলকে নীতিগর্ভ উপদেশ দিতেছেন। চন্দ্রের মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল, আগামী কল্য হরিদ্বার হইতে তাঁহাকে কার্য্যস্থলে যাইতেই হইবে। আর সময় নাই; আগামী পরশ্ব তাঁহাকে অফিসের কার্য্যে যোগ দিতেই হইবে। তাই ত', প্রশ্নের মীমাংসা আর হইল না! ব্যাকুলিতচিত্ত চন্দ্র পরদিন অতি প্রত্যূষে শ্রীশ্রীস্বামীজীর সাধন-গুহার বারান্দায় পদার্পণ করিলেন, উদ্দেশ্য—এই প্রত্যূষে তাঁহাকে সেখানে নিশ্চয়ই একা পাওয়া যাইবে। কিন্তু হরি হরি! সেখানেও কয়েকজন মাড়োয়ারী ভক্ত শ্রীশ্রীস্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী সাধন-গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। চন্দ্রের মন বিষণ্ণ, নাঃ, তাঁহার প্রশ্নের আর সমাধান হইবে না। আজ তাঁহাকে যাইতেই হইবে। ক্ষুণ্ণচিত্ত চন্দ্রও শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্দ্দেশে তাঁহার কাছে উপবেশন করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী মাড়োয়ারী ভক্তবৃন্দকে উপদেশ দিতেছেন। হঠাৎ জনৈক মাড়োয়ারী (মহিলা) জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ! ইষ্ট এক, না ভিন্ন ভিন্ন?" চন্দ্র বিস্মিত, স্তব্ধ—এ কি? তাঁহারই প্রশ্ন এই মাড়োয়ারী মহিলা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন! তিনি উৎসুক-চিত্তে শ্রীশ্রীস্বামীজীর শ্রীমুখের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী মাড়োয়ারী মহিলাকে বলিলেন—"হাঁ মাই ইষ্ট এক। ইষ্ট কি শুন্‌বে? তবে শোন—একং পূর্ণং নিত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানং"—এই বলিয়াই তিনি চন্দ্রকে বলিলেন—"চন্দ্র! এহি তেরা (তোর) ইষ্ট।" চন্দ্র বিস্ময়ে হতবাক্, ভক্তিতে গদ্গদচিত্ত, অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহার অন্তরের প্রশ্ন অপরের মুখ দ্বারা বাহির করাইয়া তাহার উত্তর দিলেন। জয় সদ্‌গুরু।

(পতিই স্ত্রীর পরম গুরু)

জজ শঙ্করলাল (শিষ্য, হিন্দুস্থানী)—শঙ্করলাল স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে হরিদ্বার আশ্রমে উপনীত। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেছেন, হঠাৎ তিনি শঙ্করলালের সহধর্ম্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন—"কিরে বেটী! আমার বেটার (শঙ্করলাল) সহিত মধ্যে মধ্যে ঝগড়া করিস্ কি?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"হাঁ বাবা! মধ্যে মধ্যে ঝগড়া হয় বৈ কি।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"না বেটী! স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। স্বামীকে গুরুজ্ঞানে, ভগবান-জ্ঞানে দেখতে চেষ্টা কর্‌বি, তাতে জীবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি হবে। ভগবান্ সর্ব্বভূতেই আছেন, শুধু তাই নয়, ভগবানই জীবরূপে বিরাজ করছেন। তোমার স্বামীও ভগবান, ভগবান-জ্ঞানে তাঁহাকে দেখতে চেষ্টা করলে, ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁহার সেবা করলে তোমার হৃদয়ে বিমল শান্তির উদয় হবে "*

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ (গীতা, ২।৪৭)
(কর্ম্ম কর, ফলপ্রত্যাশী হইও না—তবেই শান্তি)

রায় বাহাদুর ৺সুরেন্দ্রবিনোদ সিংহ, পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল (শিষ্য)—সুরেন্দ্রবিনোদ সিংহ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট লিখিতেছেন "বাবা, আমার মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে। একটি উপযুক্ত পাত্রের জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও একটি ভাল পাত্র না পাওয়ায় মনে বড় অশান্তি পাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন শীঘ্রই একটি ভাল পাত্রের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিতে পারি। আপনি আমার অসংখ্য ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।" পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী সুরেন্দ্রকে লিখিলেন—"বেটা! তোমরা আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবে। মেয়ের বিয়ের জন্য তোমার অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। সময় হ'লেই বিয়ে হবে। একটি ভাল পাত্রের জন্য চেষ্টা করতে থাক, কিন্তু

* জীবমাত্রই ভগবান্; স্ত্রী স্বামীকে ভগবদ্বুদ্ধিতে দেখিতে, ভগবানজ্ঞানে সেবা করিতে পারিলে তাঁহার (স্ত্রীর) অশেষ কল্যাণ হয়, তাঁহার জীবনে বিমল শান্তির উদয় হয়—ইহাই শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপদেশ। লেখকের মতে স্ত্রী যেমন ভগবদ্বুদ্ধিতে স্বামীকে দেখিবেন, স্বামীও তদ্রূপ ভগবতী-বুদ্ধিতে স্ত্রীকে দেখিবেন—তবেই সংসার শান্তিময় হইবে। চণ্ডীতেও দেবতাবৃন্দ দুর্গাকে স্তব করিতেছেন—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' অর্থাৎ জগতে যত স্ত্রী আছেন, সবই তুমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতকার্য্য না হ'লে দুঃখিত হইও না। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হ'তে পারে না, ইহা ঠিক জানিও। ঈশ্বরে ফলার্পণপূর্ব্বক কাজ ক'রে যাও, কর্ম্মফলে আসক্তি যেন না থাকে। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়েই ভগবানের উপর নির্ভরশীল হও, তা হ'লে আর দুঃখের কারণ থাকবে না।" কয়েক মাস পরে সুরেন্দ্র পুনরায় শ্রীশ্রীস্বামীজীকে পত্র দিলেন—

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু !

অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক শ্রীচরণে নিবেদন এই যে, বাবা! একটি ভাল পাত্র পেয়েছি, সে সৈন্যবিভাগের লেপ্টেন্যাণ্ট, ৫০০৲ টাকা বেতন পাচ্ছে, তাহার পিতা মৈমনসিংহের সরকারী উকিল। সর্ব্ববিষয়েই এই পাত্রটী ভাল। কিন্তু এক বিষয়ে আমার মনে একটু খট্‌কা হচ্ছে; সৈন্যবিভাগের অফিসারের সব সময়েই মৃত্যুর ভয় আছে। এই পাত্রের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দেওয়া উচিত কি না সে সম্বন্ধে আমি সঠিক কোনও সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারছি না। এ বিষয়ে আমি আপনার উপদেশ-প্রার্থী। আপনি মত দিলে আমি নিশ্চয়ই এ পাত্রের সহিত আমার মেয়ের বিয়ে দেব। আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগের হিতাহিত দেখ্‌ছেন, আমার জীবনে আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রায়ই উপলব্ধি করি। আপনি ব্যতীত আমাদিগের আর কে আছে !"

পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী লিখিলেন—

"নারায়ণেষু! বেটা!

তোমরা আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবে। জন্মমৃত্যুর উপর মানুষের কোনও হাত নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই জগতের নিয়ন্তা। তোমার মেয়ে কষ্ট পাবে—ইহাই যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে সে কষ্ট পাইবে, কোনও ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম হ'তে পারবে না। কাজেই পাত্রটীকে সর্ব্ববিষয়েই ভাল ব'লে মনে হ'লে তাহার সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে পার। পাত্রটীর হঠাৎ যে কোনও সময়ে মৃত্যু হ'তে পারে—এই কল্পনা দ্বারা মনকে উদ্বিগ্ন করার কোনও প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছাই সর্ব্বদা পূর্ণ হচ্ছে ও হবে।"

(জিজ্ঞাসুর পক্ষে গুরু ও শাস্ত্রের প্রয়োজন—জ্ঞানীর নহে)

ডাক্তার ৺দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এল্. এম্. এস্ (শিষ্য)—দেবেন শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে তিনি দেবেনকে বলিলেন—"আচ্ছা, প্রণাম করিলে কি হয় ?"

দেবেন—"যে প্রণাম করে তার কিছু লাভ হয়।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"যে প্রণাম করে তার লাভ হ'লে যাকে প্রণাম করে তার ক্ষতি হয়; যেখানেই লাভ আছে সেখানেই ক্ষতি আছে।" দেবেন নিরুত্তর। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীশ্রীস্বামীজী পুনরায় বলিলেন—

"নাম-রূপ সব মিথ্যা জান, কাকে কর প্রণাম ?"

দেবেন—"তা হ'লে কাহাকেও প্রণাম করা কি অনুচিত ?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"নাম-রূপ সব মিথ্যা—এ প্রকার জ্ঞান যাঁর হয়েছে তিনি সর্ব্বত্রই এক অখণ্ড চৈতন্য উপলব্ধি করছেন, সুতরাং তাঁর গুরু-শিষ্য ভেদ থাকে না, তিনি কাহাকে প্রণাম করবেন ? জিজ্ঞাসুর পক্ষে গুরু ও শাস্ত্রের প্রয়োজন, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। তবে জ্ঞান হ'লেও গুরুকে প্রণাম করতে হয় ব্যবহারিক সত্তা ঠিক রাখার জন্য। গুরুকে প্রণাম না করলে নিমকহারামী হয়। যে গুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞানলাভের পর যদি তাঁদের অবজ্ঞা করা যায়, তা হ'লে কি কৃতঘ্নতা হয় না ?"

দেবেন—"আজ্ঞে, হাঁ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(যোগীর ভগবান ও ভোগীর ভগবানে প্রভেদ)

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দেখ, এক ভদ্রলোক পুত্রের বিবাহ দিয়ে সুন্দরী পুত্রবধূ, লক্ষ টাকা আর কুড়ি পঁচিশখানি গ্রাম পেয়েছিল, এই সব পেয়ে তার মনে আনন্দ আর ধরে না। ২।১ দিন পরে পুত্রটী হঠাৎ মারা গেল এবং পিতা 'হরিবোল হরিবোল' বলতে বলতে পুত্রকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গেল। দুই দিন পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির মনের অবস্থা কি প্রকার ছিল এবং এখনই বা তাহার কি প্রকার মানসিক অবস্থা, একবার ভেবে দেখ। লোক একজনই কিন্তু তার পূর্ব্বের ও পরের মনোভাব কিরূপ বিভিন্ন। দু'দিন পূর্ব্বে সে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল, আর আজ সে দুঃখসাগরে মগ্ন। এইরূপ ভগবান একই, কিন্তু যোগীর হৃদয়ে তিনি আবেগের সহিত বিরাজমান, আর ভোগীর হৃদয়ে তিনি উদাসীনের ন্যায় থাকেন। অতএব ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে মনে স্থান দিও না।"

(মনের কথা শুনিতে নাই)

"অস্য সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িনঃ।
উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ॥" (যোগবাশিষ্ঠ)

দেবেন—"মন ত' ভোগই চায়।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"মনের কথা শুনিতে নাই, মনের কথা না শুনিলে অচিরে শান্তিলাভ হয়।"

(মহারাজ! উপদেশ দেনেকো ফুরসুৎ নহী হ্যায়)

(জনৈক সাধুর তন্ময় ভাব)

পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুধীরচন্দ্র মিত্র, বি. এ. (শিষ্য)—সুধীর হরিদ্বারে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট। আশ্রমস্থ জনৈক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসীও সেখানে আসীন। শ্রীশ্রীস্বামীজী উক্ত সন্ন্যাসীকে বলিলেন— "স্বামীজী! মেরা বেটা কো (সুধীরকে) থোরা উপদেশ দিজিয়ে।" (স্বামীজী! আমার বেটাকে একটু উপদেশ দিন।) তদুত্তরে উক্ত সন্ন্যাসী বলিলেন—"মহারাজ! উপদেশ দেনেকো ফুরসুৎ নহী হ্যায়"— (মহারাজ! উপদেশ দিবার অবসর নাই।)

শ্রীশ্রীস্বামীজী (সানন্দে)—"বহুৎ আচ্ছা, মৌজ্‌মে রহিয়ে"— (খুব ভাল, আনন্দে থাকুন)।

শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন সুধীরকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উক্ত সন্ন্যাসী ধ্যানে এতদূর তন্ময় যে, বেশী কথা বলিবার বা উপদেশ দিবার তাঁহার অবকাশ নাই—আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া তিনি বিমল শান্তি অনুভব করিতেছেন। বস্তুতঃ ধ্যান, ধারণা, জপ, প্রাণায়াম রীতিমত অভ্যাস করিলে ও সর্ব্বদা জগতের অনিত্যতা, শরীরের নশ্বরতার কথা চিন্তা করিলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই উক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রহ্ম বা ভগবানের ধ্যানে তন্ময়তা আসিতে পারে—ধ্যানে তন্ময় হইতে পারিলে দুঃখ, শোক সব মুহূর্ত্তে মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে, হৃদয় সাত্ত্বিক আনন্দে উদ্বেলিত হইতে থাকিবে।

(আত্মা সর্ব্বব্যাপী, শ্রীশ্রীস্বামীজীর কৃপায় মুমূর্ষু রোগীর প্রাণরক্ষা)

রায় বাহাদুর অমরনাথ রায় এম্. এল্. সি. জমিদার (শিষ্য)—রায় বাহাদুর অমরনাথ তখন সপরিবারে সুনামগঞ্জে (সিলেট) বাস করিতেছেন। তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা সুচিকিৎসিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার রোগের উপশম হইল না, অবশেষে ডাক্তারগণও তাহার জীবনের আশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করিলেন। হতাশচিত্তে অমরনাথ হরিদ্বারে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট টেলিগ্রাম করিলেন—"পুত্র অত্যন্ত পীড়িত, আশীর্ব্বাদ করুন।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী টেলিগ্রাম করিলেন—"যথাশক্তি নাম (জপ) ও দান কর।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই রাত্রেই অমরের মৃত্যুশয্যাশায়ী বালক পুত্র বলিয়া উঠিল যে, 'সে ভাল হইয়া গিয়াছে, শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহার নিকট আসিয়াছিলেন।' কৌতূহলাক্রান্ত অমর প্রভৃতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে, কি হয়েছে বল্ না, স্বামীজীকে কিভাবে দেখ্‌লি?"

বালক পুত্র বলিল—"খুব উজ্জ্বল মূর্ত্তি, মাথায় পাগ্‌ড়ী, পায়ে খড়ম ও হাতে কমণ্ডলু, পিছনে একদল সন্ন্যাসী। স্বামীজী তাঁহার হস্তস্থিত কমণ্ডলু হইতে আমার সর্ব্বশরীরে জল ছিটাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল।" বস্তুতঃ, অমর প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন যে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ। ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া অমর হরিদ্বারে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে পত্র দিলেন "......................আপনার অসীম কৃপায় আমার মুমূর্ষু পুত্র সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে........।"

লেখক পত্র পড়িতেছিল। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহাকে বলিলেন—"দেখ, তোরা ত' বিশ্বাস করিস্ না যে, চৈতন্য (আত্মা) সর্ব্বব্যাপী, এই দেখ্, আমি ত' আর সুনামগঞ্জে যাই নাই, আমি ত' এখানে তোদের কাছেই আছি, কিন্তু চৈতন্য (আত্মা) সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, তিনি সেখানে বসেই কাজ করেছেন। এই চৈতন্য বা আত্মাকে সাধনবলে জ্ঞাত হও, তা হ'লেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হ'তে পারবি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী সহাস্যে পুনরায় লেখককে বলিলেন—"বেটা! একটা কাজ কর, অমরকে লিখে দে যে, ডাক্তারগণের ভিজিটের জন্য ত' তাঁহার কত টাকা খরচ হয়েছে, অথচ তাঁহারা কেহই রোগীকে আরোগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিল না, আমি যে সেই রোগীকে আরোগ্য করে দিলাম, সেজন্য কি আমি ভিজিট দাবী করিতে পারি না! লিখে দে, ভিজিট বাবদ সাধুসেবার জন্য কিছু চাল যেন পাঠিয়ে দেয়।"

শ্রীশ্রীস্বামীজীর পত্রপ্রাপ্তির পর অমর দুই শতাধিক টাকার চাউল আশ্রমে প্রেরণ করিলেন।

পণ্ডিত ৺মদনমোহন মালব্য—হিন্দুগৌরব পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী শ্রীশ্রীস্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। একবার কন্‌খল (হরিদ্বার) গুরুকুলের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মিষ্টার গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ কতিপয় ভারতবিখ্যাত নেতা আমন্ত্রিত হইয়া উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীও সশিষ্য উক্ত উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। অদ্য গুরুকুল-প্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় যোগদান করিবার জন্য কতিপয় সন্ন্যাসী-শিষ্যসহ শ্রীশ্রীস্বামীজী গুরুকুল-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। নগ্নশরীর, আজানুবস্ত্র-পরিহিত মিষ্টার গান্ধী চরকায় সূতা কাটিতেছেন, পশ্চাতে তাঁহার আমেরিকান শিষ্যা মীরাবেন উপবিষ্টা, তিনিও সূতা কাটিতেছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গান্ধীজীর পার্শ্বে উপবিষ্ট। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দেখিয়া মালব্যজী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে একটি চেয়ারে উপবেশন করাইলেন। সন্ন্যাসী-শিষ্যবৃন্দ অদূরে উপবেশন করিলেন। মালব্যজী প্রমুখ কতিপয় বক্তার বক্তৃতার পর সভার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। মিষ্টার গান্ধী উপবিষ্ট অবস্থায়ই হাতজোড়পূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে নমস্কার করিলেন। কিন্তু মালব্যজী ব্যস্তভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণামপূর্ব্বক প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন। আমরা তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদূরে দণ্ডায়মান ছিলাম, সুতরাং কি সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। তবে মনে হয় রাজনীতি সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছিল। ইহার কতিপয় বৎসর পর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে **শ্রীশ্রীস্বামীজী দেহরক্ষা করেন।** ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লেখক ইংরাজী ভাষায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর একখানি জীবনচরিত রচনা করে। ঐ বৎসরের শেষভাগে মালব্যজী হরিদ্বারে উপনীত হইয়া বিড়লা-ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। লেখক তখন উক্ত পুস্তকের এক কপি মালব্যজীকে উপহার দিল। মালব্যজী পুস্তক খুলিলেন, পুস্তকে সন্নিবেশিত শ্রীশ্রীস্বামীজীর ফটো দেখিতে পাইয়া তিনি সশ্রদ্ধভাবে উহা নিজের কপালে লাগাইয়া লেখককে বলিলেন—"মহারাজ (শ্রীশ্রীস্বামীজী) আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, এ প্রকার মহাপুরুষ আর দেখি নাই। তাঁহার এই জীবনীপুস্তক পেয়ে আমি বস্তুতঃই অতীব আনন্দিত হইলাম। আমি অতি শ্রদ্ধার সহিত এই পুস্তক পড়িব ও আমার গৃহে রাখিব।"

(তন্দ্রাবস্থায় ধ্যান অতি শান্তিপ্রদ)

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র বসু (শিষ্য)—শ্রীশ্রীস্বামীজী পালঙ্কোপরি শায়িত, সুরেশ ভূমিতে শয্যায় শুইয়া আছেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"বেটা! তন্দ্রাবস্থা কি সুন্দর! তখন জগতের জ্ঞানও নেই, নিদ্রাও নেই। এই নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় (অর্থাৎ তন্দ্রাবস্থায়) ভগবানের বা ব্রহ্মের ধ্যান করতে চেষ্টা করবি, দেখ্‌বি, এই অবস্থায় ধ্যান কি সুন্দর, চিত্তপ্রশান্তকারী! (কিছুক্ষণ পরে) দেখেছিস্ বৃষ্টিও পড়্‌ছে, আবার রৌদ্রও উঠেছে॥ তুই ঐ ফলের বাক্স হ'তে একটা ফল এনে আমাকে দে ত'! দেখ, পুত্র! পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দানের পক্ষে এই সময়টা বড় প্রশস্ত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ?)

মহর্ষি ভৃগু বলিতেছেন—

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৯ অধ্যায়, ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ)

অর্থাৎ যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি ও সংস্কার দ্বারা শুচি, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত, ষট্কর্ম্মান্বিত (অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তপঃ, হোম, দেবপূজা ও অতিথি সৎকার), শৌচাচার-সম্পন্ন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয়, সত্যবাদী, যজ্ঞশেষান্নভোক্তা, অদ্রোহী, নিত্যব্রতাবলম্বী, দানশীল, নৃশংসত্বরহিত, কৃপালু, ঘৃণাশূন্য ও তপোনিষ্ঠ, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ—অপরে নহে।

জনৈক পেশোয়ারী ভক্ত—জনৈক পেশোয়ারী ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। তাঁহার মুখে লাল দাড়ি, লাল গোঁফ। আমরা ভাবিতেছিলাম—ইনি নিশ্চয়ই মুসলমান। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—"হাঁ ভাই! কোথা হ'তে এসেছ?" ভক্ত—"মহারাজ! পেশোয়ার হতে এসেছি, ব্রহ্মকুণ্ডে (ব্রহ্মকমণ্ডলুতে) স্নানও হ'ল, আপনার দর্শনও হ'ল, আশীর্ব্বাদ করুন ধর্ম্মে যেন মতি থাকে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"তুমি কোন্ জাতি?"

ভক্ত—"মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা বিস্মিত ; ব্রাহ্মণের চিহ্ন লাল দাড়ি, লাল গোঁফ !

শ্রীশ্রীস্বামীজী (সহাস্যে)—"বার মণ, না তের মণ ?"

ভক্ত—"আমি আপনার বাক্যের অর্থ বুঝিতে অক্ষম।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"তোমার যখন ব্রাহ্মণত্বের অভিমান আছে, অথচ তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নও, তাই প্রশ্ন করছি যে, তুমি বার মণ, না তের মণ।"*

ভক্ত—"সে কি মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ নই তা আপনাকে কে বলিল! পবিত্র সারস্বত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছি, হিন্দু আচার যথাশক্তি পালন ক'রে চলছি, আর আপনি বল্‌ছেন যে আমি প্রকৃত

---

* শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যান্ তথৈব চ॥ (মনু, ১০-৬৫)
শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ॥ (পরাশর)
শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্র তন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮০ অধ্যায়, ২৫-২৬ শ্লোক)
নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। (হরিবংশ, ১১শ, ৫৮)
জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥
মৃগীজ ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রবদ্ দ্বিজাঃ॥
(ভবিষ্যপুরাণ, ৪২৷২২, ২৩, ২৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ নই! আপনি সাধু, মহাপুরুষ, আপনার কাছে কি আমি মিথ্যা বল্‌ছি? বস্তুতঃ মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দূর বেটা! মিথ্যা বল্‌ছ, তুমি ব্রাহ্মণ নও। আচ্ছা, তুমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন কর কি?

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

(গীতা, ১৮।৪২)

অর্থাৎ শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই নয়টি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। তোমরা উক্ত ধর্ম্মসকল পালন কর কি? শম অর্থাৎ চিত্তের উপরম, সকল প্রকারের ভোগ-বাসনার নিবৃত্তি, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উপরম বা জিতেন্দ্রিয়ত্ব, তপঃ অর্থাৎ শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ তপস্যা, দেব, দ্বিজ ও গুরু এবং সুধীজনের পূজা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ইত্যাদি শারীরিক তপস্যা, যে বাক্য দ্বারা লোকের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয় তাহা না বলা,

---

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অর্থাৎ—শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হন এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানের বিষয়েও এই প্রকার মত জানিবে। শূদ্র গুণবান্ শীলসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হন, ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন হইলে শূদ্র হন। শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই শূদ্র হয় না, কিংবা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণোচিত আচারাদি লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ, আর যে ব্যক্তিতে তাহা দৃষ্ট হয় না তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৈবর্ত্তকন্যার গর্ভসম্ভূত (কানীন), মহামুনি পরাশর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ অপ্রিয়বাদী না হওয়া, প্রিয় সত্য বলা, (অপ্রিয় সত্য বলিবে না), নিয়মপূর্ব্বক শাস্ত্রপাঠ করা (স্বাধ্যায়) ইত্যাদি বাচনিক তপস্যা (বাঙ্ময় তপঃ), মনকে সর্ব্বদা শান্ত রাখা, ধীর-স্থিরভাবে চলা, সর্ব্বদা মনকে নিগ্রহ করা অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত পূর্ব্বক মনকে ভগবানে বা ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করা, খারাপ ভাবকে মনে স্থান না দেওয়া ইত্যাদি মানসিক তপস্যা। শাস্ত্রজ্ঞান—জ্ঞান, উপলব্ধিজনিত জ্ঞান—বিজ্ঞান। ইহা অবশ্য করণীয়, ইহাতে ভগবান প্রীত হন, এইভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে শ্রদ্ধার নাম আস্তিক্য—এই সব গুণ যাহার মধ্যে আছে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তোমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে কি?"

ভক্তটী অপ্রতিভভাবে বলিলেন—"তাই ত' মহারাজ! এ সব গুণ ত' আমার ভিতরে কিছুই নেই; কিন্তু আমি ত' এতদিন আমাকে 'ব্রাহ্মণ' বলেই জেনে এসেছি। আমি ত' জানি ব্রাহ্মণের ছেলেই ব্রাহ্মণ হয়, তা সে যাহা ইচ্ছাই করুক না কেন।"

চণ্ডালকন্যার গর্ভসম্ভূত, ভগবান শুকদেব—শুকীর, মহর্ষি কণাদ—উলুকীর, ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণীর গর্ভজাত, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ স্বর্গবেশ্যার পুত্র, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল—নাবিক-কন্যার, মহামুনি মাণ্ডব্য মণ্ডুকী নাম্নী হীনবংশোদ্ভবা নারীর গর্ভজাত।

নাভাগাদিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক, যেহেতু চণ্ডালও চরিত্রবান্ হইলে দেবতারা তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জানেন। জন্মদ্বারা শূদ্র হন, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে 'দ্বিজ' শব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন। কবষ ঐলুষ একজন শূদ্র ছিলেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত (মন্ত্র) ইনি প্রণয়ন করেন। শূদ্র কবষ ঋষি-পদবাচ্য ছিলেন। শূদ্রবংশোদ্ভূত অনেক ঋষি বেদমন্ত্র প্রণয়ন করেন।—এই সব লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রীশ্রীস্বামীজী পেশোয়ারী ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন "তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী হাস্যমুখে বলিলেন—"বা রে ব্রাহ্মণের বাচ্চা! জাত্যভিমানেই তুমি মুগ্ধ, কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করতে তুমি পরাঙ্মুখ। যে ব্রাহ্মণ ছিলেন সমাজের আদর্শ, সর্ব্বত্যাগী, পর্ণকুটিরবাসী, তপোনিষ্ঠ, অতিথিপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, যাঁহাদিগকে দেখলে লোকের মস্তক স্বতঃই ভক্তিতে অবনত হ'ত, সেই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তোমরা প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে শূদ্রবৎ আচরণ করছ। বেটা! প্রকৃত ব্রাহ্মণ হ'তে চাও ত' ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন কর। গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী জাতির সৃষ্টি হ'য়েছিল, বংশানুযায়ী নহে।* যাঁহার মধ্যে শমদমাদি নয়টি গুণ দৃষ্ট হইত, তিনি ছিলেন 'ব্রাহ্মণ'-পদবাচ্য। তাই দেখ, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেও তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হ'য়েছিলেন। কি কঠোর তাঁহার তপস্যা! বেটা! 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির অর্থ জান কি? ব্রহ্ম জানাতি যঃ স ব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ, অপরে নহে। তুমি যখন নিজেকে 'ব্রাহ্মণ' বলে পরিচয় দিচ্ছ, তখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ হ'তে চেষ্টা কর।"

ভক্ত—"প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া ত' বড়ই কষ্টসাধ্য।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী (সস্নেহে)—"তা সত্য দাদা।"

ভক্ত—"আচ্ছা মহারাজ! বস্তুতঃই কি আমি অ-ব্রাহ্মণ?" (ভক্তটীর ভয় হইল, বস্তুতঃই কি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়া গেল!)

শ্রীশ্রীস্বামীজী হাস্যমুখে বলিলেন—"না বেটা! ভয় নেই, তুমি অ-ব্রাহ্মণও নও, ব্রাহ্মণও নও।"

---

* চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্। (গীতা, ৪।১৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তটী (উৎসুক নেত্রে)—"তবে আমি কে ?"

অসম্যগ্ দর্শনং যৎ স্যাদনাত্মন্যাত্মভাবনা।

(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ)

নৈব স্ত্রীন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।

যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"উল্টো জ্ঞান হ'চ্ছে বেটা! তুমি দেহকে আত্মা মনে করে নিজেকে জাতিকুলসম্পন্ন মনে করছ। বস্তুতঃ তুমি ব্রাহ্মণও নও, ক্ষত্রিয়ও নও, বৈশ্যও নও, শূদ্রও নও, পুরুষও নও, স্ত্রীও নও, ক্লীবও নও। তুমি যে কি তা কেহ বল্‌তে পারে না। বাক্য-মনের অগোচর তোমার স্বরূপ। এই স্বরূপকে বা আত্মাকে জ্ঞাত হ'তে না পারলে সংসার-বন্ধন হ'তে কেহ মুক্ত হ'তে পারে না। পুত্র! সর্ব্বপ্রযত্নে এই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে জান্‌তে চেষ্টা কর।"

ভক্ত—"আমার নিজের স্বরূপ বা আত্মা যখন বাক্য-মনের অগোচর, তখন আবার তাঁকে জ্ঞাত হবার জন্য প্রযত্নের কি প্রয়োজন আছে? আত্মাই যখন আমি, তা হলে তপস্যার কি দরকার? আমাকে কি আমি জানি না?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী (হাস্যমুখে)—"হাঁ ভাই, ঠিক বলেছ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার জন্য যত্নের প্রয়োজন কি? ব্রহ্ম যখন আমার স্বরূপ, যখন আমি ও ব্রহ্ম অভেদ—তখন কে কাকে জানবে? কিন্তু পুত্র! ব্রহ্মজ্ঞান কঠোর তপস্যা ব্যতীত হ'তে পারে না। শুধু শাস্ত্রচর্চ্চা বা সাধুপুরুষের নিকট উপদেশ শ্রবণ দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই জ্ঞান লাভ করতে হ'লে কোমর বেঁধে তপস্যায় লেগে যেতে হবে। কঠোর তপস্যা-বলেই প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায়, নতুবা হাজার হাজার শাস্ত্রগ্রন্থ পড়লে বা সহস্র সহস্র সাধুর সঙ্গ করলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও ফল হয় না, বরং অনেক সময় শাস্ত্রচর্চ্চা বা সাধুর উপদেশে বিপরীত ফল দৃষ্ট হয়।

(ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ যাকে তাকে দেওয়া উচিত নয়। জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রীর উপাখ্যান)

তবে একটা গল্প শোন। বেটা! ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ যাকে তাকে দিতে নেই। পাঞ্জাব প্রদেশে জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের গৃহে একদিন 'নির্ম্মলা' সম্প্রদায়ভুক্ত (গুরু গোবিন্দ সিং প্রবর্ত্তিত সাধু-সম্প্রদায় 'নির্ম্মলা সাধু' নামে খ্যাত) জনৈক সাধু উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী তখন অন্যত্র অবস্থান করিতেছিলেন। পণ্ডিত-গৃহিণী অতি শ্রদ্ধার সহিত সাধুর সেবা করিলেন। সাধু সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেন, যথা—'তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতেছে, তুমি অসঙ্গ, অকর্ত্তা ইত্যাদি।' উপদেশান্তে সাধু স্ব-স্থানে চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত-গৃহিণী ত' ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ ক'রে নিজেকে ধন্য ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। অহো! এমন সুন্দর মধুর বাক্য ত' তিনি জীবনে কোনদিন শুনেন নাই, তাঁহার যে পাপ নাই, পুণ্য নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বাঃ বাঃ কি সুন্দর উপদেশ! ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে, তিনি অসঙ্গ, অকর্ত্তা—কি চমৎকার কথা! তবে আর কি? পাপের ভয়ে তিনি এতদিন কত দুষ্ট বাসনাকে দমন করে রেখেছিলেন, আর নয়। সমাজের লোকের কোনও জ্ঞান নাই, তারা শুধু পাপের ভয় দেখায়। এই সাধুপুরুষই ঠিক বলেছেন—ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কাজ করে, তিনি অসঙ্গ, অকর্ত্তা, পাপপুণ্যরহিত, অজর, অমর, বাঃ বাঃ চমৎকার! আর দুষ্ট বাসনাকে দমন করতে হবে না। পণ্ডিত-গৃহিণী অচিরে জনৈক প্রতিবেশী যুবকের সহিত গুপ্তপ্রণয়ে লিপ্ত হ'লেন। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ কখনও গোপন থাকে না। পণ্ডিতজী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এ সব বৃত্তান্ত জ্ঞাত হ'লেন। তিনি পত্নীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন; তাই তাঁহাকে বলিলেন—'প্রিয়তমে, এই প্রকার কুকার্য্যে লিপ্ত হ'তে নেই, ওতে পাপ হয়, তুমি ওসব কাজ ছেড়ে দাও।' তদুত্তরে পণ্ডিত-গৃহিণী বলিলেন—'তুমি পণ্ডিত, না মূর্খ? তুমি কিছুই বুঝ না। আমার পাপও নাই, পুণ্যও নাই, জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতেছে, জীব অসঙ্গ, অকর্ত্তা, অপাপ-বিদ্ধ। তবে তুমি পণ্ডিত হ'য়ে এ প্রকার মূর্খের ন্যায় কথা বল্‌ছ কেন? আমার আবার পাপ কোথায়?' পণ্ডিতজী ত' স্ত্রীর বাক্য শুনে স্তম্ভিত, বিষণ্ণ, বিস্মিত। 'এ কি, স্ত্রী বলে কি? কুলটা নারী যে নরকের দ্বারস্বরূপ, তাকে ত্যাগ করাই শাস্ত্রবিধি। কিন্তু আমি যে ওকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসি, ওকে ত্যাগ করাও ত' আমার পক্ষে অসম্ভব। হায়! আমার সুখের সংসারে কে আগুন লাগিয়ে দিল! কেন আমার স্ত্রীর এই দুর্ম্মতি হ'ল; কে তাকে এ প্রকার উপদেশ দিল!' পণ্ডিতজী অনন্যোপায় হয়ে বিষণ্ণচিত্তে জনৈক পরিচিত সাধুর নিকট উপনীত হ'লে তিনি তাঁকে বলিলেন—'কি পণ্ডিতজী! আপনাকে আজ এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?' তদুত্তরে তিনি দুঃখিতচিত্তে সাধুর নিকট স্বীয় স্ত্রীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করে উপদেশপ্রার্থী হ'লেন। সাধু হাস্যমুখে বলিলেন—'ও এই ব্যাপার! তা নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রী কোনও সাধুর নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ পেয়েছেন। আজকাল সাধুরা যাকে তাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করছেন। আচ্ছা বেশ, এর ঔষধ আমার কাছে আছে, আপনি দুঃখিত হবেন না। আপনি এক কাজ করুন। একখানি শাণিত ছুরিকা নিজের কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে স্ত্রীকে বলবেন—'ওগো, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাস পরিত্যাগ কর ; এতে মহাপাপ হয়।' স্ত্রী ত' তদুত্তরে আপনাকে বলবেন—'হে, তুমি পণ্ডিত হ'য়ে এ প্রকার মূর্খের ন্যায় কথা বল্‌ছ কেন ? ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কাজ করছে, আমার আবার পাপ-পুণ্য কোথায় ? ইত্যাদি।' তখন আপনি কাপড়ের মধ্য হ'তে ছুরিকা বাহির করে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বলবেন—'তবে রে পাপীয়সী ! আজ তোকে ছুরিকা দ্বারা হত্যা করে আমার হৃদয়ের জ্বালা দূর করব'—এই বলে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হবেন, কিন্তু দেখবেন বস্তুতঃই যেন তাঁর শরীরে ছুরিকা বসিয়ে না দেন। আপনি তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হ'লে তিনি নিশ্চয়ই কাতরভাবে ভয়-ব্যাকুলচিত্তে বলবেন—'ওগো, আমাকে হত্যা করিও না, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি' ইত্যাদি। আপনি তখন অধিকতর ক্রোধস্বরে বলবেন—'কেন, এখন মৃত্যুর ভয় কেন ? শাস্ত্র (গীতা) কি বলেছেন—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—শরীর হত হ'লেও আত্মা হত হন না। তবে তোর আবার ভয় কি ? তুই ত' অমর, পাপ-পুণ্যরহিত।' তারপর দেখুন আপনার স্ত্রী কি উত্তর দেন। আমার স্থিরবিশ্বাস—এই ঔষধেই আপনার স্ত্রী আবার পূর্ব্বের ন্যায় পতিপরায়ণা হবেন।'

সাধুর উপদেশ শ্রবণ করে পণ্ডিতজী হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক একখানি শাণিত ছুরিকা স্বীয় কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, স্ত্রীর সমীপে উপনীত হ'য়ে তাঁকে বলিলেন—'ওগো ! এখনও বল্‌ছি, এ প্রকার গুপ্ত-প্রণয় পরিত্যাগ কর, এতে মহাপাপ হয়।' তদুত্তরে স্ত্রী বলিলেন—'তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলেছি যে, আমার পাপ-পুণ্য নেই, জন্মমৃত্যু নেই, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কাজ করছে, তবু তোমার জ্ঞান হচ্ছে না ; তুমি পণ্ডিত, না মহামূর্খ ?' স্ত্রীর উত্তর শুনে পণ্ডিতজী ক্রোধের ভাণপূর্ব্বক ছুরিকা বাহির করে বলিলেন—'তবে রে পাপীয়সি ! আজ এই ছুরিকা দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোর ভবলীলা শেষ করে আমার সকল জ্বালার শান্তি করব।' এই বলে পণ্ডিতজী স্বীয় স্ত্রীকে হত্যা করতে উদ্যত হ'লে স্ত্রী প্রাণভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কাতরস্বরে পণ্ডিতজীকে বলিলেন—'ওগো প্রাণাধিক, প্রাণপতি! তুমি আমাকে হত্যা করিও না, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমাকে দয়া করে প্রাণদান কর, জীবনে আর এমন কাজ করব না।' পণ্ডিতজী কৃত্রিম রোষ সহকারে বলিলেন—'এখন মৃত্যুর ভয় কেন? গীতা কি বলেছেন? ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—শরীর হত হ'লেও আত্মা হত হন না। তুই ত' শরীর নও, তুই ত' আত্মা, তুই ত' পাপ-পুণ্য-রহিত, জন্মমৃত্যু-বিবর্জ্জিত—তবে তোর আবার মৃত্যুর ভয় কেন?' মৃত্যুভয়-কাতরা স্ত্রী তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুনয়নে স্বীয় পতিকে বলিলেন—'ওগো, আমি ত' স্ত্রী-জাতি, অবলা, অজ্ঞানী, আমি ত' কিছুই জানি না, এক 'নির্ম্মলা' সাধু এসেছিলেন, তিনি এই সব বলে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিলেন। আমি কি কোন দিন শাস্ত্র পড়েছি? আমি প্রতিজ্ঞা করছি আজ হ'তে আর বিপথে যাব না, তুমি দয়া করে আমার জীবন ভিক্ষা দাও, আমাকে হত্যা করিও না।' পণ্ডিতজীর কার্য্য সিদ্ধ হ'ল। তিনি মনে মনে সাধুর বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁহার স্ত্রী পুনরায় পতিপরায়ণা হ'লেন। গৃহ শান্তিময় হ'ল। তাই বলি পুত্র! পণ্ডিত-গৃহিণীর ন্যায় নকল ব্রহ্মজ্ঞানী হইও না, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে চেষ্টা কর।" শ্রীশ্রীস্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"যদা কিঞ্চিদজ্ঞোঽহং দ্বিপ ইব মদান্ধসম্ভবঃ।
তদা সর্ব্বজ্ঞোঽস্মীতি ভবদবলিপ্তং মম মনঃ॥
যদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ বুধজনসকাশাদবগতম্।
তদা মূর্খোঽস্মীতি জড় ইব মদো মে ব্যপগতঃ॥

(বৈরাগ্যশতক, ৯৯ শ্লোক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্র হ'তে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হ'য়ে আমরা মনে করি যে আমরা সর্ব্বজ্ঞ হ'য়েছি এবং তজ্জনিত অভিমানে আমরা হাতীর ন্যায় মদান্ধ হই। কিন্তু আমাদের মন বিষয়-বাসনায় মুগ্ধ থাকে। অনন্তর প্রকৃত সাধুর বা মহাপুরুষের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ সম্যক্ জ্ঞাত হ'য়ে আমরা মনে করি—তাই ত'! আমরা ত' এখনও যে তিমিরে সে তিমিরেই আছি। আমরা ত' জ্ঞানবন্ধু বা জ্ঞানাভিমানী, মহামূর্খ। তখন আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানজনিত অহংকার মুহূর্ত্তে নষ্ট হ'য়ে যায় এবং আমরা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহজ ও সরল পথে বিচরণ করতে বদ্ধপরিকর হই।"

ভক্ত—"আচ্ছা মহারাজ! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত ত' মুক্তি হয় না, তবে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ইত্যাদির প্রয়োজন কি? এ সব পরিত্যাগ করে শুধু বিচার, বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তা করাই ত' যুক্তিযুক্ত!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দেখ, কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ইত্যাদির যদি প্রয়োজন না থাকিত, তবে যেসব ঋষি-মুনি এই সব লিখে গিয়েছেন তাঁরা কি অজ্ঞ ছিলেন—না পাগল ছিলেন? এদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই বেদ, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রে ঐ সব লেখা হয়েছে। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হ'লে তবে জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হওয়া যায়, তৎপূর্ব্বে নহে। মাতা তিন পুত্রের মধ্যে কাহাকেও সাগু খেতে দিচ্ছেন, কাহাকেও খিচুড়ী এবং কাহাকেও বা মিঠাই মিষ্টান্ন। মাতার ইচ্ছা—সকলেই মিঠাই মিষ্টান্ন খায়। কিন্তু প্রথম পুত্রটীর অসুখ হয়েছে, মিষ্টান্ন বা খিচুড়ী দিলে তাহার অপকার হবে; এইজন্য মা তাকে সাগু দিচ্ছেন, উদ্দেশ্য—রোগের উপশম হ'লে তাকেও প্রথমতঃ খিচুড়ী দেওয়া হবে, তারপর সকল দুর্ব্বলতা সেরে গেলে মিঠাই মিষ্টান্ন যাহা ইচ্ছা সে খেতে পারবে। দ্বিতীয় পুত্রটী রোগ হ'তে আরোগ্যলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপে উপশম হয়নি—তাই তাকে খিচুড়ী দেওয়া হচ্ছে, উদ্দেশ্য—দুর্ব্বলতা একেবারে সেরে গেলে তাকেও মিষ্টান্ন দেওয়া হবে, এখন মিষ্টান্ন দিলে পুনরায় রোগের আক্রমণ হ'তে পারে। তৃতীয় পুত্রটির শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, তাই তাকে মিঠাই মিষ্টান্ন দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকার জ্ঞানই (তত্ত্বজ্ঞান) সকলের লক্ষ্য, কিন্তু অধিকারী ভেদে কর্ম্ম ও উপাসনা কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ও উপাসনা (ভগবদারাধনা) দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হ'লে তখন জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়—যেমন সাগু ও খিচুড়ী খেয়ে রোগীর শরীর নীরোগ হ'লে তবে সে মিঠাই মিষ্টান্ন খাবার অধিকারী হয়।

(সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।)

(পাতঞ্জল দর্শন, ৩।৪৫)

অতএব পুত্র! সর্ব্বপ্রযত্নে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। ভগবানে নিষ্ঠা রেখে তাঁহার ধ্যান, তাঁহার উপাসনায় তন্ময় হ'তে চেষ্টা কর। তাঁহার কৃপায় জ্ঞান, প্রেম, মুক্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি সকলই লাভ হয়।"

ভক্ত—"মহারাজ! বস্তুতঃই কি 'আত্মা' নামে কোনও পদার্থ আছে? আপনারা বল্‌ছেন—আত্মা বাক্য মনের অগোচর, সূক্ষ্মতম, তবে সে আত্মা থাকা না থাকা উভয়ই সমান। আত্মাকে কি কেহ দেখাতে পারে? কই আত্মা, আত্মা ত' সকলেই করি, কিন্তু আত্মা যে আছে তার কোনও প্রমাণ নেই। আত্মা ত' প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলেই বা দোষ কি?"

তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবং আত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ১।১৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"দূর্ বেটা! তুমি ত' একেবারে নাস্তিক হ'য়ে যাচ্ছ। না ভাই, এ প্রকার সিদ্ধান্তে আসা তোমার উচিত হয়নি। তুমি বল্ছ যে আত্মা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, সুতরাং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য। বেশ, আমি তোমার প্রতিবাদী হব। আচ্ছা, বল্তে পার, তিলের মধ্যে যে তৈল আছে, দধির মধ্যে যে ঘি আছে—তাহা কি প্রত্যক্ষসিদ্ধ?"

ভক্ত—"না স্বামীজী! তিল পেষণ করলে তবে তৈল বাহির হয়, দধি মন্থন করলে তবে মাখন হয় এবং মাখন জ্বাল দিলে তবে ঘৃত হয়।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"তা হ'লে তিলের মধ্যে তৈল আছে, দধির মধ্যে ঘৃত আছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হ'লেও এই বিশ্বাস অবলম্বন করে তিল পেষণ বা দধি মন্থন করলে তৈল বা ঘৃত পাওয়া যায়!"

ভক্ত—"হাঁ মহারাজ!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী (সস্নেহে)—'তদ্বৎ, হে পুত্র! আত্মা প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হ'লেও তপস্যা দ্বারা অর্থাৎ মনের একাগ্রতাসাধন দ্বারা এই আত্মাকে নিজের হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করা যায়। কি জান! এ সব হ'ল বিশ্বাসের রাজ্য। তর্ক দ্বারা ব্রহ্ম বা ভগবান নিরূপিত হ'তে পারে না। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই হ'ল ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতি লাভ করিবার প্রথম ও প্রধান সোপান। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীন ব্যক্তি কখনও ধাম্মিক হ'তে পারে না।"*

ভক্ত—"শ্রদ্ধা কাহাকে বলে?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"গুরু ও বেদান্তবাক্যে (শাস্ত্রবাক্যে) অগাধ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।"

* * *

* শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি। (গীতা, ৪।৪০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৮।২৫)

কাবুলনিবাসী জনৈক হিন্দু—এই ভক্তটী স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র পুত্রবধূ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপনীত। প্রথমতঃ ভক্তটী শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী সস্নেহে "নারায়ণ বেটা, বৈঠ" বলিয়া তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তৎপর ভক্তটীর স্ত্রী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"বেটী! স্বামীকে প্রণাম কর, জান না—পতি স্ত্রীর পরম গুরু।" ভক্ত-স্ত্রী হাস্যমুখে স্বীয় পতিকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় উপবেশন করিলেন। অনন্তর ভক্তটীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন—"যাও বেটা! পিতামাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর। পিতামাতা তোমার গুরুস্থানীয়; তাঁহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ইহার মধ্যে অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে।" জ্যেষ্ঠপুত্র স্বীয় পিতামাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহার স্ত্রী, বালকপুত্র ও ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম করিতে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"যাও, তোমার গুরুজনদিগকে প্রণাম কর।" (কিছুক্ষণ পরে—কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি) "আরে শোন! তুই যে পিতামাতাকে প্রণাম করেই বসে পড়েছিস্? যাও—দাদাকে, বৌদিকে প্রণাম কর। দেখ, প্রত্যহ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় তুমি পিতা, মাতা, দাদা, বৌদি প্রভৃতি সকল গুরুজনকেই প্রণাম করবে। দাদাও তোমার গুরুজন—ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। বাল্যকালে দাদার ক্রোড়ে কত মলমূত্র ত্যাগ করেছ, দাদা তোমাকে ক্রোড়ে করে কত বেড়াত, তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত চুমু খেত, আদর করত, সে সব ত' ভুলে গিয়েছ। সে ঋণ কি কখনও পরিশোধ করা যায়? কেমন, প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে সকল গুরুজনকে প্রণাম করতে রাজী আছ কি?"

কনিষ্ঠ ভ্রাতা (১৬)—"হাঁ মহারাজ!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বড় সুখী হলুম বেটা।" (ভক্তের প্রতি) "কি জান! এই প্রকার প্রত্যহ গুরুজনদিগকে প্রণাম করলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বিরাজমান থাকলে সংসার শান্তিময় হয়। আচ্ছা ভাই! তোমরা কোত্থেকে এসেছ?"

ভক্ত—"কাবুল হ'তে এসেছি মহারাজ!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী (সোৎসাহে)—"কাবুল হ'তে? বাঃ ভাই! তোমার ত' ধর্ম্মে বেশ নিষ্ঠা আছে। অতদূর হ'তে এই পবিত্র হরিদ্বার তীর্থে স্নান করতে এসেছ! আচ্ছা ভাই! তোমাদের কাবুলে কত ঘর হিন্দু আছে?"

ভক্ত—"৬০।৭০ ঘর মাত্র।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"স্থানীয় মুসলমানদিগের সহিত তোমাদের কখনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় না?"

ভক্ত—"মহারাজ! দাঙ্গা হ'লে কি আমরা এই মুষ্টিমেয় হিন্দু কাবুলে থাকতে পারতাম? স্থানীয় মুসলমানদের সহিত আমাদের বেশ সম্প্রীতি আছে। আমাদিগের সুখে, দুঃখে তাহারা নিজেদের ভ্রাতার মত আমাদিগকে সাহায্য করে থাকে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বাঃ, শুনেও বেশ আনন্দ হয়, তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুধু এই ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ।"

ভক্ত—"তাই ত' দেখ্‌ছি, মহারাজ।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"এর কারণ কি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—"বিদেশী শাসন।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিতে লাগিলেন—"শিব, শিব, শিব"—কিছুক্ষণ পরে ভক্তটীকে বলিলেন—"আচ্ছা ভাই। তীর্থে এসেছ, তীর্থকে কিছু দান করে যাও।"

ভক্ত—"কি আদেশ, মহারাজ!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"কটুবাক্য দান করে যাও, প্রতিজ্ঞা কর যে আজ হ'তে তুমি কাহাকেও কটুবাক্য বলিবে না।"

ভক্ত—"আপনার কৃপা হ'লে তা সম্ভব হ'তে পারে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব; আজ হ'তে কাহারও প্রতি ক্রোধ করব না।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"না ভাই, ক্রোধ না করলে অনেক সময় কাজ হয় না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চাকর, ছোট ভ্রাতা প্রভৃতিকে শাসন করা উচিত। তবে তখন তাহাদিগের প্রতি শূয়র কা বাচ্চা (শূকরের বাচ্চা), বেইমান, বদমায়েস, ইত্যাদি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ না করে স্ত্রী, কন্যা অথবা ঝিকে ক্রোধস্বরে বলবে—'এই সীতা হ'য়েছ নাকি যে আমার কথা শুনছ না, তুই কি দ্রৌপদী হ'য়েছিস্, না লক্ষ্মী হয়েছিস্ যে নিঃসঙ্কোচে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্, সাবধান হ'য়ে চল। বাঃ বাঃ একেবারে গায়ত্রী ঠাকুরাণী হ'য়ে বসে আছ যে, কোনও কাজ বুঝি ভাল লাগে না! এখনও রান্না হ'ল না?' ইত্যাদি। পুত্র, চাকর, কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে ক্রোধস্বরে বলবে—'কিরে শিবজী কা বাচ্চা! কথা শুনছ না? এই বাপ্‌কা বেটা! তুই যে এখনও স্কুলে যাচ্ছিস্ না? এই রামজী কা ভকত (রামের ভক্ত)! তুই বড় বেশী উদ্ধত হ'য়েছিস্, এ প্রকার ঔদ্ধত্য ভাল নয়।' এই প্রকার বিভিন্ন দেবদেবীর নাম নিয়ে শাসন করিলে তাহারাও বুঝিবে যে তুমি ক্রোধান্বিত হয়েছ এবং তজ্জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেদের দোষ সংশোধন কর্‌তে যত্নশীল হবে অথচ তোমার মুখ হ'তে কোনও কটূক্তি বাহির হ'ল না।"

ভক্ত—"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। মহারাজ! আমাদের কাবুলে ত' হিন্দু সাধু ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়, সৎসঙ্গ করবার সুযোগ হ'তে আমরা বঞ্চিত। আপনি কৃপাপূর্ব্বক কিছু উপদেশ দিন, যাতে গৃহস্থ-জীবনেই ধর্ম্মরাজ্যে একটু উন্নত হ'তে পারি। এখন ত' বৃদ্ধও হয়েছি, পরকালের চিন্তা করার প্রয়োজন হয়েছে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী (হাস্যমুখে)—"ওঃ, যৌবনে বুঝি পরকালের চিন্তার প্রয়োজন নেই! বাঃ ভাই! তোমার সিদ্ধান্ত! দেখ বেটা! যৌবনকাল হ'তেই ধর্ম্মচর্চ্চা করা উচিত। কাহার কখন মৃত্যু হবে তাহার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে?* ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতিলাভ করতে চাও ত' এই কয়েকটী নিয়ম অবশ্য পালন করবে।

(১) কাহারও সহিত শঠতা করিবে না।

(২) ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সংসারের কাজ করে যাবে। লাভালাভে হৃষ্ট বা দুঃখিত হবে না।

(৩) সর্ব্বদাই ভগবানের ধ্যানে তন্ময় থাকিতে চেষ্টা করিবে।

(৪) অতিথিসেবা করিবে।

(৫) মিথ্যা কথা বলিবে না।

(৬) দেবতা ও সাধুর প্রতি ভক্তি রাখিবে।

(৭) পরনিন্দা করিবে না বা পরের দোষ দেখিবে না।

(৮) নিজের দোষ দেখিবে ও তাহা সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইবে।

---

* যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাদ্ অনিত্যং খলু জীবিতম্।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৯) প্রত্যহ শাস্ত্র বা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবে।

(১০) প্রত্যহ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা শ্রীশ্রীভগবানের নাম জপ (ইষ্টমন্ত্র জপ) ও তাঁহার ধ্যানে তন্ময় হইতে চেষ্টা করিবে। ঐকান্তিকভাবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে, তাঁহার উদ্দেশ্যে নয়নবারি বিসর্জ্জন করিলে হৃদয় শান্ত হয়—ধর্ম্মরাজ্যে সত্বর উন্নত হওয়া যায়।* কিছু কিছু প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে অনেক ফল পাইবে। এখান হইতে একখানি 'সদাচার' পুস্তক লইয়া যাও, সেই পুস্তকানুযায়ী চলিতে চেষ্টা কর।"

ভক্ত—"মহারাজ! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য; আশীর্ব্বাদ করুন, এই সব নিয়ম পালন করে পরকালের জন্য যেন কিছু সঞ্চয় করতে পারি।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"ভাই, ইচ্ছা থাকলে সবই হয়। আমাদের ইচ্ছারই অভাব। আচ্ছা নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। কে আছ রে, একখানি হিন্দি 'সদাচার' পুস্তক দিয়ে যাও ত'।"

জনৈক সাধু একখানি হিন্দী 'সদাচার' পুস্তক লইয়া উপস্থিত।

শ্রীশ্রীস্বামীজী (সাধুর প্রতি)—"এই ভক্তকে দাও।" (ভক্তের

---

* ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

অর্থাৎ—গৃহী তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে এবং যে যে কর্ম্ম করিবে তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। মিথ্যা কথা বলিবে না, শঠতা আচরণ করিবে না। সর্ব্বদা দেবতা ও অতিথিপূজায় নিযুক্ত থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি)—"আচ্ছা ভাই, এখন গিয়ে বিশ্রাম কর ; আবার অন্য সময়ে এস। হাঁ, হরিদ্বারে ক'দিন থাকবে ?"

ভক্ত—"চার পাঁচদিন মাত্র।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আচ্ছা, আবার এস, এই প্রসাদ লও।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী সকলকে বেলবড়ি দিলেন, ভক্তবৃন্দ বেলবড়ি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন।

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যঃ পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাত্তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥
(মহাভারত)

রাজা মতিচাঁদ সি. আই. ই. (বেনারস)—৺কাশীর রাজা মতিচাঁদ শ্রীশ্রীস্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একবার রাজা মতিচাঁদ হরিদ্বার আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট, সঙ্গে ৫।৬ জন কর্ম্মচারী। তাঁহার দেহরক্ষী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে আশ্রম-ফটকের নিকট দণ্ডায়মান। শ্রীশ্রীস্বামীজীর সম্মুখে এক ঝুড়ি আম্রফল।

শ্রীশ্রীস্বামীজী মতিচাঁদকে বলিলেন—"আচ্ছা রাজাজী! এই আম দিয়ে কি হবে ?"

রাজা মতিচাঁদ (বিনীতভাবে)—"মহারাজ! আপনার জন্য এই আম এনেছি, শাস্ত্রে আছে, রিক্তহস্তে সাধু, গুরু ও রাজাকে দর্শন করতে নেই।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তাই বুঝি এই এক ঝুড়ি আম এনেছেন ? কিন্তু আপনি রাজা, আমি রাজার নিকট হ'তে সামান্য এক ঝুড়ি আম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমি আপনার নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা করব, দিবেন কি ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতিচাঁদ—"যদি আমার শক্তি থাকে, অবশ্যই দেব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"যে জিনিস দিবার আপনার শক্তি নেই তা আমি চাইব কেন? আচ্ছা রাজাজী! আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, আপনি ত' অনেক টাকার মালিক, কিন্তু কেহ যদি আপনাকে আরও টাকা দিতে উদ্‌গ্রীব হয়, তাহা আপনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন কি?"

মতিচাঁদ—"স্বামীজী! টাকা পেলে কি কেহ ছেড়ে দেয়? কোটি কোটি টাকার যিনি মালিক তিনিও অর্থগৃধ্নু, অর্থ পেলে তাঁহার হৃদয়ও উল্লসিত হয়।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"ঠিক কথা। তৃষ্ণার অবধি নাই। শাস্ত্র বলেছেন 'পৃথিবীতে যত ধান্য, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে তাহা সমস্ত একত্র করলেও মাত্র একটি ব্যক্তিরও তৃষ্ণা মিটে না, অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর।' আমরা যখন যে অবস্থায়ই পতিত হই সেই অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। সন্তোষের চেয়ে সুখ আর নেই।"*

মতিচাঁদ—"হাঁ মহারাজ! তা ঠিক। আমরা সব বুঝি, কিন্তু কিছুই বুঝি না। এই ত' আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সঙ্গও কতবার করেছি, কত উপদেশ আপনার নিকট পেয়েছি কিন্তু মন হ'তে বিষয়-তৃষ্ণা কিছুতেই যাচ্ছে না—এর কারণ কি? শাস্ত্রে আছে 'সাধুসঙ্গের

---

* সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥ (হিতোপদেশ)

অর্থাৎ—সন্তোষরূপ অমৃত দ্বারা তৃপ্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সুখ, ধনলুব্ধ—'ইহা চাই, উহা চাই' বলিয়া যাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত হয় তাহাদিগের সে সুখ কোথায়? অর্থাৎ তাহারা শান্তি পায় না। অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর।

২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশেষ গুণ, সাধুসঙ্গ-গুণে মনুষ্যের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, হৃদয়ে ভক্তি ও জ্ঞানের উদয় হয়, জীবনে প্রকৃত শান্তির আস্বাদ পাওয়া যায়' ; কিন্তু কই আমাদের জীবনে ত' কিছুই হ'ল না। যখন উপদেশ শুনি, তখন ত' বেশ লাগে, মনেও আনন্দ পাই ; কিন্তু সংসার-আবর্ত্তে পড়ে মন আবার যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হ্যাঁ, সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। সাধুসঙ্গ করেও আমরা ফল পাচ্ছি না। এর কারণ কি জানেন? আমরা ঠিক ঠিক সাধুসঙ্গ করছি না। সাধুর কাছে ব'সে দুটী সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করার নাম সাধুসঙ্গ নয়, সাধুসঙ্গের অর্থ হ'ল সাধুর উপদেশ কায়মনোবাক্যে পালন করা—তবেই সাধুসঙ্গের ফল অনুভব করা যায়। তাহা ত' আমরা করি না, ঘরে গিয়ে সাধুর উপদেশ সব ভুলে যাই, তখন বিষয়-চিন্তায়ই আমাদের সময় অতিবাহিত হয়। যাক্, যে প্রশ্ন হচ্ছিল, তা-ই বলি ;—আমি আপনার নিকট কিছু দান চাই। প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা সময় আপনার হাতে থাকে, তাহার মধ্যে মাত্র তিন ঘণ্টা সময় আমাকে দান করুন।"

মতিচাঁদ—"এ ত' বড় অদ্ভুত যাচ্ঞা, স্বামীজী! সময় আবার দান করা যায় নাকি?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"কেন যাবে না? আমাকে তিন ঘণ্টা সময় দান করবেন অর্থাৎ আমার কথানুযায়ী তিন ঘণ্টা ব্যয় করবেন। কেমন, স্বীকৃত আছেন কি?"

মতিচাঁদ—"কি প্রকারে ব্যয় করব বলুন!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"প্রত্যহ সকালে দেড় ঘণ্টা ও সায়ংকালে দেড় ঘণ্টা ভগবানের ধ্যানে ও তাঁহার নামজপে ব্যয় করবেন।"

মতিচাঁদ—"স্বামীজী! ঠাকুরের পূজায়, সদ্গ্রন্থপাঠে আমি কিছু সময় ব্যয় করে থাকি ; সে সময় কি ভগবানের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে না?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"এক প্রকার হচ্ছে বৈঁ কি, কিন্তু ঠিক ঠিক হচ্ছে না।"

মতিচাঁদ—"আপনার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে আমি অক্ষম।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"রাজাজী! আপনি বুদ্ধিমান্, এত বড় ষ্টেট্ আপনি বুদ্ধিপূর্ব্বক চালাচ্ছেন, এতগুলি ব্যাঙ্ক চালাচ্ছেন, কিন্তু এই সামান্য কথাটি বুঝ্‌তে পারছেন না?

তবে শুনুন—

উত্তমানাং সহজবৃত্তির্ম্মধ্যমানাং ধ্যানধারণে।
অধমানাং শাস্ত্রালোচনা তীর্থগমনমধমাধমানাম্॥*

অর্থাৎ—উত্তম পুরুষ বা মহাপুরুষের সহজ ভাব, তাঁরা সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় বেড়াচ্ছেন, খাচ্ছেন, গল্প করছেন, তাঁরা সর্ব্বত্রই ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করছেন, তাই জগৎকে শিবময় দর্শন করে, শিবস্বরূপে স্থিত হ'য়ে তাঁরা জগৎ নিয়ে খেলা করছেন। মধ্যম পুরুষ সর্ব্বদা ধ্যান-ধারণা নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন; কারণ, শাস্ত্রপাঠ বা তীর্থগমন অথবা বাহ্যিক পূজা দ্বারা কখনও ভগবান বা ব্রহ্মলাভ হয় না, ধ্যান-ধারণা দ্বারা মনকে

---

* শিবসংহিতায় লিখিত আছে—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥

অর্থাৎ—উত্তম পুরুষ সর্ব্বত্রই ব্রহ্মোপলব্ধি করেন, তাঁহার ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন নাই, ধ্যানের দ্বারা যাহা লভ্য, তাহা তিনি লাভ করিয়াছেন—অর্থাৎ তিনি মহাপুরুষ। মধ্যম পুরুষ বা প্রকৃত সাধক অহর্নিশি ধ্যানে তন্ময় থাকিয়া সেই পরমপুরুষকে জ্ঞাত হইতে চেষ্টা করেন—কারণ, ধ্যান ব্যতীত জ্ঞান হয় না। অধম পুরুষের মন ধ্যানে তন্ময় হয় না, তাই তিনি শ্রীভগবানের স্তব ও তাঁহার নামজপে মগ্ন থাকিতে চেষ্টা করেন, অধমাধমের মন স্তোত্রপাঠ বা জপেও আকৃষ্ট হয় না, তাই তিনি বাহ্যপূজা লইয়া ব্যস্ত থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানে বা ব্রহ্মে সমাহিত করতে না পারলে শাস্ত্রপাঠ বা তীর্থগমন ইত্যাদি নিরর্থক।* অধম পুরুষের মন ধ্যানানন্দে মগ্ন হ'তে পারে না, তাই তাঁরা শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রচর্চ্চা করে কালাতিপাত করেন। যাঁদের মন শাস্ত্রপাঠেও নিবিষ্ট হয় না তাঁরা ধর্ম্মলাভের জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন—এই প্রকার ব্যক্তিকে অধমাধম বলা হয়। নিজের দেহেই ভগবান আছেন, দেহস্থিত ভগবানের অর্চ্চনা না করে যে ব্যক্তি বাহিরে বা মন্দিরে মন্দিরে ভগবানের জন্য ঘুরে বেড়ায়, সে মূর্খ। †

তাই বলি রাজাজী! প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা ভগবানের নামজপ ও তাঁর মূর্ত্তিধ্যানে ব্যয় করতে সচেষ্ট হউন, ধ্যান গাঢ় না হ'লে জীবনে প্রকৃত শান্তি বা অধ্যাত্মভাবের উদয় হয় না। যাঁর মন ধ্যানে যত বেশী তন্ময় হবে, তিনি ততই সাধন-রাজ্যের রহস্য অবগত হ'তে পারবেন। ধ্যান না করে শুধু বাহিক পূজা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ কোন ফল হয় না।"

মতিচাঁদ—"স্বামীজী! সত্যই বলেছেন; পূজা, পাঠ ত' নিয়মপূর্ব্বক করে আস্‌ছি, কিন্তু বিমল আনন্দ ক্ষণিকের জন্যও লাভ করতে পারিনি। আচ্ছা মহারাজ! আজ হ'তে আপনার উপদেশানুযায়ী প্রত্যহ তিন ঘণ্টা জপ ও ধ্যানে অতিবাহিত করতে প্রয়াসী হব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী (হাস্যমুখে)—"প্রয়াসী হব কি? আমি ভিক্ষুক,

---

* নানাশাস্ত্রং পঠেল্লোকো নানাদৈবতপূজনম্।
আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ সর্ব্বকর্ম্ম নিরর্থকম্॥ (গর্ভগীতা)

লোকে নানাশাস্ত্র পাঠ করে, নানা দেবতার পূজা করে, কিন্তু হে পার্থ! আত্মজ্ঞান ব্যতীত সব কর্ম্মই নিরর্থক।

† স্বদেহে পূজয়েদ্দেবং নান্যদেহে কদাচন।
স্বদেহোপায়মজ্ঞাত্বা ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতিঃ॥ (গীতাসার)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি রাজা। আমি তিন ঘণ্টা সময় দান চাচ্ছি, আপনি দান করতে প্রয়াসী হবেন কেন? বলুন—'হ্যাঁ দান করলুম'।"

মতিচাঁদ (সহাস্যে)—"আপনি ত' দেখ্‌ছি জবরদস্ত ভিক্ষুক, জোর করে আদায় না করে ছাড়বেন না; আচ্ছা মহারাজ! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

(আয়ের এক-দশমাংশ দান করিতে কার্পণ্য করিও না; পরলোকের চিন্তাও করিও)

যতীশচন্দ্র মিত্র, ক্যাসিয়ার, মরগ্যান এণ্ড কোং (শিষ্য)—যতীশ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"কিরে যতী! (যতীশ) তুই আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দান করিস্ ত'? আচ্ছা তুই কত বেতন পাচ্ছিস্?"

যতীশ—"বাবা! আপনার কৃপায় ৮০০৲ টাকা পাচ্ছি।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"তবে ত' তোর অন্ততঃ ৮০৲ টাকা দান করা উচিত, তা করিস্ কি?"

যতীশ—"বাবা! আপনি গুরু, সত্য বলতে কি, ৮০৲ টাকা দান হ'য়ে ওঠে না,—গরীব, অনাথা, বিধবা প্রভৃতিকে প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু দিতে হয়, কিন্তু তা হ'লেও ৮০৲ টাকা দান হয় না।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"না পুত্র! আয়ের এক-দশমাংশ দানে কার্পণ্য করা উচিত নয়। দেখ, গৃহস্থদিগের পঞ্চসূনা পাপ লেগেই আছে। গৃহের মালিককেই শুধু এই পাপ ভোগ করতে হয়, অপরকে নয়। উদূখল, যাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ ও ঝাঁটা—এই পাঁচটী বস্তুর ব্যবহার না করে কেহ জীবন ধারণ করতে পারে না, কিন্তু এই সব ব্যবহারের সময় পিপীলিকা প্রভৃতি কত জীব হত হয়! এই হত্যাজনিত পাপকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পঞ্চসূনা পাপ' বলা হয়। পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা এই পাপ নিবৃত্ত হয়, কিন্তু তা ত' তোমাদের দ্বারা হয় না। আয়ের এক-দশমাংশ দান দ্বারাও এই পাপ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। বেটা! জাগতিক ভোগ ক্ষণস্থায়ী, পরলোকের জন্যও চিন্তা করিও।"

(শিষ্যের রোগ আকর্ষণ)

জেলার উপেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী, চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হইতেছে না। অনন্যোপায় হইয়া উপেন্দ্র হরিদ্বারে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট জবাবী টেলিগ্রাম করিলেন—"পুত্র পীড়িত, আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী লিখিলেন—"যথাশক্তি নাম ও দান কর।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ উক্ত দিনেই শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিন চার দিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। এদ্দিকে শ্রীশ্রীস্বামীজীর আশীর্ব্বাদসূচক টেলিগ্রাম প্রাপ্তির পরই উপেন্দ্রের পুত্রের জ্বর অচিরে উপশম হইল। শ্রীশ্রীস্বামীজী শিষ্যের রোগ নিজের শরীরে আকর্ষণ করিয়া শিষ্যকে রোগমুক্ত করিলেন।

(মহাপুরুষ ভাবগ্রাহী,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদিতে তুল্যভাব)

করটিয়ার (মৈমনসিংহ) মুসলমান জমিদার—এই মুসলমান জমিদার শ্রীশ্রীস্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট প্রায়ই পত্র লিখিতেন। একবার কোনও সাংসারিক বিপদে পতিত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া হরিদ্বারে জবাবী টেলিগ্রাম করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী লিখিলেন—"যথাশক্তি নাম ও দান কর।" ইহার তিন চার দিন পরেই উক্ত জমিদার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজীকে পত্র দিলেন—"বাবা! আপনি আমার অসংখ্য সেলাম জানিবেন। আপনার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির তুই তিন দিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত হইয়াছি। আপনার অসীম দয়ার কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। আপনার এই দীন সেবকের প্রতি সর্ব্বদা একটু কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন—ইহাই আপনার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

(গুরুবাক্য অবহেলার ফল, ধনী সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাত্তুরের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা— শ্রীশ্রীস্বামীজীর অদ্ভুত প্রেম ও ত্যাগ)

শোভাবাজারের (কলিকাতা) ৺সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাতুর (শিষ্য) —১৯১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীস্বামীজী পাহাড়ী আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্য ভক্তপ্রবর সরোজেন্দ্র শ্রীশ্রীস্বামীজীকে নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় রাখিয়া স্ত্রীর সহিত ঐকান্তিক ভাবে তাঁহার সেবায় রত হন। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারবৃন্দ শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী অত্যন্ত তুর্ব্বল, উত্থান-শক্তিরহিত, তিনি শয্যায়ই মলমূত্র ত্যাগ করিতেছেন। গুরুগতপ্রাণ সরোজ ও তদীয় সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী উভয়েই প্রগাঢ় ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেবায় রত; তাঁহারা স্বহস্তে তাঁহার মলমূত্র ইত্যাদি পরিষ্কার করিতেছেন। তাঁহাদিগের ঐকান্তিক যত্নে ও সেবায় শ্রীশ্রীস্বামীজী স্বল্পকালমধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীশ্রীস্বামীজীর স্নেহ ও প্রেম স্বভাবতঃ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে টাকা, অলঙ্কার ইত্যাদি বহু জিনিস উপহার দিতেন। তিনি তাহার অধিকাংশই সরোজের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গুরুভক্ত সরোজের গ্রহবৈগুণ্য, জুয়াখেলায় সর্ব্বস্বান্ত—শ্রীশ্রীস্বামীজী কর্ত্তৃক গচ্ছিত প্রায় লক্ষ টাকাও নষ্ট)

শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপদেশের মধ্যে জুয়াখেলাকে 'নরকের দ্বার' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। গুরুভক্ত সরোজ গ্রহবৈগুণ্যে গুরুবাক্য বিস্মৃত হইলেন। তিনি জুয়াখেলায় রত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীস্বামীজীর তখন প্রায় লক্ষ টাকা গচ্ছিত ছিল। তিনি মনে করিলেন ঐ টাকা দ্বারা জুয়া খেলিয়া নিজের টাকা পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে কিছু অর্থ দান করিবেন। কিন্তু হায় মানুষের আশা! জুয়াখেলায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর টাকাও সব নষ্ট হইল। সরোজ গভীর দুঃখে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ। শ্রীশ্রীস্বামীজী হরিদ্বার হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার সমুদয় অর্থ সরোজ নষ্ট করিয়াছেন অবগত হইয়াও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। লজ্জিত ও দুঃখিত সরোজ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। হায়! তিনি নিজের দোষে গুরুর গচ্ছিত ধন নষ্ট করিয়াছেন। অনুশোচনায় তিনি হৃদয়ে শতবৃশ্চিক-দংশনজ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। আত্মহত্যা করিয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি উদ্‌গ্রীব। শ্রীশ্রীস্বামীজী ইহা অবগত হইয়া সরোজকে নিজের কাছে ডাকাইলেন। ম্রিয়মাণ সরোজ অতি সঙ্কোচের সহিত শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমীপে উপনীত হইলে, তিনি প্রেমার্দ্র-চিত্তে সরোজকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহবিগলিতকণ্ঠে বলিলেন—"বেটা! তোর এত লজ্জা বা দুঃখ কেন? আত্মহত্যা করবি কেন? আমার টাকা নষ্ট করেছ, তাতে কি হ'য়েছে? যার গিয়েছে, তার গিয়েছে, ভোলা-গিরির কি গিয়েছে? সন্ন্যাসীর আবার টাকার মায়া থাকে নাকি! যাও পুত্র! কোনও দুঃখ করিও না; সব ভগবানের মায়া, সব তাঁরই ইচ্ছা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্যা কর, তপস্যার ফল অমোঘ, কর্ম্মদোষে পশুপক্ষীর শরীর ধারণ করিতে হইলেও তপস্যার সংস্কার জাগ্রত থাকিবে। 'তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।' (গীতা ৬।৪৩)

'কালু' কুকুর—আশ্রমে 'কালু' নামে একটি দুর্দ্দান্ত কুকুর ছিল। এই কুকুরটিও শ্রীশ্রীস্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিল। শ্রীশ্রীস্বামীজীও তাঁহার এই ভক্ত পশুটির জন্য প্রত্যহ এক সের দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, উক্ত দুগ্ধ প্রত্যহ বাজার হইতে ক্রয় করা হইত। আমরা তাঁহার এই অদ্ভুত কুকুর-প্রেম দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। কালু এমন কি রত্ন যে, প্রত্যহ তাহাকে এক সের করিয়া দুগ্ধ দিতে হইবে! কিন্তু এই কালু কুকুরের মৃত্যুর দিনের ঘটনা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। তখন বুঝিলাম যে শ্রীশ্রীস্বামীজী কেন ইহাকে প্রত্যহ এক সের করিয়া দুগ্ধ দিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় মাসাধিক কাল কালু পীড়িত, উত্থানশক্তি-রহিত। তাহার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতেছে। মৃত্যুর দিন কালু কোনও প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিল না। সেদিন পূর্ণিমা। বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় সে ধীরে ধীরে অতিকষ্টে আশ্রম-ফটকের সিঁড়ি হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রমসংলগ্ন গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিল। অনন্তর শরীরের পশ্চাদ্ভাগ গঙ্গায় নিমজ্জিত করিয়া সে শুইয়া রহিল ও দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল। আমরা কালুর এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক মৃত্যু ও অদ্ভুত গঙ্গাভক্তি দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলাম—"কালু নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে সাধু ছিল, কোনও উৎকট পাপ বা শাপের ফলে সে এই জন্মে কুকুর-শরীর পেয়েছিল। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ত' আর যায় না, তাই কুকুর-শরীর পেয়েও তার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি, গঙ্গাভক্তি সবই জাগরূক ছিল, গঙ্গা স্পর্শ করে দেহত্যাগ করতে পারলে মুক্তি হয়—এই শাস্ত্রবাক্যও হয়ত তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মরণ ছিল। তাই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে পূর্ণিমার শুভদিনে গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক গঙ্গাস্পর্শ করে কালু সজ্ঞানে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিল।"

(শ্রীশ্রীস্বামীজী কি শিবস্বরূপ ? জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্যের দিব্যদর্শন)

(ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি)

শ্রীশ্রীস্বামীজীর জনৈক সন্ন্যাসী-শিষ্য—এই সন্ন্যাসী-শিষ্য তখন ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট হইতে দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক কঠোর সাধনায় মগ্ন হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তিনি হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রমে উপনীত হইয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন। দিব্য আনন্দে কখনও তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত, আত্মা সত্য, ব্রহ্ম সত্য, শরীর মিথ্যা—এই সত্য-জ্ঞানের আভাস যখনই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত, তখনই তিনি জগৎভোলা আপনভোলা ভাবে তন্ময় থাকিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন—তিনি মনে করিলেন "ব্যস্ আমাকে আর পায় কে? আমি অচিরেই সিদ্ধিলাভ করে কৃতকৃত্য হব।" কিন্তু সাধন-রাজ্যে বহু বিঘ্ন—আজ তুমি ধ্যানে তন্ময় হইয়া গভীর আনন্দ উপলব্ধি করিতেছ, তোমার মনে বিষয়-বাসনার লেশমাত্র আছে বলিয়াও মনে হয় না, কিন্তু সেই তুমি পরের দিনই হয়ত বিষয়-বাসনা ও কামাদি রিপুর প্রবল তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িতেছ, তখন তোমার মনে হইতেছে যে, তোমার মত বিষয়ী, তোমার মত রিপুর দাস দ্বিতীয় আর কেহ নাই। এই মুহূর্ত্তে তোমার মন পরব্রহ্ম বা ভগবানে সমাহিত, পরমুহূর্ত্তে আবার অসুরসদৃশ ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবল আক্রমণে বিক্ষিপ্ত, ক্লিষ্ট। ইহাই সাধন-রাজ্যের নিয়ম—'কদা মন ব্রহ্ম কা রূপ, কদা মন বিষয় কা কূপ'—তাই এই অবস্থাকে 'সাধন-সমর' বলিলেও অত্যুক্তি হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। সাধক প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া কখনও তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছেন, কখনও বা নিজেই পরাজিত হইতেছেন। কখনও তিনি বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করিতেছেন কখনও বা ইন্দ্রিয়সমূহের আক্রমণে বিচলিত হইয়া ম্রিয়মাণ হইতেছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর উক্ত সন্ন্যাসী-শিষ্যও অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা খুব সহজ নহে। তাঁহার মনেও মধ্যে মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন গভীর দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া তিনি মনে করিতেন—"তাই ত', কোথায় গেল আমার সে আত্মরতি, আত্মচিন্তা, আত্মানন্দ!" এই-ভাবে পাঁচ মাস স্বর্গাশ্রমে অতিবাহিত করিয়া তিনি হরিদ্বারে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপনীত হইলেন। কোন্ মূর্ত্তির ধ্যান করা উচিত—এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন—"গুরুমূর্ত্তি ধ্যান কর।" গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক উক্ত শিষ্য সেই রাত্রে শ্রীশ্রীস্বামীজীর রূপধ্যান ও তৎপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এইভাবে শ্রীশ্রীস্বামীজীর মূর্ত্তিধ্যানে তাঁহার মন নিবিষ্ট রহিল, সে মূর্ত্তি শ্রীশ্রীস্বামীজীরই; সেখানে শিবও নাই, বিষ্ণুও নাই, শক্তিও নাই। মানুষ-ভোলানন্দের রূপে মগ্ন হইলে কি লাভ! ভোলানন্দকে ত' আশ্রমেই দেখিতে পাওয়া যায়, ধ্যানেও যদি শুধু সেই মূর্ত্তিই দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সে ধ্যানে লাভ কি? তবে সাধারণ ব্যক্তি ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর মধ্যে পার্থক্য কি? এ প্রশ্ন সাধারণ ব্যক্তির মনে উদিত হইতে পারে এবং তাঁহারা এই যুক্তিতে 'ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ'—এই মত খণ্ডনও করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত সন্ন্যাসী-শিষ্যের মনে তখন কোনও যুক্তি বা সংশয়ের স্থান ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার হৃদয়ে ছিল গুরুবাক্যে অগাধ নিষ্ঠা—গুরু বলিয়াছেন—"গুরুমূর্ত্তি ধ্যান কর।" এই বাক্যের উপর অগাধ নিষ্ঠা রাখিয়া তিনি ভোলানন্দ-মূর্ত্তি ধ্যানে তন্ময়; কিন্তু তাঁহার কি কোনও লাভ হইল? শুধু লাভ নয় —তাঁহার হইল দিব্যদর্শন। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইতেই তিনি দেখিতে পাইলেন শ্রীশ্রীস্বামীজীর মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, সে স্থানে দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ডমরু, ত্রিশূলধারী জটাজুটমণ্ডিত দেবাদিদেব মহাদেব দণ্ডায়মান। এই দিব্যদর্শন, ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া উক্ত শিষ্যের হৃদয়ে প্রবল আনন্দধারা প্রবাহিতা হইতে লাগিল। আনন্দের আতিশয্যে তিনি অধিকতর জপ ও ধ্যানে মগ্ন হইলেন, রাত্রি তখন দুইটা বাজিয়াছে, কিন্তু উক্ত শিষ্যের সেদিকে দৃষ্টি নাই, তন্দ্রা, নিদ্রা, আলস্য, জড়তা যেন মুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তিনি বিভোর হইয়া রহিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিতেই উক্ত সন্ন্যাসী-শিষ্যের হৃদয়ে দ্বিগুণ আনন্দধারা প্রবাহিতা হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন শ্রীশ্রীস্বামীজী নয়, স্বয়ং ভগবান শিবই শ্রীশ্রীস্বামীজীর চেয়ারে উপবিষ্ট। শিষ্য ভাবিলেন—"এ কি কৈলাস্! আমি কি কৈলাসে আছি, আমাকে আর পায় কে! গুরুই শিব—এ জ্ঞান যখন আমার হ'য়ে গিয়েছে আমি যখন শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সাক্ষাৎ শিবরূপেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, তখন সিদ্ধিলাভের আর বাকি কি? আমি পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই সিদ্ধ হ'য়ে যাব।" কিন্তু হায় বৈষ্ণবী মায়া! তারপর ধীরে ধীরে উক্ত সন্ন্যাসী-শিষ্যের সে ভাব নষ্ট হইতে লাগিল। তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে একদিনের জন্যও আর সে ভাবে দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কেন এমন হইল? ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্য্যভাব বা বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া পুনরায় তাহা সংবরণ করিলেন। অর্জ্জুন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিলেন—তাঁহার প্রিয়সখার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাঁহার প্রিয়সখা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। যশোদা দেখিলেন—বালক শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড। দেবকী দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিতেই দেবতাবৃন্দ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন। কিন্তু ভক্তের মন ভগবানের এই ঐশ্বর্য্যভাবে সর্ব্বদা আবিষ্ট থাকিলে, ভগবান তাঁহাদের সহিত লীলা করিতে পারেন না—তাই তিনি স্বীয় মায়া দ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া মাধুর্য্যভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত লীলাখেলা করেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সাক্ষাৎ শিবভাবে দর্শন করিয়াও উক্ত সন্ন্যাসী-শিষ্যের পুনরায় তাঁহাকে শুধু নিজের গুরুভাবে দর্শনের কারণও কি ইহাই?

(শ্রীশ্রীস্বামীজীর ভাগবতী তনু)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ—পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীশ্রীস্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর মহাসমাধির পর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৺কাশীর হিন্দুমিশন প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীস্বামীজীর বাৎসরিক তিরোধান তিথি উৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবের দিন অপরাহ্ণে পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তর্কভূষণ মহাশয় বলিতে থাকেন—"……স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজকে আমি অনেকবার দেখেছি, তাঁর মধুর সঙ্গ করিবার সৌভাগ্যও আমার অনেক হয়েছে। শাস্ত্রে ভাগবতী তনুর (শরীর) যে যে লক্ষণ আছে, সব লক্ষণগুলিই আমি ভোলাগিরি মহারাজের শরীরে দেখেছি। এ প্রকার মহাত্মা বস্তুতঃ অতি দুর্লভ। এই প্রকার লোকোত্তর ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা ও ইঁহার পবিত্র স্মৃতি উদ্দেশ্যে উৎসবাদি যত বেশী হয় ততই জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গল।……"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(স্বদেশের প্রতি প্রেম)

লর্ড রিপণ (ভারতবর্ষের বড়লাট)—স্বদেশপ্রেমীদিগকে জনসাধারণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। স্বদেশের কল্যাণের জন্য, স্বদেশের মুক্তির জন্য যাঁহাদিগের হৃদয় কাঁদে, যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরদারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করেন বা কারাগারে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই স্বদেশবাসীদিগের নিকট পূজ্য ও সম্মানিত। এই মর-জগতে স্বদেশপ্রেম সকলের হৃদয়েই অল্পাধিক বর্ত্তমান। দুই চার জন স্বার্থান্বেষী বিভীষণ-স্থানীয় স্বদেশ-দ্রোহী যাহা দৃষ্ট হয় তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। সাধু, সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ কি স্বদেশপ্রেমের বহির্ভূত? কেহ কেহ বলিবেন যে, সাধুদিগের, মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে আবার স্বদেশ, পরদেশ, আপন, পর ইত্যাদি ভেদভাব কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তাঁহারা যে আত্মারাম, ত্রিভুবনই তাঁহাদিগের স্বদেশ, এই মরজগতের একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদিগের সার্ব্বভৌম প্রেম আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সকল ভূতেই তাঁহারা নিজেকে দেখিতে পান, সকল দেশের, সকল জীবের জন্যই তাঁহাদের হৃদয়ে সমবেদনা সমভাবে উদিত হয়। কথাটা সত্য। মহাপুরুষের চিত্ত সকলের দুঃখে বিগলিত হয়। মহাপুরুষ সর্ব্বদেশের, সর্ব্বজীবের হিত কামনা করেন, তাঁহার নিকট আপন, পর ইত্যাদি ভেদভাব থাকিতে পারে না। তথাপি মহাপুরুষ নিজের জন্মস্থান, নিজের মাতৃভূমি বা স্বদেশের প্রতি একটু বিশেষ প্রেম প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই মত খণ্ডন করিতে চেষ্টিত হইতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন যে, এই প্রকার উক্তি দ্বারা মহাপুরুষকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হইতেছে; এই প্রকার উক্তি দ্বারা তাঁহার মধ্যে ভেদভাব বিরাজিত থাকে বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার মতাবলম্বী যদি একটু বিচার করিয়া দেখেন, তবে বুঝিবেন মহাপুরুষের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম থাকা যুক্তিসম্মত ও স্বাভাবিক। মহাপুরুষত্ব লাভ হইলে মনুষ্য বৃক্ষ বা পাষাণে পরিণত হন না। পরন্তু তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রেমপ্রবাহ দ্বিগুণতর ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। শাস্ত্রমতে মহাপুরুষ শিবস্বরূপে স্থিত হইয়া শিবত্ব লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হন। সুতরাং মহাপুরুষ ও ভগবানের চরিত্রে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। ভগবান সর্ব্বভূতেই সমান, কিন্তু তিনি ভক্তবৎসল। যিনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপাসনা করেন, ভগবান তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা ও স্নেহ প্রদর্শন করেন। ইহাতে যেমন ভগবানের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ মহাপুরুষও সর্ব্বভূতে সমান, তাঁহার নিকট সকল দেশই তুল্য কিন্তু তিনি নিজের দেশের প্রতি—যে দেশে তিনি বাল্যাবধি লালিত-পালিত, যে দেশের জনসাধারণের সহিত তিনি আশৈশব সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ, যে দেশ জন্মাবধি অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি অপরিহার্য্য জিনিস দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়াছে ও করিতেছে—সেই দেশের প্রতি একটু বিশেষ প্রেম প্রদর্শন করিলে তাঁহার সার্ব্বভৌম প্রেম খণ্ডিত হয় না। শ্রীশ্রীস্বামীজীর জীবনেও এই স্বদেশপ্রেম দৃষ্ট হইত। আশ্রমে 'দৈনিক বসুমতী' ও সাপ্তাহিক হিন্দী 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাদ্বয় গৃহীত হইত। শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে আশ্রমস্থ সাধুগণ তাঁহার নিকট উহা পাঠ করিতেন। তিনি ধীর-স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ শ্রবণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে পাঠকদিগের সহিত আলোচনা করিতেন।

একবার তিনি সিমলা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি একদিন রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময়ে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপণ গাড়ীতে সে স্থান অতিক্রম করিতেছিলেন। হঠাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেই তাঁহার সুন্দর সৌম্য-কান্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপনীত হইয়া টুপি উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রতিনমস্কার জ্ঞাপন পূর্ব্বক লর্ড রিপণকে বলিলেন—"সাহেব! আপনি কাকে প্রণাম করছেন এবং কিসের জন্য? এতে কোনও সংশয় নেই যে শরীর, ভাষা ও পরিচ্ছদে আমি ও আপনি ভিন্ন, কিন্তু বস্তুতঃ আমি ও আপনি ত' একই (আত্মদৃষ্টে)।" তদুত্তরে লর্ড রিপণ বলিলেন—"হাঁ ঠিক বলেছেন; তা হ'লেও আপনার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে, তা হ'ল আপনার আকর্ষণী শক্তি। আমি সেই আকর্ষণী শক্তির নিকট মস্তক অবনত করছি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোনও হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াছেন কি না. তদুত্তরে লর্ড রিপণ বলিলেন যে, তিনি মহাভারত, রামায়ণ, দশোপনিষদ্, পঞ্চদশী ও গীতা পাঠ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহার সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার জন্য লর্ড রিপণ আগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীশ্রীস্বামীজী উপযোগী স্থান ও সময় নির্দ্ধারণ করিলেন। পরদিন উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন। ভারতের শাসনকার্য্যে ভারতবাসী যাহাতে কিছু ক্ষমতা লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে স্বদেশপ্রেমী শ্রীশ্রীস্বামীজী লর্ড রিপণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি আকৃষ্টচিত্ত লর্ড রিপণ বলিলেন যে, তিনি এ সম্বন্ধে যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন। অবশেষে লর্ড রিপণের চেষ্টায়ই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট (ইংরাজ সরকার) ভারতবাসীকে ভারতের শাসন-কার্য্যে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা প্রদান করেন, ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল—না শ্রীশ্রীস্বামীজীর অনুরোধের ফল—না উভয়েরই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা বিচারশীল ব্যক্তিগণ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিবেন। কিন্তু আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে শ্রীশ্রীস্বামীজী দেশের জন্যও চিন্তা করিতেন এবং দেশের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক সুযোগ তিনি গ্রহণ করিতেন।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

(ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)

উকিল ভবানীশঙ্কর (শিষ্য, হিন্দুস্থানী)—ভবানীশঙ্কর হরিদ্বার আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট, তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন—"বাবা! চিত্ত স্থির হয় না, চিত্ত স্থির করিবার উপায় কি?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেটা! ভগবানে বা গুরুতে মন লাগাতে চেষ্টা কর। প্রথম প্রথম মন বসিবে না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে মন ধ্যানে লেগে যায়, চিত্ত স্থির হয়।"*

ভবানীশঙ্কর—"কার ধ্যান কর্ত্তব্য?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"যার যে মূর্ত্তির প্রতি নিষ্ঠা আছে, সে সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিবে; কেহ রাম, কেহ শিব, কেহ কৃষ্ণ, কেহ কালী, কেহ

---

* চিত্তকে স্থির করা অতীব কঠিন, শ্রীশ্রীস্বামীজীর মতে পুনঃ পুনঃ ভগবান বা গুরুতে মন নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে চিত্ত স্থির হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি এই চিত্তকে শান্ত করিবার নানাবিধ উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।

(ক) বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্—অর্থাৎ কোনও বীতরাগ পুরুষের (আসক্তিশূন্য পুরুষ) চিত্তে নিজ চিত্তকে মিলাইয়া ধ্যান করিলে চিত্ত শান্ত হয়।

(খ) স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা—অর্থাৎ স্বপ্ন অথবা নিদ্রার জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ধ্যানস্থ হইলে চিত্ত শান্ত হয় অর্থাৎ নিজেকে নিদ্রিত মনে করিয়া নিদ্রার জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু ইত্যাদি। কিন্তু সব সময়ই একই মূর্ত্তির ধ্যান করা উচিত। ভগবান একজনই, বিভিন্ন ভক্ত তাঁকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।"

ভবানীশঙ্কর—"জপ ও ধ্যান কি একই সময়ে করা উচিত?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ পুত্র! জপ করিতে করিতেই মন ধ্যানে তন্ময় হয়। জপের সময় মনকে ইষ্টদেবের ধ্যানে নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। ধ্যান গাঢ় হইলে বাহ্যিক জপ স্বতঃই বন্ধ হইয়া যায়, তখন ভিতরেই জপ হইতে থাকে, ইহারই নাম 'অজপা-জপ' অর্থাৎ জপ না করিলেও জপ অনুষ্ঠিত হওয়া। এই অবস্থায় সাধক অনাবিল শান্তি লাভ করেন। বেটা! তপস্যা করিলে এই সব বুঝিতে পারিবে। তপস্যা না করিলে কিছুই হইবে না।"

(বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥)

(দর্শপৌর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞ হইতে জপ দশগুণ শ্রেষ্ঠ, উপাংশু জপ শতগুণ শ্রেষ্ঠ, মানস জপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ।)

(গ) যথাভিমতধ্যানাদ্বা—অর্থাৎ যে বিষয়টি যাহার নিকট ভাল লাগে সেই বিষয়টি চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইলে চিত্ত স্থির হয়।

(ঘ) ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা—অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের চিন্তা করিলেও চিত্ত স্থির হয়।

ঈশ্বর কি? পতঞ্জলি ঋষি বলেন—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"—অর্থাৎ অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল এবং বাসনা যাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করে না এইরূপ এক বিশিষ্টপুরুষই 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত হন। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার ব্রহ্ম বা আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। আমরা উহার কল্পনাও করিতে পারি না। সুতরাং সাধনার পূর্ব্বাবস্থায় সগুণ ঈশ্বরচিন্তাই প্রকৃষ্ট উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবানীশঙ্কর—"বাবা, জপ কি উচ্চৈঃস্বরে করিব, না মনে মনে করিব ?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"জপে বসে মন ভয়ানক চঞ্চল হ'লে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম জপ করিবে বা গান করিবে। অল্প চঞ্চল হ'লে নিম্নস্বরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে যাহাতে অতি নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিও শুনিতে না পায় (উপাংশু জপ)। আর মনে কোনও প্রকার চঞ্চলতা না আসিলে মানস জপ অর্থাৎ মনে মনে জপ করিবে। মানস জপই অন্যান্য জপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

ভবানীশঙ্কর—"জপের পক্ষে কোন্ সময় প্রশস্ত ?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, নিশীথ (মধ্যরাত্রি) ও সান্ধ্য-মুহূর্ত্ত (প্রদোষ)।"

ভবানীশঙ্কর—"কোথায় বসে জপ করা উচিত ? শয্যায় বসে জপ করলে কোনও ক্ষতি আছে কি ?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"যেখানে বসেই জপ কর না কেন, তাহাতে কোনও ক্ষতি নেই। ভগবানের নাম নিলে আবার ক্ষতি হবে কি ? তবে নদীতীর, পুণ্যক্ষেত্র, দেবমন্দির, বিল্বমূল, পর্ব্বতশৃঙ্গ ইত্যাদি জপের পক্ষে প্রশস্ত স্থান*, তা ত' তোমাদের দ্বারা সর্ব্বদা সম্ভব নয়, তাই

* পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকম্।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্॥
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি॥ (কুলার্ণবতন্ত্র)

অর্থাৎ পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতশৃঙ্গ, তীর্থস্থান, সিন্ধুসঙ্গম, পবিত্র বন, নির্জ্জন উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রের কূল, নিজগৃহ ইত্যাদি সাধনার পক্ষে উপযোগী স্থান। অথবা যেখানে চিত্ত প্রশান্ত হয়, সেখানে বসিয়াই সাধনা করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা জপ করিবে মনে ও কোণে; অর্থাৎ যেখানে যে অবস্থায়ই থাক না কেন, মনে মনে সর্ব্বদা জপ করিবে। আর কোণেও জপ করিবে, অর্থাৎ ঘরের এক কোণে একান্তে আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে স্থিরভাবে ধ্যাননিবিষ্টচিত্তে প্রত্যহ অন্ততঃ তিনঘণ্টা করে জপ করিবে।"

শ্রদ্ধেয়া বিপ্রলব্ধারঃ প্রিয়া বিপ্রিয়কারিণঃ।
সুদুস্ত্যাজ্যাস্ত্যাজন্তোঽপি কামাঃ কষ্টা হি শত্রবঃ॥

(কিরাতার্জ্জুনীয়ম্)

(কামের বিষয়গুলি আপাততঃ তাহাদিগের প্রলোভনে বিশ্বাস জন্মায় বটে কিন্তু অবশেষে নিতান্ত প্রতারণা করে। এগুলি পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, ইহারা ঘোর শত্রু।)

প্রাণায়াম, আসন, ব্যায়াম, মৃত্যুচিন্তা, ভগবদ্ভক্তি—কামজয়ের উপায়।

হাইকোর্টের উকিল এবং ল কলেজের প্রফেসর ৺মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী—মোহিনীমোহন শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"দেখ, ভাই! এ বুড়ো (শ্রীশ্রীস্বামীজী) প্রাতঃ তিনটায় লালতারায় পায়খানায় যেত, মধ্যে মধ্যে বাঘের সহিত তাঁহার (শ্রীশ্রীস্বামীজীর) দেখা হ'ত। এখন হরিদ্বারে আর বাঘ আসে না।"

মোহিনী—"পূর্ব্বে বাঘ আসত নাকি?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ পুত্র! জল খেতে পাহাড় হ'তে গঙ্গায় আসত। আমি যেতুম পায়খানায়, তারা আসত জল খেতে, প্রায়ই দেখা হ'ত।"

মোহিনী—"আপনাকে কিছু বলত না?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"কি আর বলবে? ওরা হয়ত মনে করত যে, আমিও ওদেরই মত একটা জানোয়ার। পুত্র! বাঘ, সিংহ প্রভৃতি আমাদিগকে হিংসা করে কেন, জান? আমরাও তাহাদিগকে হিংসা করি বলে। নিজের মধ্যে হিংসাবৃত্তি না থাকলে তোমাকে তাহারা হিংসা করবে না। এই হিংসাবৃত্তি সহজে যায় না। শ্রীগুরুদেবের কৃপা না হ'লে হিংসাবৃত্তির হাত হ'তে কেহই পরিত্রাণ পায় না।"

মোহিনী—"এখন আর বাঘ আসে না কেন?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"রেলগাড়ি হওয়া অবধি তারা আর গঙ্গায় জল খেতে আসছে না, রেলগাড়ীর শব্দে মনে হয় তারা ভয় পেয়েছে।"

মোহিনী—"বাবা! আমাদের হৃদয়েও ত' বাঘ, সিংহ, সাপ ইত্যাদি আছে। রেলগাড়ীর শব্দে পাহাড়ের বাঘ সহরে আসতে ভয় পাচ্ছে কিন্তু সাধুসঙ্গের ভয়ে (গুণে?) আমাদের হৃদয়স্থিত সিংহ, ব্যাঘ্র সর্পরূপ কাম, ক্রোধ, লোভাদি বৃত্তি ত' পলায়ন করছে না, তারা ত' সমভাবেই বিরাজ করছে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী (স্নেহবিগলিতকণ্ঠে)—"পুত্র! এই কামাদি রিপু-সমূহকে জয় করা বড়ই কষ্টসাধ্য। কাম জয় করতে পারলে অন্যান্য রিপু স্বতঃই দমিত হ'য়ে যায়। কামই যত অনর্থের মূল। এই কাম (বাসনা) আমাদিগের নিকট নূতন নূতন প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হ'য়ে আমাদিগকে মুগ্ধ করে। কামের ব্যাঘাত হ'লেই ক্রোধের উদ্রেক হয়।"

মোহিনী—"এই কামকে জয় করিবার উপায় কি?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"মৃত্যুচিন্তা, প্রাণায়াম, বিচার, আসন, ব্যায়াম, ভগবদ্ভক্তি ইত্যাদির দ্বারা এই কামকে জয় করা যায়। যার মনে সর্ব্বদাই নিজের মৃত্যুচিন্তা জাগরূক থাকে তাহার দ্বারা কোনও পাপ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। নিজের মৃত্যুচিন্তা দ্বারাই হৃদয়ে বৈরাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদিত হয়, বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বভাবতঃই জগৎটাকে অসার জ্ঞান করে পরমপুরুষকে লাভ করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার হৃদয়ের কামাদি বৃত্তি বৈরাগ্যানলে ভস্মীভূত হ'য়ে যায়। প্রাণায়াম দ্বারাও চিত্ত জয় করা যায়। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাণায়াম করিলে শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ থাকে। ব্যায়াম বা আসন অভ্যাস করিলেও শরীর মন ভাল থাকে। আসনের উপকারিতা ব্যায়াম হ'তে সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। বিচার দ্বারাও মনকে জয় করা যায়। জগৎ কি, আমি কে, পূর্ব্বজন্মে আমি কোথায় ছিলাম, এই শরীর ধ্বংসের পরই বা আমি কোথায় যাব, ভগবান কি—এই প্রকার চিন্তার নাম 'বিচার'। প্রত্যহ একান্তে বসে অন্ততঃ একঘণ্টা এইভাবে বিচারে তন্ময় হ'তে পারিলে জীবনে অনেক উন্নতি হয়। ভগবদ্ভক্তির গুণেও কামাদি রিপু দমিত হয়। শরীরের কোনও স্থানে পোকাদি বিচরণ করিলে যেমন হস্ত তত্তৎ স্থান হ'তে পোকাদি দূরীভূত করে, তদ্রূপ মনে কামাদি রিপু উদয় হওয়ামাত্র ভক্তি সেগুলিকে নষ্ট করে দেয়। ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা সকলই সম্ভব। পুত্র! পথ ত' অনেক আছে; কিন্তু আমরা যদি কোনও পথে বিচরণ না করি তবে দোষ কাহার?" *

---

* প্রত্যহ বিশিষ্টরূপে শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম কিম্বা মুক্ত বাতাসে দ্রুতপদে ভ্রমণ শরীরের পুষ্টি ও কামদমনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। ব্যায়াম বা পরিশ্রম করিয়া প্রত্যহ দুইবার শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত করাইলে অনেক উপকার হয়। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম, ব্যায়াম বা ভ্রমণ ক্ষতিকর। বিশেষ পরিশ্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহা হইতে বিরত হইবে। হিন্দু যোগীদিগের আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম শারীরিক পুষ্টি ও কামদমনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অভ্যাস করিতে হয়, তবেই প্রকৃত ফল পাওয়া যায়। পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিছুদিন নিয়মিতভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই প্রাণায়ামের উপকারিতা উপলব্ধি করা যায়। ইহা ইন্দ্রিয়নির্য্যাতনের প্রকৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহিনী—"বাবা! ঠিক বলেছেন; তপস্যায় প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছারই আমাদিগের অভাব। এই জাগতিক সুখেই আমাদের মন আকৃষ্ট। শত বিচার করি কিন্তু অলক্ষ্যে মনকে কে যেন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতে থাকে। এর কারণ কি? প্রকৃত বৈরাগ্য আমাদিগের মনে উদিত হয় না কেন? কি উপায়েই বা প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ করা যায়?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"পুত্র! বহু জন্মের তপস্যার ফলে জীব-হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়। প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হ'লেই সাধনে প্রকৃত রুচি হয় ও ধীরে ধীরে সাধক দিব্যজ্ঞান লাভ করে শিবস্বরূপে স্থিত হন। সুতরাং যত পার তপস্যা কর। অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদিগের মনকে সজোরে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, আমার ভ্রাতা, আমার দেহ, আমার গৃহ ইত্যাদি মমত্বজ্ঞানে জীবকে মুগ্ধ করে। এই মমত্বজ্ঞান বা মোহই আমাদিগের দুঃখের ও বন্ধনের একমাত্র কারণ। এই মোহকে অতিক্রম করিতে পারিলেই

উপায়। প্রাণায়াম মনকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে একাগ্র করিয়া দেয়, সুতরাং ইহা দ্বারা রিপু সহজেই দমিত হয়। কুম্ভক করা অর্থাৎ শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখা অনেক সময় বিপজ্জনক। উপযুক্ত গুরুর নির্দ্দেশে নিয়মমত শ্বাস বন্ধ করিতে পারিলে খুব উপকার হয়; অন্যথা হাঁপানী, মস্তিষ্কের পীড়া, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং কুম্ভক না করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্দ্দেশিত সহজ প্রাণায়াম সকলেই নির্ভয়ে অভ্যাস করিতে পারেন (উক্ত প্রাণায়ামের বিধি এই পুস্তকের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে)। আসনের উপকারিতা ব্যায়াম হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ, ব্যায়াম দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয় না, কিন্তু নিয়মিত আসন করিলে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়, চিরযৌবন লাভ হয় ('আসন' সম্বন্ধীয় পুস্তক দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্রিয়-জয়ের পক্ষে কৌপীন ধারণ করা উপকারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরশান্তি লাভ হয়। নিজের মৃত্যুচিন্তা দ্বারাই প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয়, প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হ'লেই মোহ দূরীভূত হয়।" *

মোহিনী—"বাবা! মহাপুরুষগণ ত' মোহমুক্ত, অবতারগণের হৃদয়েও মোহের বা অজ্ঞানের স্থান নেই; তবে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণের জীবনে মোহভাব লক্ষিত হয় কেন? সীতাবিরহে রামচন্দ্র সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় কত বিলাপ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় রুক্মিণীহরণ ইত্যাদি কত কার্য্য অনুষ্ঠান করেছেন; রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি স্ত্রীগণের প্রতি তাঁহার কত মোহ বা আসক্তি দৃষ্ট হয়। এর কারণ কি?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী একটু হাসিলেন, তৎপর বলিলেন—"পুত্র! সেজন্য কি ভগবান রাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে মোহাবিষ্ট মনে করছ? না পুত্র! তোমার মত পণ্ডিতের (শিক্ষিতের) এ প্রকার সিদ্ধান্তে আসা উচিত হয়নি। শ্রীভগবান অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক লীলাচ্ছলে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেন। সাধারণ ব্যক্তি মনে করে যে, অবতার

---

* ধর্ম্মের সোপানাদি মরণ ভাবনা।
মৃত্যুকে স্মরিতে কভু ভুল না ভুল না॥
মৃত্যুচিন্তা বৈরাগ্যেরে উদিত করাবে।
অসার সংসার প্রতি স্পৃহা তেয়াগিবে॥
দম্ভ অহংকার আদি মহামোহদলে।
ভস্মসাৎ করাইবে বৈরাগ্য অনলে॥
তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্মে করাবে প্রবৃত্তি।
যাহা হ'তে হবে তব জ্ঞানের উৎপত্তি॥
জ্ঞানালোকে দেখা যাবে আত্মা সর্ব্বময়।
আত্মতত্ত্ব পরিপক্কে ব্রহ্মজ্ঞ নিশ্চয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও তাঁহার মধ্যে পার্থক্য কি ? তবে শোন একটা গল্প বলি—ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে সবংশে নির্ব্বংশ করে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ভক্তবীর হনুমান শ্রীরামকে বলিলেন—'প্রভো! অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার মাতৃদর্শন হয়নি, আজ্ঞা করুন আমি একবার মাকে (অঞ্জনাদেবীকে) প্রণাম করে আসি।' তদুত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—'বৎস হনুমান! তোমার ঋণ জীবনে পরিশোধ করতে পারব না। তোমার মা তোমার ন্যায় রত্নস্বরূপ পুত্র গর্ভে ধারণ করেছেন, সেই দেবীস্বরূপা মাকে দর্শন করতে যাবে, তাতে কি আমি অমত করব?' শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা প্রাপ্ত হ'য়ে মহাবীর হনুমান অচিরে পাহাড়ে উপনীত হ'য়ে অঞ্জনাদেবীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন—'মা! আমি এসেছি, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।' অঞ্জনাদেবী অন্ধ ছিলেন, তাই তিনি হনুমানকে প্রশ্ন করিলেন—'তুমি কে?' হনুমান—'মা! আমি আপনার প্রিয়পুত্র হনুমান। আমার ইষ্টদেব রামচন্দ্র লঙ্কেশ্বর রাবণকে সবংশে ধ্বংসপূর্ব্বক ইষ্টদেবী মা সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। আমিও তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিলাম। আপনার কৃপায় এ দীন সেবকও সমুদ্র-লঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করেছে, আপনাকে দর্শন করবার জন্য অযোধ্যা হ'তে এখানে উপনীত হয়েছি। স্বীয় পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।' কিন্তু আশীর্ব্বাদ করা ত' দূরের কথা, অঞ্জনাদেবী বিরক্তভাবে হনুমানকে বলিলেন—'তুমি আমার কু-পুত্র, আর তোমার রাম কু-রাম, লক্ষ্মণ কু-লক্ষ্মণ ও সীতা কু-সীতা।' হনুমান স্বীয় মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি মনে করিলেন—'আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিলাম, লঙ্কা পুড়াইয়া দিলাম, লক্ষ্মণকে জীবনদান করিলাম, কত দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস নিধন করিলাম, সকলেই এমন কি আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইষ্টদেব রামচন্দ্রও আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর আমার জননী আমাকে বলিলেন 'কু-পুত্র!' যাক্, অন্য কেহ আমাকে এ প্রকার অপমান করিলে আমি তাহাকে জীবিত রাখিতাম না, কিন্তু ইনি যে আমার মা! মা আমাকে নিন্দা করুন তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই, কিন্তু আমার সম্মুখে আমার ইষ্টদেব রাম ও লক্ষ্মণ এবং ইষ্টদেবী সীতাকে নিন্দা করিলেন! নাঃ, অসহ্য! অন্য কেহ হইলে তাহার জিহ্বা উৎপাটিত করিতাম, কিন্তু ইনি যে মা! যাক্, যেখানে ইষ্টনিন্দা হয় সেখানে আর থাকিব না, যে ইষ্টদেবের নিন্দা করে তাহার সহিত আর বাক্যালাপ করিব না'—এই প্রকার চিন্তা করিয়া হনুমান দুঃখিত-চিত্তে সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপনীত হইলেন। অন্তর্য্যামী রামচন্দ্র হনুমানের ম্লানমুখ দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'বৎস! মার নিকট হ'তে এসেছ, তোমার উৎফুল্ল হওয়া উচিত, কিন্তু তোমাকে এত দুঃখার্ত্ত দেখাচ্ছে কেন? মা কি কিছু বলেছেন?' তদুত্তরে হনুমান স্বীয় মাতার ব্যবহার আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—'ওঃ, এইজন্য তুমি দুঃখিত হয়েছ। তা বেশ, তোমার মা ত' আমাদেরও মাতৃস্থানীয়া, চল আমরা তাঁকে একবার দর্শন করে আসি'—এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান সমভিব্যাহারে অঞ্জনাদেবীর সমীপে উপনীত হইলেন। শ্রীরাম অঞ্জনাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—'মা, আমি আপনাকে প্রণাম করছি।' অঞ্জনা—'তুমি কে?' শ্রীরাম—'আমি রাম।' অঞ্জনা—'তুমি রাম নও, তুমি কু-রাম।' অনন্তর সীতাদেবী অঞ্জনাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন—'তুমি কে?' সীতা—'আমি সীতা।' অঞ্জনা—'তুমি সীতা নও, তুমি কু-সীতা।' তদনন্তর লক্ষ্মণ অঞ্জনাকে প্রণাম করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বলিলেন—'তুমি কে ?' লক্ষ্মণ—'আমি লক্ষ্মণ।' অঞ্জনা—'তুমি লক্ষ্মণ নও, তুমি কু-লক্ষ্মণ।' অনন্তর হনুমান অঞ্জনাদেবীকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন—'তুমি আমার পুত্র নও, তুমি কু-পুত্র।' হনুমান স্বীয় মাতার এই প্রকার রূঢ় বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব মর্ম্মাহত হইলেন। হায়, হায়! রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সম্মুখেই তাঁহার জননী তাঁহাদিগকে কু-রাম, কু-সীতা ও কু-লক্ষ্মণ বলিলেন! এ লজ্জা, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায় ? হনুমান বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের প্রতি শ্রীরামচন্দ্র স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু স্বীয় ইষ্টদেবের শ্রীমুখের মধুর হাসিও হনুমানের হৃদয়ে শেল সম আঘাত করিতে লাগিল। তিনি মুখ অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনন্তর অন্তর্য্যামী ভক্তবৎসল রামচন্দ্র মৃদু হাসিয়া অঞ্জনাদেবীকে প্রশ্ন করিলেন —'মা! আমি রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি দেবগণের অজেয় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-গণকে নিধন করেছি। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ, অতিকায় প্রভৃতি দেবগণের অপরাজেয় রাক্ষসগণকে বধ করেছে, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য ও নিষ্ঠায় জগৎ একবাক্যে তাঁকে প্রশংসা করছে; সীতার সতীত্বে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই, স্বয়ং ব্রহ্মা অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট সীতাকে রক্ষা করে জগতের সমক্ষে তাঁর সতীত্ব প্রচার করেছেন। সীতার স্বামিভক্তি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা অতুলনীয়। আপনার পুত্র মহাবীর বাল-ব্রহ্মচারী ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের কথা আর কি বলিব ? হনুমান না থাকিলে রাবণ-বধ, সীতা-উদ্ধার কিছুই হ'ত না। এ প্রকার তেজস্বী বীরাগ্রগণ্য, ভক্তশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করা বহুজন্মের তপস্যার ফল। কিন্তু মা! আপনি আমাকে কু-রাম, সীতাকে কু-সীতা, লক্ষ্মণকে কু-লক্ষ্মণ ও হনুমানকে কু-পুত্র বলে অভিহিত করলেন। এর কারণ কি ? আমরা কোন্ অপরাধে অপরাধী ?' অঞ্জনাদেবী বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হে রাম! তুমি যদি 'কু' না হবে তবে জগতে 'কু' কে? তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, তোমার ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হ'তে পারে; সেই তুমি ক্ষুদ্র রাবণকে বধ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় কত কষ্টই সহ্য করেছ। সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, বানরসৈন্য-সমাবেশ, সেতুবন্ধ ইত্যাদি কার্য্য করার তোমার কি প্রয়োজন ছিল? তুমি যদি মনে মনে বলিতে যে, রাবণ মরে যাক্, তা হ'লেই ত রাবণ মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত। এত যুদ্ধের, এত কষ্টের কি প্রয়োজন ছিল? তাই বলি—তুমি রাম নও, তুমি কু-রাম। এইভাবে অনন্তনাগের অবতার লক্ষ্মণের অদ্ভুত শক্তি ও তেজের নিকট রাবণ ত' কীটসদৃশ। কিন্তু সেই কীটসদৃশ ক্ষুদ্র রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হয়েছিল, এ কি অদ্ভুত ব্যবহার, এ কি মূর্খতা! তাই বলি—লক্ষ্মণ কু-লক্ষ্মণ। সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী, তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হ'তে পারে, সেই সীতাকে যখন রাবণ হরণ করে নিয়ে যায়, তখন সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহার কি কান্না—হে রাম, হে দেবর লক্ষ্মণ! আমাকে রক্ষা কর, কে কোথায় আছ আমাকে রক্ষা কর—কেন, এত বিলাপের কি প্রয়োজন ছিল? রাবণ যখন হরণ করতে উদ্যত হয় তখন যদি সে বলত যে, রাবণ ভস্ম হ'য়ে যাক্, তা হ'লেই ত' রাবণ ভস্ম হ'য়ে যেত। তাই বলি, সীতা কু-সীতা। হনুমানের কথা আর কি বলব! আমার এই স্তনে যখন দুগ্ধ ছিল তখন স্তন টিপিলে দুগ্ধধারা প্রবল বেগে বাহির হ'য়ে পাহাড় ভেদ করে চলে যেত, আমার দুগ্ধের এত শক্তি। সেই দুগ্ধ পান করে হনুমান বড় হয়েছে। হনুমানের উচিত ছিল লঙ্কায় উপনীত হ'য়ে রাবণের বংশ ধ্বংস করে দক্ষিণহস্ত দ্বারা মা সীতাকে মাথায় রেখে ও বামহস্ত দ্বারা রাবণের চুল ধরে তোমার নিকট উপনীত হওয়া, তবে বুঝতাম যে, হনুমান আমার স্তনদুগ্ধের সম্মান রেখেছে। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা ত' হয়নি! তাই বলি হনুমান কু-পুত্র।' অঞ্জনার বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—'মা! আপনি যথার্থই বলেছেন যে আমি, লক্ষ্মণ বা সীতা মুহূর্ত্তেই রাবণকে বধ করতে পারতাম। কিন্তু মা! তা হ'লে আমাদিগের নরলীলা সাধন করা হয় না। আমরা যখন নরলোকে জন্মগ্রহণ করেছি, তখন সেইভাবেই আমাদিগের চলতে হয়, নতুবা অবতার গ্রহণের সার্থকতা থাকে না। সেইজন্যই আমি, লক্ষ্মণ ও সীতা এত কষ্ট সহ্য করেছি এবং জগতেও আমাদের এই অপূর্ব্ব লীলা (রামায়ণ বা রামলীলা) প্রচারিত হ'য়ে ত্রিতাপতপ্ত জীবের হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করবে। মা! আপনার পুত্র হনুমানের শক্তি বস্তুতঃই অমোঘ, হনুমান আপনার স্তনদুগ্ধের সম্মান রেখেছে। সমুদ্রলঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন, গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য শুধু আপনার পুত্রেই সম্ভব। কিন্তু মা! আপনার পুত্র যে প্রকার আমার প্রিয়ভক্ত, রাবণও তদ্রূপ। তাই রাবণও হনুমানের অবধ্য। আমিই প্রিয়ভক্ত রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির উদ্ধারের জন্য এই অবতার গ্রহণ করেছি।' রামের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অন্ধ অঞ্জনাদেবী বলিলেন—'রাম। তোমার বাক্যে আমার ভ্রম দূর হ'য়েছে, বস্তুতঃ ভগবানের লীলা বুঝা যায় না। তুমি কৃপা না করলে কেহই তোমার লীলা বুঝতে পারে না। আমি হতভাগিনী, তাই তোমাদিগকে নিন্দা করেছি, আমাকে ক্ষমা করিও। আর এক প্রার্থনা, রাম!—মৃত্যু অন্তে তোমার শ্রীচরণে যেন স্থান পাই।' রামচন্দ্র—'তথাস্তু মা! আমার প্রিয় ভক্তের জননী আপনি, আপনি, স্বভাবতঃই আমার প্রিয়।' অঞ্জনা তখন হৃষ্টচিত্তে হনুমানকে বলিলেন—'বৎস হনুমান! তোর কৃপায় আজ আমি রামের স্পর্শ পেয়েছি, তোর মত ভক্তপুত্র আমি গর্ভে ধারণ করেছি বলে আজ স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র আমার কাছে উপনীত, আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তি দিতে প্রতিশ্রুত। আয়, তুই একবার আমার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হ'য়ে 'মা মা' বলে ডাক, আমার তাপিত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন কর। আর রাম, লক্ষ্মণ, সীতা! তোমরাও আমার ক্রোড়ে উপবেশন করে আমার এই বানর-শরীরকে পবিত্র কর, আমার জীবন ধন্য কর। জয় রাম, জয় সীতা, জয় লক্ষ্মণ!' অঞ্জনাদেবীর ইচ্ছানুযায়ী রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হ'লেন। পশ্চাৎ অঞ্জনাকে প্রণামপূর্ব্বক সকলে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাই বলি পুত্র! ভগবানকে কখনও মোহমুগ্ধ মনে করিও না, এ সব তাঁহার লীলা, তিনি সর্ব্বদা মোহমুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।"

কো বা দরিদ্রঃ ?—বিশালতৃষ্ণঃ (মনিরত্নমালা)

যোগেশচন্দ্র দাস, জমিদার (শিষ্য)—যোগেশ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট। নানা প্রসঙ্গের পর শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"তখন চণ্ডীপাহাড়ে (হরিদ্বারে গঙ্গার অপর পারে এক পাহাড়ের উপর চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে, এইজন্য ঐ পাহাড়কে 'চণ্ডীপাহাড়' বলে) মুকুন্দ গিরি নামে একজন সাধু বাস করিতেন। পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিং একদিন এক থালা মোহর, কিছু ফল ও বস্ত্রাদি নিয়ে মুকুন্দ গিরিজীকে দর্শন করিতে ঐ পাহাড়ে উপনীত হ'লেন। রাজা রণজিৎ সিং প্রদত্ত জিনিষগুলি দেখে মুকুন্দ গিরিজী তাঁহাকে বলিলেন—'বেশ ভালই হ'য়েছে! ঠাণ্ডা লাগলে বস্ত্রগুলি পরিধান করা যাবে, ক্ষুধা পেলে ফলগুলি খাওয়া যাবে, কিন্তু মোহরগুলি দিয়ে কি করব? আচ্ছা ভাই! আমি ত' কোথাও গেলে একটা না একটা জিনিষ ভুলে ফেলে যাই, আর তুমি এত বড় রাজ্যটা কি করে চালাচ্ছ?' রণজিৎ সিং বলিলেন—'এ আর কি কষ্ট! আমি যদি বিলেতটাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ইংলণ্ড) আমার শাসনাধীনে আনতে পারি তা হ'লে বুদ্ধিপ্রভাবে বিলেতটাকেও সুচারুরূপে শাসন করতে পারি।' রণজিৎ সিংয়ের বাক্য শ্রবণ করে মুকুন্দ গিরিজী বলিলেন—'ওঃ! তোমার এখনও এত লালসা রয়েছে। তা হ'লে তোমার মত দরিদ্র আর কে আছে? এ মোহরগুলি তোমারই প্রাপ্য।' এই বলে মুকুন্দ গিরিজী রণজিৎ সিংকে মোহরগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন। রণজিৎ সিং সেই অর্থ দ্বারা ঐ চণ্ডীদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। রণজিৎ সিং অত্যন্ত সাধুভক্ত ছিলেন; গৈরিক বস্ত্র পরিহিত লোক দেখিলেই তিনি তাহাকে প্রণাম করিতেন। রণজিৎ সিংয়ের গৈরিকধারীদিগের প্রতি এই প্রকার অচলা ভক্তি দেখে একদিন একটি লোক একটা গাধার গায়ে গেরুয়া কাপড় জড়িয়ে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। রণজিৎ সিং সে গাধাটাকেও প্রণাম করলেন।"

যোগেশ—"রণজিৎ সিং খুব শূর-বীর ছিলেন!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ! তাঁর সেনাপতি হরি সিংয়ের নামে এখনও কাবুল ও পেশোয়ারের লোক শিহরিয়া উঠে।"

অনন্তর নানা প্রসঙ্গের পর শ্রীশ্রীস্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন —"আমিও রোজ ১২।১৪ মাইল ঘুরে ঘুরে আলেক * মেঙ্গে স্বহস্তে রান্না করে সাধুদিগকে খাইয়েছি।"

যোগেশ—"এত কষ্ট করার কি দরকার?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"কেন বেটা! এই শরীরটা দ্বারা যত কাজ করিয়ে নেওয়া যায় ততই ভাল। শরীরের প্রতি সর্ব্বদা বীতস্পৃহ থাকতে হয়। শরীরটাকে যত কম আরামে রাখবে, ইহা তত সুস্থ থাকবে ও আত্ম-লাভের উপযোগী হবে। অলস ব্যক্তি দ্বারা আত্মলাভ হয় না।"

---

* সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় 'আলেক' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। 'আলেক' শব্দটী 'পরমার্থ'-বাচ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সকলের প্রতি শ্রদ্ধা বা প্রীতিই শান্তিলাভের অন্যতম উপায়)

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার এম. এ., পি. এইচ. ডি—মহেন্দ্রনাথ সরকার শ্রীশ্রীস্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক হরিদ্বারে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর মধুর সাহচর্য্যে কিছুদিন অতিবাহিত করিতেন। একবারের কথা। মহেন্দ্র শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"পুত্র! তুমি এই বুড়ো চাষার কাছে এসে কি ফল পাও? তুমি ত' উচ্চশিক্ষিত, প্রফেসর, আমার কাছে এসে তোমার লাভ কি? এইভাবে সময় নষ্ট না করে বরং জ্ঞানচর্চ্চায় তোমার সময় অতিবাহিত করতে পার।"

মহেন্দ্র—"স্বামীজী! আমি আপনার নিকট বেদান্ত শিখতে আসি না, আপনার কৃপায় বেদান্তের জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে। আপনার মধুর সঙ্গে, সুমিষ্ট বাক্যে আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পেয়ে থাকি, সেই আনন্দের লোভেই আমি আপনার সমীপে উপনীত হই। এমন কি, কলিকাতায় যখন আমি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তখনও আপনাকে দর্শন করবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমার মন ব্যাকুল হয়।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেশ, তুমি ত দর্শনশাস্ত্রের প্রফেসর? এস, আমরা বিচার করি যে, কে দর্শন করে এবং কাকে দর্শন করে। তুমি বলছ যে, আমাকে দর্শন করবার জন্য তোমার মন ব্যাকুল হয়, কিন্তু তোমার ও আমার মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে? শরীর-সম্বন্ধে—তোমারও নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ইত্যাদি আছে এবং আমারও তাহাই। আত্মা সম্বন্ধে—তোমার আত্মা ও আমার আত্মা ত' একই! সুতরাং দর্শনের স্থান কোথায়? তুমি পয়সা খরচ করে এতদূর না এসে দর্পণে তোমার নিজের প্রতিবিম্ব দেখেই দর্শনের ইচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিতৃপ্ত করতে পার। (সহাস্যে) কি পণ্ডিতজী! আমার যুক্তিতে কি কোনও ভুল আছে?"

মহেন্দ্র—"না, স্বামীজী! আপনার যুক্তি ঠিক, আমি ইহা খণ্ডন করিতে অসমর্থ; কিন্তু তবুও আপনার মধুর সঙ্গে আমি আনন্দ পেয়ে থাকি।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আমার সাহচর্য্যে তুমি যে আনন্দ পাচ্ছ ইহা আমার গুণ নয়, ইহা তোমার মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি। আমার প্রতি তোমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধাই তোমাকে শান্তি দিচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে তোমার এই শ্রদ্ধা নষ্ট হ'য়ে যাবে, তুমি আর আমার সাহচর্য্যে শান্তি পাবে না। যে কোনও প্রাণীকে শ্রদ্ধা বা ভালবাসার চক্ষে দেখিতে পারিলে জীবনে শান্তি পাবে। কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হ'লে বা ঘৃণার ভাব পোষণ করলে মনে অশান্তির উদয় হবে। বাহ্যিক জগতের সহিত আমাদিগের অন্তরের সুখদুঃখের কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের মনই সুখদুঃখের সৃজন করে। কাম, ক্রোধ, অহংকার, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি আসুরিক সম্পদকে প্রশ্রয় না দিলেই আমাদের জীবন শান্তিময় হ'য়ে উঠবে, অপরপক্ষে এইগুলিকে প্রশ্রয় দিলেই জীবন দুঃখময় হবে। সুতরাং পুত্র! কাহারও দোষ দর্শন করিও না; গুণগ্রাহী হ'তে চেষ্টা কর, ইন্দ্রিয়বর্গকে নিজের অধীনে রাখিতে সচেষ্ট হও, তা হ'লেই তোমার জীবন শান্তিময় হবে।"

(শ্রীশ্রীস্বামীজীর কৃপায় পিনাশরোগ মুক্তি)

শ্রীশ্রীস্বামীজী হরিদ্বার আশ্রমে উপবিষ্ট। বহু ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এমন সময় পাঞ্জাবদেশীয় একটি যুবক, তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও বালক-পুত্র সহ আশ্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর দৃষ্টি বালকটীর প্রতি নিবদ্ধ হইল। তিনি পাঞ্জাবী যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বালকটীর নাসিকায় কি হইয়াছে। তদুত্তরে যুবকটী বলিলেন যে, বালকটীর পিনাশরোগ হইয়াছে; বহু সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা সুচিকিৎসিত হওয়া সত্বেও বালকটীর রোগের উপশম হয় নাই, তাই তিনি এখন দৈবের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ইহা শ্রবণ করিয়া যুবককে বলিলেন—"দেখ, সম্মুখে ঐ বেড়ার গাছের পাতা হাতে ঘষিয়া রস বাহির করিয়া তোমার ছেলেকে উহার গন্ধ লইতে দাও।" দুই চারিদিন এইরূপ গন্ধ লইবার পর ছেলেটি বস্তুতঃই রোগমুক্ত হইল। শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্য চন্দ্র সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ পাতার এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া ভবিষ্যতে লোকের উপকার হইতে পারে মনে করিয়া বেড়ার ধারে গিয়া ঐ পাতা উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিলেন। এক সময় তাঁহার ভগ্নীর উক্ত রোগ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে ঐ পাতার রসের ঘ্রাণ লইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তিন চারিদিন ঘ্রাণ লইবার পরও যখন তাঁহার ভগ্নী কোনও ফল পাইলেন না তখন চন্দ্রের ভ্রম দূর হইল, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কোনও দ্রব্যগুণে সেই বালক নিরাময় হয় নাই; শ্রীশ্রীস্বামীজীর কৃপায়ই সে রোগমুক্ত হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে এই কথা জানাইলে তিনি চন্দ্রকে বলিলেন—"বেটা! গুরুর বিদ্যা চুরি করতে শিখেছিস্! গুরুর গুণ যদি চুরি করতে পারিস্ তা হলেই চুরি করা সার্থক হবে।"

(ব্যাঘ্রকবলিত শিষ্যকে উদ্ধার—অলৌকিক ব্যবহার)

শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্য বিপ্লবী ৺যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ব্যাঘ্র শিকারের জন্য সদলে বঙ্গদেশের এক গভীর অরণ্যে উপনীত। কিছুক্ষণ ব্যাঘ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহারা ব্যাঘ্রের কোনও খোঁজ পাইলেন না। অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া তাঁহাদিগের উপর পতিত হইতেই যতীন ব্যতীত অন্যান্য সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। যতীন পলায়ন করিবার অবকাশ পাইলেন না; কারণ, ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনিও প্রাণপণে ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু হায়! তাঁহার হস্তে মাত্র একটি সুরকি, তাঁহার সঙ্গিগণ পলায়িত। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আর রক্ষা নাই, আজ তিনি ব্যাঘ্রকবলিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবেন। ব্যাঘ্রও ভীমবিক্রমে যতীনকে আক্রমণ করিয়াছে, তাঁহার হস্তপদ হইতে বিগলিত ধারায় রক্ত বাহির হইতেছে। তাঁহার শক্তি ও সাহস ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতেছে। হায়! এ বিপদে তাঁহাকে কে রক্ষা করিবে? হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তেজদৃপ্তকণ্ঠে বলিতেছেন—"বেটা! ভয় নেই। বাঘকে জোরে মার, মুখের মধ্যে সুরকি মার, ও এখনই মরে যাবে।" শ্রীশ্রীস্বামীজীর আবির্ভাবে ও তেজদৃপ্ত বাণীতে যতীনের শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইল, তাঁহার সাহসও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি অমিতবিক্রমে ব্যাঘ্রকে সুরকি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন, পরিশেষে তাহার মুখের মধ্যে সুরকি ভরিয়া দিলেন। ব্যাঘ্রও অচিরে ক্ষীণশক্তি হইয়া শুইয়া পড়িল ও দেখিতে দেখিতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ব্যাঘ্রকে নিহত দেখিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে যতীন পশ্চাতে ফিরিলেন। কিন্তু কোথায় শ্রীশ্রীস্বামীজী! তিনি তখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। রোমাঞ্চিত-কলেবর যতীন বুঝিলেন যে, তাঁহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শিবস্বরূপ তাঁহার গুরুদেব এই গভীর জঙ্গলে আবির্ভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিলেন; শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে তিনি হরিদ্বারে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"বাবা! আপনি আমাকে ব্যাঘ্রের কবল হ'তে রক্ষা করেছেন, সেই গভীর জঙ্গলে আপনি আবির্ভূত না হ'লে সেদিন আমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"দূর বেটা! কি বলছ? আমি ত' তখন হরিদ্বারে ছিলাম, এ সব পরমাত্মার মায়া।"

(জাগতিক পদার্থে সুখ নাই, পরমাত্মার ধ্যান কর)

রায় বাহাদুর ৺সত্যেন্দ্রনাথ সেন (শিষ্য)—সত্যেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে লিখিতেছেন—

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু!

শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন এই, বাবা! আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না, মনও ভাল নয়, প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করুন যেন শান্তি পাই।" জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উক্ত পত্র পড়িতেছেন, শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"সত্যেনকে লিখে দে যথাশক্তি নাম (জপ) ও ধ্যান করিতে, আরও লিখ যে, জাগতিক পদার্থে সুখ নাই, পরমাত্মার ধ্যানে মন নিবিষ্ট করা উচিত—শান্তির আর অন্য রাস্তা নাই। (হাস্যমুখে) হাঁ বেটা! দেখ, আমি একটা কবিতা তৈরী করছি—

কর নাম ও দা'ন।
এতে হবে কল্যাণ॥

কেমন বেটা! ভুল হয়নি ত'? আমি ত' আর বাঙলা ভাষায় পণ্ডিত নই। বল ত', ঠিক হয়েছে কি না?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য—"হাঁ বাবা! বেশ সুন্দর হয়েছে। সত্যেনবাবুকে ইহা লিখে দেব কি?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"শুধু সত্যেনকে নয়, এখন হ'তে সকলকে লিখবে—

"কর নাম ও দান।

এতে হবে কল্যাণ॥

আর বেটা! সেদিন যে শিব বিষ্ণুর গল্পটী বলেছিলাম, তা তোর মনে আছে কি?*"

শিষ্য—"হাঁ বাবা।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"সেটিও সত্যেনকে লিখে দাও, আর লিখে দাও যে বস্তুতঃ সংসারে কেহই সুখী নয়; সুখ চাও ত' মনকে অন্তর্মুখীন কর।"

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ (গীতা, ১৮।৫)

রায় বাহাদুর গঙ্গারাম (পাঞ্জাবী)—গঙ্গারাম শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট, তিনি আশ্রমে দশ মণ আটা দান করিয়াছেন।

---

* গল্পটি যথা—শ্রীশ্রীস্বামীজী একদিন একজন ভক্তকে বলিতেছিলেন—"অন্যের কথা কি। বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত দেবতাদিগেরও গৃহস্থ হ'য়ে কত দুঃখ ভোগ করতে হয়। এক সময়ে বিষ্ণু মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৈলাসে উপনীত হন। মহেশ্বর বন্ধুর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণু বলিলেন—'দেবাদিদেব! আমার আবার কুশল কোথায়! আমার ত' চিরকালই দুঃখ।' শিব বলিলেন—'সে কি কথা দেব! আপনি এই ত্রিজগতের পালনকর্ত্তা, আপনার চিরকাল দুঃখ ভোগ করতে হয়, এ কি রকম কথা।' বিষ্ণু বলিলেন—'দেখুন! আপনি আমার শয়নস্থান নির্দ্ধারিত করেছেন সাগরবক্ষে অনন্তনাগের উপরে। পাশ ফিরলেই সমুদ্রে পড়বার ভয়, আবার অনন্তনাগ সহস্র ফণা বিস্তারপূর্ব্বক যখন ফোঁস ফোঁস করে, তখন তাহার মুখের ফেণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যায়। এই ত' গেল থাকার কষ্ট। তারপর গৃহিণী যিনি, তিনি সদাই চঞ্চলা, মুহূর্ত্তও স্থির থাকতে পারেন না; তারপর দেখুন, আমার একটিমাত্র পুত্র কামদেব, তাকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"হাঁ ভাই! শুনতে পেলাম তুমি নাকি সাধুসেবার জন্য দশ মণ আটা দিয়েছ!"

গঙ্গারাম (বিনীতভাবে)—"মহারাজ আমার কি শক্তি। সব আপনারই কৃপা।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"দেখ ভাই! যত পার দান কর; দানের তুল্য ধর্ম্ম আর নেই। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়।"

গঙ্গারাম—"মহারাজ! কোথায় কোথায় দান করা উচিত?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ বেশ প্রশ্ন করেছ। দানও বুঝে করতে হয়, যেখানে সেখানে দান করা উচিত নয়। এই চারি স্থানে দান করিতে পার—

(১) সচ্চরিত্রা অনাথা বিধবা।

(২) দূর-সম্পর্কীয় দরিদ্র আত্মীয়া বা আত্মীয়।

(৩) পথশ্রান্ত পথিকদিগের জন্য পথিমধ্যে মিষ্টি (বাতাসা, মুড়কি ইত্যাদি) ও জলের ব্যবস্থা।

(৪) সাধু, সন্ন্যাসী, ভিখারী বা সত্র, যেখান হইতে প্রত্যহ কত সাধু, ভিখারী অন্ন পাইতেছেন।"

আপনি ভস্মীভূত করেছেন। কাজেই আমার সুখ কোথায়?' বিষ্ণুর কথা শুনে কোনও উত্তর না দিতে পেরে মহাদেব চুপ করে রইলেন। তারপর বিষ্ণু মহাদেবের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় মহেশ্বর বলিলেন—'সখে! আমার অবস্থাও তোমার ন্যায়।' বিষ্ণু বলিলেন—'সে কি! আপনি জগতের প্রলয়কর্ত্তা, যোগিরাজ, আপনার আবার দুঃখ!' মহেশ্বর বলিলেন—'বলব আর কি! দুটি যে পুত্র আছেন তাঁদের ঝগড়া লেগেই আছে। কার্ত্তিক বলেন—গণপতির ইঁদুর তার ময়ূরের খাবার চুরি করে খায়। আবার গণেশ বলেন—কার্ত্তিকের ময়ূর তাঁর ইঁদুরকে কেবল ঠোকরায়—এই নিয়ে ভাই ভাই ঝগড়ার আর বিরাম নেই, কাজেই আমার শান্তি কোথায়'?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গারাম—"মহারাজ! একটি প্রশ্ন অনেকদিন হতেই মনে জাগিতেছে, কিন্তু বলিতে সঙ্কোচ হচ্ছে।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"নিঃসঙ্কোচে বল পুত্র! কোনও ভয় নাই।"

গঙ্গারাম—"বস্তুতঃ কি স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম ইত্যাদি আছে? মুসলমানগণ ত' পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না, আমরা স্বীকার না করলেই বা দোষ কি?"

(পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্ম্মবশানুগঃ॥
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ॥

[দেবীভাগবত, ৪।২১।২১]

দিব্যং দেহঞ্চ সম্প্রাপ্য যাতনা দেহমর্থজম্।
ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা॥

[দেবীভাগবত, ৪।২১।২২]

ভোগান্তে চ তদুৎপত্তেঃ সময়স্তস্য জায়তে।
লিঙ্গদেহেন সহিতং জায়তে জীবসঙ্গিতম্॥)

[ঐ, ৪।২২।২৩]

শ্রীশ্রীস্বামীজী—(স্নেহবিগলিতকণ্ঠে)—"না পুত্র! হিন্দু হ'য়ে এ প্রকার হিন্দুধর্ম্মবিরোধী সিদ্ধান্তে আসা তোমার উচিত হয়নি। কর্ম্মানুযায়ী জীব স্বর্গ বা নরক ভোগ করে পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে থাকে। ইহাতে কোনও সংশয় করিও না। ভগবান গীতায়ও বলেছেন 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'—তবে আবার সংশয় কেন? পুত্র! সৎকর্ম্ম কর, ভগবানের উপাসনা কর, তা হ'লে জীবনে উন্নতি হবে, পরকালে শান্তি পাবে, ইহকালেও সুখ পাবে। অসৎকর্ম্ম করিলে ইহকালে, পরকালে অশেষ দুঃখ পেতে হয়। ধর্ম্মে মতি রাখ, সাধুতে ও শাস্ত্রে নিষ্ঠা রাখ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গারাম—"ধর্ম্ম ধর্ম্ম ত' সকলেই করি, মহারাজ! কিন্তু ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"যাহা দ্বারা ইহকালে ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত হ'য়ে মনের উন্নতি হয় তাহা ধর্ম্ম, অথবা যাহা দ্বারা ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভ হয় তাহাও ধর্ম্ম।"

গঙ্গারাম—"ধর্ম্মের লক্ষণ কি ?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, অক্রোধ ইত্যাদি ধর্ম্মের লক্ষণ, অর্থাৎ এই গুণাবলী অর্জ্জনের চেষ্টার নামই ধর্ম্ম।"*

শ্রীশ্রীভোলানন্দের তুই মূর্ত্তি

হাইকোর্টের উকিল ও ল কলেজের প্রফেসর
৺মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী (ভক্ত)

মহাপুরুষগণ অন্তর্য্যামী, ভক্তবৎসল এবং সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহাদের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া জড়বাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকে বলিয়া থাকেন, "যত সব গাঁজাখোরের উদ্ভট কল্পনা, যা অসম্ভব তা সম্ভব করতে পারে একমাত্র গঞ্জিকাসেবিগণ; তাহাদের

---

* যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

বৈশেষিকদর্শন, ১ম অধ্যায়, আহ্নিকসূত্র। অর্থাৎ যাহা দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। অভ্যুদয় অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে উন্নতি বা উন্নতিজনিত সুখ, আর নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিস্বরূপ মোক্ষ। যতঃ অর্থাৎ যাহা হইতে অর্থাৎ যে কর্ম্ম ও যে জ্ঞান হইতে; অর্থাৎ যে যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা সুখ লাভ হয় অথবা মোক্ষ লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। অভ্যুদয়ের জন্য প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিঃশ্রেয়সের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেদের মস্তিষ্কের উদ্ভট উদ্ভট কল্পনাসমূহ লেখনিমুখে প্রকাশ করে তাহারা অজ্ঞ সরল বিশ্বাসী জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে।" কিন্তু এই প্রকার জড়বাদী পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভুলিয়া যান যে "There are more things in heaven and earth than that are dreamt of in your philosophy." সনাতন হিন্দুশাস্ত্র তাই বলিয়া থাকেন—মহাপুরুষগণ জাগতিক নিয়মের বহির্ভূত, তাঁহাদের মন ভিন্ন লোকে বিচরণ করে, তাঁহারা ঈশ্বরসদৃশ; ভগবানের ইচ্ছা যেরূপ ইচ্ছামাত্রই পূর্ণ হয়, মহাপুরুষগণও তদ্রূপ ইচ্ছামাত্রই সব কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। তাই আমরা দেখিতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১৬০০ শত কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ১৬০০ শত গোপিনীর সঙ্গে বিহার করিতেছেন। ইহা ত জড়বিজ্ঞানসম্মত নয়, তথাপি ইহা ধ্রুব সত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন একই সময়ে বহু হইতে

নিবৃত্তিমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রবৃত্তিমার্গের অধিকারী যদ্যপি প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন তবে তাহাতে সুফল না হইয়া কুফল জন্মে। ভোগবাসনাবিষ্ট মনকে শাস্ত্রবিহিত ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলে ধীরে ধীরে মন পরমাত্মার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে—অন্যথা বিপরীত ফল হইতে পারে। এইজন্যই কঠোপনিষদেও শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটি মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃ বা নিবৃত্তি বা নিঃশ্রেয়স মার্গ অবলম্বন করিবেন এবং অপরে প্রেয় বা প্রবৃত্তি বা অভ্যুদয় মার্গ অবলম্বন করিবেন—ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।—

ধর্ম্মের লক্ষণ কি ?—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

অর্থাৎ—ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ —এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন এবং হইয়াছেনও, তদ্রূপ সাধকশ্রেষ্ঠ শবরী মুনিও ৫০টী শবরী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ৫০ জন স্ত্রীর সঙ্গে বিহার করিয়াছেন, ইহা আমরা পুরাণ পাঠে অবগত হই। এ সকল পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু এই সকল পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা কখনও কখনও আধুনিক যুগেও দৃষ্ট হয়—ফলে পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে সন্দেহ জাগিয়া থাকে তাহা দূরীভূত হয়।

শ্রীশ্রীস্বামীজী মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে বিশেষতঃ কলিকাতায় শুভ পদার্পণ করিয়া স্থানীয় ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দকে কৃতার্থ করিতেন। একবারের কথা। শ্রীশ্রীস্বামীজী কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার শিষ্য এটর্ণি ৺অচলনাথ মিত্রের ল্যান্সডাউন রোডে ৮১নং বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। ভক্ত ও শিষ্যদের সমাগমে বাড়ীটী আনন্দ-মুখরিত হইয়া আছে। বাড়ীটী যেন আনন্দের হাট। কিন্তু আজ সেই আনন্দের হাট ভাঙ্গিতে বসিয়াছে; তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বিছানাদি বাঁধা ইত্যাদি কাজও সমাপ্ত হইয়াছে। হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া তিনি ট্রেণ ধরিবেন। ভক্তবৃন্দ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে কেহ কেহ উপবিষ্ট কেহ কেহ বা দণ্ডায়মান। সকলেরই মুখে বিষাদের ছায়া। আসন্ন বিদায়ের বিরহ-যাতনা সমস্ত পরিবেশটিকে করুণ মধুর করিয়া তুলিয়াছে। এমন সময় হাইকোর্টের উকিল ও আইন কলেজের অধ্যাপক ৺মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। মোহিনীবাবু শ্রীশ্রীস্বামীজীর একান্ত ভক্ত; তাঁহার প্রাণে একটি আকুল বাসনা জাগিয়াছে—শ্রীশ্রীস্বামীজী যদি তাঁহার বাগবাজারস্থিত বাড়ীতে একবার শুভ পদার্পণ করেন তাহা হইলে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন। কিন্তু ঐ অবস্থায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মোহিনীবাবু তাঁহাকে নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোবাসনা নিবেদন করিতে সঙ্কোচবোধ করিলেন; কাজেই কিছুই বলিতে পারিলেন না। মোহিনীবাবু ভারাক্রান্ত' হৃদয়ে বিষণ্ণচিত্তে উপবিষ্ট। মনের তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করিতে না পারিয়া তিনি অধিকতর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। হায় ঠাকুর! তুমি ত অন্তর্য্যামী, তুমি কি আমার প্রাণের কথা বুঝিতেছ না? আমি যে তোমাকে আমার কুটীরে লইয়া যাইবার জন্য আকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়াছি। তোমার পদার্পণে আমার ক্ষুদ্র কুটীর কি ধন্য হবে না? আমি কি এতই অধম? আমার প্রাণের আকুল প্রার্থনা কি ব্যর্থ হইবে?—এইরূপ কত শত চিন্তার উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁহার হৃদয়-সাগরে উঠিতেছে ও পড়িতেছে। তিনি একরূপ ভাববিহ্বল-আবিষ্ট অবস্থায় বসিয়া আছেন। যথাসময়ে শ্রীশ্রীস্বামীজী উপস্থিত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে বিদায় আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া হাওড়া ষ্টেশনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোহিনীবাবুর আশাতরু নির্ম্মূল হইল; তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখান হইতে বহির্গত হইয়া যথাসময়ে বাগবাজারের বাড়ীতে পদার্পণ করিতেই বাটীস্থ সকলে বলিয়া উঠিলেন —"আপনি এত সময় কোথায় ছিলেন? স্বামীজী মহারাজ যে এসেছিলেন। এইমাত্র চলে গেলেন। বসতে বলায় হেঁসে বল্লেন— নারে এখন বসবার সময় নেই; সকলেরই কুশল প্রশ্নাদি করে আর দেরী করলেন না,—তখনই চলে গেলেন।" বাড়ীর লোকের কথা শুনিয়া মোহিনী বিস্ময়ে অবাক! তাঁহার চক্ষু হইতে বিগলিত ধারায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। "হাঁ! ভক্তাধীন কাঙ্গালের ঠাকুর! তুমি আমার মনের ইচ্ছা অবগত হইয়া অন্য শরীর ধারণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করে গেলে। তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। তুমি ত আমার সম্মুখেই হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হইয়া গেলে। এ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার বড় অদ্ভুত লীলা! আমার মত দীনাতিদীনের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এক তুমি দুই হলে—একরূপে হাওড়া ষ্টেশনে, অন্যরূপে অধমের বাড়ীতে পদার্পণ করিলে! তোমার অলৌকিক লীলার পার নেই। মহাপুরুষগণ যেমন অসীম শক্তিসম্পন্ন, তাঁহাদের করুণাও তেমনি সীমাহীন অনন্ত। করুণায় বিগলিতচিত্ত হইয়া ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কতরূপেই না তুমি খেলিতেছ,—তাহার ইয়ত্তা কে করিবে"—এইরূপ শত সহস্র চিন্তায় মোহিনীর হৃদয় সাগর আনন্দে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে শ্রীশ্রীস্বামীজীর উদ্দেশ্যে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন।

(কুতার্কিক ভক্তে পরিণত)

শ্রীশ্রীস্বামীজী একবার ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন তিনি উকিল শশিকান্ত গুপ্ত প্রমুখ কতিপয় শিষ্য, ভক্ত পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট, এমন সময় একটি ভদ্রলোক সেখানে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর সহিত শাস্ত্রসম্বন্ধীয় তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই তাঁহার যুক্তি স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে তর্কে পরাজিত করিবার তীব্র ইচ্ছায় তিনি নীতিবিগর্হিত ভাবে তাঁহার সহিত কুতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। উপস্থিত শিষ্য ভক্তবৃন্দ তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নস্বরে পরস্পরের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর কর্ণে সে সমালোচনা প্রবেশ করিল। তিনি তাঁহাদিগকে নীরব থাকিতে আদেশ দিয়া পুনরায় ভদ্রলোকটির সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যে জাগিয়া নিদ্রা যায় তাহাকে কেহ জাগ্রত করিতে পারে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা অপরের মত খণ্ডন করিয়া নিজের মত স্থাপন করিতে যে দৃঢ়সংকল্প তাহাকে কেহ বুঝাইতে পারে না। শ্রীশ্রীস্বামীজীর যুক্তি-সম্মত আলোচনা সব ব্যর্থ হইল, ভদ্রলোকটি তর্কের পর তর্ক দ্বারা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে নীরব। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইতেই হঠাৎ ভদ্রলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"গুরুদেব! আমাকে দয়া করুন, আমাকে ক্ষমা করুন।" উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁহার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে গভীর প্রীতির সহিত জড়াইয়া ধরিয়া প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে শান্ত করিলেন। তদবধি ভদ্রলোকটি শ্রীশ্রীস্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত হইলেন।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অনুজ শঙ্করানন্দের মহাপ্রয়াণ

সময় চলিতেছে। অবিরাম গতিতে অনন্তবেগে অনাদিকাল হইতে সময় চলিতেছে। অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রে বুদ্‌বুদ্‌রূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপশূন্য হইয়া অবিশ্রান্ত গতিতে অনলসভাবে সময় চলিতেছে। সদ্য পুত্রহারা শোকার্ত্তা জননীর হৃদয়-বিদারক আকুল ক্রন্দনে পথিকও থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে, কিন্তু তাহার প্রতি একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিবার অবকাশও সময়ের নাই, সে উদ্দামগতিতে অবহিতমনে অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। সদ্য পতিহারা যুবতী রমণী 'হা পতি হা পতি' করিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছে, তাহার দুঃখে পশুপক্ষীর হৃদয়ও বিচলিত হয়, কিন্তু সময় নির্ব্বাক্ নির্ব্বিকার ভাবে সেই অনন্তের পানে অনন্তগতিতে একনিষ্ঠভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। শয্যাশায়ী রোগী অসহ্য রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকারে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে যেন মূর্ত্তিময়ী যন্ত্রণা, দুঃখ, নরক করালবদন বিস্তার করিয়া জগতের অনিত্যতা, ভোগবাসনার ক্ষণভঙ্গুরতা ও বিষস্বরূপতা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করাইতেছে—তাহার সেই ম্লান যন্ত্রণাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখ দর্শনে, মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন শ্রবণে ক্ষুদ্রতম কীটের হৃদয়ও বিচলিত হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা বা অবকাশ সময়ের নাই—সে অবিশ্রান্ত গতিতে অনলসভাবে অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। যে সময় যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটি কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেও তাহাকে আর পাওয়া যায় না; তাই সময় বড় মূল্যবান। এই মূল্যবান্ সময়ের সদ্ব্যবহার যে না করে, তাহার ন্যায় অধম আর কে আছে! অনন্তের দিকে অনন্তগতিতে নির্ব্বিকার ভাবে ধাবিত সময়কে অবলম্বন করিয়া আমরাও সেই অনন্তের পানে ছুটিতে পারি, সেই অনন্তকে লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সময়কে যথাযোগ্য অবলম্বন করি কোথায়? পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের দোষ দর্শন, নিদ্রা, আলস্য, তন্দ্রা, কুচিন্তা, কুকার্য্য, কুলোকের সঙ্গ ইত্যাদিতেই আমরা অধিকাংশ সময় নষ্ট করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, রোগ, যন্ত্রণা ভোগ করিবার পথ প্রশস্ত করিতেছি। এই সময়ের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে, ধ্যান, ধারণা, জপ, হোম, সৎসঙ্গ, সৎকথা ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করিতে পারিলে, আমরা ২।৩ জন্মেই পরব্রহ্মে স্থিত হইয়া ভগবানের স্বরূপত্ব লাভপূর্ব্বক জন্মমৃত্যুর পরপারে বিরাজ করিয়া ভূমানন্দে স্থিত হইতে পারি। সকলেরই সময় যাইতেছে—পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, প্রহরে প্রহরে সময় যাইতেছে। সাধু, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, স্ত্রী ও ক্লীব সকলেই সময়ের নিকট সমান; তাহার কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই, সে সমদর্শী। এই সময়ের অপব্যবহার করিলে সময়ে সেই কর্ম্মফলজনিত বিষফল ভক্ষণ করিয়া তোমাকে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া 'হা হুতাশ' করিতে হইবে। এই সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে সময়ে সেই কর্ম্মফলজনিত অমৃতফল ভক্ষণ করিয়া তুমি অমরত্ব লাভপূর্ব্বক চিরশান্তি লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। পূজা, পাঠ, শাস্ত্রচর্চ্চা, সৎসঙ্গ, ধ্যান, ধারণা, পরহিতার্থ দেশভ্রমণ, পরদুঃখ লাঘবের চেষ্টা ইত্যাদি সৎকার্য্যে তাঁহার সময় ব্যয়িত হইতে লাগিল। দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে এক একটি বৎসর অনন্তের গর্ভে চিরতরে বিলীন হইতে লাগিল। এইভাবে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দও অনন্তের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ চলিতে লাগিল। আজ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে। আশ্রমে অন্নগ্রহণ করিবার জন্য হরিদ্বার, কন্‌খল, ভীমগোড়া, সপ্তসরোবর ইত্যাদি স্থান হইতে সাধুবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী এইভাবে মধ্যে মধ্যে সাধুদিগকে উপাদেয় খাদ্য দ্বারা আপ্যায়িত করিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর অনুজ ও শিষ্য স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি মহারাজও সশিষ্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। যথাসময়ে সমাগত সাধুবৃন্দ পরিতৃপ্তির সহিত অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু শঙ্করানন্দজী আশ্রমে উপনীত হইলেন না। শ্রীশ্রীস্বামীজী ও আশ্রমস্থ সাধুবৃন্দ একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন—শঙ্করানন্দ আসিলেন না কেন? কিন্তু তখন কে জানিত যে তাঁহার জীবনের শেষদিন উপস্থিত! সুস্থ শরীর, সুন্দর দেহ—শঙ্কর হঠাৎ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় আশ্রমে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"গুরুজী! নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি, সব জিনিস আছে ত'?" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী একটু তেজের সহিত বলিলেন—"দেখ, শঙ্কর! তুমি দিবাভাগে খেতে আসলে না কেন? এখানে কি তোমার মা মাসী আছে যে তোমার জন্য খাবার নিয়ে বসে থাকবে? যাও, এখানে খেতে পারবে না।" তদুত্তরে শঙ্করানন্দজী হাস্যমুখে বলিলেন—"গুরুজী! আপনি আমার গুরু, সুতরাং মা মাসী সকলই।" শ্রীশ্রীস্বামীজী হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বোস্, আমার সহিত একত্রে বসেই খাবি। (সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের উদ্দেশ্যে) ওরে কে আছ, শঙ্কর নাছোড়বান্দা, আমার আসনের কাছেই ওর জন্য একটি আসন রেখে দিস্, ও না খেয়ে ছাড়বে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী ও শঙ্করানন্দজী উভয়ে অন্নগ্রহণান্তে শ্রীশ্রীস্বামীজীর কুটিরে প্রবেশ করিলে শঙ্করানন্দজী শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"গুরুজী! আজ আমি আপনার নিকটেই শয়ন করিব।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"কেন? তুমি তোমার আশ্রমে যাও, এখনও রাত বেশী হয়নি।" শঙ্করানন্দজী—"না, গুরুজী! আমি আজ আপনার কাছেই শোব, সকালের ট্রেণে দেরাদুন যাব, আপনি আমাকে চারটার পূর্ব্বে উঠিয়ে দিবেন, দেরাদুনে বিশেষ কাজ আছে।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আচ্ছা, তোমার যখন কাজ্ আছে তখন আজ এখানে থাকতে পার।"

প্রয়োজন হইলে শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেবার জন্য জনৈক শিষ্য তাঁহার কুটিরে শয়ন করিতেন। এই কার্য্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ত্যাগী শিষ্যের উপর অর্পিত হইত। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি শ্রীশ্রীস্বামীজীর কুটিরে শয়ন করিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর গৃহে সাধারণতঃ দু'খানি পালঙ্ক রক্ষিত হইত; একখানিতে তিনি নিজে শয়ন করিতেন, দ্বিতীয় পালঙ্কোপরি কম্বল ইত্যাদি রক্ষিত হইত। দ্বিতীয় পালঙ্ক হইতে কম্বল ইত্যাদি স্থানান্তরিত করিয়া উক্ত পালঙ্কে শঙ্করানন্দজীর জন্য শয্যা করা হইল। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামীজীর শয়ন করিবার প্রণালী উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাত্রি ৮৷৮৷৷৹ ঘটিকার সময় অন্নগ্রহণান্তে তিনি জামা-কাপড় পরিত্যাগপূর্ব্বক শুধু কৌপীন পরিহিত হইয়া পালঙ্কোপরি শয়ান হইতেন। কিন্তু রাত্রি ১০৷১০৷৷৹টার পূর্ব্বে তিনি নিদ্রা যাইতেন না। তাঁহার কুটিরে অবস্থানকারী ত্যাগী শিষ্যের সহিত আধ্যাত্মিক গল্পে অথবা শাস্ত্রপাঠ শ্রবণে তিনি রাত্রি ১০৷১০৷৷৹ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। শঙ্করানন্দজী ও শ্রীশ্রীস্বামীজী পালঙ্কোপরি শয়ান হইয়া বিভিন্ন প্রসঙ্গে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া উভয়ে নিদ্রিত হইলেন্। রাত্রি তিন ঘটিকার সময় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজী ব্রহ্মানন্দকে (তিনিও তখন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জপে মগ্ন) বলিলেন—"আমি ত' সাধনগুহায় চলিলাম, তুই চারটার সময় শঙ্করকে জাগিয়ে দিস্।" শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রাতঃকৃত্য ও স্নানসমাপনান্তে সাধন-গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক দরজা বন্ধ করিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল; শ্রীশ্রীস্বামীজীর শয়ন-কুটিরে জপনিরত ব্রহ্মানন্দ হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিলেন। কোথা হইতে এই শব্দ আসিতেছে—'ঘড়্ ঘড়্'—ব্রহ্মানন্দ তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ওঃ, এ যে শঙ্করানন্দজীর দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে। এ কি? তবে কি শঙ্করানন্দজীর হঠাৎ কোনও অসুখ হইয়াছে? ব্যাকুলিতচিত্তে ব্রহ্মানন্দ ত্বরিতপদে শঙ্করানন্দজীর নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন, শায়িত শঙ্করানন্দের মুখ হইতে ফেণবৎ শ্লেষ্মা ও অবিরাম 'ঘড়্ ঘড়্' শব্দ নির্গত হইতেছে; তিনি মূর্চ্ছিত। উদ্বিগ্নচিত্ত ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীস্বামীজীর সাধনগুহায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেই তিনি গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শঙ্করানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ডাকিলেন—"শঙ্কর, শঙ্কর!" কিন্তু শঙ্কর সংজ্ঞাহীন, কে উত্তর প্রদান করিবে? শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্দ্দেশে অচিরে জনৈক সাধু ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই শঙ্করানন্দ নশ্বর শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। ডাক্তার আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন শঙ্করানন্দের শরীর প্রাণশূন্য। স্বীয় অনুজ ও শিষ্যের এই প্রকার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে শ্রীশ্রীস্বামীজী অতীব মর্ম্মাহত হইলেন। শঙ্করানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ অচিরে হরিদ্বার, কন্‌খল, ভীমগোড়া ইত্যাদি স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিতেই উক্ত স্থান হইতে সাধুবৃন্দ অনতিবিলম্বে আশ্রমে উপনীত হইয়া শঙ্করানন্দের পাঞ্চভৌতিক শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসমারোহের সহিত ভীমগোডায় কালীকুণ্ডে (গঙ্গার একাংশ) সমাহিত করিলেন।

এইভাবে শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রিয়তম অনুজ ও শিষ্য মহাপ্রাণ শঙ্করানন্দ হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে নিজের গুরুদেবের সম্মুখে ১৪ই মে (১৯২৫ খৃঃ) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নশ্বর শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্ময়ধামে চলিয়া গেলেন। সরলস্বভাব, অনাড়ম্বর জীবন, মধুরভাষী, উচ্চসাধক, মানাপমানে তুল্য-জ্ঞান শঙ্করানন্দের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি লক্ষাধিক টাকা ও ত্রিশ সহস্রাধিক টাকা মূল্যের গৃহাদির মালিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সরল অনাড়ম্বর জীবন দেখিলে মনে হইত, তিনি কাঙাল, দরিদ্র, কপর্দ্দকহীন। তিনি কখনও জামা পরিধান করিতেন না; প্রচণ্ড শীতেও শুধু একটিমাত্র কম্বল ব্যবহার করিতেন। আমরা ঠাট্টাচ্ছলে তাঁহাকে কখনও কখনও বলিতাম —"আপনি বড় কৃপণ, এত টাকা আছে, তবুও এ প্রকার দরিদ্রের ন্যায় কালযাপন করিতেছেন কেন?" তদুত্তরে তিনি হাস্যমুখে আমাদিগকে বলিতেন—"হাঁ, গুরুভাই! আমি বড় কাঙ্গাল, দরিদ্র, নতুবা কি তোদের কাছে মিষ্টি চেয়ে খাই! গুরুদেবের কাছে আমি দীনাতিদীন কাঙ্গাল।"

আদর্শ জীবন ত্যাগিশ্রেষ্ঠ শঙ্করানন্দজীর তিরোধান উপলক্ষে ভীমগোডায় অবস্থিত শঙ্করাশ্রমে হরিদ্বার, ভীমগোডা, কন্‌খল ইত্যাদি স্থাননিবাসী সাধুবৃন্দকে উপাদেয় খাদ্যাদি ও বস্ত্র দ্বারা আপ্যায়িত করা হইল। পরবর্ত্তী বৎসরে শঙ্করানন্দের বাৎসরিক তিরোধান তিথি উপলক্ষেও সাধুদিগকে উপাদেয় খাদ্যাদি ও বস্ত্র দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইল। বাৎসরিক তিরোধান তিথির পূর্ব্বদিবস অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীস্বামীজী কতিপয় সন্ন্যাসী-শিষ্যসহ শঙ্করাশ্রমে যাইতেছেন। পথিমধ্যে কালী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুণ্ডের তীরে উপনীত হইয়া তিনি শঙ্করানন্দের উদ্দেশ্যে বলিলেন —"শঙ্কর! আগামী কল্য শঙ্করাশ্রমে তোর বাৎসরিক তিরোধান তিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, তুই সেখানে যাস্।" শ্রীশ্রীস্বামীজীর এই কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। এক বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করানন্দজী দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার মৃতদেহ কালীকুণ্ডের গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করা হইয়াছে, এখনও কি তিনি কালীকুণ্ডে অবস্থান করিতেছেন? অথবা শ্রীশ্রীস্বামীজীর এই প্রকার উক্তির তাৎপর্য্য কি? না, শঙ্করানন্দ সূক্ষ্ম শরীরে তখন সেখানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন! এই সব মানববুদ্ধির অগোচর অলৌকিক রহস্যরাজি উদ্ঘাটন করিতে আমরা অক্ষম। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই এই সব রহস্যের সমাধান করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবার সাহস তখন আমাদের ছিল না, আমরা শুধু ধীরভাবে তাঁহার অনুগমন করিতেছিলাম। শ্রীশ্রীস্বামীজী শঙ্করাশ্রমে উপনীত হইয়া শঙ্করানন্দজীর সন্ন্যাসীশিষ্যদিগকে উৎসব সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমরা পরবর্ত্তী দিবসে শঙ্করাশ্রমে উপনীত হইয়া উৎসবে যোগদান করিলাম। কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজী আর শঙ্করাশ্রমে পদার্পণ করিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলা—১৯২৭ খৃষ্টাব্দ

শঙ্করানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পর দেখিতে দেখিতে আরও দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসে (চৈত্র ১৩৩৩ ও বৈশাখ ১৩৩৪ সন) হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অগণিত যাত্রী হরিদ্বারে উপনীত হইবেন। মিষ্টার ক্লষ্টি আই. সি. এস. কুম্ভমেলার ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। আশ্রম-জমির মধ্য দিয়া মিউনিসিপ্যাল কমিটি একটি রাস্তা তৈয়ার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। আশ্রম-জমির মালিক মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজী এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলেন।* কিন্তু মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারী তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। মিঃ ক্লষ্টি মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভাপতি। শিবদয়াল গিরিজী তাঁহার নিকট আপীল করিলেন। ক্লষ্টি আশ্রমে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন— "আমার অনেক ছেলেমেয়ে (শিষ্য, ভক্ত) আশ্রমে উপনীত হইবে। আপনারা আশ্রম-জমির মধ্য দিয়া রাস্তা করিলে তাহাদের বড় অসুবিধা হবে।" মিঃ ক্লষ্টি শ্রীশ্রীস্বামীজীর অসামান্য ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে

---

* শিবদয়াল গিরিজী আশ্রম-জমির মালিক ছিলেন, শ্রীশ্রীস্বামীজীর মহাসমাধির কয়েক বৎসর পর তাঁহার (শ্রীশ্রীস্বামীজীর) শিষ্যগণ উক্ত জমি ৪৫০০০৲ টাকায় ক্রয় করিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"বৃদ্ধ পাদ্রীজী! আপনার যাতে কোনও প্রকার কষ্ট না হয় তৎপ্রতি আমি দৃষ্টি দিব, তবে এ বিষয়ে আমার উপরওয়ালার মত ব্যতীত আমি কিছু করতে অক্ষম। আমি মীরাট ডিভিসনের কমিশনারের কাছে এ সম্বন্ধে লিখিব।" কিছুদিন পরে কমিশনার সাহেব (একজন বৃদ্ধ ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক) আশ্রমে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলেন ও মিঃ কুষ্টিকে আশ্রম-জমির মধ্য দিয়া রাস্তা করিবার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিতে আদেশ দিলেন। মিঃ কুষ্টি মধ্যে মধ্যে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর মধুর সঙ্গে কিছুক্ষণ যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমসংলগ্ন রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছেন, মিঃ কুষ্টি সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিলে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে আশ্রমে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে মিঃ কুষ্টি বলিলেন—"না পাদ্রীজী! আমার অনেক কাজ আছে, আমি এখনই যাচ্ছি"—এই কথা বলিয়াই মিঃ কুষ্টি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে অভিবাদনপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। কিন্তু বেশীদূরে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই তিনি আবার ফিরিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রম-ফটকের সিঁড়িতে উঠিতেছেন। মিঃ কুষ্টি দৌড়াইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন—"ও, পাদ্রীজী! আপনার হাত কাঁপিতেছে, আশ্রমে উঠিতে আপনার কষ্ট হবে, চলুন, আমি আপনাকে আশ্রমে উঠিয়ে দিয়ে আসি।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"না, না, এ বুড়ো (শ্রীশ্রীস্বামীজী) এ সব কাজে অভ্যস্ত আছে, তোমার কষ্ট করার দরকার নেই, আমি নিজেই উঠতে পারব।" কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজীর কথা কে শুনে? যেখানে প্রকৃত ভালবাসা সেখানে যুক্তিতর্কের স্থান নাই। মিঃ কুষ্টি এই বৃদ্ধ পাদ্রীজীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরের সহিত ভক্তি করেন, ভালবাসেন, তাই পুত্র যে প্রকার পিতার সুখদুঃখের প্রতি অবহিত থাকে তিনিও শ্রীশ্রীস্বামীজীর সুখদুঃখের প্রতি তদ্রূপ অবহিত। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে আশ্রমে উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক মিঃ কুষ্টি পুনরায় চলিয়া গেলেন। আশ্রমের বাহিরে পশ্চিমদিকে অবস্থিত একখণ্ড জমির জন্য শ্রীশ্রীস্বামীজীর পক্ষ হইতে মিউনিসিপ্যাল কমিটির নিকট আবেদন করা হইয়াছে। কিন্তু মিউনিসি-প্যাল সেক্রেটারী উক্ত জমি দিতে অনিচ্ছুক। এই বিষয় মিঃ কুষ্টির নিকট উত্থাপিত হইলে তিনি বলিলেন—"ভোলাগিরি কে?" উত্তর—"সেই বৃদ্ধ পাদ্রীজী।" মিঃ কুষ্টি (সোৎসাহে)—"ওঃ, তাঁকে নিশ্চয়ই এ জমি দেওয়া হবে এবং এজন্য তাঁহার আর ভাড়া দিতে হবে না।"

ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে শত শত শিষ্যভক্ত আশ্রমে উপনীত হইবে। শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্দ্দেশে আশ্রমবাগানে বহু অস্থায়ী কুটির নির্ম্মিত হইল। কুম্ভস্নানের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, শিষ্যভক্তগণ কর্ত্তৃক আশ্রম ততই পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দুটি ধর্ম্মশালা, গুরুধাম ও আশ্রম-কুটিরগুলিতে শত শত স্নানার্থী ভক্ত বিরাজ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ সহস্রাধিক লোক আশ্রমে অন্নগ্রহণ করিতেছেন। রান্নার জন্য বারজন পাচক নিযুক্ত হইয়াছে। আরও স্নানার্থী ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আশ্রম-কুটিরগুলি, দুটি ধর্ম্মশালা ও গুরুধাম যাত্রী দ্বারা ইতঃপূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়াছে, আর স্থান নাই। নবাগত বাঙালী ভক্তগণ স্থানাভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন—কোথায় তাঁহারা থাকিবেন! তাঁহারা শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপনীত হইয়া কেহ বলিলেন—"বাবা! আমাদের গ্রামের অনেক লোক আপনার শিষ্য, সুতরাং আমি আপনার কাছেই থাকিতে চাই।" কেহ বলিলেন—"বাবা! আমি আপনার জনৈক শিষ্যের বন্ধু, অতএব আমার এই আশ্রমে থাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকার আছে।" কেহ বলিলেন—"বাবা! আমি আপনার জনৈক শিষ্যের ভাগিনেয়, সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই আমার খাওয়ার ও থাকার বন্দোবস্ত করে দিবেন।" কেহ কেহ বলিলেন—"বাবাজী! আপনি বঙ্গদেশের গুরু, আমি একজন বাঙ্গালী, আমি কোথায় যাব? আমাকে একখানা ঘর দিতেই হবে।" শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রেমার্দ্রকণ্ঠে সকলকে বলিলেন—"আচ্ছা ভাই! ব্যস্ত হইও না, সকলের জন্যই বন্দোবস্ত হবে।" নবাগত ভক্তগণের জন্য শ্রীশ্রীস্বামীজী গঙ্গার অপর পারে একটি জমি ভাড়া করিয়া কতকগুলি অস্থায়ী কুটির নির্ম্মাণ করাইলেন ও কতকগুলি তাঁবু খাটাইলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে কতিপয় সুযোগ্য চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে একটি দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইল।

প্রথম স্নান শেষ হইল। শ্রীশ্রীস্বামীজী অত্যন্ত বার্দ্ধক্যহেতু হস্তী বা অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন না, বা কোন আখড়ার সাধুদিগের সহিত একত্রে স্নান করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। নির্ব্বাণী আখড়ার কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। তিনি পাল্কীতে আরোহণ করিয়া কতিপয় সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া কুম্ভযোগে পবিত্র ব্রহ্মকমণ্ডলুতে অবগাহন করিলেন। শত শত ভক্তগণ পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া সকলকে মধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিতেছেন। সন্ধ্যার সময় আরতি, মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে শ্রীশ্রীস্বামীজী গদীতে উপবিষ্ট। শত শত ভক্ত উৎসুক-নয়নে তাঁহার সমীপে আসীন। তাঁহারা শ্রীশ্রীস্বামীজীর উপদেশামৃত পান করিতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু এই বৃদ্ধ ঋষির উপদেশ দিবার অবকাশ কোথায়? কোনও কোনও ভক্ত ভাবাবেশে গুরুর মহিমা সম্বন্ধীয় গান গাহিতেছেন, কেহ কেহ বলিতেছেন—'জয় গুরু, জয় গুরু'—গান শ্রবণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

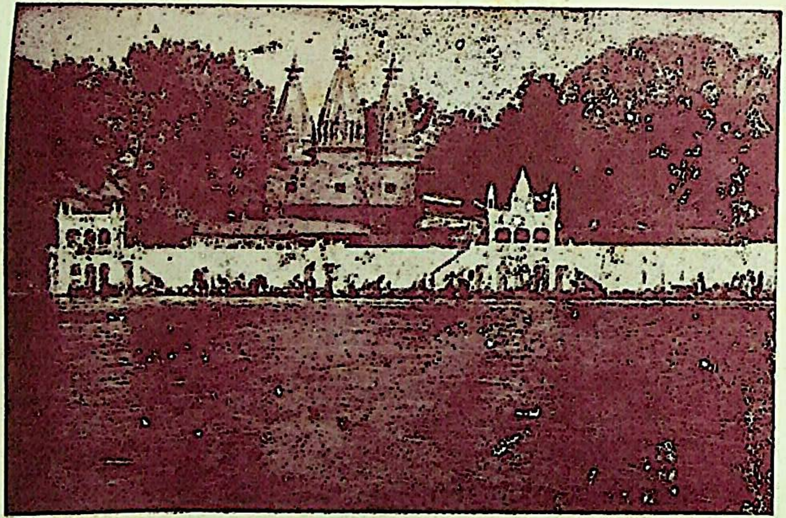

গঙ্গার অপর পার হইতে আশ্রমের দৃশ্য

হরিদ্বার গুরুধামে প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রীঅচলেশ্বর মহাদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺অচলনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত

হরিদ্বারে "গুরুধাম"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও কাহারও নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু নির্গত হইতেছে। ভক্তবৃন্দ অনিমেষ নয়নে শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তখন সমাধিস্থ, তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ খেলিতেছে, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত, মুখকমল প্রশান্ত, সৌম্য, আনন্দোদ্ভাসিত; গণ্ডস্থল নয়নবারি দ্বারা প্লাবিত। কি সুন্দর দৃশ্য! ভক্তবৃন্দ অশ্রুপ্লাবিত নয়নে 'জয় গুরু, জয় গুরু' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি স্নেহবিগলিতকণ্ঠে ভক্তবৃন্দকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

অমাবস্যার দিন দ্বিতীয় স্নান। অদ্য অমাবস্যা তিথি। লক্ষ লক্ষ যাত্রী হরিদ্বারে সমবেত হইয়াছেন। প্রাতঃকালে ব্রহ্মকমণ্ডলুতে স্নান করিবার জন্য হাজার হাজার লোক ব্রহ্মকমণ্ডলুর ঘাটে উপনীত হইতে লাগিলেন। অত্যধিক ভীড় ও স্বেচ্ছাসেবকগণের অব্যবস্থার জন্য এক ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে পঞ্চান্ন জন স্নানার্থী উক্ত ঘাটে যাত্রিবৃন্দ দ্বারা পদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই শোকাবহ সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। শ্রীশ্রীস্বামীজী এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অতীব মর্ম্মাহত হইয়া বলিতে লাগিলেন— "হর, হর, শিব শিব।" কতিপয় আমেরিকান ভদ্রলোক আশ্রমে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর মনোমুগ্ধকর রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ফটো তুলিলেন, বোধ হয় আমেরিকার দৈনিক বা মাসিক কোনও পত্রিকায় তাঁহার ফটো প্রকাশিত করিবেন। শত শত ব্যক্তি (ইউরোপীয়, আমেরিকান, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, ভাটিয়া ইত্যাদি) আশ্রমে আসিতেছেন ও শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, শ্রীশ্রীস্বামীজী ধীর, স্থির ও শান্তভাবে উপবিষ্ট; মধ্যে মধ্যে তিনি উপদেশ দিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় স্নানও যথাসময়ে শেষ হইয়া গেল। শ্রীশ্রীস্বামীজীর শরীর অসুস্থ, তিনি তিন চার দিন পর্য্যন্ত অন্ন গ্রহণ করিতেছেন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি গদীতে উপবিষ্ট হইয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে সহজ-ভাবেই উপদেশ দিতেছেন, তিনি যে অসুস্থ তাহা অনেকে বুঝিতেই পারিলেন না।

এখন শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কেহ কেহ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম করিয়া "বাবা তবে আসি? আজ্ঞা দিন, আবার কবে দেখা হবে" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রেমার্দ্রকণ্ঠে ভক্তবৃন্দকে বলিতেছেন—

"আড়ি, আড়ি, আড়ি।
আমি থাকি আমার ঘরে।
তুমি যাও তোমার বাড়ী।
আড়ি, আড়ি আড়ি॥"

এই বলিয়া তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। কি নয়নতৃপ্তিকর মধুর দৃশ্য! ভক্তের জন্য ভক্তাধীন গুরু প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

দুইজন শিষ্যা ৺কাশী যাইতেছেন। একজন মা, অপরটী মেয়ে। মা সধবা, মেয়ে বিধবা। মার শরীর একটু অসুস্থ। তাঁহারা শ্রীশ্রীস্বামী-জীকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন—"বাবা! আশীর্ব্বাদ করুন যেন ভালভাবে ৺কাশীতে পৌছিতে পারি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী মেয়েকে বলিলেন—"তোর মা তো ৺কাশীতে থাকবে, তুই কোথায় থাকবি?" তদুত্তরে মেয়ে বলিলেন—"মা যতদিন ৺কাশীতে থাকিবেন আমিও ততদিন ৺কাশীতে থাকিব, তারপর মার সহিত দেশে চলে যাব।" লেখক তখন শ্রীশ্রীস্বামী-জীর নিকট উপবিষ্ট, শ্রীশ্রীস্বামীজীর কথায় লেখকের মনে হইল যে উক্ত শিষ্যা (মা) ৺কাশীতে দেহত্যাগ করিবেন, তাই শ্রীশ্রীস্বামীজী মেয়েকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তুই কোথায় থাকবি ?" কিন্তু লেখক চুপ করিয়া রহিল। শ্রীশ্রীস্বামীজী জোরের সহিত মেয়েটিকে পুনরায় বলিলেন—"না না, তোর মা ত' ৺কাশীতেই থাকবে, তুই কোথায় থাকবি ?" শ্রীশ্রীস্বামীজীর বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া মেয়েটী পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন—"মা যতদিন ৺কাশীতে থাকিবেন ততদিন ৺কাশীতে থাকিব, পরে মার সহিত দেশে চলে যাব।" শ্রীশ্রীস্বামীজী আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। মা ও মেয়ে যথাসময়ে ৺কাশীতে পৌঁছিলেন। কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যেই মা ৺কাশীতেই দেহত্যাগ করিলেন। তখন মেয়ের চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল, তখন তিনি বুঝিলেন "তোর মা ত' ৺কাশীতেই থাকবে" শ্রীশ্রীস্বামীজীর এই কথার অর্থ কি। দুঃখিতচিত্তে তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"হায় হায়, বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুই কোথায় থাকবি'—কেন আমি বলিলাম না যে, বাবা! আমিও ৺কাশীতে থাকিতে চাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জন্মভূমি খুরদা ও বঙ্গদেশে শেষ ভ্রমণ

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ণকুম্ভমেলার পর দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর অতিবাহিত হইল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। সূর্য্য-গ্রহণোপলক্ষে শ্রীশ্রীস্বামীজী পবিত্র কুরুক্ষেত্র তীর্থে গমন করিবেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর সহিত কুরুক্ষেত্র হ্রদে একত্রে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় শিষ্য, ভক্ত আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে চন্দ্রগ্রহণে ৺কাশীধামে ও সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নান* বিশেষ ফলদায়ক। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণের সময় শ্রীশ্রীস্বামীজী ও তাঁহার নির্দ্দেশে সাধু ও ভক্তগণ গ্রহণ লাগিবার পরই স্নান করিয়া জপে বসিতেন এবং মুক্তিস্নানান্তে পরিধেয় বস্ত্রাদি ও ব্যবহৃত কম্বলাদি বিধৌত করিয়া স্ব স্ব কুটিরে প্রবেশ করিতেন। আম্বালার রায় বাহাদুর গঙ্গারাম এম্. এল্. সি. শ্রীশ্রীস্বামীজীর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। শ্রীশ্রীস্বামীজী আম্বালা হইয়া কুরু-ক্ষেত্রে গমন করিবেন অবগত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীকে লিখিলেন— "মহারাজ! আপনি আম্বালায় আসিবার পূর্ব্বে আমাকে টেলিগ্রাম

---

* সমং কৃষ্ণলকেনাপি যো দদ্যাৎ কাঞ্চনং কৃতী।
সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে স বসেদত্র পুণ্যভাক্॥
(স্কন্দপুরাণ—কাশীখণ্ড, ৯।৭২)

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণের সময় যিনি (স্নানপূর্ব্বক) কুঁচপ্রমাণ স্বর্ণ দান করেন, সেই পুণ্যশীল এই সূর্য্যলোকে বাস করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন, আমি সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব যাহাতে আপনার কোনও প্রকার কষ্ট না হয়।" অদ্য শ্রীশ্রীস্বামীজী আম্বালায় যাইতেছেন। রায় বাহাদুর গঙ্গারামের নিকট টেলিগ্রাম করিবার জন্য ভক্তগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন—"না রে বেটা! আমি যদি গঙ্গারামের নিকট টেলিগ্রাম করি তবে তিনি তাঁর মোটর গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হ'য়ে আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে নিজের বাসায় চলে যাবেন। তোমাদের সকলকে পদব্রজে বা টাঙ্গায় যেতে হবে। ছেলেমেয়েদিগকে পরিত্যাগ করে আমি একা এ প্রকার সুবিধা ভোগ করতে চাই না। আমি বরং তোমাদের সকলের সহিত একত্রে পদব্রজে যাব, তাতেই আমার শান্তি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী যথাসময়ে আম্বালা হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন, সহস্র সহস্র যাত্রী সেই পবিত্র তীর্থে সমবেত হইয়াছেন। অদ্য সূর্য্যগ্রহণ। সহস্র সহস্র স্নানার্থী পবিত্র কুরুক্ষেত্র হ্রদে স্নান করিতেছেন, স্নানান্তে কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ জপ করিতেছেন, কেহ দান করিতেছেন, কেহ স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে স্বীয় কুটিরে যাইতেছেন, চতুর্দ্দিকে একটি দিব্য সাত্ত্বিক ভাব বিরাজ করিতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী ও ভক্তগণ স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে ঘাটে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলেন। তাঁহার সুন্দর তেজোদৃপ্ত দেবোপম রূপদর্শনে যাত্রিগণ অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, ভক্তির আতিশয্যে কেহ কেহ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে পত্রপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে টাকা উপহার দিলেন, কিন্তু তিনি সে দান গ্রহণ করিলেন না; কারণ, গ্রহণের সময় দান গ্রহণ করা মহাপাপ। গ্রহণ শেষ হইলে যাত্রিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্দ্দেশে গৃহস্থ-শিষ্য ও ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি, ব্রহ্মচারী নবীনানন্দ প্রমুখ কতিপয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যসহ শ্রীশ্রীস্বামীজী পাঞ্জাব অভিমুখে রওনা হইলেন। তিনি জানিতেন যে তাঁহার প্রারব্ধভোগ শেষ হইয়া আসিয়াছে, শরীর আর বেশীদিন থাকিবে না, তাই তিনি নিজের জন্মভূমি পাঞ্জাব ও কর্ম্মভূমি বঙ্গদেশে শেষ পদার্পণ করিতে ইচ্ছুক। অমৃতসরে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহার শিষ্য তত্রত্য মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারী মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জি বি. এ. বি. ই মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিলেন। অমৃতসরের যাবতীয় দর্শনীয় স্থান ও বস্তু অবলোকন করিয়া লাহোর প্রভৃতি অনেক সহর ভ্রমণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ লুধিয়ানা সহরে উপনীত হইয়া তিনি একটি ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিলেন। ঐ দিন অপরাহ্নে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মশালায় প্রত্যাগমন করিলে ব্রহ্মচারী নবীনানন্দ তাঁহাকে বলিলেন—"বাবা! আজ দুগ্ধ ক্রয় করিতে ভুলে গিয়েছি, আমরা বড় লজ্জিত। আপনি রাত্রে কি খাবেন? এখন দোকানে কি ভাল দুগ্ধ পাওয়া যাবে?" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"আরে বেটা! দুগ্ধ ক্রয় করতে ভুলে গিয়েছ সেজন্য দুঃখিত বা লজ্জিত হচ্ছ কেন? আমার জন্য কোনও চিন্তা করিও না, আমার যদি বস্তুতঃই দুগ্ধের প্রয়োজন হয় তা হ'লে দুগ্ধ পাবই। ভগবান গীতায় কি বলেছেন!—যাঁহারা অনন্যভাবে আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন তাঁহাদিগের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু আমিই যোগাড় করে দেই ও সেই সেই বস্তু আমিই রক্ষণাবেক্ষণ করি। সুতরাং আমার জন্য তোমাদিগের উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই।" সন্ধ্যার পর আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে শ্রীশ্রীস্বামীজী উপস্থিত ভক্তগণকে উপদেশ দিতেছেন, হঠাৎ একটি মাটির পাত্রে আড়াই সেরের অধিক দুগ্ধের সহিত জনৈক বৃদ্ধা মহিলা উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রণাম-পূর্ব্বক বলিলেন—"সন্তজী (সাধুজী)! এই দুগ্ধ আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করুন।" শ্রীশ্রীস্বামীজী অবাক্, তিনি হাস্যমুখে বলিলেন—"মাইজী (মাতাজী) এত দুগ্ধ দিয়ে আমি কি করিব?" তদুত্তরে উক্ত মহিলা বলিলেন—"না সন্তজী! আমার এই ক্ষুদ্র উপহার আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।"—এই বলিয়া উক্ত মহিলা (কে জানে স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা কি না) শ্রীশ্রীস্বামীজীকে পুনরায় প্রণামপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-শিষ্যদিগকে বলিলেন—"দেখেছিস, ভগবানের বাক্যের সত্যতা? এই দেখ, দুগ্ধ মিলে গিয়েছে।" লুধিয়ানা হইতে শ্রীশ্রীস্বামীজী নিজের জন্মভূমি খুরদাগ্রামে উপনীত হইলেন। তাঁহার পিতৃবংশে তিনি ব্যতীত আর কেহই জীবিত নাই। তাঁহার নির্দ্দেশে কিছুদিন পূর্ব্বে ৩০০৲ টাকা ব্যয়ে সেখানে দুটি ছোট ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার উক্ত গ্রামস্থ কতিপয় ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া চিরতরে নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। পাঞ্জাব হইতে হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রমে মাত্র তিন দিন যাপন করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে ৺কাশীধামে অবতরণ করিয়া গঙ্গাস্নানান্তে তিনি ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি বিগ্রহের পূজা করিলেন। কলিকাতা, ভবানীপুর নিবাসী শ্রীশ্রীস্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য অচলনাথ মিত্র এটর্ণি-এট্-ল মহাশয় মৃত্যুশয্যাশায়ী, তিনি কাতরপ্রাণে শ্রীশ্রীস্বামীজীর পথপানে চাহিয়া আছেন, দেহত্যাগের পূর্ব্বে একবার গুরুদর্শন কি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না? ব্যাকুলিতচিত্ত অচল শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তর্য্যামী ভোলানন্দের হৃদয়ও উদ্বেলিত; ভক্ত অচলের জন্য তিনি হরিদ্বারে মাত্র তিন দিন ও ৺কাশীতে দু'দিন অবস্থান করিয়াই পাটনা ইত্যাদি স্থানে অবতরণ না করিয়া অতি সত্বর কলিকাতায় উপনীত হইয়া অচলের গৃহে শুভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্পণ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দেখিয়া উত্থানশক্তিরহিত অচল "গুরুদেব, গুরুদেব, বাবা, বাবা! আমার মস্তকে আপনার শ্রীচরণ স্থাপন করুন" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রেমাবতার, ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীস্বামীজীরও নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, তিনি স্নেহবিগলিতকণ্ঠে অচলকে বলিলেন—"পুত্র। ভয় নেই, কে মরে? তোর ত' মৃত্যু নাই। গীতার সে শ্লোক কি ভুলে গিয়েছিস্?—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ (গীতা, ২।২২)

তবে পুত্র! তোর আবার ভয় কি? আমি ত' সর্ব্বদাই আছি।" তদুত্তরে অচল বলিলেন—"না বাবা! আর ভয় করি না, আপনার দর্শন, আপনার আশীর্ব্বাদ যখন পেয়েছি, তখন আমি নির্ভয়। মৃত্যু আসুক, আমি অম্লানবদনে তাকে বরণ করব।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী ২৭শে জানুয়ারী (১৯২৯ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ অভিমুখে রওনা হইলেন, অচল ৩০শে জানুয়ারী নশ্বর শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে অতীব দুঃখিত হইলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর শরীর অতীব বৃদ্ধ, তদুপরি তিন মাস ভ্রমণজনিত ক্লান্তিতে তাঁহার দেহ দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। হৃদ্‌যন্ত্রের দৌর্ব্বল্য, হৃৎস্পন্দন, জ্বর ও পেটের অসুখ ইত্যাদি পীড়ায় তিনি কষ্ট পাইতে লাগিলেন। ডাক্তারগণ তাঁহাকে আর ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন, তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাদিগকে বলিলেন—"বেটা! ভ্রমণ করলে কি ক্ষতি হবে! শরীর অধিকতর খারাপ হবে? তা হোক্ না, এ শরীর ত' জড়, মিথ্যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বংসশীল, এর জন্য আবার চিন্তা বা দুঃখ কি? জন্ম হ'লেই মৃত্যু, শরীর ধারণ করলেই শরীর ত্যাগ করতে হবে, ইহা ত' চিরন্তন সত্য, তার জন্য আবার ভাবনা কি? আমার ছেলেমেয়ে সব (শিষ্যভক্তগণ) আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি একবার তাদের কাছে যাব না? এ কি বলছ? আমি নিশ্চয়ই যাব, নতুবা তাদের মনে কত দুঃখ হবে তা জানিস্?" শ্রীশ্রীস্বামীজী মৈমনসিং হইতে টাঙ্গাইল যাইবেন। সেখানে কোনও রেলপথ নাই। মৈমনসিং হইতে টাঙ্গাইলের দূরত্ব ষাট মাইল, মোটর-যানে উক্ত রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। চিকিৎসকগণ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে এই কষ্টকর যাত্রা হইতে বিরত থাকিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সংকল্পে অচল, অটল। টাঙ্গাইল হইতে শ্রীশ্রীস্বামীজী কিশোরগঞ্জে উপনীত হইলেন। সেখানে দুই একদিন অতিবাহিত করিয়া তিনি তুঙ্গেশ্বর (শ্রীহট্ট) অভিমুখে রওনা হইলেন। তুঙ্গেশ্বরে একটি আশ্রম আছে। সেখানে কোনও রেল ষ্টেশন নাই। উক্ত স্থান হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী সাটিয়াজুরী ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পদব্রজে বা পাল্কীতে আরোহণ করিয়া তুঙ্গেশ্বরে যাইতে হয়। ভৈরব ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছিতেই শ্রীশ্রীস্বামীজী অত্যন্ত দুর্ব্বলতাহেতু হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। শিষ্যগণ তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে অবতরণ করাইয়া তাঁহাকে মুক্তাগাছার মহারাজের ভৈরবস্থিত কাছারীতে লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীস্বামীজী সংজ্ঞালাভ করিলেন; কিন্তু নিজেকে ট্রেণের মধ্যে দেখিতে না পাইয়া তিনি একটু তেজের সহিত শিষ্যদিগকে বলিলেন—"তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?" তদুত্তরে জনৈক শিষ্য বলিলেন—"বাবা! আপনি গাড়ীতে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, তাই আপনাকে গাড়ী (ট্রেণ) হ'তে নামিয়ে এখানে এনেছি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী (অত্যন্ত তেজের সহিত)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গাড়ী হ'তে নামালে কেন? দেখ ত', সাটিয়াজুরী ষ্টেশনে আমার পুত্রগণ আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমাকে ট্রেণে দেখতে না পেয়ে তারা কত দুঃখিত হবে বল ত'! যাও, এখনই তাদের কাছে টেলিগ্রাম করে দাও যে, আমি পরবর্তী ট্রেণে যাচ্ছি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী তুঙ্গেশ্বর হইতে হবিগঞ্জে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর ও হৃদযন্ত্র অতীব দুর্ব্বল, চিকিৎসকগণের মতে তাঁহাকে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারদিগের পরামর্শানুযায়ী সেবকগণ কাহাকেও তাঁহার কাছে যাইতে দিতেছে না। ইহাতে শ্রীশ্রীস্বামীজী একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সেবকগণকে বলিলেন—"আরে সকলকে আমার কাছে আসতে দাও, কাহাকেও নিষেধ করিও না, ওরা কত আবেগ নিয়ে এখানে এসেছে, আমার কাছে আসতে না দিলে ওরা কিন্তু তোদের অভিশাপ দিবে।" শ্রীশ্রীস্বামীজীর আদেশে সকলেই তাঁহার নিকট অব্যাহত গতি লাভ করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণকালে শ্রীশ্রীস্বামীজী যখন ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন তাঁহার শিষ্য জমীদার যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের মোটর গাড়ীতে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন, সঙ্গে যোগেশ ও অপর কয়েকজন ভক্ত। তীব্রগতিতে মোটরগাড়ী ছুটিয়াছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী যোগেশ-প্রমুখ ভক্তদিগের সহিত 'আত্মার অসঙ্গত্ব' প্রসঙ্গে মগ্ন। তিনি এই প্রসঙ্গে এত তন্ময় হইলেন যে, মনে হইল তিনি তখন দেহজ্ঞানরহিত। হঠাৎ গাড়ীর গতি একটু মন্থর হইতেই মনে হইল শ্রীশ্রীস্বামীজীর মনও হঠাৎ নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া শরীরের সত্তা উপলব্ধি করিতেছে। তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র জপমালা (করমালা) জানুর উপর নিক্ষেপ করিয়া উপস্থিত ভক্তগণকে বলিলেন—"যখন দেখিব যে এই শরীর দ্বারা আর কোনও কাজ হচ্ছে না তখন এই মালা যে প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুঁড়িয়া ফেলিলাম সেইভাবে এই শরীরটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিব (ত্যাগ করিব)।"

যাঁহাদিগের দেখিবার শক্তি ও বুঝিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীস্বামীজীর বাক্যে ও কার্য্যে নিঃসংশয়রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি ভক্তগণের নিকট হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। বঙ্গদেশ হইতে শ্রীশ্রীস্বামীজী হরিদ্বারের পথে ৺কাশীতে অবতরণ পূর্ব্বক ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি দর্শন করিয়া পঞ্চ-শতাধিক সাধু-সন্ন্যাসীকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া চিরতরে এই পবিত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ অবিমুক্তক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মার্চ্চ মাসের (১৯২৯ খৃষ্টাব্দে) শেষভাগে তিনি হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মহাসমাধি

শ্রীশ্রীস্বামীজীর শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যাইতে লাগিল। তিনি প্রত্যহ ছয় সাত বার মলত্যাগ করিতেছেন ও হৃৎস্পন্দন এবং হৃদ্‌যন্ত্রের দৌর্ব্বল্যে অতীব কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার শরীরের ক্রমাবনতির সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেবার জন্য কলিকাতা হইতে ডাক্তার শরচ্চন্দ্র দত্ত এল্. এম্. এস্ প্রমুখ কতিপয় শিষ্য হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। কিছুদিন শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেবা করিয়া শরৎ ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামী-জীর নির্দ্দেশে আশ্রম-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত গোবিন্দরামজী প্রত্যহ গীতার শাঙ্কর-ভাষ্য পাঠ করিতেছেন; শ্রীশ্রীস্বামীজী ও আশ্রমস্থ সাধুগণ অবহিতমনে পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। এইভাবে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইল। অদ্য ৬ই মে (১৯২৯ খৃষ্টাব্দ)। শ্রীশ্রীস্বামীজী যথারীতি রাত্রির আহার সমাপনান্তে শয়ন-কুটিরের বহির্দ্দেশে পালঙ্কোপরি শয়ান হইলেন (গ্রীষ্মকালে শ্রীশ্রীস্বামীজী আশ্রম-কুটিরের বহির্দ্দেশে শয়ন করিতেন)। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় হঠাৎ তাঁহার তীব্র বেদনা ও প্রবল হৃৎস্পন্দন উপস্থিত হইল। তিনি একবার উঠিয়া বসিতেছেন পুনরায় শয়ন করিতেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ঈশ্বরানন্দ, বিশ্বেশ্বরানন্দ, বৈদ্যনাথানন্দ, কেদারানন্দ, অব্যয়ানন্দ, বোধানন্দ, ব্রহ্মচারী নবীনানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ তাঁহার সেবায় রত। লেখক, স্বামী চিদানন্দ, ব্রহ্মচারী প্রেমানন্দ প্রমুখ কতিপয় সন্ন্যাসী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচারী শিষ্য স্ব স্ব কুটিরে নিদ্রিত। সেবারত শিষ্যগণ—'শ্রীশ্রীস্বামীজী বুঝি এখনই শরীর ত্যাগ করিবেন' এই শোকাবহ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া অন্যান্য সাধুগণকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতেও বিস্মৃত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। শ্রীশ্রীস্বামীজী শিষ্যগণের সাহায্যে তাঁহার দৈনন্দিন নিয়মানুযায়ী সাধন-গুহায় প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে তিনি মলত্যাগ করিবার জন্য গুহা হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময়ে লেখক গুহা-বারান্দায় প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি লেখককে বলিলেন—"বাঃ, বেটা! কাল রাত্রে ত' তোকে দেখি নাই, কালই যদি শরীর ত্যাগ হ'ত, তবে ত' তোর সঙ্গে আর দেখা হ'ত না; ব্যস, কাল কোথায় ছিলে?" লেখক লজ্জিত-ভাবে বলিল—"বাবা! আমি এই সংবাদ কিছুই জানতাম না, আমাকে এঁরা কোনই সংবাদ দেননি।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আচ্ছা বেটা! তুমি ঘোড়া হও, আমি তোমার পিঠে চড়ে পায়খানায় যাব, নতুবা আমাকে কাঁধে করে নিয়ে চল।" লেখক—"আচ্ছা বাবা! চলুন।" তদুত্তরে ঈশ্বরা-নন্দজী শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"না বাবা! ধ্রুবানন্দজী আপনাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারবেন না।" শ্রীশ্রীস্বামীজী (ঈশ্বরানন্দজীর প্রতি)—"কেন রে বেটা! ও ত' বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলবান্।" ঈশ্বরানন্দ—"তা ঠিক বাবা! কিন্তু ওঁর ত' এ প্রকার অভ্যাস নেই; হঠাৎ যদি আপনি ওঁর কাঁধ হতে পড়ে যান, তবে কি প্রকার বিপদ হবে! আপনি বরং আমাদের দুজনের কাঁধের উপর হাত রাখুন, আমরা আপনাকে বাহিরে নিয়ে যাব।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"আচ্ছা, তোমরা যা ভাল বোঝ তা-ই কর।" শ্রীশ্রীস্বামীজী লেখক ও স্বামী বৈদ্যনাথানন্দের কাঁধে হস্তদ্বয় স্থাপন করিলেন, তাহারা উভয়ে তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল। মলত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজী পুনরায় গুহায় প্রবেশ করিলেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছয় সাত মিনিট অন্তর একবার শুইতেছেন, একবার উঠিয়া বসিতেছেন, অত্যধিক হৃৎস্পন্দনহেতু শয়ন বা উপবিষ্ট কোন অবস্থাতেই তিনি ছয় সাত মিনিটের বেশী স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন—"শিব শিব, শিবোঽহম্, নির্ব্বিকারোঽহম্।" সাধুগণের মধ্যাহ্নভোজনের পর স্বামী ঈশ্বরানন্দ লেখককে বলিলেন—"আমরা কাল রাত্রে আদৌ নিদ্রা যাইনি, তুমি ত' কাল রাত্রে নিদ্রা গিয়েছ, এখন আমরা গিয়ে একটু নিদ্রা যাই, তুমি গুরুদেবের কাছে থাক।" লেখক ঈশ্বরানন্দের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। গুহার ভিতরে পালঙ্কোপরি শ্রীশ্রীস্বামীজী অবস্থান করিতেছেন, লেখক পালঙ্কের নীচে উপবিষ্ট। শ্রীশ্রীস্বামীজী শুইয়া আছেন; হঠাৎ তিনি লেখককে বলিলেন—"বেটা আমাকে ধরে উঠাও।" লেখক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে ধরিল, কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামীজীর শরীরে চোট লাগিতে পারে এই ভয়ে বেশী বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। শ্রীশ্রীস্বামীজী—"কই বেটা! তুই জোর দিয়ে আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দে, আমি ত' আর শুয়ে থাকতে পারছি না।" লেখক আরও একটু বল প্রয়োগ করিল কিন্তু তবুও শ্রীশ্রীস্বামীজীকে উঠাইতে পারিল না। শ্রীশ্রীস্বামীজী—"না, তোর দ্বারা হবে না দেখ্‌ছি, আচ্ছা ওঠ্‌ ভোলাগিরি! তুই নিজেই উঠে বস!" এই বলিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজী খুব জোরে শরীরটিকে ঝাঁকুনি দিয়া নিজেই উঠিয়া বসিলেন, পাঁচ ছয় মিনিট পরে আবার তিনি শুইয়া পড়িলেন। পাঁচ ছয় মিনিট পরে পুনরায় তিনি লেখককে বলিলেন—"পুত্র! আমাকে উঠাও, উঠাও, আর শুয়ে থাকতে পারছি না; দেখ, বুকটা যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে!" এবার শ্রীশ্রীস্বামীজীকে উঠাইতে লেখক দৃঢ়সংকল্প। সে তাঁহাকে জোরে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইল। শ্রীশ্রীস্বামীজী আনন্দিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া বলিলেন—"বাঃ, বেটা! এবার ত' পেরেছিস্, তবে পূর্ব্বে পারনি কেন?" লেখক—"বাবা! তখন আমার ভয় হয়েছিল যে বেশী জোর দিলে আপনার শরীরে চোট লাগতে পারে।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"না না, ভাই! সে ভয় করিও না, তুমি এইভাবে জোর দিয়ে আমাকে উঠিয়ে দিবে।" লেখক—"আচ্ছা বাবা।" পাঁচ ছয় মিনিট পরে পুনরায় শ্রীশ্রীস্বামীজী শুইয়া পড়িলেন। এইভাবে তিনি পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর শুইতেছেন এবং পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর লেখকের সাহায্যে উঠিয়া বসিতেছেন। তাঁহার কি যন্ত্রণা! হায় প্রারব্ধভোগ! তোমার অব্যাহত শক্তির নিকট জ্ঞানী-অজ্ঞানী, দেব-দৈত্য, যক্ষ-রক্ষ, এমন কি অবতারগণকেও মস্তক অবনত করিতে হয়। 'প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ'—প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ না হইলে ক্ষয় হয় না। আগামী, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম জ্ঞানীর জ্ঞানানলে ভস্মীভূত হইয়া যায়, কিন্তু প্রারব্ধ-কর্ম্মফলভোগ অনিবার্য্য। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও গুপ্তহত্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন ধারা বাল্যাবধিই দুঃখস্রোতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাদেবী রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া অসহ্য দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, পশ্চাৎ সীতা কলঙ্কিনী—এই অপবাদে তিনি নির্ব্বাসিতা। শিবাবতার জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়াছেন; মা কালীর বরপুত্র দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দুরন্ত ক্যান্‌সার রোগে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। আবার দেখা যায়—কোন কোন সাধারণ ব্যক্তি রোগযন্ত্রণা ভোগ না করিয়াই হঠাৎ সজ্ঞানে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে করিতে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিতেছেন। কি অদ্ভুত রহস্য, প্রারব্ধ-ভোগের কি গহনা (বিচিত্রা) গতি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাক্তার শরচ্চন্দ্র গুরুধামে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই আশ্রমে অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার শরীর আজ একটু খারাপ। বেলা এক ঘটিকার সময় তিনি গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্বামীজীকে ঔষধ দিলেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী ঔষধ গ্রহণ পূর্ব্বক শরৎকে বলিলেন—"শরৎ! তুমি এই তুপুরে কষ্ট করে এখানে এসেছ কেন? শুনলুম তোমার শরীর ভাল নয়, আজ তুমি নাকি কিছুই খাওনি!" তত্নুত্তরে শরৎ বলিলেন—"না, বাবা! সামান্য পেটের অসুখ হয়েছে, ও কিছুই নয়।" শ্রীশ্রীস্বামীজী—"হাঁ পুত্র! নিজের শরীরের প্রতি একটু দৃষ্টি দিও, এ বুড়োর (শ্রীশ্রীস্বামীজী) জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নেই, এ বুড়ো ঠিক আছে।" কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীস্বামীজী একটু ডাবের জল পান করিলেন। আশ্রমের অর্থাদি রাখিবার ভার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিষ্যের উপর অর্পিত হইত। তখন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজীর উপর এই ভার ন্যস্ত ছিল। বেলা প্রায় তুই ঘটিকার সময় বিশ্বেশ্বরানন্দ একখানি ইন্‌সিউরড্ (Insured) চিঠি সহ শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মহারাজ! সুরেনবাবু (সুরেন্দ্রবিনোদ সিংহ) ইন্‌সিউরড্ করে এই একশত টাকা পাঠিয়েছেন।" তত্নুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"আরে বেটা! এ বুড়োকে আর ও সব কথা বলছিস্ কেন? বুড়ো ত' চল্‌ল, তোমাদের আশ্রম, তোমরা সব ঠিক করে রাখ।" বিশ্বেশ্বরানন্দ চলিয়া গেলেন। অপরাহ্নে বিভিন্ন মঠ ও আশ্রম হইতে বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বর, মোহান্ত ও সাধুগণ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দেখিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী সকলের সহিত হাস্যমুখে বাক্যালাপ করিতেছেন কিন্তু পূর্ব্ববৎ পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর উঠিয়া বসিতেছেন ও শুইতেছেন। মোহান্ত স্বামী গিরিশানন্দ গিরিজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন—"মহারাজ! আপনার মানসিক অবস্থা এখন কি প্রকার?" তদুত্তরে শ্রীশ্রীস্বামীজী বলিলেন—"ভাই! শরীর ত' ছাড়তে হবেই, সেজন্য মনে একটু দুঃখ যে না হচ্ছে তা নয়। আমার মনের অবস্থা এখন কি প্রকার জানেন? নব-বিবাহিতা মেয়ের মত। নব-বিবাহিতা মেয়ে বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে—পিতা, মাতা, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়গণকে ত্যাগ করে যেতে তার একটু কষ্ট হচ্ছে, সে কাঁদছে, কিন্তু পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় স্বামীর সহিত একত্রে থাকিবে, সর্ব্বদা স্বামীর সাহচর্য্য করিতে পারিবে—এই তৃপ্তিপ্রদ চিন্তায় তাহার হৃদয় আবার আনন্দে উদ্ভাসিত। আমার মনের ভাবও তদ্রূপ। ছেলেমেয়েদিগকে (শিষ্যভক্তগণকে) ছেড়ে যেতে একটু কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু দেহত্যাগের পর সেই প্রিয়তম পরমপুরুষের সহিত একীভূত হয়ে যাব এই চিন্তায় আমার হৃদয় পুলকিত, আনন্দে উদ্ভাসিত।" *

শ্রীশ্রীস্বামীজীর মুখ হইতে নির্গত হইতেছে "শিব, শিব, শিবোঽহম্, শিব, শিব, শিবোঽহম্।" তিনি সমাগত সাধুগণের সহিত বাক্যালাপে মগ্ন, অত্যধিক হৃৎস্পন্দনহেতু একবার উঠিতেছেন, একবার শুইতেছেন, কিন্তু শিবের নামটি তাঁহার জিহ্বায় যেন লাগিয়াই আছে; বাক্যালাপের মধ্যেও তাঁহার সেই প্রিয়তম নাম অলক্ষ্যেই যেন তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। ইহাই সুদীর্ঘকালের অভ্যাসের পরিণতি। তাই তিনি বলিতেন—"বেটা! উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, বেড়াইতে, গল্প করিতে সর্ব্বদাই ইষ্টদেবের নাম স্মরণ ও তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান করিতে

* চারিদিন পূর্ব্বে ডাক্তার শরচ্চন্দ্রও শ্রীশ্রীস্বামীজীকে এইভাবে প্রশ্ন করিলে, শ্রীশ্রীস্বামীজী এই প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা করবি। প্রথম প্রথম ইহাতে হয়ত মন লাগবে না, আনন্দ পাবি না, কিন্তু অভ্যাস যতই গাঢ় হবে, চেষ্টা যতই বলবতী হবে, হৃদয়ে ততই আনন্দ পাবি। ভগবান আছেন, ইহা ঠিক জানিস্। তুই ভগবানকে দেখতে পাচ্ছিস না বলেই কি তাঁহার অস্তিত্ব নেই? তুই ত' কত জিনিস, কত স্থানই দেখিস্ নাই। আচ্ছা, তুই ত' বিলেত, আমেরিকা ইত্যাদি অনেক স্থানই দেখিস্ নাই, সেজন্য কি ও সব দেশের অস্তিত্ব অস্বীকার করবি? যারা ও সব দেশ দেখেছে, তারা যে প্রকার ও সব দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে ও আমরাও তাদের কথায় বিশ্বাস করে ও সব দেশের অস্তিত্ব মেনে নিচ্ছি, তদ্রূপ যাঁরা শ্রীভগবানকে দেখেছেন সেই সব ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, শাস্ত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন; তবে তুই শ্রীভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করবি না কেন? পুত্র! বিশ্বাস ও ভক্তিই হচ্ছে সাধনরাজ্যে উন্নত হবার একমাত্র সোপান—ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। বিশ্বাস ও ভক্তিবলেই শ্রীভগবানের দর্শন, আত্মার অনুভূতি ও নির্ব্বাণ (মুক্তি) লাভ হ'য়ে থাকে।"

সায়ংকালে শ্রীশ্রীস্বামীজী মলত্যাগ করিবার জন্য পুনরায় গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মলত্যাগান্তে তিনি গুহার বারান্দায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অত্যধিক দুর্ব্বলতা হেতু তিনি গুহার মধ্যে যাইতে অসমর্থ। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী শিষ্যগণ গুহা-বারান্দায় অবস্থিত পালঙ্কোপরি শয্যা করিয়া দিলে, শ্রীশ্রীস্বামীজী তদুপরি শয়ান হইয়া ডাক্তার শরচ্চন্দ্রকে বলিলেন—"শরৎ! আমার মৃত্যুশ্বাস উপস্থিত।" তিনি শিষ্যগণকে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র আবৃত্তি করিতে আদেশ দিলেন এবং তিনি নিজেও উহা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।"

হরিদ্বারের ডাক্তার এন. কে. বসু মহাশয়কে আশ্রমে কল্ দেওয়া হইল। তিনি শ্রীশ্রীস্বামীজীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"স্বামীজীর হাতে নাড়ী ত' পাওয়া যাচ্ছে না, এ প্রকার রোগী এখনও যে বেঁচে আছেন ও কথা বলছেন ইহাই আশ্চর্য্য। মহাপুরুষদিগের কার্য্য আমাদের বুদ্ধির অগোচর।" ডাক্তার বসু শরচ্চন্দ্রের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে বলিলেন—"ইনি (শরৎ) যখন এখানে আছেন তখন আমার আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই, আমি চলিলাম, বিশেষ দরকার হ'লে ডাকিবেন, আমাদ্বারা স্বামীজীর যতটুকু সেবা হয় আমি তা আনন্দের সহিত করিব।" রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃৎপিণ্ড প্রবলতমভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। উপস্থিত শিষ্য-ভক্তবৃন্দ মনে করিলেন যে শ্রীশ্রীস্বামীজী এখনই দেহত্যাগ করিবেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর নির্দ্দেশে তাঁহারা নির্ব্বাণষটক, আত্মষটক ইত্যাদি স্তোত্রাবলী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীস্বামীজীও মধ্যে মধ্যে উহা আবৃত্তি করিতেছেন। রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীস্বামীজী শিষ্যগণকে বলিলেন—"দেখ, আমার বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে, আমাকে একখানি কম্বল দাও।" শ্রীশ্রীস্বামীজী শরীরটাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িলেন ও প্রগাঢ় শান্তিতে নিদ্রিত (সমাধিস্থ ?) হইলেন। কোথায় গেল তাঁহার হৃৎস্পন্দন, কোথায় গেল তাঁহার অস্থিরতা, কোথায় গেল তাঁহার পুনঃ পুনঃ উত্থান ও শয়ন! শরীরের, রোগের এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! মনে হইল শ্রীশ্রীস্বামীজীর কোনও ব্যাধি নাই; তিনি শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছেন। রাত্রি ৩-৪০ মিনিটের সময় তাঁহার নিদ্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সমাধি ?) ভঙ্গ হইল। তিনি উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন— "বড্ড পিপাসা লেগেছে, আমাকে একটু জল দাও।" ডাক্তার শরচ্চন্দ্রের নির্দ্দেশে শ্রীশ্রীস্বামীজীকে অর্দ্ধগ্লাস পরিমাণ জল দেওয়া হইল। তিনি উক্ত জল পান করিয়া আরও জল চাহিলেন। কিন্তু শরচ্চন্দ্রের ধারণা যে এক সময়ে বেশী জল পান করিলে শ্রীশ্রীস্বামীজীর হৃৎস্পন্দন আবার প্রবলবেগে উত্থিত হইতে পারে, তাই তাঁহার নির্দ্দেশে উপস্থিত শিষ্যগণ শ্রীশ্রীস্বামীজীকে বলিলেন—"বাবা! একটু পরে আবার জল পান করিবেন।"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"এখন আর জল দিবে না? আচ্ছা, বেশ, শিবোঽহম্, শিবোঽহম্"—এই বলিয়াই শ্রীশ্রীস্বামীজী শুইয়া পড়িলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরব্রহ্মে লীন হইলেন।

এইভাবে **শ্রীশ্রীস্বামীজী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে** (বৈশাখমাস, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথি) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অগণিত শিষ্য-ভক্তগণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া তাঁহার চির-ঈপ্সিত সেই পরমপুরুষের সহিত একীভূত হইলেন। তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে হরিদ্বার, কন্‌খল, ভীমগোডা, হৃষীকেশ ইত্যাদি স্থানে বিস্তৃতিলাভ করিল। উক্ত স্থানসমূহ হইতে মণ্ডলেশ্বর, মোহান্ত, সাধু ও গৃহস্থগণ হরিদ্বারের এই প্রখ্যাত মহাপুরুষের পুণ্যময় শরীরের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য অনতিবিলম্বে আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বর, মোহান্ত ও সাধু এবং গৃহস্থগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীস্বামীজীর দেবোপম শরীর মাল্যভূষিত হইল। শরীরটিকে চন্দনচর্চ্চিত করিয়া যথাবিহিত পূজা ও আরতি করা হইল, পশ্চাৎ উহাকে পাল্কীর উপর উপবিষ্টভাবে স্থাপিত করিয়া সাধুবৃন্দ কালীকুণ্ডাভিমুখে (ভীমগোডা) যাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন। স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরিজী, স্বামী জয়েন্দ্রপুরীজী প্রমুখ মণ্ডলেশ্বরগণ, স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী পূরণনাথ প্রমুখ মোহান্তগণ এবং অগণিত সাধু শবানুগমন করিতে লাগিলেন। ব্যাণ্ডবাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। ওঁ নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে হর, গঙ্গামায়ী কী জয়—ইত্যাদি ক্ষীণ ধ্বনি মধ্যে মধ্যে সাধুদিগের মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে খই ও পয়সা প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। রাস্তার উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান পুরবাসী শ্রীশ্রীস্বামীজীর শরীরের প্রতি শ্রদ্ধাপ্লুতান্তঃকরণে হাতজোড় পূর্ব্বক প্রণতি জানাইতেছে। সকলের মুখেই এক কথা—"একজন মহান্ পুরুষ চলিয়া গেলেন।" সাধুগণ শ্রীশ্রীস্বামীজীর পবিত্র শরীর বহন করিয়া যথাসময়ে কালীকুণ্ড-তীরে উপনীত হইলেন। শরীরটীকে মৃত্তিকোপরি উপবিষ্টভাবে স্থাপন করিয়া পুনরায় উহার পূজা ও আরতি করা হইল, তদনন্তর শরীরটীকে কম্বল দ্বারা জড়াইয়া পাথর বাঁধিয়া ওঁ নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে হর, গঙ্গামায়ী কী জয়, হর, হর, বম্, বম্ ইত্যাদি ধ্বনির মধ্যে উহা গঙ্গায় (কালীকুণ্ডে) নিমজ্জিত করা হইল।

এই ত' শরীরের পরিণাম! জ্ঞানী-অজ্ঞানী, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, সুন্দর-কুৎসিত প্রত্যেকের শরীরেরই এই একই গতি, প্রত্যেকের শরীরই ধ্বংসশীল। কিন্তু কি অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া। এই শরীর রক্তমাংসের খাঁচা, মলমূত্রের ডিপো; এই শরীর একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই—ইহা অবগত হইয়াও আমরা এই শরীরের প্রতি অহংজ্ঞানে মোহান্ধ হইয়া শরীরপালনেই জীবন অতিবাহিত করিতেছি, শরীর হইতে পৃথক্ নিজেকে দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইতেছি না। ভগবানের শরণাগতি, জ্ঞানচর্চ্চা ইত্যাদি এখন কতকগুলি ধর্ম্মধ্বজা-ধারীদের বাক্যের মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রকৃত সাধনসম্পন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়—ইহাই মায়ার কার্য্য। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীতা, ৭।১৪)

বস্তুতঃ অনন্যভাবে শ্রীভগবানের ধ্যান, ধারণায় তন্ময় হইতে না পারিলে তীর্থবাস, মন্দিরে গমন, শাস্ত্রপাঠ, পূজা ইত্যাদি দ্বারা জীবনে কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না ; অধিকন্তু 'আমি ধার্ম্মিক' এই প্রকার আত্মম্ভরিতা আসিয়া মনকে অধিকতর মোহগ্রস্ত করিয়া থাকে। প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তি অনন্যমনে শ্রীভগবানের ধ্যানে বা ব্রহ্মচিন্তায় কালাতিপাত করিবেন।

এইভাবে ব্রহ্মসমুদ্রের বুদ্‌বুদ্‌রূপ শ্রীশ্রীস্বামীজী ব্রহ্মসমুদ্রে লীন হইয়া গেলেন। বুদ্‌বুদ্ সমুদ্রের সত্তায়ই সত্তাবান্, বুদ্‌বুদ্ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া বাহ্যতঃ পৃথক্ সত্তায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, পুনরায় সমুদ্রেই লীন হইয়া যায়। সমুদ্র ও বুদ্‌বুদ্‌কে দুইটি পৃথক্ বস্তু কল্পনা করা অজ্ঞতার লক্ষণ। তদ্রূপ ব্রহ্মসমুদ্রে বুদ্‌বুদ্‌রূপ অনন্ত কোটি জীব উত্থিত হইতেছে ও পুনরায় ব্রহ্মসমুদ্রে লীন হইতেছে। জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কল্পনা করা মূর্খতার লক্ষণ। সাধনবলে জ্ঞানালোকে জীব দেখিতে পায়—যে জীব সে-ই শিব, জীবই ব্রহ্ম—এই প্রকার অদ্বৈতজ্ঞানে স্থিত হইয়াই জীব চিরশান্তি বা মুক্তি লাভ করে। শ্রীশ্রীস্বামীজী জীব-শরীর ত্যাগ করিয়া শিবস্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক মহাপুরুষই এইভাবে শরীর ত্যাগ করিয়া শিবত্বে স্থিত হন। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বত্র বিরাজমান, কাতরপ্রাণে ডাকিলে তাঁহাদিগের দর্শন পাওয়া যায়, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে জীবনের উন্নতি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীস্বামীজীর দেহত্যাগের পর বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্নভাবে তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াই এই গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি। ই. আই. রেলওয়ের ইনস্পেক্টর শ্রীশ্রীস্বামীজীর শিষ্য রোহিণীকুমার ঘোষ সাধারণতঃ ৺কাশীধামে অবস্থান করেন, কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে বিভিন্ন স্থানে গমন করিতে হয়। তিনি অম্লশূল রোগে অতীব কষ্ট পাইতেছিলেন। বহুবিধ ঔষধ সেবন করিয়াও তিনি এই দুরন্ত ব্যাধির কবল হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। অবশেষে তিনি একদিন লেখককে বলিলেন—"স্বামীজী! আর এ কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, চান্দ্রায়ণ-ব্রত করবার সিদ্ধান্ত করেছি,—হয় শরীর যাক্, নতুবা রোগের উপশম হোক্, অম্লশূল বেদনায় এত কষ্ট পাচ্ছি যে আমার আর জীবনে স্পৃহা নেই। ঠাকুরকে ডাক্‌ছি, কিন্তু ঠাকুরের (শ্রীশ্রীস্বামীজীর) দয়া হ'ল না।" কয়েকদিন পরে লেখকের সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে, তিনি লেখককে হাস্যমুখে বলিলেন—"স্বামীজী! ঠাকুর (শ্রীশ্রীস্বামীজী) আমার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি আমাকে স্বপ্নে ঔষধ দিয়েছেন ; আমি এখন রোগমুক্ত।" লেখক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"জয় গুরুদেব! আচ্ছা, আপনাকে কি ঔষধ দিলেন জান্‌তে পারি কি?" রোহিণী—"হাঁ, বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। স্বপ্নে দেখলুম—ঠাকুর এসে দাঁড়িয়ে একটি গাছের পাতা হাতে করে বললেন—'এই পাতার রস প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে এক টিপ্ কাশীর চিনির সহিত এক ঝিনুক পরিমাণ খাবে।' পাতা দেখেই চিনতে পারলুম—কাল গান্ধাফুল গাছের পাতা। আমি উক্ত পাতার রস করে প্রত্যহ দুইবেলা নিয়মিতভাবে এখনও খাচ্ছি। জয় ঠাকুর! ঠাকুরের কৃপা হ'লে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমি এখন বেশ আছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত রোহিণী অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরপ্রাণে শ্রীশ্রীস্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করিয়া অভীপ্সিত ফল লাভ করিলেন। মহাপুরুষের কখনও মৃত্যু হয় না; তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তিনি ভগবত্তুল্য। অনন্যভক্তি ব্যতীত ভগবদ্দর্শন হয় না, তদ্রূপ অনন্যভক্তি ব্যতীত বিদেহমুক্ত মহাপুরুষগণের দর্শন লাভ করাও সুকঠিন। ভগবান ভক্তাধীন, ভক্তের কাতর প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয় বিচলিত, তদ্রূপ মহাপুরুষগণও ভক্তাধীন, ভক্তের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয়ও বিগলিত; তাঁহাদের কল্যাণহস্ত সর্ব্বদাই ভক্তের মঙ্গলের জন্য প্রসারিত। এই স্থানে শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেই বাক্য উল্লেখযোগ্য—

লেখক—"বাবা! আপনার অবর্ত্তমানে আমাদিগকে কে দেখিবে, আমরা কার কাছে যাব?"

শ্রীশ্রীস্বামীজী—"বেটা! গুরুর কি কখনও মৃত্যু আছে? তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, স্থূলশরীর নাশে তাঁহার নাশ হয় না, তবে তোদের এ ভয় কেন? ভক্তি ও নিষ্ঠাবলে ভক্ত সর্ব্বত্রই গুরুশক্তি উপলব্ধি করে, গুরুমূর্ত্তি দর্শন করে।"

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃতের" সমালোচনা।

Amrita Bazar Patrika :—

Swami Bholananda Giri during his life-time provided light to thousands of spiritual aspirants. Even to this day many make a pilgrimage to his "Ashram" at Hardwar.

We are glad to note that one who came directly into contact with the great saint has written a biography which will delight all seekers of God. The language is simple and the style attractive—there being a Boswellian touch about it. We whole-heartedly commend the excellently got-up and printed volume to our readers. (dated 15. 10. 1944.)

Hindusthan Standard :—

In the book under notice has been recounted the inspiring life-story of one of the greatest saints and religious teachers of modern India by one of his devout disciples. The writer having the golden opportunity of coming in intimate contact with the master and watching his day to day life, has been able to present a quite life-like picture of the saint. To the lay public, if not to most of his disciples, Swami Bholananda Giri's life specially the course of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

his spiritual development upto its acme, has been more or less a sealed book, in this publication that has been laid bare in all its resplendent glory. This is the chief value of the book. But this is not all. In imparting instructions Swami Bholananda very often employed the vehicle of suitable stories and annecdotes to elucidate some of the most obstruse philosophical points, somewhat in the manner of Sri Ramkrishna Paramahansa. That made his teachings at once telling and attractive to the listeners. The writer himself also appears to be possessed of spiritual realisation to a high degree. for which he has succeeded in imparting a peculiar liveliness to this biographical study. The simple and clear style of the author has also helped him a lot in making the book a success. We have no doubt that the book will receive the appreciation from the reading public which it so richly deserves (dated 31. 12. 1944)

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ—

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভোলানন্দ গিরি মহারাজ সুপরিচিত। আচার্য্য, উপদেষ্টা এবং সাধকরূপে এই মহাপুরুষের নাম সকলেই অবগত আছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে তাঁহার জীবনকথা আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর সাধক মহাপুরুষদের জীবনীর সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রে যাঁহারা মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের জীবনের পার্থক্য আছে। মানুষের মনের অন্তর্নিহিত সত্যের বলে ইহাদের জীবন প্রভাবিত হইয়া থাকে, এজন্য ইহাদের জীবনী পুরাতন হয় না, উপলব্ধিগত অভিনবত্ব সব সময় এমন জীবনীতে থাকে। আলোচ্য গ্রন্থখানায় গিরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের সাধনার উপলব্ধিগত সেই অধ্যাত্মতত্ত্বের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন অধিকারী শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি যে সব উপদেশ দিয়াছেন, কথোপকথনের ভিতর দিয়া সেইগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। গিরি মহারাজের সহজ সরল সে সব উপদেশ চিত্তকে উন্নীত করে; সেগুলি সুমধুর। এমন সব সাধকদের উপদেশ রচনায় উল্লেখ করাও সহজ নয়। কারণ ভাষার একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে সমস্ত ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে এবং বাক্যের মূলীভূত মাধুর্য্যটী নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং এমন মহাপুরুষদের জীবনী লিখিতে হইলে কেবল বাহিরে পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না, অন্তর সাধনাও থাকা প্রয়োজন; গ্রন্থকারের সে বস্তু আছে এবং সেইজন্যই তাঁহার লিখিত এই পুস্তকখানা মধুর হইয়াছে। কয়েক খানা চিত্রের দ্বারা পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর। (তারিখ ৭. ২. ১৯৪৩)

যুগান্তর ঃ—

হরিদ্বারের প্রখ্যাত মহাপুরুষ বিদেহমুক্ত শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তাঁহার অন্যতম প্রিয় সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে উক্ত মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া সুধীসমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়, অসাম্প্রদায়িক ভাব, সর্ব্বভূতে প্রেম ইত্যাদি অবগত হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তিও ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিবেন। অনুভূতিসম্পন্ন সাধক ব্যতীত এই প্রকার সুন্দর চিত্তাকর্ষক জীবনী প্রণয়ন করা অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মূল্যবান গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

(তারিখ ২৯. ৭. ৪৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্বোধন (রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র) :—

শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ সন্ন্যাসী-সংঘে সুপরিচিত। এই গ্রন্থখানিতে তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশ মনোজ্ঞভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শিষ্যরূপে গিরি মহারাজের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাওয়ায় তাঁহার তপস্যা-পূত আধ্যাত্মিক জীবনের চিত্রটি সুন্দর-ভাবে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই পুস্তকে বর্ণিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, সম্বিৎ গিরি, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী রামতীর্থ, রামদাস কাঠিয়া বাবা, পরশুরামজী, হনুমানজী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মহাপুরুষগণের সহিত স্বামী ভোলানন্দজীর সাক্ষাৎকারের কাহিনী অভিনব। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে গিরি মহারাজ বলিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি পূর্ব্ব জন্মেই জ্ঞানী ছিলেন। এই জন্মে শুধু লোকহিতার্থে স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করেছিলেন।

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ গৃহস্থ ভক্তগণের প্রতি গিরিমহারাজের উপদেশ সমূহ তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ ও কার্য্যকর। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল, সরস ও সুখপাঠ্য। মুদ্রণ, প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই ভাল। (তারিখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)।

শ্রীসুদর্শন (বৃন্দাবন, নিম্বার্ক আশ্রমের মুখপত্র) :—

দেশের আজ চরম দুর্দ্দিন, বিশেষতঃ বাংলার। তাহার গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ব্বত্র অশান্তি। অশান্তির অনল তাহাকে পুড়াইয়া মারিতেছে। তাহার এই দহনজ্বালা নিবারণ করিতে হইলে যে অমৃত প্রলেপের প্রয়োজন তাহারই সন্ধান শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজের প্রণীত "শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃতে" রহিয়াছে দেখিতে পাই। ভারত প্রসিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনী গ্রন্থকার যে সুন্দর ভাষায়, অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, যুক্তিতর্ক ও বিচারের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। সাধু মহাপুরুষের জীবনী লিখিতে যাইয়া অধিকাংশ স্থলেই গ্রন্থকার (বিশেষতঃ তিনি যদি শিষ্য হন) যুক্তি বিচার ভুলিয়া ভাবাবেগে চালিত হইয়া থাকেন, ফলে যথার্থ চরিত্র চিত্র ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সাধক, কাজেই তাঁহার সত্যানুসন্ধানের প্রবল আগ্রহ এবং আত্মানাত্ম-বিচারক্ষম মনীষা উভয়ই তাঁহার লেখনীকে সংযত এবং সুপরিচালিত করিয়াছে; ফলে "শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত" বাংলা সাহিত্যে এবং আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু সাধকের নিকট অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে। বাংলার শিক্ষিত সমাজের নিকট শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের নাম সুপরিচিত। এইবার তাঁহার অদ্ভুত জীবন কাহিনী পাঠ করিয়া সুধী সমাজ মানব জীবনের যথার্থ শ্রেয়ের পথ বাছিয়া লইতে পারিবেন মনে করি। ত্রিতাপে তাপিত মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য আত্মদর্শন ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এই আত্মদর্শনের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সদ্‌গুরুর। সেই সদ্‌গুরুই মর্ত্ত্যে ভগবানের মূর্ত্তবিগ্রহ—তাঁহারই অপূর্ব্ব আলেখ্য শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের অনন্যসাধারণ জীবন কাহিনী। এই সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে; কাজেই যিনি যে পথেরই পথিক হউন না কেন, এই জীবন কাহিনী পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন একথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। এই গ্রন্থ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে স্থান লাভ করিবে, এইরূপ আশা করা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। এইরূপ একখানা অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য গ্রন্থকার স্বামীজী মহারাজকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

(তারিখ ভাদ্র ১৩৫৪)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দির (বিজয়কৃষ্ণ মঠের মুখপত্র) :—

……স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ সুললিত ভাষায় ভোলাগিরি মহারাজের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া নিজেও ধন্য হইয়াছেন, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন।……

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর ৺প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিমত—

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ লীলাময়ের পরম বিভূতিস্বরূপ শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের মধুর জীবন চরিত্র প্রকাশ করিয়া সুধী সমাজের পরম ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বামিজীর (স্বামী ধ্রুবানন্দ মহারাজ) লিখিত এই জীবনী-খানি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনাবলীর সমাবেশে ও শ্রীমন্মহারাজের পীযূষকল্প উপদেশ-রাজির মহামহিমায় অপূর্ব্বতা লাভ করিয়াছে। দেশের এই সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের দিনে এই জীবনচরিত্রখানি সাগ্রহে পঠিত হইয়া জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করুক্ ইহাই এই অকিঞ্চন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একমাত্র প্রার্থনা। ইতি—তারিখ ১২।৯।৪২ ইং।

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক সর্ব্বজনাদৃত হইয়াছে দেখিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিতেছি। ইহার মধ্যেও মঙ্গলময় শ্রীগুরুদেবের কল্যাণ হস্ত নিহিত আছে বলিয়া অনুভূত হইতেছে। গুরুকৃপা বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, নতুবা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি দ্বারা প্রণীত পুস্তক এই প্রকার সকলের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইত না। জয় গুরুদেব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নামীয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

১। ভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম, লালতারাবাগ, হরিদ্বার।
২। ভোলানন্দ আশ্রম, ১নং মহেশ চৌধুরী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫।
৩। ভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম, টিকাটুলি, ঢাকা।
৪। ভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম, বগুরা রোড, বরিশাল।
৫। ভোলানন্দ সেবাশ্রম, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৬। ভোলানন্দ রাসকুঞ্জ, শ্রীহট্ট।
৭। ভোলানন্দ সেবাশ্রম, তুঙ্গেশ্বর, শ্রীহট্ট।
৮। ভোলানন্দ আশ্রম, মণিখালি, ২৪ পরগণা।
৯। ভোলানন্দ মঠ, সুখচর, ২৪ পরগণা।
১০। ভোলানন্দ সাধন কুটির, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া।
১১। ভোলানন্দ মুক্তেশ্বর শিবালয়, বাজিতপুর, ফরিদপুর।
১২। ভোলানন্দ আশ্রম, পুরী (৺জগন্নাথধাম)।
১৩। শ্রীনারায়ণ আশ্রম, নয়াঘাট, অ:যা
১৪। শ্রীগুরু আশ্রম, মণিরামপুর, (বারাকপুর), ২৪ পরগণা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদ্বার শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রমের পুস্তকাবলী

মহাপুরুষ বাণী—'চন্দ্র' সংগৃহীত (ভোলাগিরি মহারাজের উপদেশ সম্বলিত) ... ... ॥০

সদাচার ও স্তোত্রমালা ।০ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী ।০

কুম্ভমেলা ও কুম্ভযোগ ৴৫ শিবগুরু পূজাপদ্ধতি ৵০

নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মবিধি ৵০

মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ প্রণীত

উপাসনা—(উপাসনার সহজ উপায়) ... ... ১৲

বৈদিকযুগে—(হিন্দুর গৌরবময় পূর্ব্বযুগের ইতিহাসই) ১৲

প্রশ্নোত্তরী বা বেদান্ত সোপান—(বেদান্তের সারাংশ) ১।০

অধ্যাত্মবিদ্যা—(ভোলাগিরি মহারাজের উপদেশ অবলম্বনে) ॥০

উপনিষদ রহস্য ॥০

গীতাবোধিনী ৩৲

Vedic Culture ৭॥০

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ প্রণীত

প্রবন্ধাবলী ১ম ২৲, ২য় ২৲, ৩য় ২৲, ৪র্থ ১॥০

Sree Sree Swami Bhola Girl Maharaj—
(স্বামী ভোলাগিরি মহারাজের ইংরেজী জীবনী) ... ১॥০

স্বামি-শিষ্য-প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড (ভোলাগিরি মহারাজের উপদেশ সম্বলিত) ... ... ।৵০

স্বামি-শিষ্য প্রসঙ্গ ২য় খণ্ড (ছাপা নাই) ... ১৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত ৩৲

শ্রীশ্রীভোলানন্দ প্রসঙ্গ—(অলৌকিক ঘটনারাজি পরিপূর্ণ) ১।০

× × × × ×

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি সম্পাদিত

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, শঙ্কর ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদসহ)

ঈশোপনিষদ ১৲ কেন ১॥০ কঠ ৩৲ মুণ্ডক ২॥০

মাণ্ডুক্য ১।০ প্রশ্ন ২।০ তৈত্তিরীয় ৩৲ ঐতরেয় ॥০

শ্বেতাশ্বতর ৪৲ কৈবল্য ৷৵০

ঈশ-কেন-কঠোপনিষদ্ (মূল, অন্বয়, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ) ৩৲

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি

উপনিষদের কথা ৩৲

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের বাণী ॥০

রাজকুমার দে সংকলিত

স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ গিরি

পূজাপদ্ধতি ।০

গুরুগীতা ও স্তোত্রমালা ৷৵০

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ ও মণ্ডলেশ্বর মহারাজের নানাপ্রকার ছবি পাওয়া যায়।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম
লালতারাবাগ
হরিদ্বার

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi